॥ আশুতোষ-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা ॥

UNDER THE GENERAL EDITORSHIP

OF

THE ASUTOSH PROFESSOR AND HEAD OF THE DEPARTMENT OF SANSKRIT

UNIVERSITY OF CALCUTTA

No. V

UNIVERSITY OF CALCUTTA

1970

॥ নিরুক্তম্ ॥

YĀSKA'S NIRUKTA

PART IV

With Bengali Translation and Notes

EDITED BY

AMARESWARA THAKUR, M.A., PH.D.,

Retired Head of the Department of Sanskrit,
University of Calcutta

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1970

Rs. 20.00

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1845B—December. 1970—A

নিবেদন

ভগবানের অশেষ কৃপায় আমার সম্পাদিত নিরুক্ত প্রকাশিত হইল। নিরুক্ত অতি কঠিন গ্রন্থ এবং আমিও বৈদিক পণ্ডিত নহি। কাজেই কত যে ভুল-ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে তাহার হয়ত ইয়ত্তা নাই। সুধী পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা ভিক্ষা ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই।

আমি এই অবসরে নিরুক্তের মুদ্রণ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের কর্মচারিবর্গের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সর্বসৌজন্যমণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় মুদ্রণ ব্যাপারে সবিশেষ যত্ন নিয়াছেন—আমি তাঁহাকে সাদর সাধুবাদ জানাইতেছি। প্রুফরীডারগণের অক্লান্ত মনোযোগে অশুদ্ধির সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ চতুর্থখণ্ডের প্রুফ সংশোধন কর্তা শ্রীযুক্ত রামধন শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও গুণের কথা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। ঈদৃশ সতর্ক এবং অভিজ্ঞ প্রুফরীডার খুব অল্পই দেখা যায়। নানাশাস্ত্রে ইঁহার নৈপুণ্য এবং স্বভাব মাধুর্য ইঁহাকে সকলের প্রীতিভাজন করিয়াছে—ইহা অতীব আনন্দের কথা। আমি সর্বথা ইঁহার অভ্যুদয় কামনা করি।

আরও একটী বিষয় বক্তব্য আছে। এত বড় গ্রন্থের শব্দসূচী নির্মাণ অত্যন্ত শক্ত কাজ—বিশেষতঃ আমার ন্যায় অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে। গ্রন্থের শব্দসূচী সমস্তটাই—নির্মাণ করিয়া দিয়াছে আমার পুত্র শ্রীমান্ পরিতোষ ঠাকুর। আমি তাহাকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

ভূমিকা

নিরুক্ত শব্দের অর্থ কি? নিরুক্ত কাহাকে বলে? ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে নির্+বচ্ ধাতু হইতে নিরুক্ত শব্দ উৎপন্ন বলিয়া 'সবিশেষে যেখানে অর্থ উক্ত হয়'—নিরুক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে। নিরুক্তগ্রন্থ সমাম্নায়েরই ব্যাখ্যা। গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত বৈদিকশব্দসমূহই সমাম্নায়। এই সমাম্নায়ে সঙ্কলিত প্রথম পদ হইতেছে 'গৌঃ' এবং অন্তিম পদ 'দেবপত্নী'—কাজেই সমাম্নায়কে বলা হয় গবাদি দেবপত্ন্যন্ত শব্দ সমষ্টি। এই বৈদিক শব্দসমূহ সমাহৃত হইয়াছিল ঋষিগণের দ্বারা—কোন্ অতীত যুগে তাহা দুর্নির্ণেয়। নিরুক্তগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—কোন কোন ঋষি ধর্মের অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের ও বেদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন এবং মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ তাঁহাদের নিকট স্বতঃ আবির্ভূত হইত। পরবর্তী যুগের ঋষিগণ ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। ইঁহারা পূর্ববর্তী ঋষিগণের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। পূর্ববর্তী ঋষিগণ উপদেশক্রমে তাঁহাদিগকে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ প্রদান করেন অর্থাৎ পরবর্তী যুগের ঋষিগণ ধর্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান-সম্পন্ন হয়েন। এই পরবর্তী যুগের ঋষিগণ দেখিলেন, লোক ক্রমশঃই ক্ষীণশক্তি ও অল্পায়ুঃ-সম্পন্ন হইয়া পড়িতেছে, উপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে বিশাল বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করা সম্ভবপর নহে। দেখিয়া তাঁহাদের গ্লানি (দুঃখ) হইল, তাঁহারা অনুকম্পা করিলেন, তাঁহারা ঋগ্বেদাদিক্রমে বেদের বিভাগ করিলেন যাহাতে ক্ষীণশক্তি অল্পায়ুঃসম্পন্ন লোক কোনও বেদ অন্ততঃ অধ্যয়ন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে। বেদে অভিজ্ঞ হইতে হইলে বেদের অধ্যয়নের ন্যায় বেদের অর্থবোধও আবশ্যক; যাহাতে বেদের অর্থবোধ সহজে হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা এই গ্রন্থ অর্থাৎ সমাম্নায় এবং অন্যান্য বেদাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। এই গবাদিশব্দ সমষ্টি বেদসমূহ হইতে অতিপ্রযত্নের সহিত বহুকালে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই শব্দসমষ্টির অর্থজ্ঞানের উপর বেদার্থজ্ঞান নির্ভর করে। কাজেই এই শব্দসমষ্টি নিগমক বা নিগম অথবা নিগন্তু অর্থাৎ অর্থজ্ঞান-কর। নিগন্তু বলিয়াই শব্দসমষ্টির নাম হইয়াছে নিঘণ্টু। এই শব্দসমূহ যে গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই গ্রন্থের নাম নিরুক্ত। দ্রষ্টব্য যে নিঘণ্টু বা সমাম্নায়ে সঙ্কলিত সমস্ত শব্দেরই নিরুক্তে ব্যাখ্যা করা হয় নাই এবং অনেক শব্দ যাহা সমাম্নাত (সমাম্নায়ে উদ্দিষ্ট) নহে কিন্তু যাহা বেদে আছে তাহারও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যেমন—মৃগ, কর্ণ, দক্ষিণ, লক্ষ্মী, ভদ্র, অধঃ প্রভৃতি শব্দ। ইহাও দ্রষ্টব্য যে সমস্ত বৈদিক শব্দের সমাম্নান বা কথন সম্ভবপর হয় নাই, কারণ সমাম্নানার্হ শব্দ অসংখ্য। যে সমস্ত শব্দ সমাম্নাত বা উদ্দিষ্ট অর্থাৎ অভিহিত হইয়াছে তাহার সাহায্যেই বুদ্ধিমান্ মেধাবী পাঠক মন্ত্রার্থ বোধ করিতে পারিবেন।

ইহাও আলোচ্য যে ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়ণাচার্য অর্থজ্ঞানে পরস্পর নিরপেক্ষ পদসমূহকেই-অর্থাৎ প্রাচীন ঋষিগণ সঙ্কলিত বেদার্থবোধসহায়ক পদসমূহ বা সমাম্নায়কেই নিরুক্ত আখ্যা দিয়াছেন (অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্— ঋগ্বেদ-ভাষ্যভূমিকা)। তাঁহার মতে সমাম্নায় বা নিঘণ্টু নিরুক্ত আখ্যা লাভ করিতে পারে এই জন্য যে, ইহাতে সঙ্কলিত বা সংগৃহীত শব্দসমূহের জ্ঞান (অর্থজ্ঞান) হইলে বেদমন্ত্রার্থবোধ হইতে পারে। কাজেই অর্থজ্ঞানকরত্ব বা নিরুক্তত্ব নিঘণ্টুরও আছে। স্থূল কথা এই যে—গবাদি দেবপত্ন্যন্ত শব্দসমূহ যে শাস্ত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহারই নাম নিঘণ্টু; নিরুক্ত ইহারই ব্যাখ্যাভূত—দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত। সায়ণের মতে মূল নিঘণ্টুর নামও নিরুক্ত। সায়ণাচার্যের এই মত প্রস্থানভেদ গ্রন্থ কর্তা মধুসূদন স্বামী এবং সুবিখ্যাত বাঙ্গালী বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

নিঘণ্টুর অধ্যায় সংখ্যা পাঁচ। প্রথম অধ্যায় ১৭ খণ্ডে, দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ খণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায় ৩০ খণ্ডে, চতুর্থ অধ্যায় ৩ খণ্ডে এবং পঞ্চম অধ্যায় ৬ খণ্ডে বিভক্ত। নিঘণ্টুর প্রকরণ তিনটী—প্রথম প্রকরণের নাম নৈঘণ্টুক কাণ্ড, দ্বিতীয় প্রকরণের নাম নৈগম কাণ্ড এবং তৃতীয় প্রকরণের নাম দৈবত কাণ্ড। নিঘণ্টুর প্রথম তিন অধ্যায়=নৈঘণ্টুক কাণ্ড—সমানার্থক ধাতুসমূহ এবং সমানার্থক বিভিন্ন সত্ত্ব বা দ্রব্যের নামসমূহ প্রথম তিন অধ্যায়ে উদাহৃত হইয়াছে। গতিকর্মাণ উত্তরে ধাতবো দ্বাবিংশং শতম্, কান্তিকর্মাণ উত্তরে ধাতবোঽষ্টাদশ, পৃথিবী নামধেয়ান্যেকবিংশতিঃ, হিরণ্যনামান্যুত্তরাণি পঞ্চদশ—ইত্যাদি প্রকারে সমানার্থক ধাতুসমূহ এবং সমানার্থক বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ নৈঘণ্টুক কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। গবাদি দেবপত্ন্যন্ত শব্দসমূহরূপ সমগ্র শাস্ত্রের নাম নিঘণ্টু, নিঘণ্টুর একদেশ নৈঘণ্টুক প্রকরণ বা নৈঘণ্টুক কাণ্ড। চতুর্থ অধ্যায়=নৈগমকাণ্ড—এক একটি শব্দ অনেক অর্থ বুঝাইয়া থাকে, সেই সকল শব্দ নৈগম কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে। যেমন হবিতে, দয়তি, নূচিৎ, নূচ, সৃত্মক ইত্যাদি। আদিত্যোঽপ্যকূপারঃ সমুদ্রোঽপ্যকূপারঃ, উপদয়া-দীনাং যন্নাং দয়তিঃ, পুরাণনবয়োর্ষয়োর্নূচিদিতি নিপাতঃ—ইত্যাদি প্রকারে অনেকার্থক শব্দসমূহ এই প্রকরণে যাস্ক কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সমস্ত শব্দ অনবগতসংস্কার অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না, তাহারাও কিছু কিছু এই প্রকরণে স্থান পাইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়=দৈবত প্রকরণ—প্রধান ভাবে স্তুত দেবতাগণের যে সমস্ত নাম, তাহা দৈবত কাণ্ড বা দৈবত প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে এই দেবতার নাম প্রধানভাবে এবং এই দেবতার নাম অপ্রধানভাবে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই দেবতারই মন্ত্রে স্তুতি করা হইয়াছে, এই দেবতা আনুষঙ্গিক বা গৌণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র—ইত্যাদি বিচার দৈবতপ্রকরণে করা হইয়াছে। নিঘণ্টুতে শব্দ বিন্যাসের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকতা অনেকের মতে পরিলক্ষিত নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে নৈঘণ্টক কাণ্ডে অর্থাৎ প্রথম তিন অধ্যায়ে একার্থক শব্দসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত

হয় নাই—প্রথম অধ্যায়ে বিন্যস্ত হইয়াছে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, উদক, অশ্ব, হিরণ্য, অন্ন প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থবাচক শব্দ এবং মেঘ, রশ্মি, উষা, দিন, রাত্রি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ বাচক শব্দসমূহ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষ, অপত্য, মনুষ্যাঙ্গ বাহু ও অঙ্গুলি, মনুষ্যসংসৃষ্ট ধন গো, ঐশ্বর্য্য, সংগ্রাম প্রভৃতির বাচক শব্দ এবং মনুষ্য ধর্ম ক্রোধ, বল, গতি প্রভৃতির বাচক শব্দসমূহ। তৃতীয় অধ্যায়ে বহুত্ব, হ্রস্বত্ব, মহত্ব, সুখ, প্রজ্ঞা, সত্য প্রভৃতি গুণবাচক শব্দ এবং পরিচরণ, দর্শন, অর্চনা, দান প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহ। নিঘণ্টুর চতুর্থ অধ্যায়ে আছে দুইশত ষোলটি শব্দ—ইহাদের মধ্যে অনেকার্থক শব্দও আছে এবং অনবগতসংস্কার (যাহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না) শব্দও আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে দেবতার নামসমূহ। অভিধান বলিতে যাহা বুঝায়, নিঘণ্টুকে তাহা বলা যায় না, কারণ বেদের স্বল্পসংখ্যক শব্দই নিঘণ্টুতে অভিহিত হইয়াছে; বিশেষতঃ এই শব্দসমূহের কোন-রূপ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয় নাই। নিঘণ্টু শব্দসমষ্টি মাত্র—কোশ জাতীয় গ্রন্থের আদি-পুরুষরূপে কীর্ত্তিত হইতে পারে। নিঘণ্টুর সঙ্কলন কবে হইয়াছিল এবং ইহার কর্ত্তাই বা কে তাহা অদ্যাপি নির্ধারিত হয় নাই। তবে ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতবৃন্দ মনে করেন নিঘণ্টুর সঙ্কলয়িতা স্বয়ং প্রজাপতি কশ্যপ। এই মত জনবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ইহার সুনির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। হয়ত কোনও সুপ্রাচীন যুগে এক বা বহু ঋষিকল্প মনীষিকর্তৃক নিঘণ্টুর সঙ্কলন হইয়া থাকিবে। সঙ্কলিত শব্দের সংখ্যা ১৭৭০; পূর্বেই উক্ত হইয়াছে নিঘণ্টুক্ত সমস্ত শব্দের ব্যাখ্যা যাস্ক মুনি নিরুক্তগ্রন্থে করেন নাই। বেদার্থ বুঝিতে নিঘণ্টু গ্রন্থের জ্ঞান অবশ্যই থাকা চাই—এই কারণেই নিঘণ্টু বেদাঙ্গ। নিরুক্তগ্রন্থ নিঘণ্টু কোশের টীকা হইলেও মহামুনি যাস্কের ব্যাখ্যা গুণে ইহা এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে যে, বেদপাঠার্থীদিগের নিকট ইহা একখানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই পরি-গণিত। শব্দব্যুৎপত্তি বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে এবং বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে নিঘণ্টুর ন্যায় নিরুক্ত গ্রন্থও অপরিহার্য। মহামতি যাস্ক নিঘণ্টুপঠিত শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বেদজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবরাজ যজ্বা, স্কন্দ-স্বামী, দুর্গাচার্য, সায়ণাচার্য প্রভৃতি বেদশাস্ত্রবিশারদ টীকাকারগণ সকলেই যাস্কের শিষ্য-স্থানীয়। নিরুক্ত দ্বাদশাধ্যায়াত্মক—ইহাতে বারটি অধ্যায় আছে। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতক অংশে প্রধানতঃ আছে উপোদ্ঘাত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আছে নিঘণ্টুর প্রথম তিন অধ্যায়ে উক্ত সমানার্থক ধাতুসমূহের এবং একার্থবাচক শব্দসমষ্টির ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা সংক্ষেপেই করা হইয়াছে। নিঘণ্টুগ্রন্থে উদাহৃত সমস্ত নামের বা সমস্ত ধাতুর (ক্রিয়ার) ব্যাখ্যা করা হয় নাই, সমস্ত ধাতুর বা সমস্ত নামেরই নিগম উদ্ধৃত হয় নাই এবং স্থূলতঃ একার্থক হইলেও ধাতু (ক্রিয়া) সমূহের মধ্যে যে পরস্পর সূক্ষ্ম ভেদ রহিয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হয় নাই।

নিরুক্তের এই প্রকরণের নাম নৈঘণ্টুক প্রকরণ। নিরুক্তের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিন অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে অন্যোন্য নিরপেক্ষ অনেকার্থক পদসমূহ এবং অনেক অনবগত সংস্কার পদ অর্থাৎ যে সমস্ত পদের গঠন ব্যাকরণের নিয়মানুগ নহে, যাহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় নিশ্চিতরূপে জানা নাই, যাহাদের অর্থ অনবগত, যাহাদের ব্যুৎপত্তি ঠিক বুঝা যায় না—ঈদৃশ বহু বৈদিক শব্দ। যেহেতু এই তিন অধ্যায়াত্মক প্রকরণে একটি একটি করিয়া পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেইজন্য এই প্রকরণকে পূর্বাচার্যগণ ঐকপদিক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। নিঘণ্টুর চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত যে সকল নাম তাহার ব্যাখ্যা আছে এই প্রকরণে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, নৈঘণ্টুক কাণ্ডে একার্থবাচক পদসমূহ একটি একটি করিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই। নিঘণ্টুর ক্রম অনুসরণ পূর্বক তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে গণশ—এই এই পদগুলি পৃথিবীর বাচক, তৎপরবর্তী এই পদগুলি হিরণ্যের বাচক, তৎ পরবর্তী এই পদগুলি অন্তরিক্ষের বাচক—ইত্যাদিরূপে। অতঃপর দৈবত প্রকরণ—নিরুক্তের সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত। দৈবত প্রকরণে আছে দেবতোপপরীক্ষা অর্থাৎ তদভিধান ব্যুৎপত্তি (দেবতাগণের নামের ব্যুৎপত্তিকথন অর্থাৎ ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি তৎপ্রদর্শন), তৎস্তুত্যুদাহরণম্ (দেবতাগণের স্তুতি কথন অর্থাৎ দেবতাগণকে কি ভাবে স্তুতি করা হইয়াছে তৎপ্রদর্শন) এবং তৎস্তুতিনির্বচনঞ্চ (তাদৃশ স্তুতির নির্বচন বা সম্যক্ ব্যাখ্যান)। বস্তুগত্যা বেদে যে সমস্ত দেবতা প্রধানভাবে স্তুত হইয়াছেন, অগ্নাদি দেবপত্ন্যন্ত সেই সমস্ত দেবতার নামসমূহ যে প্রকরণে অভিহিত হইয়াছে, তাহাই দৈবত প্রকরণ। কাজেই দৈবত প্রকরণ=দেবতাগণের নাম সম্বলিত প্রকরণ। দৈবত প্রকরণ না বুঝিলে দেবতা পদার্থ কি তাহা সম্যক্ বোধগম্য হয় না; দেবতা পরিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে সর্ব পুরুষার্থ সিদ্ধি—এই জন্যই দৈবত প্রকরণের প্রাধান্য এবং সুবিস্তৃত আলোচনা।

নিরুক্ত অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র। এই শাস্ত্র বেদপাঠার্থীদিগের নিকট অনুপেক্ষণীয়। কোন্ নাম কোন্ আখ্যাত (ধাতু) হইতে নিষ্পন্ন, তাহা নিরুক্তশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহা নিরুক্ত শাস্ত্রের এক বা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই যে, নিরুক্ত শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে বেদমন্ত্রের অর্থ অবগত হওয়া যায় না। নিরুক্তশাস্ত্র বিদ্যাস্থান (a branch of knowledge)। পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রে বিদ্যাস্থান চতুর্দশসংখ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিদ্যাস্থান শব্দের অর্থ পরমপুরুষার্থ যে জ্ঞান তাহার স্থান অর্থাৎ তাহা লাভ করিবার উপায়। সর্ববিষয়ের জ্ঞান বেদে নিহিত; কাজেই মুখ্যতঃ বেদচতুষ্টয় জ্ঞান লাভের উপায়। বেদের তাৎপর্য এবং অর্থ বোধগম্য হয় পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম শাস্ত্র ছন্দঃশাস্ত্র কল্পশাস্ত্র জ্যোতিষ নিরুক্ত শিক্ষা এবং ব্যাকরণের সহায়তায়। কাজেই পুরাণাদি শাস্ত্র মুখ্যতঃ বিদ্যাস্থান না হইলেও বেদার্থ জ্ঞানের সহায়তা করে বলিয়া গৌণভাবে বিদ্যাস্থান। এই সমস্ত গৌণ বিদ্যাস্থানের মধ্যে নিরুক্তের একটু বৈশিষ্ট্য আছে—নিরুক্ত বেদার্থবোধের সহায়তা ত করেই, ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণতা বিধান করে। স্বর ও সংস্কারের (সংস্কার=

প্রকৃতি প্রত্যয়াদির দ্বারা সংস্করণ বা সাধন) আলোচনা ব্যাকরণের কার্য, স্বর ও সংস্কারের নির্দ্ধারণ নির্ভর করে অর্থজ্ঞানের উপর—**অর্থজ্ঞানের সহায়তা করে নিরুক্তশাস্ত্র।** এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, তবে কি নিরুক্তশাস্ত্রের স্বতন্ত্রতা নাই ? এই শাস্ত্র কি ব্যাকরণশাস্ত্রের অঙ্গভূত মাত্র ? না তাহা নহে। নিরুক্তশাস্ত্র অস্বতন্ত্র নহে, স্বতন্ত্রভাবে স্বার্থ (বেদার্থ প্রতিপাদনরূপ নিজ প্রয়োজন) সাধন করিয়াই ব্যাকরণেরও উপকার সাধন করে—যেমন সংসারে দেখা যায় স্বার্থ পরিত্যাগ না করিয়াও পরের উপকার করা অসম্ভব হয় না। নিরুক্ত বেদার্থ জ্ঞানের সহায়তা করে, বেদার্থবোধের নিমিত্ত নিরুক্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি—এই সকল কথার সার্থকতা থাকে যদি মন্ত্রের অর্থবত্তা স্বীকার করা যায়। বেদমন্ত্রের অর্থ আছে, এই বিষয়ে আপাততঃ আমাদের মনে কোন সন্দেহেরই উদয় হয় না। কিন্তু যাস্কের পূর্ববর্তী এক শ্রেণীর আচার্য ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন বেদমন্ত্রের কোন অর্থ নাই—যাহার অর্থ নাই তাহার অর্থবোধই বা কি, আর অর্থবোধের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তিই বা কি ? কৌৎস ছিলেন এই আচার্যগণের অগ্রণী—বেদমন্ত্রের অনর্থকতা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, মন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত পদ রহিয়াছে তাহা অপরিবর্তনীয় এবং তাহাদের মধ্যে যে পৌর্বাপর্য রহিয়াছে তাহাও অপরিবর্তনীয়। 'অগ্ন আয়াহি'—এই মন্ত্রটী যদি 'বহ্নে আগচ্ছ' অথবা 'আয়াহি অগ্নে' এইরূপ পাঠ করা যায় তাহা হইলে ইহার মন্ত্রত্বই লোপ পাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারিত হইলেই বেদমন্ত্র ফল প্রদান করিয়া থাকে—বেদমন্ত্রের কোন অর্থ নাই, অর্থবোধ অপেক্ষিতও নহে। কারণ দেখা যায়, অর্থপ্রধান যে সমস্ত লৌকিক বাক্য তন্মধ্যস্থ শব্দসমূহের পর্যায়শব্দ ব্যবহারে অথবা পদসমূহের পৌর্বাপর্য ব্যতিক্রমে কোনও হানি হয় না। গাং সেবস্ব, গোণীং ভজ, ভজ গাম্, সেবস্ব গোণীম্—যাহাই বলিনা কেন তাহার দ্বারাই 'গাভীর ভজনা কর' এই অর্থ প্রতিপাদনরূপ অভীষ্টের সিদ্ধি হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—মন্ত্রের মধ্যে বহু শব্দ আছে যাহা অস্পষ্ট, যাহার অর্থ বুঝা যায় না এবং অনেক মন্ত্রের অর্থ অসংলগ্ন এবং পরস্পর বিরুদ্ধার্থ সম্পন্ন। কাজেই মন্ত্রের দ্বারা কোনও অর্থপ্রকাশ অভিপ্রেত হইতে পারে না। আরও ঈদৃশ বহুবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া এই আচার্যগণ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মন্ত্রের অর্থ নাই ;—কাজেই মন্ত্রের দ্বারা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করা অভিপ্রেত ইহা স্বীকার করিয়াও লাভ নাই। বলা বাহুল্য, মহামতি যাস্ক এই সমস্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে পারেন না। তিনি বলিষ্ঠতর যুক্তির সাহায্যে ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মন্ত্রের অর্থ আছে এবং মন্ত্রস্থ কোন পদই নিরর্থক নহে। তিনি বলেন—জনপদসম্বন্ধীয় কার্যে অর্থাৎ চিত্রকর্মাদি শিল্পকার্যে এবং অন্যান্য লৌকিক ক্রিয়াকলাপে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনি সমাজে যেরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করেন, সেইরূপ যিনি নিরুক্ত ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, মন্ত্রের অর্থ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয় এবং মন্ত্রার্থ বোধে তাঁহারই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নিরুক্তাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির তারতম্যানুসারে মন্ত্রার্থ বুঝিবার সামর্থ্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

নিরুক্তাদি শাস্ত্রে যাঁহার সম্যক্ ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহার নিকট মন্ত্রার্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং যাঁহার তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই, তাঁহার নিকট মন্ত্রার্থ অবিস্পষ্ট এবং অসংলগ্ন থাকিয়া যায়। যাঁহারা আচার্য পরম্পরা ক্রমে নিরুক্তাদি শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, ঈদৃশ অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার যিনি অধিক বিদ্যাসম্পন্ন, তিনিই সকলের প্রশংসাভাজন হন। তাঁহার নিকট কোন মন্ত্রেরই অর্থ অবিস্পষ্ট থাকে না। মন্ত্রের অর্থ যে আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয় না, তাহার কারণ মন্ত্রের দোষ বা মন্ত্রের অর্থহীনতা নহে—তাহার কারণ নিরুক্তাদি শাস্ত্রে জ্ঞানের অভাব। সকল মন্ত্রেরই অর্থ আছে। অর্থ বোধগম্য করিতে হইলে নিরুক্তাদি শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে—ঈদৃশ জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদমন্ত্রার্থবোধ কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইবে না। যাস্ক নিরুক্তের আরও একটী প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—সেই প্রয়োজনটী (তৃতীয় প্রয়োজন) হইতেছে—মন্ত্রস্থ পদসমূহের বিভাগজ্ঞানে অর্থাৎ মন্ত্রে পদপাঠ কিরূপে করিতে হইবে, পদপাঠে মন্ত্রস্থ পদসমূহ কীদৃশ আকার ধারণ করিবে তদ্বিষয়ক জ্ঞানে সাহায্য করা। অর্থবোধ না থাকিলে এই পদটী এই স্থলে সাবগ্রহ এই স্থলে নিরবগ্রহ, এই পদটী এই স্থলে পঞ্চম্যন্ত বা ষষ্ঠ্যন্ত, এই স্থলে চতুর্থ্যন্ত, ইত্যাদি নির্ণয় করিতে পারা যায় না; কাজেই পদপাঠে পদের স্বরূপজ্ঞানে ব্যাঘাত জন্মে। নিরুক্তশাস্ত্র ব্যতিরেকে অর্থবোধ হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। দাঁড়াইল এই যে, নিরুক্ত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে অর্থজ্ঞান, অর্থজ্ঞানের উপর নির্ভর করে পদবিভাগ জ্ঞান (কোন পদ কি ভাবে পাঠ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক জ্ঞান)। কাজেই বলিতে হয় নিরুক্ত শাস্ত্রই পদ বিভাগজ্ঞানের প্রতি কারণ। উপরি উক্ত কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। 'অবসায় পদ্বতে রুদ্র মৃল' ইহা একটি মন্ত্রের (১০।১৬৯।১) অংশ। অবস শব্দের অর্থ গাভী—চতুর্থীর একবচনে অবসায়। ইহা একপদ, দুইপদের সমবায় নহে, কাজেই শাস্ত্রকারগণ পদপাঠে ইহাকে অবগ্রহযুক্ত (পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদ চিহ্নযুক্ত) করেন নাই; কারণ দুইপদের ভেদ বা পৃথক্ অস্তিত্ব প্রকট করিতেই অবগ্রহের প্রয়োজন হয়। যাহার অর্থজ্ঞান তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে সে মনে করিতে পারে অবসায় পদটি অব পূর্বক সো ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পদ্বতে এই চতুর্থ্যন্ত পদের সামানাধিকরণ্যে অবসায় পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কোনও কর্মপদের উল্লেখ নাই, অব+সো ধাতুর যাহা অর্থ তাহা এখানে সঙ্গত নহে, ইত্যাদি জ্ঞান তাহার না থাকায় ইহাকে অব ও সায় এই দুই পদের সমবায় মনে করতঃ অবগ্রহযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। "অবসায়াশ্বান্"—ইহা ঋগ্বেদের ১।১০৪।১ মন্ত্রের অংশ। এখানে অবসায় পদটি চতুর্থ্যন্ত রূপে গ্রহণ করিলে অর্থসঙ্গতি হইবে না। অশ্বান্ একটি কর্মপদ, কাজেই অবসায় পদটিকে ক্রিয়াপদরূপে গণ্য করিতে হইবে। অনুধাবন করিলেই বোধগম্য হইবে যে, ইহা 'অব' উপসর্গযুক্ত 'সো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অব পূর্বক সো ধাতুর অর্থ

এখানে বিমুক্ত করা। অবসায়াশ্বান্—অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া—অবসায় পদটি অব্ এবং সায় এই দুই পদের সমবায়ে গঠিত—গতিসমাসে। ইহাদের যে বিভিন্নতা বা পৃথক্ অস্তিত্ব তাহা পদকারগণ প্রকট করিয়াছেন 'অব-সায়' এই সমস্ত পদটিকে অবগ্রহযুক্ত করিয়া অর্থাৎ অব এবং সায় ইহাদের বিভক্ত উচ্চারণ প্রদর্শন করিয়া। যাহার অর্থ-জ্ঞানে পারিপাট্য নাই, সে কি এই পদটির স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া ইহাকে অবগ্রহযুক্ত করিয়া পাঠ করিতে পারে? তাহার পক্ষে সাবগ্রহ পদকে নিরবগ্রহ করিয়া পাঠ করা এবং নিরবগ্রহ পদকে সাবগ্রহ করিয়া পাঠ করাই সম্পূর্ণ সম্ভব। এই অর্থজ্ঞানের পারিপাট্য লাভ হয় নিরুক্ত শাস্ত্র হইতে। দ্বিতীয়তঃ—'দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম' (ঋগ্বেদ ১০।১৬৫।১) এবং 'পরো নির্ঋত্যা আচক্ষ' (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১) এই উভয় স্থলেই 'নির্ঋতি' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রথম স্থলে এই শব্দটি হয় পঞ্চম্যন্ত, আর না হয় ষষ্ঠ্যন্ত—কারণ, পঞ্চমী বা ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোন বিভক্তির অর্থ এখানে সঙ্গত হয় না। কাজেই শব্দটি হইবে বিসর্গান্ত অর্থাৎ 'নির্ঋত্যাঃ'—সন্ধিতে বিসর্গ লোপ। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'নির্ঋতি' শব্দ নিশ্চয়ই চতুর্থ্যন্ত, কারণ চতুর্থী বিভক্তির অর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোন বিভক্তির অর্থ এখানে সঙ্গত হইতে পারে না—কাজেই পদটি হইবে 'নির্ঋত্যৈ' ঐকারান্ত—সন্ধিতে ঐকার স্থানে আকার। দুই মন্ত্রেই 'নির্ঋত্যা' এই অংশ সমান থাকিলেও পদপাঠে একস্থলে হইবে 'নির্ঋত্যাঃ', আর এক স্থলে হইবে 'নির্ঋত্যৈ'। এই যে পদবিভাগে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পদপাঠে একই অংশের ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রাপ্তি, ইহা অর্থভেদজনিত অর্থাৎ কোন্ স্থলে কোন্ বিভক্তির অর্থ উপপন্ন হইবে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পদবিভাগজ্ঞান অর্থজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, অর্থজ্ঞান আবার নিরুক্তশাস্ত্র ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না। কাজেই নিরুক্তশাস্ত্রই পদ-বিভাগজ্ঞানের প্রতি কারণ। নিরুক্ত শাস্ত্রের অপর প্রয়োজনও আছে। তাহা হইতেছে কোন্ দেবতা কোন্ মন্ত্রের দ্বারা স্তুত্য, তাহা নির্ণয় করা। যজ্ঞকার্যে অনেক বিধিতে দেবতাজ্ঞাপক অর্থাৎ দেবতার অভিধানে সমর্থ শব্দ আছে। যেমন—আগ্নেয্যাগ্নীধ্রমুপ-তিষ্ঠতে, ঐন্দ্র্যা সদো বৈষ্ণব্যা হবির্ধানম্, ইত্যাদি মন্ত্র। যদি বলা যায় আগ্নেয়ী (অগ্নি দেবতা যাহার) ঋকের দ্বারা আগ্নীধ্রের, ঐন্দ্রী (ইন্দ্র দেবতা যাহার) ঋকের দ্বারা সদঃশালার, বৈষ্ণবী (বিষ্ণু দেবতা যাহার) ঋকের দ্বারা হবির্ধানের উপস্থান (উপাসনা) করিবে, তাহা হইলে নির্ণয় করিতে হইবে কোন্ কোন্ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু। ঈদৃশ নির্ণয় নিরুক্ত শাস্ত্র করিয়া থাকে, নিরুক্তশাস্ত্র ব্যতিরেকে ইহা সম্ভব হয় না—এই স্থানেই নিরুক্তশাস্ত্রের অপর প্রয়োজনীয়তা। যাজ্ঞিকগণ অবশ্য বলিতে পারেন —কোন্ মন্ত্রের দ্বারা কোন্ দেবতা স্তুত্য ইহা নির্ণয় করিবার জন্য নিরুক্তশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, কারণ মন্ত্রের মধ্যেই অনেক শব্দ আছে যাহা দ্বারা জানা যায়, অমুক দেবতা এই মন্ত্র বিশেষের দ্বারা স্তুত্য। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্—এই মন্ত্রমধ্যস্থ 'অগ্নিম্

ঈড়ে' (অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি) ইত্যাদি শব্দ হইতে বুঝা যাইবে অগ্নিদেবতাই এই মন্ত্রের দ্বারা স্তুত্য, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য আবার নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যাস্ক ঈদৃশ আপত্তির খণ্ডনে বলেন—লিঙ্গ বা জ্ঞাপক শব্দ হইতে অব্যভিচারিভাবে এই দেবতাবিশেষই এই মন্ত্রের দ্বারা স্তুত্য' ইহা নির্ণয় করা যায় না। 'ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা' (ঋগ্বেদ ৬।৪।৭) এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও বায়ু এই দেবতাদ্বয়ের অভিধায়ক শব্দ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহারা এই মন্ত্রের দেবতা নহেন। নিরুক্তশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্র ও বায়ুর যে অভিধান রহিয়াছে তাহা অপ্রধানভাবে, প্রধানভাবে অভিহিত হইয়াছেন অগ্নি এবং অগ্নিই এই মন্ত্রের দেবতা। 'অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব' (ঋগ্বেদ ১০।৮৪।২)—এই মন্ত্রের দেবতা মন্যু কিন্তু ইহাতে অগ্নির অভিধায়ক শব্দও রহিয়াছে। নিরুক্ত শাস্ত্র হইতেই জানা যাইবে অগ্নির অভিধান এই মন্ত্রে প্রধানভাবে হয় নাই। অগ্নি এই মন্ত্রের দেবতা নহেন, প্রধানভাবে অভিহিত হইয়াছেন মন্যু এবং মন্যুই এই মন্ত্রের দেবতা। কোনও মন্ত্রের দেবতা কে, এই প্রশ্নের উত্তরে নিরুক্তকার বলেন—অভীষ্ট-লাভেচ্ছু ঋষি অর্থপতিত্বের জন্য অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি অভীষ্ট লাভের জন্য অভীষ্টার্থ প্রদানে সমর্থ কোন্ দেবতার প্রতি এই মন্ত্রে স্তুতি প্রয়োগ করিতেছেন তাহা দেখিতে হইবে, যে দেবতার প্রতি স্তুতি প্রয়োগ করিতেছেন অর্থাৎ অভীষ্ট প্রদানে সমর্থ জানিয়া যে দেবতাকে স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেছেন, তিনিই ঐ স্তুতি মন্ত্রের দেবতা। সহজ কথায় বলিতে গেলে অভীষ্টলাভেচ্ছু ঋষি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া যে মন্ত্রে যে দেবতার স্তুতি করিতেছেন তিনিই সেই মন্ত্রের দেবতা। এই নিয়ম অবশ্য খাটে যে সকল মন্ত্রে দেবতা আদিষ্ট অর্থাৎ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। কিন্তু এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতা অনির্দিষ্ট বা অপ্রকট অর্থাৎ যাহাতে দেবতার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সেই সকল মন্ত্রে দেবতার উপপরীক্ষা অর্থাৎ সম্যক্ নির্ণয় কি করিয়া করিতে হইবে যাস্ক তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—কোনও মন্ত্রে দেবতার স্পষ্ট আদেশ অর্থাৎ উল্লেখ না থাকিলে দেখিতে হইবে সেই মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত হয়; যে যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে ঐ মন্ত্রের বিনিয়োগ হয় সেই যজ্ঞ বা যজ্ঞাঙ্গের দেবতাই ঐ মন্ত্রের দেবতা বুঝিতে হইবে। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দেবতা অগ্নি; অনাদিষ্টদেবতাক কোনও মন্ত্রের বিনিয়োগ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ঐ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের তিন অঙ্গ—প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন; প্রাতঃ সবনের দেবতা অগ্নি, মাধ্যন্দিন সবনের দেবতা ইন্দ্র এবং তৃতীয় সবনের দেবতা আদিত্য। অনাদিষ্টদেবতাক কোনও মন্ত্রের বিনিয়োগ প্রাতঃসবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা অগ্নি, মাধ্যন্দিন সবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা ইন্দ্র এবং তৃতীয় সবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা আদিত্য। কিন্তু যে সকল অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের বিনিয়োগ কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না—কোন যজ্ঞেও না, যজ্ঞাঙ্গেও না—সেই সকল মন্ত্রের দেবতা

নিরূপিত হইবে কি করিয়া? যাজ্ঞিকগণ বলেন সেই সমস্ত মন্ত্রের দেবতা হইবেন প্রজাপতি। নৈরুক্তগণ বলেন ঈদৃশ মন্ত্র সমূহের দেবতা নরাশংস। কাথক্য এবং শাকপূণি উভয়েই নৈরুক্ত। কাথক্যের মতে নরাশংস—যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু, এবং শাকপূণির মতে নরাশংস—দেবতা অর্থাৎ সর্বদেবতাশ্রয় অগ্নি (নি. ৭।১৭।১১ দ্রষ্টব্য)। এখানে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে তাহা এই—অভীষ্ট প্রদানে সমর্থবোধ করিয়া যে দেবতার প্রতি স্তুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই মন্ত্রের দেবতা, ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তিহীন অশ্বাদি জন্তুর এবং অচেতন অক্ষ, রথ, উলূখলমুসল, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতিরও অভীষ্ট প্রদান সামর্থ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ ইহারা ত দেবতা বলিয়া ঋগ্বেদে বহুশঃ স্তুত হইয়াছেন। ইহাদের যে অভীষ্ট প্রদান সামর্থ্য নাই, তাহাত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তবে ইহাদের দেবতাত্ব উপপন্ন হইবে কি করিয়া? ইহার উত্তরে আচার্য যাস্ক বলেন—আত্মা এক। আত্মা পরমেশ্বর দেবতা ইহারা একার্থক শব্দ। আত্মা বা দেবতা এক এবং এক হইলেও মাহাভাগ্য অর্থাৎ প্রভূত-ঐশ্বর্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারেন। অগ্নি, বায়ু সূর্য প্রভৃতি একই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বিভিন্ন মন্ত্রে স্তুত অশ্ব অক্ষ উলূখলমুসল দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতিও এক আত্মা বা দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ইহারা অদেবতা নহেন। ইহাই আত্মবিদ্‌গণের কথা এবং একেশ্বরবাদ। স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি পরমাত্মা। তাঁহার পরিণাম হয় বহুরূপে। অশ্বাদি প্রাণী এবং উলূখলমুসল প্রভৃতি বস্তু তাঁহারই পরিণাম। কার্য ও কারণ অভিন্ন—অশ্ব, উলূখলমুসল প্রভৃতিও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। ঋষিগণ পরমাত্মা মনে করিয়াই—অশ্বাদির স্তুতি করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা পরমাত্মারই মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। আত্মবিদ্‌গণের মতের স্থূল মর্ম এই যে—দেবতাগণের রথ অশ্ব আয়ুধ প্রভৃতি সর্বদ্রব্যই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে সমুৎপন্ন। ইহারা সমস্তই আত্মার বিকৃতি, আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কাজেই অশ্বরথাদির স্তুতিতে অদেবতার স্তুতি হয় না, পরমাত্মা বা পরমেশ্বরেরই স্তুতি হয়।

দেবতা এক নহেন, দেবতার সংখ্যা তিন। নিরুক্তকারগণের ইহাই মত। তিন দেবতা হইতেছেন অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য। ইহাদের মধ্যে অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান দেবতা এবং সূর্য দ্যুস্থান দেবতা। পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং দ্যুলোক—এই তিন লোক নিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত। লোকের সংখ্যা তিন বলিয়া দেবতারও তিন সংখ্যা নিরুক্তকারগণ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্পনার মূলে রহিয়াছে, বহু বৈদিক বাক্য। অগ্নি পৃথিবীলোকের, বায়ু অথবা ইন্দ্র অন্তরিক্ষলোকের এবং সূর্য দ্যুলোকের অভিমানিনী দেবতা। অগ্নি এবং সূর্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, বায়ু ত্বগিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। এই যে তিন দেবতা, ইহারা সকলেই প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী। এই ঐশ্বর্যবলে প্রত্যেকেই নিজেকে বহুধা বিকৃত করিয়া বহুরূপে পরিণত করেন।

এইভাবে এক এক দেবতারই বহু রূপ হয় বলিয়া বহু নাম হইয়া থাকে। যেমন—জাতবেদা বৈশ্বানর (অগ্নির নাম) বায়ু বরুণ রুদ্র (ইন্দ্রের নাম) অশ্বিদ্বয় উষা (সূর্যের নাম)। দেবতা তিনই, তবে আমরা যে আরও অনেক দেবতার নাম শুনিয়া থাকি তাঁহারা এই তিনেরই পরিণাম বা রূপান্তর মাত্র। যাজ্ঞিকগণের মতে দেবতার সংখ্যা একও নহে, তিনও নহে—কিন্তু বহু এবং তাঁহারা পরস্পর পৃথক্। কারণ, অগ্নি জাতবেদা বৈশ্বানর প্রভৃতি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি পৃথক্ পৃথক্ নামেই পরিদৃষ্ট হয়। স্তুতি বহুত্বে স্তুত্য বহুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। দেবতাদিগের নামও পরস্পর বিভিন্ন—তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। স্তুতি বহুত্বে যেরূপ স্তুত্য বহুত্ব স্বীকার্য, অভিধান বা নাম বহুত্বেও সেইরূপ অভিধেয়ের বা নামীর বহুত্ব স্বীকার্য। যাস্কাচার্য এই তিন মতের মধ্যে (একত্ব ত্রিত্ব ও বহুত্বের মধ্যে) একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। দেবতারা তিনই হউন আর বহুই হউন, তাঁহারা পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক এই তিনস্থান ব্যাপ্ত করিয়াই অবস্থিত আছেন—কতক আছেন পৃথিবীতে, কতক অন্তরিক্ষে এবং কতক দ্যুলোকে। পৃথিব্যাদিস্থান-গত একত্ব পৃথিব্যাদিস্থানস্থ দেবতা সমূহে আরোপ করিয়া পৃথিবীস্থ দেবতা এক, এইরূপ অন্তরিক্ষস্থ দেবতা এক এবং দ্যুলোকস্থ দেবতা এক, ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে। ফলে দেবতার সংখ্যা বহু না হইয়া তিন হইল। আবার তিন স্থানের দেবতারা সম্ভোগের দ্বারা অর্থাৎ মিলিতভাবে পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই স্থানত্রয়ের পালন করিয়া ইহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন—তাঁহাদের একই কার্য এবং তাহা হইতেছে পরস্পর মিলিত হইয়া এই লোকত্রয়কে রক্ষা করা। লোকত্রয়ের সম্ভোগ বা রক্ষণরূপ এককার্যতা নিবন্ধনও তিন দেবতাকে অন্ততঃ গৌণভাবে এক বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। যাস্কাচার্যের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে দেবতার একত্ব ত্রিত্ব ও বহুত্ব পরস্পর অবিরোধী—তিনই সত্য। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার করিতে হইবে মাত্র। আত্মবিৎ পারমার্থিকভাবে দেবতার একত্বই দর্শন করেন; তাঁহার মতে ত্রিত্ব ও বহুত্ব গৌণভাবে সত্য। নিরুক্তকারের মতে দেবতার ত্রিত্বই পারমার্থিক সত্য; একত্ব ও বহুত্ব গৌণভাবে সত্য। যাজ্ঞিকের মতে পারমার্থিক সত্য দেবতার বহুত্ব; একত্ব ও ত্রিত্ব গৌণভাবে সত্য। সমস্ত জিনিসটা এইভাবে বিচার করিলে বিরোধ কল্পনার অবকাশ থাকে না।

দেবতার আকার বা স্বরূপ সম্বন্ধেও যাস্কাচার্য নিরুক্তগ্রন্থে বিচার করিয়াছেন। দেবতা দেখিতে মনুষ্যের ন্যায় অথবা পৃথিব্যাদির ন্যায় এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আত্মবিদ্গণের মনে এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে না। কারণ, তাঁহাদের মতে দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা এক নির্গুণ এবং নিরাকার বা নীরূপ। এই বিচার নিরুক্তকারগণের মতে—ইহা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাঁহাদের মতে দেবতা তিন—অগ্নি বায়ু ও সূর্য। এই তিন দেবতাই প্রত্যক্ষ; তন্মধ্যে বায়ু নিরাকার এবং অগ্নি ও সূর্যের আকার বা রূপ কিরূপ, সেই বিষয়ে কোন বিচারের অপেক্ষা নাই। অতএব বুঝিতে হইবে দেবতাগণের আকার

সম্বন্ধে যে বিচার তাহা যাজ্ঞিকগণের মতে—আত্মবিদ্‌গণের মতেও নহে, নিরুক্তকার-গণের মতেও নহে। যাজ্ঞিকগণেরই মধ্যে কোন কোন আচার্যের মতে দেবতাগণ পুরুষবিধ অর্থাৎ মানুষেরই ন্যায় বিগ্রহধারী এবং আকারবিশিষ্ট। আবার কাহারও কাহারও মতে দেবতারা অপুরুষবিধ অর্থাৎ মানুষের ন্যায় রূপবিশিষ্ট নহেন। তৃতীয় মত এই যে, দেবতারা উভয়বিধ অর্থাৎ তাঁহারা পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ উভয়ই। বৈদিক মন্ত্রসমূহে দেবতাদিগের পুরুষবিধত্ব এবং অপুরুষবিধত্ব উভয়ই তুল্যভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে এবং যুক্তিতর্কের প্রামাণ্য উভয়দিকেই সমান। চতুর্থ মত এই যে, দেবতারা পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ হইলেও পরস্পর স্বতন্ত্র নহেন; পরস্পর সংশ্লিষ্ট—পুরুষবিধ দেবতাগণ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অপুরুষবিধ দেবতারা তাঁহাদেরই কর্মাত্মা অর্থাৎ কর্মসম্পাদকরূপে আত্মা (working self)। ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু সূর্য প্রভৃতি অপুরুষবিধ দেবতাসমূহ ধারণ, পোষণ, শীতোষ্ণ বর্ষাদির বিধান করিয়া জগৎপালনরূপ মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছেন; এই সমস্ত দেবতারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন তাঁহারা পুরুষবিধ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ প্রত্যক্ষ নহেন, আগমগম্য। মহাভারত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, পৃথিবী স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ভারাবতরণের নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অগ্নি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাসুদেব এবং ব্রহ্মার নিকট খাণ্ডববন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং পুরুষ-রূপ ধারণ করিয়াই উহা দগ্ধ করিয়াছিলেন। স্থূল পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই নানারূপ ধারণ করিয়া নানাকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কোন কার্য নাই, ইহাদের সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয় স্থূলরূপ প্রত্যক্ষদৃষ্ট অপুরুষবিধ দেবতাগণের দ্বারা। কাজেই অপুরুষবিধ দেবতা পুরুষবিধ দেবতার কর্মাত্মা। যেমন যজ্ঞ যজমানের কর্মাত্মা। যে যাহার হইয়া কর্মসাধন করে সে তাহার কর্মাত্মা। যজ্ঞ যজমানের অঙ্গসমূহের এবং আত্মার সংস্কাররূপ কর্ম সাধন করিয়া তাহার কর্মাত্মতা প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থ হইতে আমরা অবগত হইতে পারি। দেবতাদের আকারসম্বন্ধে এখানে আমরা চারিটি মতের সমাবেশ দেখিতে পাই—(১) দেবতারা পুরুষবিধ (২) দেবতারা অপুরুষবিধ (৩) দেবতারা উভয়বিধ (৪) দেবতারা উভয়বিধ হইলেও একে অন্যের কর্মাত্মা। এই মতচতুষ্টয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। দেবতাদের মাহাভাগ্য অর্থাৎ নিরতিশয় ঐশ্বর্যবশতঃ তাঁহারা এক, দুই, বহু, মূর্ত, অমূর্ত, পুরুষবিধ, অপুরুষবিধ প্রভৃতি সবই হইতে পারেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যখন যেভাবে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন সেইভাবেই তাঁহাদের স্তব করিয়াছেন।

দেবতা সম্বন্ধে যাহাতে বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে তজ্জন্য যাস্কাচার্য দেবতাসমাম্নায়ের অর্থাৎ নিঘণ্টুপঠিত দেবতানামসমূহের প্রত্যেকটির আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীস্থানদেবতা—অগ্নির কর্মাধিকার বিশেষভাবে পৃথিবীতে; লোকত্রয়ের মধ্যে পৃথিবীই আমাদের সন্নিকৃষ্ট এবং প্রথম। অগ্নি দেবতা-

সমাম্নায়ের প্রথম পদ, কাজেই অগ্নির ব্যাখ্যা প্রথমে করা হইয়াছে। সন্দেহ হইতে পারে, মাত্র পৃথিবীস্থান অগ্নিই অগ্নি; কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। আমরা উর্ধ্বে যে জ্যোতির্ময় দেখিতে পাই অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও সূর্য—তাহাদিগকেও অগ্নি বলা হইয়া থাকে। সূক্তে যে অগ্নির স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়, যে অগ্নির উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নি পার্থিবাগ্নি—অন্তরিক্ষাগ্নি (বিদ্যুৎ) বা দ্যুলোকাগ্নি (সূর্য) নহেন। উর্ধ্বতর জ্যোতির্ময় অন্তরিক্ষাগ্নি ও দ্যুলোকাগ্নি (বিদ্যুৎ এবং সূর্য) অগ্নি নামের ভাগী হন নিপাতবশে (অন্য দেবতার সহিত একসঙ্গে স্তুতিতে, ঔপচারিকভাবে বা অপ্রধানভাবে)। মুখ্য অগ্নি বলিতে পার্থিবাগ্নিকেই বুঝাইবে। বিদ্যুতের এবং সূর্যের যে অগ্নিনাম তাহা ঔপচারিক বা গৌণ; অগ্নিনামে বিদ্যুৎ এবং সূর্য সূক্তভাগীও নহেন, হবির্ভাগীও নহেন। অগ্নি=জাতবেদা (বৈদ্যুতাগ্নি), অগ্নি=দ্যুলোকাগ্নি অর্থাৎ সূর্য বা উর্ধ্বতম জ্যোতি ইহা বলা হইয়া থাকে ঔপচারিক বা অপ্রধানভাবে। যাঁহারা মেধাবী বা বিজ্ঞ তাঁহারা অগ্নিকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আত্মা এক এবং মহান্; এক হইলেও তাঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করা হয়—তাঁহাকেই বলা হয় অগ্নি, তাঁহাকেই বলা হয় যম এবং তাঁহাকেই বলা হয় মাতরিশ্বা। বৈদ্যুতাগ্নি, দ্যুলোকাগ্নি এবং পার্থিবাগ্নি—তিন রূপেই জাতবেদা প্রকট হন—যেমন বৈশ্বানর। বৈশ্বানর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। কেহ বলেন বৈশ্বানর আদিত্য বা সূর্যের সহিত অভিন্ন। কারণ ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া দ্যুতিসম্পন্ন হন। দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া দ্যুতিসম্পন্ন হয় আদিত্য বা সূর্য; কাজেই বৈশ্বানর সূর্য ব্যতীত কেহই নহেন। নৈরুক্ত আচার্যগণের মতে বৈশ্বানর মধ্যমাগ্নি বা বিদ্যুৎ। তাঁহারা বলেন, যেহেতু বর্ষণক্রিয়ার প্রযোজক বলিয়া বৈশ্বানরের স্তুতি করা হয়, সেই জন্যই বৈশ্বানর=মধ্যমাগ্নি বা বিদ্যুৎ। আচার্য শাকপূণির মতে বৈশ্বানর পার্থিবাগ্নি ব্যতীত কেহই নহেন। যাস্কাচার্যের ইহাই অভিমত। তাঁহারা বলেন পার্থিবাগ্নিরও বর্ষণ প্রযোজকত্ব আছে। দৃশ্যমান অগ্নিই যে বৈশ্বানর এই বিষয়ে তাঁহারা উভয়েই নিঃসন্দেহ। যাস্কাচার্য হবিষ্পান্তীয় সূক্তের (ঋগ্বেদ ১০।৮৮) সাহায্যে স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে বৈশ্বানর=পার্থিবাগ্নি।

বিভিন্ন নামে অগ্নির ত্রিস্থানভাগিত্ব থাকিলেও পৃথিবীস্থানত্বেই অধিক তাৎপর্য—ইহাই আচার্য যাস্ক মতের নিষ্কর্ষ। তনূনপাৎ নরাশংস দ্রবিণোদা ইধ্ম বনস্পতি ঈল ত্বষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অগ্নির স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়—ইহারা সকলেই পার্থিবাগ্নি। ইহাদের অন্তরিক্ষ-স্থানত্ব বা দ্যুলোকস্থানত্ব গৌণ। ঋগ্বেদে অশ্ব, শকুনি, কপিঞ্জল মণ্ডূক প্রভৃতি প্রাণীর এবং অক্ষ গ্রাবা উলূখলমুসল প্রভৃতি অপ্রাণীর স্তুতিও পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই পৃথিবীস্থান দেবতা। তৎপরে যুদ্ধোপকরণ সমূহের স্তুতি। রাজা যজ্ঞ সম্পাদন করেন; যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই রাজার স্তুতি হইয়া থাকে। রাজার সহিত সম্বন্ধ আছে যুদ্ধোপকরণের অর্থাৎ যুদ্ধসাধন রথাদির; রাজার সহিত সম্বন্ধই যুদ্ধোপকরণ

রথাদির স্তুতিলাভের হেতু। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে রথ দুন্দুভি ইষুধি হস্তঘ্ন (দস্তানা) অভীশু (প্রগ্রহ বা লাগাম) ধনু জ্যা ইষু অশ্বাজনী (কশা বা চাবুক) বৃষভ (অশ্ব) দ্রুঘণ (মুদ্গর)— ইহাদের স্তুতি দেখিতে পাই। প্রত্যেকেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন—অভীষ্টদেবতার স্তুতিই উপকরণে আরোপিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তই আচার্যগণ সমীচীন মনে করেন।

মধ্যস্থান দেবতা। নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম তিন খণ্ডে আছে পৃথিবীস্থান দেবতাসমূহের নাম। পঞ্চম অধ্যায়েরই চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাসমূহের নাম উক্ত হইয়াছে। এই নাম সমূহের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে নিরুক্তের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে। নিঘণ্টু পঠিত অন্তরিক্ষস্থান দেবতার নাম সমূহের মধ্যে প্রথমেই পরিদৃষ্ট হয় বায়ুর নাম। বায়ুর সোম পানের কথা পাওয়া যায় ঋগ্বেদ ১।২।১ মন্ত্রে। মধ্যস্থান দেবতা ইন্দ্রেরই সোমপান প্রসিদ্ধ—সোমপান ইন্দ্রভিন্ন অন্য দেবতার পক্ষে অসাধ্য। কাজেই আচার্যগণ মনে করেন অন্তরিক্ষস্থান দেবতা বায়ু ইন্দ্র ভিন্ন কেহই নহেন। মধ্যস্থান দেবতাসমূহের মধ্যে রুদ্র এক দুর্ধর্ষ দেবতা। রুদ্র মরুদ্গণের পিতা। তিনি অতি উগ্রস্বভাব এবং তাঁহার নাম গ্রহণও বিপজ্জনক। যে মন্ত্রে তাঁহার নাম আছে সেখানে রুদ্র না বলিয়া 'রুদ্রিয়' বলাই সঙ্গত। রুদ্র শব্দের অপর এক অর্থ অগ্নি। তৎপরে ইন্দ্র। ইরা শব্দের অর্থ অন্ন অর্থাৎ অন্নের হেতুভূত জল অর্থাৎ জলের আধার-ভূত মেঘ; এই মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র ধারারূপে পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন। ইরা শব্দের অর্থ শস্যবীজও হয়। এই বীজের বিদারণ বা অঙ্কুরোদ্ভেদ ইন্দ্রই করেন বৃষ্টি দ্বারা; ইরাদার=ইন্দ্র। ইন্দ্র ইরা অর্থাৎ অন্ন দান বা ধারণ করেন; ইরাদ=ইন্দ্র, অথবা ইরাধ=ইরা ধারয়িতা=ইন্দ্র—ইরা দান হেতু অথবা ইরাধারণহেতু ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব। ইন্দবে দ্রবতীতি বা—ইন্দ্র ইন্দুর নিমিত্ত অর্থাৎ সোমপানার্থ ধাবিত হন—ইন্দুদ্রব—ইন্দ্র। ইন্দৌ রমতে ইতি বা—ইন্দ্র ইন্দুতে অর্থাৎ সোমপানে রত অর্থাৎ প্রীত বা আনন্দিত হন; ইন্দুরম—ইন্দ্র। ইন্ধে ভূতানীতি বা—প্রাণিসমূহকে অন্ন প্রদান করিয়া ইন্দ্র দ্যুতিবিশিষ্ট করেন; ইন্ধ=ইন্ধ=ইন্দ্র। শরীরমধ্যবর্ত্তী মুখ্য প্রাণবায়ুই ইন্দ্র; এই মুখ্যপ্রাণ বা ইন্দ্রকে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সন্দীপিত (ইন্ধ) করেন উপাসকগণ যোগবলে—ইন্ধ্ ধাতু নিষ্পন্ন ইন্দ্রপদের ইহাই আত্মবিদ্গণের নির্বচন। ইদং করণাদিন্দ্রঃ—ইহা তাহা অর্থাৎ সব কিছু অর্থাৎ এই কৃৎস্ন জগৎ ইন্দ্র করিয়াছেন বলিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ইদংকর—ইন্দ্র। ইদং দর্শনাদিন্দ্রঃ—এই সমস্ত অর্থাৎ শুভাশুভ সর্ব কর্ম দর্শন করেন বলিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব; ইদংদর্শ=ইন্দ্র। ইন্দ্র নিরতিশয় ঐশ্বর্য সম্পন্ন (ঐশ্বর্যার্থক ইন্দ্+রন্=ইন্দ্র)। ইন্দন্—ঐশ্বর্যার্থক 'ইন্দ্' ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ের রূপ। ইন্দ্র ঐশ্বর্য বিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদারণকারী—ইন্দন্+দার—ইন্দ্র। ইন্দ্র ঐশ্বর্যবিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদ্রাবণ (বিতাড়ন)—কারী—ইন্দন্+দ্রাব—ইন্দ্র। ইন্দ্র ঐশ্বর্যবিশিষ্ট এবং যজ্ঞকর্ত্তার আদরকারী—ইন্দন্+আ—দর=ইন্দ্র। ইন্দ্র ঋগ্বেদের একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা—অনেক সূক্তে তাঁহার

স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দ্র প্রচণ্ড বলশালী—যাঁহার বলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়। ইন্দ্র প্রথম বা উৎকৃষ্ট মনস্বী—মনস্বিবৃন্দের অগ্রগণ্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই অন্য দেবগণকে বৃত্রবধ বৃষ্টি প্রদানাদি কর্মের দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্র পর্বত অর্থাৎ মেঘ বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীতে জলধারা সমূহ পাতিত করেন—তিনিই জলদাতা মেঘকে নিহত করেন। ইন্দ্র সকলেরই পতি বা পালক। বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা যাগ নির্বাহের সহায়তা করিয়া তিনি সকলের স্থিতিহেতু। পর্জন্য আর এক বলশালী মধ্যস্থান দেবতা। পর্জন্য তাঁহার বলের দ্বারা অশনিপাত সহকারে বৃক্ষসকল বিনষ্ট করেন, এবং রাক্ষসগণকে (পাপকর্মা ক্রূরপ্রকৃতি মনুষ্যদিগকে) সংহার করেন বারিবর্ষণকারী পর্জন্য গর্জন করিতে করিতে পাপিষ্ঠগণকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করেন। পর্জন্যের সংহার কার্য বিপুল (অতিভয়ানক), তাঁহার নিকট হইতে নিরপরাধ ব্যক্তিও ভীত হইয়া পলায়ন করে। ব্রহ্মণস্পতি (ব্রহ্মের অর্থাৎ অন্নের) রক্ষক বা পালয়িতা—বৃষ্টি প্রদানাদি দ্বারা অন্ন রক্ষা করেন। ইন্দ্র ও পর্জন্যের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মেঘ ব্যাপনশীল—আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ক্ষরস্বভাব। ব্রহ্মণস্পতি দেবতা মেঘ হনন করেন—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়। সূর্যরশ্মিসমূহ এই অভিবৃষ্ট জলই আবার গ্রীষ্মকালে গ্রহণ করে এবং ইহাকে মেঘরূপে পরিণত করে—বর্ষাকালে এই মেঘই আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে। মেঘ হইতে হয় জল, জল হইতে হয় মেঘ—এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা ব্রহ্মণস্পতি। অন্তরিক্ষস্থান দেবতা 'ক্ষেত্রস্য পতিঃ' বর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্র শস্যসম্পন্ন করেন—তিনিই ক্ষেত্রের রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা—তিনি কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যম দেবতাও মধ্যস্থান দেবতারূপে পরিগণিত। যম প্রাণিসমূহকে উপরত অর্থাৎ প্রাণবিচ্যুত করেন। যম মরণোন্মুখ জনগণের অভিমুখে গমন করেন; মৃত্যুর পর কোন্ মার্গে কে যাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া দেন এবং কৃত কর্মের দ্বারা যে যে লোকে যাইবার অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌঁছাইয়া দেন। ঋগ্বেদের যম কর্মফল বিধাতা; পৌরাণিক যমের সহিত তাঁহার পার্থক্য আছে। অগ্নিকেও যম বলিয়া অভিহিত করা হয়—স্তোতৃবৃন্দকে কাম্য বস্তু সমূহ প্রদান করেন, এই ব্যুৎপত্তিতে। ইন্দ্রের সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত বা যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম (যমজ) হইয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নির একই জনক—ইঁহারা যমজ ভ্রাতা। যম শব্দে যে অগ্নিকে বুঝায় তাহা পৃথিবীস্থানীয়—অন্তরিক্ষস্থানীয় বা দ্যুলোকস্থানীয় নহে। মধ্যস্থান দেবতাদিগের সহিত নিরতিশয় বলশালিত্ব, বলকার্য এবং বর্ষণপ্রবর্তকত্ব—এই সমস্ত গুণের অথবা কোন একটী বা দুইটীর সম্বন্ধ থাকিবেই। 'অথাতো মধ্যস্থানা দেবতাঃ' ইহা বলিয়া নিরুক্ত দশমাধ্যায়ের প্রারম্ভ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়ে বত্রিশটী এবং একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সাতটী মোট উনচল্লিশটী দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত দেবতা সকলেই একক গণরূপে অর্থাৎ সমষ্টিগত ভাবেও—যেমন মরুদ্গণ রুদ্রগণ প্রভৃতি—দেবতাগণের উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়। মরুদ্গণ রুদ্রগণ ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ পিতৃগণ অথর্বগণ ভৃগুগণ—ইহারা সকলেই মধ্যস্থান দেবতা এবং ইন্দ্রের সহচারী। পৌরাণিকগণের মতে 'ঋভবঃ' 'অঙ্গিরস, 'ভৃগব' 'অথর্বাণঃ' এই চারিটি পদ পিতৃগণের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এই মতে ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ প্রভৃতি পিতৃগণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। পিতৃগণ অগ্ন্যাদি দেবতারই বিশিষ্ট প্রকার—কাজেই দেবতাগণের মধ্যে ইহাদের স্তুতি অনুপপন্ন নহে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঋভু অঙ্গিরা প্রভৃতি নাম ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে। বেদে ঋষিগণেরও স্তুতি দেখা যায়—যেমন বশিষ্ঠের এবং বশিষ্ঠপুত্রগণের (ঋগ্বেদ ৭।৩৩ দ্রষ্টব্য)। কাজেই ঋভু প্রভৃতির ঋষিত্বও অসম্ভব নহে। ঋভুগণ, অঙ্গিরোগণ, ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ—ইহাদের সমাম্নান বা পাঠ মধ্যস্থান দেবতাগণের অধিকারে রহিয়াছে এবং ইহাদের স্তুতিও মধ্যস্থান দেবতাগণ মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়—কাজেই ইহারা ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইলেও মধ্যস্থান দেবতা—ইহাই নিরুক্তকারগণের সিদ্ধান্ত। গণদেবতাগণের মধ্যে তৎপরে আপ্ত্যগণ। আপ্ত্যগণ সর্বব্যাপী এবং ঋষি। ইহাদের নাম একত দ্বিত এবং ত্রিত। ইহারাও ইন্দ্রের সহচারী—কাজেই মধ্যস্থান দেবতা। নিঘণ্টুতে স্ত্রী-দেবতাগণেরও সমাম্নান বা পাঠ আছে। অদিতি দেবতার পাঠই সর্বপ্রথম পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে অদিতি—দেবমাতা অর্থাৎ দিব্যগুণশালী বসু, রুদ্র, দক্ষ প্রভৃতি বিশ্বনামক দেবগণের প্রসূতি—তিনি বিশ্বদেব এবং নৈরুক্তপক্ষে অদিতি=অদীনা অর্থাৎ অক্ষীণস্বাদিগুণযুক্ত দ্যুলোক অন্তরিক্ষ প্রভৃতি। অদীনা এবং দেবমাতা—এই দুই অর্থ ব্যতিরেকে অদিতি শব্দের আরও এক অর্থ আছে। স্কন্দস্বামী বলেন ইহার অর্থ 'প্রকৃতি'। এই অর্থ অধ্যাত্মপক্ষে। দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষ অদিতিপ্রভব—কাজেই অদিতির সঙ্গে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থিত। অদিতি মাতৃরূপে সর্বভূতের নির্মাণ সাধন করেন, পিতৃরূপে জগতের পালন করেন, পুত্ররূপে স্তোতাকে পাপ হইতে উদ্ধার করেন। অদিতি সর্বকারণ, কাজেই তিনি সর্বস্বরূপা—কার্য ও কারণ অভিন্ন। অদিতি শব্দের অন্য এক অর্থ অগ্নি—অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি (মধ্যমাগ্নি)। অদিতি ব্যতীত আরও কুড়িটি মধ্যস্থান স্ত্রী-দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম সরমা গো ধেনু উষা সরস্বতী অনুমতি রাকা প্রভৃতি। ইহারা প্রায় সকলেই মাধ্যমিকা বাক্ অর্থাৎ মেঘগর্জন বা বিদ্যুৎ। ইহাদের সকলের মধ্যেই মধ্যস্থান দেবতার লক্ষণ (বলবত্তা এবং বর্ষণকর্ম) বর্তমান আছে। সিনীবালী কুহূ—ইহারা দেবপত্নী বলিয়া বর্ণিত—ইহারা কালাধিদেবতা, চন্দ্র সাহচর্য হেতু মধ্যস্থানা। মাধ্যমিকা বাক্ (মেঘগর্জন বা বিদ্যুৎ) বৃষ্টি প্রদান করিয়া প্রাণিসমূহকে প্রীতিসম্পন্ন করেন। মাধ্যমিকা বাক্ (বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন বা বায়ু) রোগ দুর্ভিক্ষাদি অমঙ্গল হনন করিয়া পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। অন্তরিক্ষস্থান উষা অর্থাৎ বায়ু বা বিদ্যুৎ মেঘকে সংপিষ্ট বা বিদলিত করে, বায়ু হইতেই বৃষ্টি হয়। "উষা (বিদ্যুৎ) মেঘ হইতে অপসৃত হইল, মেঘ বায়ুবেগে চূর্ণ-

বিচূর্ণ হইল এবং তাহা হইতে অজস্র বৃষ্টিধারা পতিত হইল—পৃথিবী শস্যভারসমৃদ্ধা হইল—জীবলোক প্রাণে বাঁচিল।" নৈরুক্তগণের মত অবলম্বন করিয়াই মাত্র কয়েকটি কথা মধ্যস্থান দেবতা বিষয়ে বলা হইল। ঐতিহাসিক বা আখ্যানবিদ্‌গণের মতেও এই সমস্ত দেবতার ব্যাখ্যা আছে—তাহা ভিন্ন রকমের।

পৃথিবীস্থান ও অন্তরিক্ষস্থান দেবতার পরে দ্যুস্থান দেবতার প্রকরণ। নিঘণ্টুতে পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠখণ্ডে আছে দ্যুস্থান দেবতাসমূহের নাম। নিরুক্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে এই নামসমূহের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমেই পরিদৃষ্ট হয় অশ্বিদ্বয়ের নাম। অশ্বিদ্বয় বিশেষ করিয়া সর্বজগৎকে পরিব্যাপ্ত করেন। এই স্থানেই অশ্বিদ্বয়ের অশ্বিত্ব। ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে অশ্বিশব্দের নিষ্পত্তি। কাহারা এই অশ্বিদ্বয়? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈরুক্তগণ বলেন অশ্বিদ্বয়—(১) দ্যাবা পৃথিবী (দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষলোক) (২) অহোরাত্র (৩) সূর্য ও চন্দ্র। ঐতিহাসিকগণের মতে অশ্বিদ্বয়= দুইজন নৃপতি, যেহেতু তাঁহাদের বিশিষ্ট অশ্বসমূহ রহিয়াছে।* অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন মধ্যম (মধ্যস্থান দেবতা) আর একজন উত্তম (দ্যুস্থান দেবতা)। ইঁহাদের স্তুতি হয় অবিযুক্তভাবে, পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি ইঁহাদের নাই, স্বতন্ত্রভাবে এক এক অশ্বীর স্তুতি কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। এইজন্যই যিনি মধ্যম তাঁহার অন্তরিক্ষস্থান দেবতার মধ্যে সমাম্নান বা পাঠ নাই। অশ্বিদ্বয় অহোরাত্র—এই পক্ষই আচার্য যাস্কের অভিমত বলিয়া মনে হয়; কারণ এতৎপ্রসঙ্গে যে কয়টি মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সব কয়টাই অহোরাত্রার্থক অশ্বিদ্বয়বিষয়ে। অহোরাত্র বলিতে এখানে সারাদিন এবং সারারাত্রি নহে কিন্তু অর্ধ রাত্রের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে কাল তাহা। মধ্যস্থান দেবতার মধ্যে উষার নাম থাকিলেও উষা আবার দ্যুস্থান দেবতা। দ্যুস্থানা উষা কান্ত্যর্থক 'বশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উষা কান্তা কমনীয়া বা অভীপ্সিতা। মধ্যমস্থানা উষা অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিবাসনার্থক "উচ্ছ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বিদ্যুৎ মেঘ হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাষিত) করে অথবা মেঘ হইতে ইন্দ্রকর্তৃক বিবাসিত বা নিষ্কাষিত হয়। রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর উষার উদয় হয়।

উষা ক্রমে আদিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। উষা আদিত্যের মাতৃভূতা—সহস্থানতা-নিবন্ধন উষা আদিত্যের সহচারিণী এবং উষার রস হরণ করেন আদিত্য, সন্তান যেমন মাতার রস (স্তন্য) হরণ করে। উষা আবার আদিত্যের জায়া—ভার্যায় যেমন পতি অভিগত হয়, উষাতেও আদিত্য সেইরূপ অভিগত হইয়া থাকেন—আদিত্যের প্রকাশে উষা প্রোৎসাহিত হয় এবং তাহার অন্তর্ধান ঘটে। এই উষাই কাল গত হইলে সূর্যোদয় কালের অতি নিকটবর্তিনী হইয়া সূর্যাদেবী রূপে পরিণত হন। উদয় প্রাক্‌ক্ষণবর্তী আদিত্যের নাম সূর্য এবং তৎসহচারিণী উষঃপ্রভা সূর্যা। বৃষাকপায়ী—বৃষাকপি অর্থাৎ আদিত্যের পত্নী, সূর্যার অবস্থা অতিক্রম করিলেই উষার নাম হয় বৃষাকপায়ী।

বৃষাকপায়ী উষার ঠিক অরুণোদয় অবস্থা। বৃষাকপায়ী সূর্যবিভূতি—অবস্থায় (হিম শিশির বা কুজ্ঝটিকা) বর্ষণ করে এবং তাহা কম্পিত করে, ইহাই নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। উষা যেরূপ আদিত্যের মাতা বৃষাকপায়ীও সেইরূপ ইন্দ্রের অর্থাৎ আদিত্যেরই মাতা। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য উভয়েই বলেন—রসহরণ-ধর্ম ইন্দ্রের আছে; পুত্র যেরূপ মাতার রসহরণ (দুগ্ধপান) করে, মধ্যমও সেইরূপ বৃষাকপায়ীর রস (শিশিরকণা বা ওস) হরণ করে—বিশোষিত করে।* এই উষঃপ্রভাই যখন সূর্যের দিকেই নিজেকে পরিচালিত করিয়া সূর্যের সহিত অবিভক্তভাবে প্রতীত হয় তখনই তাহার নাম হয় সরণ্যূ। সরণ্যূ সূর্যসহচারিণী উষঃপ্রভা; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্যূ। স্থূলকথায় সরণ্যূ শব্দের অর্থ রাত্রির একাংশ উষা; উষাই আদিত্যপত্নী—আদিত্যোদয়ে বিলীন হইয়া যায়। সরণ্যূর পিতা দেব ত্বষ্টা। দেব ত্বষ্টা সর্বভূতের উৎপত্তি পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্টি-প্রদানের দ্বারা। যাবতীয় উদকের অধিপতি তিনি—নিখিল উদকরাশি তাঁহার অধীন। ত্বষ্টা মাধ্যমিক দেবতা—বিদ্যুৎ বা বায়ুরূপে। ত্বষ্টার পাঠ আছে মাধ্যমিক দেবতাসমূহের মধ্যে। আপ্রী দেবতা প্রসঙ্গে পৃথিবীস্থানেও ইহার পাঠ আছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অশ্বিদ্বয়ের যাস্কসম্মত অর্থ অহোরাত্র বলিতে সারাদিন এবং সারারাত্রিকে বুঝায় না কিন্তু অর্ধরাত্রের পর সূর্যোদয়ের পূর্বপর্যন্ত যে কাল তাহা বুঝাইয়া থাকে। ইহা অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ—অন্ধকার অনুপ্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে, জ্যোতি অভিভূত হয়, অন্ধকারের প্রাধান্য ঘটে। আবার জ্যোতি অনুপ্রবিষ্ট হয় অন্ধকারে, অন্ধকার অভিভূত হয়, জ্যোতিরই প্রাধান্য ঘটে। প্রধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম (মধ্যস্থান দেবতা)—ইহাই মধ্যমের রূপ এবং প্রধানীভূত জ্যোতির্ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ। মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে—অবশেষে দিবারাত্রির সন্ধিকালে (অতি প্রত্যূষে) মধ্যমের মধ্যমত্ব বিলীন হইয়া যায়, আদিত্যের রূপে তাহার পরিণতি ঘটে। এই মধ্যম বা তমোভাগই ত্বষ্টা। ত্বষ্টা অশ্বিদ্বয়েরই একজন। ইনিই আদিত্যের রূপে পরিণত হন বলিয়া দ্যুস্থান দেবতারূপে পরিগণিত। তৎপরে দেব সবিতা। যখন পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে কিন্তু অন্তরিক্ষলোক তমঃপরিশূন্য এবং সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয় তখনই সবিতার কাল—সেই কালেই আদিত্য সবিতা বলিয়া কথিত হন। সায়ণের মতে উদয়ের পূর্বে আদিত্যের যে মূর্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অস্তগমন পর্যন্ত যে মূর্তি তাহা সূর্য। সবিতা মধ্যমস্থান দেবতারূপেও প্রতিপাদিত হইয়াছেন—বৃষ্টিকর্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ। সবিতা=অগ্নিদেবতাও। অগ্নি অর্থে সবিতা শব্দের অর্থ প্রেরক—স্কন্দস্বামীর মতে; কারণ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাবতীয় কর্মের প্রেরক অগ্নি। দুর্গাচার্যের মতে অগ্নি-অর্থে সবিতা শব্দের অর্থ প্রসবকর্তা; অগ্নি যজ্ঞনির্বাহ করেন এবং যজ্ঞ হইতেই হয় শস্য প্রজা প্রভৃতির নিষ্পত্তি। সবিতার পর ভগ অবস্থার সৃষ্টি। সবিতার

পরবর্তী এবং উদিত সূর্যের পূর্ববর্তী অনাবিষ্কৃতমণ্ডল জ্যোতির্বিশেষ বা আদিত্য অর্থাৎ অনুদিত সূর্য ভগশব্দবাচ্য। কিন্তু 'অনং ভগো গচ্ছতি' এই বাক্যে (মৈত্রা. সংহিতা ১।৬।২) ভগশব্দে অনুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না—বুঝাইতেছে সূর্যরূপতাপন্ন ভগকে অর্থাৎ উদয়াবস্থ আদিত্যকে। ইহার পরেই সূর্য। সূর্যশব্দ গমনার্থক 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ভগকাল হইতে সৃত (অপসৃত বা অপগত) হইয়াই আদিত্য সূর্যরূপতা প্রাপ্ত হন। প্রেরণার্থক 'সূ' ধাতু হইতেও ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে—সূর্যই সর্বজগৎকে কর্মে প্রেরণ করেন। অথবা সু+গত্যর্থক ঈর্ ধাতু হইতেও ইহার নিষ্পত্তি প্রদর্শিত হইতে পারে—সূর্য বায়ুদ্বারা সুষ্ঠু প্রেরিত বা চালিত হন। দ্যুলোক-ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোক—এই লোকত্রয়কে পরিপূর্ণ করেন সূর্য স্বীয় মহত্ত্বের দ্বারা। সূর্যই এক মাত্র সত্য ; মিত্র বরুণাদি দেবতা এবং মনুষ্যাদি প্রাণী কিংবা অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ —ইহাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা সূর্যেই হইয়া থাকে—তাহা সূর্যেরই জ্ঞান। তাৎপর্য এই যে, সূর্যের সহিত মিত্র বরুণাদি অভিন্ন ; কাজেই মিত্র বরুণাদিকে যিনি সূর্যস্বরূপে দর্শন করেন, মিত্র বরুণাদিকে সূর্য হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না—তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যেহেতু সূর্য লোকত্রয় পূর্ণ করিয়াছেন—সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই কারণে তিনি জঙ্গম এবং স্থাবর পদার্থনিচয়ের আত্মস্বরূপ। বালভাবাপন্ন আদিত্যই সূর্য। আদিত্য বালভাব পরিত্যাগ করিয়াই পূষা হন। যখন বালভাব পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ রশ্মিসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হন, তখনই আদিত্যের নাম হয় পূষা। পূষার দুইরূপ—একরূপ লোহিতবর্ণমণ্ডল এবং অন্যরূপ মণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী স্তুতব্য দেবতা। পূষা পথের অধিপতি—পথে রক্ষা করিবার অধিকার পূষার। পূষাবস্থা অতিক্রম করিয়া আদিত্য হন বিষ্ণু—রশ্মিসমূহ-পরিব্যাপ্ত আদিত্যই বিষ্ণু। বিষ্ণু যে তিন স্থানে পদন্যাস করেন, আচার্য ঔর্ণনাভের মতে সেই তিন স্থান হইতেছে উদয়াচল, অন্তরিক্ষ এবং অস্তাচল—প্রাতঃকালে উদয়াচলে উদিত হন, মধ্যাহ্নে অন্তরিক্ষে প্রদীপ্ত হন এবং সায়াহ্নে অস্তাচলে অস্তগত হন। ইহাই বিষ্ণুর ত্রিধা পদন্যাস। বিষ্ণুত্ব অর্থাৎ মধ্যাহ্নসূর্যভাব অতিক্রম করিয়া আদিত্য ক্রমে বিশ্বানর বরুণ এবং কেশী হইয়া থাকেন। বিশ্বানর হইতেছেন প্রখরকিরণশালী—মধ্যাহ্নোত্তরকালীন আদিত্য। বরুণ=রশ্মিজাল সমাবৃত আদিত্য। মধ্যস্থান দেবতারূপে বরুণ আবার মেঘজালে আকাশ সমাচ্ছন্ন করেন। কেশী ও নভোমণ্ডল মধ্যবর্তী প্রদীপ্ত আদিত্য। কেশ অর্থাৎ কেশস্থানীয় রশ্মিসমূহ আছে বলিয়াই—আদিত্য=কেশী। অথবা কাশ (দীপ্তি) যাহার আছে— কাশী=কেশী। অগ্নি আদিত্য এবং বায়ু—ইহারা কেশিত্রয়। ইহারা প্রকাশ বৃষ্টিদানাদি কর্মের দ্বারা জগৎকে অনুগৃহীত করেন। অতঃপর আদিত্যের অস্তগমনোন্মুখ অবস্থা এবং অস্তগমনাবস্থা। এই দুই অবস্থায় আদিত্য হন যথাক্রমে বৃষাকপি এবং যম। আদিত্য=বৃষা+কপি অর্থাৎ বর্ষণকারী এবং কম্পনকারক—অস্তাচলগামী সূর্য অবস্থায়

(ওস বা হিমকণা) বর্ষণ করেন এবং রাত্রিভীত প্রাণিবর্গকে বিকম্পিত করেন। যম—অন্তগত সূর্য—সূর্য অস্ত গেলে প্রাণিসমূহ নিদ্রাবিষ্ট হয়, সূর্য যেন তাহাদিগকে উপরত বা প্রাণবিচ্যুত করেন। দ্যুস্থান দেবতাগণের মধ্যে আরও দেখিতে পাই—অজএকপাৎ (ইনিও অস্তগত আদিত্য) পৃথিবী (দ্যুলোক) সমুদ্র (আদিত্য) দধ্যঙ্ অথর্বা মনু (আদিত্যেরই অবস্থা বিশেষ)—ইহাদের নাম। এই পর্যন্ত যে সকল দ্যুস্থান দেবতার আলোচনা করা হইয়াছে তাহারা সকলেই একক—মাত্র অশ্বিদ্বয় ব্যতীত। গণশঃ অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবেও মধ্যস্থান দেবতার ন্যায় দ্যুস্থান দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—আদিত্যগণ, সপ্তঋষি, দেবগণ, বিশ্বে দেবগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, বাজিগণ এবং দেবপত্নীগণ। ইহারা কেহ কেহ বা সূর্যের রশ্মি এবং কেহ কেহ বা সূর্যের বিভূতি। আমরা দেখিয়াছি সূর্যেরই নৈসর্গিক বিভিন্ন অবস্থা দ্যুস্থান দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছে। সূর্যদেবের বিশালত্ব মহত্ত্ব এবং রক্ষণকারিত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকেই একমাত্র দেবতা ভাবিয়া ভারতীয় ঋষিগণ অভিভূত হইয়াছিলেন। সূর্যই একমাত্র দেবতা সূর্যের উপরে কেহ নাই, বেদের সমস্ত মন্ত্রই সূর্যপর—ঈদৃশ মতবাদ আধুনিক নহে—বহুকাল পূর্ব হইতেই ঋষিকল্প আচার্যগণ এই মতের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে একমাত্র দেবতা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য এই ব্রহ্ম, সূর্য প্রভৃতি দেবতা গৌণ। বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিরুক্তে আমরা চারিটি মতের উল্লেখ দেখিতে পাই—যাজ্ঞিকগণের মত, আখ্যান বিদ্ বা ঐতিহাসিকগণের মত, নৈরুক্তগণের মত, এবং আত্মবিদ্‌গণের মত। আচার্য যাস্ক প্রসিদ্ধ নিরুক্তকার—তিনি শাকপূণি প্রভৃতি নৈরুক্তগণের মত শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার অনভিমত আর কোনও মতের প্রতি তিনি কটাক্ষ বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই।

নির্বচন নিরুক্তের প্রধানতম কার্য। নির্বচন শব্দের অর্থ নিঃশেষে বচন বা উক্তি অর্থাৎ ব্যাখ্যা। নিরুক্ত শব্দের সহিত নির্বচন শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পূর্বেই একবার বলা হইয়াছে যে শব্দ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষবৃত্তি, পরোক্ষবৃত্তি এবং অতিপরোক্ষবৃত্তি (প্রত্যক্ষক্রিয়, প্রকল্প্যক্রিয় এবং অবিদ্যমানক্রিয়)। প্রত্যক্ষবৃত্তি বা প্রত্যক্ষক্রিয় নামসমূহের ব্যুৎপত্তি অতি স্পষ্ট। ঈদৃশ নামসমূহে ক্রিয়া বা ধাতু সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা যায়, যথা—হারক পাচক কর্তা ইত্যাদি। পরোক্ষবৃত্তি (প্রকল্প্যক্রিয়) নামসমূহে ক্রিয়া বা ধাতু সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা যায় না বটে কিন্তু কল্পনা বা অনুমান করা যায়, যথা—গো অশ্ব পুরুষ ইত্যাদি। অতি পরোক্ষবৃত্তি (অবিদ্যমানক্রিয়) নামসমূহে কোন ক্রিয়া বা ধাতুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, অনুমানও করা যায় না, যথা—ডিত্থ, ডবিত্থ অরবিন্দ ইত্যাদি। প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি অতি স্পষ্ট, কাজেই নিরুক্তে ঈদৃশ শব্দের নির্বচন প্রায়শঃ করা হয় নাই। পরোক্ষবৃত্তি এবং অতিপরোক্ষবৃত্তি শব্দসমূহের অর্থ কি করিয়া নিরুক্ত বা উদ্ঘাটিত করিতে হয়, প্রধানতঃ তাহাই নিরুক্তশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। শব্দের অর্থসাধন

করা নিরুক্তের কার্য। যদি দেখা যায় ব্যাকরণানুমত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোনও কোনও অনবগত সংস্কার (যাহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় অবগত নহে) শব্দবিশেষের অর্থসাধন করা যায় না, যদি দেখা যায় ইহার অর্থ অতি দুর্বোধ, তাহা হইলে ইহার নির্বচন করিবে কিনা? ইহার উত্তরে আচার্য যাস্ক বলেন নির্বচন করিতেই হইবে। কারণ দুর্বোধ দুরূহ শব্দের নির্বচন করাই নিরুক্তশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। কি কি উপায়ে ঈদৃশ শব্দের নির্বচন করা সম্ভব হইতে পারে তাহার আলোচনা নিরুক্তশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। অবোধ্য দুরূহ শব্দের নির্বচন করিতেই হইবে—আচার্য যাস্কের এই দৃঢ়তার মূলে রহিয়াছে শাকটায়ন এবং অন্যান্য নিরুক্তকারগণের ভাষাতত্ত্ববিষয়ে এক বিরাট সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি হইতেছে—তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি (সমস্ত নামই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। এই সিদ্ধান্ত মহামতি যাস্ক পূর্ণভাবে মানিয়া নিয়াছিলেন। সমস্ত নামই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী বহু আচার্য ছিলেন, গার্গ্য তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। এক সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণগণও (পাণিনি এই সম্প্রদায়ের অনুবর্তী) গার্গ্যের মত সমর্থন করিতেন। সমস্ত শব্দই আখ্যাতজ—ইহা তাঁহারা মানিতেন না। বহু যুক্তিতর্কের অবতারণার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যে নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই যে ধাতু হইতে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, যে নামে স্বীয় অর্থ ও ধাতুর অর্থ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে মাত্র, তাহাই আখ্যাতজ নাম—যৌগিক নাম। আর যে নামে সাক্ষাৎভাবে ধাতুর উপলব্ধি হয় না, অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিতে হয়, যে নামের অর্থ ধাতুর অর্থের সহিত সম্পূর্ণ সমঞ্জস নহে, সেই নাম আখ্যাতজ নাম নহে, সেই নাম রূঢ় নাম। সরল কথায় বলিতে গেলে গার্গ্যমতের তাৎপর্য এই যে, যখন কোনও শব্দ ক্রিয়ার অভিধানে বা প্রকাশে সমর্থ, আর সেই ক্রিয়া যখন সেই শব্দের অর্থে বিদ্যমান থাকে, তখনই ঐ শব্দ বা নামকে আখ্যাতজ বলিয়া নির্দেশ করা যায়—যেমন, পাচক, পাঠক প্রভৃতি শব্দ; আর যে সকল শব্দ এই লক্ষণের বহির্ভূত তাহারা আখ্যাতজ নহে—যেমন, গো, অশ্ব, পুরুষ ইত্যাদি যোগরূঢ় শব্দ; যেমন, ডিথ, ডবিথ, জহা প্রভৃতি রূঢ় শব্দ।

যাস্কাচার্য গার্গ্যপক্ষীয়দিগের মত বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে খণ্ডন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সকল শব্দই নির্বিশেষে আখ্যাতজ—যেমন যৌগিক শব্দ তেমনই রূঢ় শব্দ। কি করিয়া দুরূহ এবং রূঢ় শব্দসমূহের নির্বচন করিতে হয় তাহা যাস্কাচার্য নিরুক্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, শব্দের নির্বচন করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে শব্দটি যৌগিক কি রূঢ়। যৌগিক শব্দের নির্বচন ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই করা যায়। রূঢ় শব্দের নির্বচনে "অর্থসামান্য, বর্ণসামান্য, অক্ষরসামান্য, বর্ণব্যাপত্তি, বর্ণাগম,

বিভক্তিবিপরিণাম, সংপ্রসারণ" প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আরও দেখিতে হইবে শব্দটি বৈদিক কি লৌকিক; বৈদিক শব্দের নির্বচন লৌকিক ধাতু হইতে এবং লৌকিক শব্দের নির্বচন বৈদিক ধাতু হইতে করিলে কোন দোষ হইবে না। অনবগত সংস্কার অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় অবগত নহে, ঈদৃশ পদের নির্বচন করিতে হইলে কোন্ প্রকরণে এবং কোন্ পদের সাহচর্যে সেই পদটির প্রয়োগ হইয়াছে তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক; তাহা না হইলে ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। 'জহা' একটি অনবগত সংস্কার পদ; এই পদটির নির্বচন 'হন্' ধাতু হইতেও হইতে পারে, 'হা' ধাতু হইতেও হইতে পারে। ঠিক কোন্ ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি তাহা অবধারণ করিতে হইলে জানিতে হইবে এই পদটির প্রয়োগ কোথায় হইয়াছে, ইহার সহচরিত পদান্তর সমূহ কি এবং ইহার প্রকরণই বা কি। 'জহা' পদটির প্রয়োগ হইয়াছে ঋগ্বেদ ৮।৪৫।৩৭ মন্ত্রে; ইহার প্রকরণ এবং সহচরিত মন্ত্র (৮।৪৫।৩৪) আলোচনা করিলে 'হন্' ধাতু হইতে যে ইহার নিষ্পত্তি হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। নির্বচন সম্বন্ধে বহু কথা জানিবার আছে। অনুসন্ধিৎসু সুধীবর্গ ব্যাকরণশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনপূর্বক উপযুক্ত গুরুর নিকট শিষ্যভাবে সমাগত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অধিগত করিতে পারিবেন, ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।

বেদ আয়ত্ত করিবার জন্য ছয়টি বেদাঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। স্বাধ্যায় বা অভ্যাসের জন্য শিক্ষা ও ছন্দ, ভাষাবিজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত এবং কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জ্যোতিষ ও কল্প—এই বেদাঙ্গ সমূহের পঠন পাঠন ভারতবর্ষে দীর্ঘ কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরম পুরুষার্থ যে জ্ঞান তাহা লাভের উপায় বেদ এবং বেদের তাৎপর্য ও মন্ত্রার্থবোধ নিরুক্তশাস্ত্রকে বাদ দিয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। এইরূপ অনুমান করা হয় যে, নিঘণ্টু ও নিরুক্ত একই বিদ্যাস্থানের বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক নিঘণ্টু অথবা নিরুক্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমানে আমরা যে নিঘণ্টু পাই তাহা উহার একাংশ মাত্র এবং অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অবলুপ্ত। যাস্ক এই নিঘণ্টুকেই তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে সুব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার নিরুক্তই বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত। যাস্ক তাঁহার পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক গার্গ্য কৌৎস ঔদুম্বরায়ণ ঔর্ণবাভ কাথক্য শাকপূণি ঔর্ণনাভ শাকটায়ন প্রভৃতি যোলজন শব্দবিদ্যাবিশারদ আচার্যের নাম করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী বেদ সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন অথবা সমর্থন বা খণ্ডন করিয়াছেন। নিরুক্তগ্রন্থে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ তৈত্তিরীয় সংহিতা মৈত্রায়ণীয় সংহিতা কাঠক সংহিতা ঐতরেয়ব্রাহ্মণ গোপথব্রাহ্মণ কৌশীতকী ব্রাহ্মণ শতপথব্রাহ্মণ প্রাতিশাখ্য এবং উপনিষদ্‌সকলের উল্লেখ থাকায় ইহা অনুমান করিতে কোন অসুবিধা হয় না যে তাঁহার সময়ে এবং পূর্ববর্তীকালে বেদচর্চা ও

জ্ঞানবিজ্ঞানে ভারত কিরূপ অগ্রসর ছিল। পণ্ডিতবর্গের অনুমান এই যে, যাস্ক খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী। তিনিই পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন মনীষী যিনি শব্দব্যুৎপত্তি শব্দার্থ ও শব্দ নির্বচনবিদ্যা সবিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে যথাযথ জানিবার জন্য নিরুক্ত। যাস্কের পরবর্তী যুগে যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কালে বেদের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের গ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যাস্কের নিকট ঋণী এবং বেদব্যাখ্যাতা হিসাবে আজও বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত। শব্দবিদ্যা ব্যাখ্যাতারূপে প্রথমেই লক্ষ্যের মধ্যে আসে দুর্গাচার্য এবং স্কন্দস্বামীর নাম। ইঁহারা উভয়েই বেদবিদ্যানিষ্ণাত সুবিখ্যাত আচার্য। ইঁহাদের সময়ের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বেদের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং স্কন্দস্বামীর টীকার সর্বপ্রথম প্রকাশক লক্ষ্মণ-স্বরূপ মহাশয় পূর্বে মনে করিতেন স্কন্দস্বামীই পূর্ববর্তী। আমরা এই মত বরাবর পোষণ করিয়াছি এবং এই মতেরই অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু অধ্যাপক লক্ষ্মণস্বরূপ তাঁহার মতের পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে দুর্গাচার্যই পূর্ববর্তী এবং তিনি স্কন্দস্বামীর প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবর্তিত মতানুসারে দুর্গাচার্য প্রথম শতাব্দীর এবং স্কন্দস্বামী পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর আচার্য। উভয়েই নিরুক্তগ্রন্থের ব্যাখ্যাতা। দুর্গাচার্যকৃত টীকা অনেকটা সংক্ষিপ্ত এবং স্কন্দস্বামীর টীকা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। নিরুক্তের টীকাই দুর্গাচার্যের প্রধান কৃতিত্ব। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণস্বরূপের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি—স্কন্দস্বামী, উদ্গীথ ও নারায়ণ, ইঁহারা তিনজন একত্রে ঋগ্‌ভাষ্য গ্রন্থে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আনুমানিক পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইঁহারা সকলেই জীবিত ছিলেন। বররুচি তাঁহার নিরুক্তসমুচ্চয় গ্রন্থে নিরুক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইনি স্কন্দস্বামীর পূর্ববর্তী। বর্বরস্বামীও একজন নিরুক্ত ব্যাখ্যাতা—ইনিও স্কন্দস্বামীর পূর্ববর্তী। মহেশ্বর স্কন্দস্বামীর নিরুক্ত-টীকার উপর সংযোজন ও সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে আমরা নাম করিব দেবরাজ যজ্বার। ইনি নিঘণ্টুগ্রন্থের ব্যাখ্যাতা। নিঘণ্টুতে উল্লিখিত পদসমূহ ইনি একটী একটী করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটীর নিগম প্রদর্শন করিয়াছেন। নিঘণ্টুগ্রন্থের ব্যাখ্যাকালে তাঁহার পূর্ববর্তী বেদ বেদাঙ্গ ব্যাখ্যাকারগণের যে সকল নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। বেঙ্কটমাধব, স্কন্দস্বামী, ভবস্বামী, শ্রীনিবাস, মাধবদেব উবট, ভট্টভাস্করমিশ্র, ভরতস্বামী—ইঁহাদের নাম তিনি শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই বেদব্যাখ্যাতা। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন নিঘণ্টু ব্যাখ্যাকর্তারও নাম করিয়াছেন—তাঁহারা ক্ষীরস্বামী ও অনন্তাচার্য। তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ভোজরাজ কমলনয়ন হরদত্ত প্রভৃতিরও নাম করিয়াছেন। এইরূপ অনুমান করা হয় যে, ইঁহাদের অধিকাংশেরই জীবিতকাল খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দী হইতে

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে। ইহার পরেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনীষিপ্রকাণ্ড মহামতি সায়ণাচার্য। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, এই পর্যন্ত বেদব্যাখ্যাতারূপে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল তাঁহারা সকলেই নিরুক্ত-গ্রন্থকার মহামতি যাস্কের নিকট ঋণী। সায়ণের পূর্ববর্তী ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাতারূপে আর যাঁহাদের পরিচয় জানা গিয়াছে তাহার মধ্যে হস্তামলক, ধানুষ্কযজ্বা ও রাবণ অন্যতম।

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে শাস্ত্রালোচনা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হইয়া থাকিলেও যাস্কাচার্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ণাচার্যের সময় পর্যন্ত বেদার্থবিচার ধারা অবিচ্ছিন্ন এবং অব্যাহত ছিল—এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ভগবৎকল্প আচার্যগণের চরণে ভূয়োভূয় সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিয়া আমি এই স্থলে আমার ক্ষুদ্র নগণ্য ভূমিকা সমাপ্ত করিতেছি। নিরুক্তের ভূমিকা লিখিতে যাদৃশ বিদ্যা ও শক্তির প্রয়োজন তাহা আমার নাই। শারীরিক ও মানসিক অপটুতা আমাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুধীবর্গের নিকট আমি আমার অশেষবিধ ক্রটীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। একটী কথা না বলিলে আমার গুরুতর অপরাধ হইবে। আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত লক্ষ্মণস্বরূপ মহাশয়ের গ্রন্থসমূহ হইতে আমি অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার উদ্দেশে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭
ইং ১৫ মে, ১৯৭০

বিনীত—
শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

বিষয়-সূচী

দশম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়-সূচী

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অথাতো মধ্যস্থানা দেবতাঃ ॥ ১ ॥

অথ (মধ্যস্থান দেবতার বিশেষ অধিকারবশতঃ) অতঃ (তৎপরে)[১] মধ্যস্থানাঃ দেবতাঃ [ব্যাখ্যাস্যন্তে] (মধ্যস্থান অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থান দেবতানামসমূহের ব্যাখ্যা করা হইবে)।

পৃথিবীস্থান দেবতা নামের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে অন্তরিক্ষস্থান দেবতার অধিকার বা প্রকরণ; তন্নামসমূহের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইবে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে।

তাসাং বায়ুঃ প্রথমাগামী ভবতি ॥ ২ ॥

তাসাং (সেই দেবতাসমূহের মধ্যে) বায়ু প্রথমাগামী ভবতি (বায়ু প্রথম সমাগত হয়)।

নিঘণ্টুতে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম তিনখণ্ডে আছে পৃথিবীস্থান দেবতাসমূহের নাম। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাসমূহের নাম উক্ত হইয়াছে। অন্তরিক্ষস্থান দেবতা নামসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই বায়ুর নাম পরিদৃষ্ট হয়।

(১) বায়ুঃ ॥

বায়ুর্বাতের্বেতের্বা স্যাদ্ গতিকর্ম্মণঃ।
এতেরিতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, অনর্থকো বকারঃ ॥ ৩ ॥

বায়ুঃ বাতেঃ বেতেঃ বা স্যাৎ গতিকর্ম্মণঃ (বায়ু শব্দ গত্যর্থক 'বা' ধাতু বা 'বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উ ১।১ ; বায়ু সর্ব্বদা গতিবিশিষ্ট); এতেঃ ইতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, অনর্থকঃ বকারঃ (গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইহা স্থৌলাষ্ঠীবির মত ; বকারের কোন অর্থ নাই)। আচার্য্য স্থৌলাষ্ঠীবির মতে 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া শব্দটী হয় 'আয়ু' ; আয়ু—বায়ু—আদিতে বকারের আগম হয়, ইহার কোনও অর্থ নাই।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বায়ুর স্তুতি আছে।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অথশব্দো বিশেষাধিকারার্থঃ, অতঃশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ (দুঃ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরঙ্কৃতাঃ।
তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।২।১)

বায়ো (হে বায়ো!) দর্শত (হে দর্শনীয় বা দর্শনার্হ) আয়াহি (আগমন কর) ইমে সোমাঃ অরঙ্কৃতাঃ (এই সমস্ত সোমরস অলঙ্কৃত—পানার্থ সংস্কৃত অথবা পর্যাপ্তরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে), হবং (আমাদের আহ্বান) শ্রুধী (শ্রবণ কর) তেষাং পাহি (সেই সোম পান কর)।

বায়বায়াহি দর্শনীয়েমে সোমা অরংকৃতা
অলংকৃতাস্তেষাং পিব শৃণু নো হ্বানমিতি ॥ ২ ॥

বায়ো আয়াহি দর্শনীয় (হে দর্শনীয় বায়ো! আগমন কর)—দর্শত=দর্শনীয়। ইমে সোমাঃ অরংকৃতাঃ অলঙ্কৃতাঃ—অরংকৃতাঃ=অলঙ্কৃতাঃ (এই সমস্ত সোম অলঙ্কৃত হইয়াছে); অলঙ্কৃত শব্দের অর্থ—প্রচুররূপে প্রাপ্ত,[১] পর্যাপ্তরূপে প্রস্তুত অথবা সংস্কারবিশিষ্ট। তেষাং পিব (সেই সোমের একদেশ বা অংশ পান কর, অথবা সেই সোম পান কর)[২] শৃণু নো হ্বানম্ (আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর)—শ্রুধী=শৃণু, হবং=হ্বানম্ (আহ্বান)।

কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ৩ ॥

মধ্যমাৎ অন্যং কম্ এবম্ অবক্ষ্যৎ (মধ্যম অর্থাৎ ইন্দ্র ব্যতিরেকে[৩] কাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায়)?

মধ্যমস্থান দেবতা ইন্দ্রেরই সোমপান প্রসিদ্ধ। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—হে বায়ো! সোমরস অলঙ্কৃত হইয়াছে, তুমি ইহা পান কর। কাজেই এইস্থানে ইন্দ্রই বায়ু। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েরই ইহা সিদ্ধান্ত। দুর্গাচার্য্য স্পষ্টই বলেন—সোমপান ইন্দ্র ভিন্ন অন্য দেবতার পক্ষে অসাধ্য (সোমপানমপ্রসাধ্যমন্যস্য)।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (তাঁহার অর্থাৎ ইন্দ্ররূপী বায়ুর সম্বন্ধে এই অপর একটী ঋক উদ্ধৃত হইতেছে)।

১। অলঙ্কৃতাঃ পর্য্যাপ্তাঃ (দুঃ) পর্য্যাপ্তাঃ কৃতাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। দ্বিতীয়ার্থে বা ষষ্ঠী (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। মধ্যমাদ্ ইন্দ্রাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা ইন্দ্র ; ইহাতে ইন্দ্রের বিশেষণরূপে বায়ু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—বায়ু শব্দের দ্বারা ইন্দ্রকেই অভিহিত করা হইয়াছে। ইন্দ্র যে বায়ুর পর্য্যায় শব্দ তাহা এই ঋক্ হইতে প্রতিপাদিত হইবে। (তৃতীয় পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসস্রাণাসঃ শবসানমচ্ছেন্দ্রং সুচক্রে রথ্যাসো অশ্বাঃ।
অভি শ্রব ঋজ্যন্তো বহেয়ুর্নূ চিন্নু বায়োরমৃতং বিদস্যেৎ ॥ ১ ॥

(ঋ ৬।৩৭।৩)

আসস্রাণাসঃ (নিত্যগমনশীল) ঋজ্যন্তঃ (সরলগতি) রথ্যাসঃ অশ্বাঃ (রথচালক অথবা রথযোজিত অশ্বগণ) শবসানম্ অচ্ছ (অচ্ছশবসানম্=অভিবলায়মানম্—সমধিক বলবিশিষ্ট বলিয়া বোধসম্পন্ন) ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) সুচক্রে (কল্যাণকর চক্র অর্থাৎ দৃঢ়চক্র বিশিষ্ট রথে করিয়া) নূচিৎ শ্রবঃ অভি (নূতন এবং পুরাণ সোমরূপ অন্নের অভিমুখে)[১] নু (ক্ষিপ্র) বহেয়ুঃ (যেন আনয়ন করে); বায়োঃ (সোমরসের অভিমুখে গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞে আগমনশীল ইন্দ্রের) অমৃতং (অমৃতসদৃশ সোমাখ্য অন্ন) [ন] বিদস্যেৎ (যেন বিদস্ত অর্থাৎ উপক্ষীণ না হয়)।[২]

আসস্বাংসোঽভিবলায়মানম্ ইন্দ্রম্ ॥ ২ ॥

আসস্রাণাসঃ=আসস্বাংসঃ (সম্যক্রূপে অর্থাৎ সর্বত্র বা সর্বদা সর্পণশীল—গতিবিশিষ্ট)। দুর্গাচার্য 'সৃপ্' ধাতু হইতে এবং স্কন্দস্বামী 'সৃ' ধাতু হইতে পদটির নিষ্পত্তি করেন; উভয় ধাতুই গত্যর্থক। শবসানম্ অচ্ছ ইন্দ্রম্=অভিবলায়মানম্ ইন্দ্রম্—'অচ্ছ' শব্দের অর্থ 'অভি'; শবসানম্ অচ্ছ=অভিবলায়মানম্ (নিজেকে সমধিক বলবিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন যিনি—এইরূপ ইন্দ্রকে)—'শবস্' শব্দ বলবাচী (নিঘ ২।৯)।

কল্যাণ-চক্রে, রথে যোগায় রথ্যা অশ্বা রথস্য বোঢ়ার ঋজ্যন্ত ঋজুগামিনঃ ॥ ৩॥

সুচক্রে=কল্যাণচক্রে (কল্যাণকর চক্র অর্থাৎ দৃঢ় চক্রবিশিষ্ট রথে); রথে যোগায় রথ্যাঃ অশ্বাঃ (রথে যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নিমিত্ত অশ্বগণ রথ্য)—'রথ্য' শব্দের অর্থ 'রথে যোজিত'। যোগায় এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি থাকিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইত; স্কন্দস্বামী পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—রথে যোগাদাত্মনঃ ইতি রথ্যাসঃ (অশ্বগণ নিজদিগকে রথে যোজিত করে বলিয়াই তাহারা রথ্য)। রথস্য বোঢ়ারঃ—'রথ্য' শব্দের অর্থ রথের বাহক বা চালক। ঋজ্যন্তঃ=ঋজুগামিনঃ (সরলগতিবিশিষ্ট)।

অন্নম্ অভি বহেয়ুর্নবং চ পুরাণঞ্চ ॥ ৪ ॥

শ্রবঃ=অন্নম্ (নিঘ ২।৭); অভি শ্রবঃ বহেয়ুঃ=অন্নম্ অভি বহেয়ুঃ (অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে আনয়ন করুক)। নূচিৎ নু—'নূ' শব্দের অর্থ নব (নূতন) 'চিৎ' শব্দের অর্থ পুরাণ এবং

১। নূ এবং চিৎ—নিপাত 'নব ও পুরাণ' অর্থে।

২। 'ন' অধ্যাহার করিতে হইবে (ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

'হু' শব্দের অর্থ ক্ষিপ্র—দুর্গাচার্য্যের মতে; স্কন্দস্বামীর মতে—নূ=নূতন, চিৎ=চ (এবং), হু=পুরাণ। নূতন অন্ন (সোম)—যাহা নিষ্কাশিত করিয়াই আহুতি দেওয়া হয়; পুরাণ অন্ন (সোম)—যাহা নিষ্কাশিত হয় প্রাতঃসবনে কিন্তু আহুতি দেওয়া হয় মাধ্যন্দিন অথবা তৃতীয় সবনে।

শ্রব ইত্যন্ন-নাম শ্রূয়ত ইতি সতঃ ॥ ৫ ॥

শ্রবঃ ইতি অন্ননাম ('শ্রবস্' শব্দের অর্থ অন্ন) শ্রূয়তে ইতি সতঃ (শ্রুত হয়—প্রত্যয়টি হইয়াছে কর্ম্মবাচ্যে)।

শ্রবস্ শব্দের অর্থ অন্ন (নিঘ ২।৭); 'শ্রু' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে অসুন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ—অন্ন বর্ণিত হইয়া শ্রুত হয়। 'সতঃ' পদের সার্থকতা কি, তৎসম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

বায়োশ্চাস্য ভক্ষো যথা ন বিদস্যেদিতি ॥ ৬ ॥

বায়োঃ চ অস্য ভক্ষঃ যথা ন বিদস্যেৎ (আর এই বায়ুর অর্থাৎ সোমরসের প্রতি গতি-বিশিষ্ট ইন্দ্রের ভক্ষণীয় সোমরস যেন উপক্ষীণ না হয়); বায়োঃ অমুতঃ বিদস্যেৎ—ইহারই ব্যাখ্যা বায়োশ্চাস্য ভক্ষো যথা ন......ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য এই যে, মূলে 'ন' শব্দ নাই; ভাষ্যকার—'ন' শব্দ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্কন্দস্বামীর মতে 'বি' উপসর্গের দ্বারাই 'ন' এর অর্থ পাওয়া যাইতে পারে—'বি' শব্দের অর্থ বিগম এবং 'দস্' ধাতুর অর্থ ক্ষয়; কাজেই 'বিদস্যেৎ' ইহার অর্থ—'যেন বিগতক্ষয় অর্থাৎ অনুপক্ষীণ থাকে' (বিশব্দো বিগমে দস্যতিঃ ক্ষয়ার্থঃ, বিগতক্ষয়ং ভবেৎ)। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, 'বায়ু' শব্দ এই মন্ত্রে ইন্দ্রের বিশেষণ বা ইন্দ্রের পর্য্যায়—গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; সোমের প্রতি গমন করে—ইহাই 'বায়ু'-শব্দের ইন্দ্র বাচকত্বে ব্যুৎপত্তি।

ইন্দ্রপ্রধানেত্যেকে নৈঘণ্টকং বায়ুকর্ম্ম, উভয়প্রধানেত্যপরম্ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রপ্রধানা ইতি একে (কোন কোন আচার্য্যের মতে এই ঋকটি ইন্দ্রপ্রধান অর্থাৎ ইন্দ্রই প্রধানভাবে এই ঋকে স্তুত হইয়াছেন) নৈঘণ্টুকং বায়ুকর্ম (বায়ুসম্বন্ধী কর্ম অর্থাৎ বায়ুস্তুতি নৈঘণ্টুক বা গৌণ), উভয়প্রধানা ইতি অপরম্ (অপর মত এই যে, এই ঋকটি উভয় প্রধান অর্থাৎ এই ঋকে ইন্দ্র ও বায়ু উভয় দেবতাই প্রধানভাবে স্তুত হইয়াছেন)।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, ইন্দ্রই বাস্তবিক পক্ষে এই ঋকের দেবতা; বায়ু-স্তুতি নৈঘণ্টুক বা গৌণ—'বায়ু'শব্দ ইন্দ্রেরই বিশেষণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র।[১] অপর কোন আচার্য্য মনে করেন—ইন্দ্র ও বায়ু উভয়েই এই ঋকের দেবতা, উভয়েরই তুল্য স্তুতি এই ঋকে করা হইয়াছে। দুর্গাচার্য্য এই দ্বিতীয় মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন

১। ইন্দ্রস্যৈব বিশেষণার্থং ব্যঞ্জনমাত্রম্ (দুঃ)।

—নিষ্কেবল্য শস্ত্রে (মাধ্যন্দিন সবনে বিহিত শস্ত্রে)[১] এই সূক্তের বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয় —নিষ্কেবল্য শস্ত্রের দেবতা ইন্দ্র, কাজেই এই সূক্তের দেবতাও ইন্দ্র ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না।

(২) বরুণঃ ॥

বরুণো বৃণোতীতি সতঃ ॥ ৮ ॥

বরুণঃ বৃণোতি ইতি সতঃ ('বরুণ' শব্দ আচ্ছাদনার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কর্তৃবাচ্যে) —বরুণ মেঘজালে আকাশ আবৃত করে।

'সতঃ' পদের সার্থকতা সম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকটি বরুণ সম্বন্ধে হইতেছে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নিষ্কেবল্য শস্ত্র সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।১০—১৩ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম ॥ ১ ॥

(ঋ ৫।৮৫।৩)

বরুণঃ (বরুণ) কবন্ধং (মেঘকে) নীচীনবারং [কৃত্বা] (অধোদেশে সচ্ছিদ্র করিয়া) রোদসী অন্তরিক্ষম্ [প্রতি] (দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষের দিকে)[1] প্রসসর্জ (বিসৃষ্ট অর্থাৎ প্রেরিত করেন);[2] তেন (সেই মেঘনির্গত জলের দ্বারা) বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা (সমগ্র ভুবনের রাজা বরুণ) যবং ন বৃষ্টিঃ (বৃষ্টি যেরূপ যবাদি শস্য সিক্ত করে) [তদ্রূপ] ভূম ব্যুনত্তি (ভূমিকে সিক্ত করেন)।

বরুণদেব মেঘকে অধোদেশে সচ্ছিদ্র করিয়া দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষের দিকে প্রেরণ করেন অর্থাৎ মেঘ নিঃসৃত জলে সর্ব্বলোক পরিপূরিত করেন; বৃষ্টি যেরূপ যবাদি শস্য সিক্ত করে, সমগ্র ভুবনের রাজা বরুণ সেইরূপ ভূমিকে সর্ব্বতোভাবে সিক্ত করেন। 'বৃষ্টিঃ'— তৃতীয়ার্থে প্রথমা ধরিয়া 'সংকৃষক যেরূপ বৃষ্টি অর্থাৎ জল বর্ষণের দ্বারা যবাদি শস্যবীজ পরিষিক্ত করে, বরুণ সেইরূপ সমগ্র ভূমিকে পরিষিক্ত করেন' এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও অসঙ্গত হয় না।

নীচীনদ্বারং বরুণঃ, কবন্ধং মেঘম্, কবনমুদকং ভবতি তদস্মিন্ ধীয়তে; উদকমপি কবন্ধমুচ্যতে বন্ধিরনিভৃতত্বে কম্ অনিভৃতং চ ॥ ২ ॥

নীচীনবারম্—নীচীনদ্বারম্—অধোদ্বারম্ অধোবিলং [কৃত্বা]* (অধোদেশ দ্বারবিশিষ্ট অর্থাৎ ছিদ্রসমন্বিত করিয়া)। কবন্ধম্—মেঘম্ ('কবন্ধ' শব্দের অর্থ মেঘ)—কবনম্ উদকং ভবতি, তৎ অস্মিন্ ধীয়তে ('কবন' শব্দ উদকবাচী, উদক মেঘে নিহিত থাকে)। উদকম্ অপি কবন্ধম্ উচ্যতে (উদকও কবন্ধ বলিয়া কথিত হয়), বন্ধিঃ অনিভৃতত্বে ('বন্ধ্' ধাতু অনিভৃতত্ব অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে), কম্ অনিভৃতং চ (উদক সুখকর এবং অনিভৃত অর্থাৎ অনিশ্চল)।

'কবন্ধ' শব্দের অর্থ মেঘ এবং উদক। মেঘ অর্থে 'কবন্ধ' শব্দের নিষ্পত্তি করিতে হইবে উদকবাচী কবন+'ধা' ধাতু হইতে—কবনধা—কবন্ধ; উদক অর্থে সুখবাচী ক+'বন্ধ্' ধাতু হইতে—উদক সুখকর এবং অনিভৃত অর্থাৎ চলনস্বভাব (বন্ধ ধাতু চলনার্থক)।

১। দ্যাবাপৃথিব্যৌ অন্তরিক্ষং চ প্রতি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। প্রসসর্জ বিসৃজতি বিক্ষিপতি (স্কঃ স্বাঃ)।

*। দুর্গাচার্য দ্রষ্টব্য।

প্রসৃজতি দ্যাবাপৃথিব্যৌ চান্তরিক্ষং চ মহত্বেন ॥ ৩ ॥

প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্—প্রসৃজতি দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ অন্তরিক্ষং চ মহত্বেন (বরুণ দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষের প্রতি মেঘ অর্থাৎ মেঘনির্গত জল প্রেরণ করেন—স্বীয় মহত্বনিবন্ধন) ; প্রসসর্জ—প্রসৃজতি, রোদসী—দ্যাবাপৃথিব্যৌ।

তেন সর্বস্য ভুবনস্য রাজা যবমিব বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূমিম্ ॥ ৪ ॥

তেন (সেই মেঘনির্গত জলের দ্বারা) ; বিশ্বস্য—সর্বস্য ; যবং ন—যবম্ ইব (ন—ইবার্থে) ; ভূম—ভূমিম্।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (তাঁহার সম্বন্ধে এই অপর একটি ঋক্ উদাহৃত হইতেছে)।

যে ঋক্‌টি ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে বরুণ বর্ষণকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সূর্য্যেরও কিন্তু বর্ষণ কর্ত্তৃত্ব আছে—কাজেই সন্দেহ হইতে পারে বরুণ—দ্যুস্থান-দেবতা সূর্য্য। এই জন্যই অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে, যাহাতে স্পষ্টভাবে বরুণকে মধ্যম বা অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তমূ ষু সমনা গিরা পিতৄণাং চ মন্মভিঃ।
নাভাকস্য প্রশস্তিভির্যঃ সিন্ধুনামুপোদয়ে
সপ্তস্বসা স মধ্যমো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১ ॥

(ঋ ৮।৪১।২)

তম্ উ[১] (তাঁহাকে) সমনা গিরা (সমান অর্থাৎ তদ্‌যোগ্য স্তুতি দ্বারা) পিতৄণাং চ মন্মভিঃ (এবং পিতৃগণের মহনীয় স্তোমসমূহের দ্বারা) নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ (নাভাক ঋষির প্রশস্তি-বচনসমূহের দ্বারা) সু (সু+অভিষ্টৌমি—সুষ্ঠুরূপে স্তব করিতেছি), যঃ (যে দেবতা) সিন্ধূনাম্ উপোদয়ে (জলের উপোদ্গম স্থান অন্তরিক্ষে) সপ্তস্বসা (সপ্তভগিনী সমন্বিত—ভগিনীস্থানীয় গর্জ্জনরূপ বাণীবিশিষ্ট), সঃ মধ্যমঃ (তিনি মধ্যমস্থান-দেবতা)। সমে অন্যকে (সর্ব্বে শত্রবঃ—নিখিল শত্রুবৃন্দ) নভন্তাম্ (বিনষ্ট হউক)।

তং স্বভিষ্টৌমি সমানয়া গিরা গীত্যা স্তুত্যা,
পিতৄণাং চ মননীয়ৈঃ স্তোমৈঃ, নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ ॥ ২ ॥

তং সু=সু+অভিষ্টৌমি (তাঁহাকে সুষ্ঠুভাবে স্তব করিতেছি); সমনা গিরা—সমনয়া গিরা, গিরা—গীত্যা=স্তুত্যা (সমান অর্থাৎ তদ্‌যোগ্য অর্থাৎ বরুণের যোগ্য গীতি বা স্তুতিদ্বারা) পিতৄণাং চ মন্মভিঃ=পিতৄণাং চ মননীয়ৈঃ স্তোমৈঃ (পিতৃগণের যোগ্য মননীয় অর্থাৎ মহনীয় বা পূজনীয় স্তোমসমূহের দ্বারা)[২] নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ (নাভাক ঋষিকৃত প্রশস্তি বা স্তুতিসমূহের দ্বারা)।

ঋষির্নাভাকো বভূব ॥ ৩ ॥

ঋষিঃ নাভাকঃ বভূব (নাভাক একজন ঋষি ছিলেন)।

যঃ স্যন্দমানানামপামুপোদয়ে ॥ ৪ ॥

সিন্ধূনাম্ উপোদয়ে—স্যন্দমানানাম্ অপাম্ উপোদয়ে (প্রবহনশীল জলরাশির উদ্গমস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে)।[৩]

১। উ ইতি পদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। পিতৄণাং যোগ্যৈর্মহনীয়ৈঃ পূজনীয়ৈঃ স্তোমৈঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। সিন্ধূনাম্ উপোদয়ঃ অন্তরিক্ষং তত্র (স্কঃ স্বাঃ)।

সপ্তস্বসারমেনমাহ বাগ্‌ভিঃ ॥ ৫ ॥

সপ্তস্বসারম্ এনম্ আহ বাগ্‌ভিঃ—ইঁহাকে (এই দেবতাকে) সপ্তস্বসা (সপ্ত ভগিনীবিশিষ্ট) বলিয়া কীর্তিত করা হয়, [ভগিনীস্থানীয় গর্জ্জনরূপ সপ্তপ্রকার] বাক্ (বাণী) ইঁহার আছে বলিয়া।[১]

স মধ্যম ইতি নিরুচ্যতে, অথৈষ এব ভবতি ॥ ৬ ॥

সঃ মধ্যমঃ ইতি নিরুচ্যতে (তাঁহাকেই মধ্যম বলিয়া অভিহিত করা হয়), অথ এষ এব ভবতি (তৎপরে এই দেবতাই বরুণ)।

যিনি পিতৃগণের যোগ্য মহনীয় স্তোমসমূহের দ্বারা এবং নাভাক ঋষিকৃত প্রশস্তিসমূহের দ্বারা স্তুত, যিনি সপ্তস্বসা তিনিই মধ্যম, তিনিই বরুণদেবতা।

নভন্তামন্যকে সমে মা ভুবন্নন্যকে সর্ব্বে যে নো দ্বিষন্তি দুর্ধিয়ঃ পাপধিয়ঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ॥ ৭ ॥

নভন্তাম্ অন্যকে সমে—মা ভুবন্ অন্যকে সর্ব্বে (সমস্ত শত্রুবৃন্দ নিহত, বিনষ্ট বা বিগতজীবন হউক—তাহাদের যেন কেহই বাঁচিয়া না থাকে)—নভন্তাম্—মা ভুবন্ (যেন জীবিত না থাকে, হত হউক—'নভ্' ধাতু বধার্থক; নিঘ ২।১৯)।[২] যে নঃ দ্বিষন্তি (যে সকল শত্রু আমাদিগের দ্বেষ বা হিংসা করে) [যে চ] দুর্ধিয়ঃ পাপধিয়ঃ পাপসঙ্কল্পাঃ (এবং যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি, পাপবুদ্ধি এবং পাপসঙ্কল্প)।

(৩) রুদ্রঃ ॥

রুদ্রো রৌতীতি সতঃ, রোরূয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা, 'যদরুদত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্' ইতি কাঠকম্, 'যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্' ইতি হারিদ্রবিকম্ ॥ ৮ ॥

'রুদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—(১) রুদ্রঃ রৌতি ইতি সতঃ ('রুদ্র' শব্দ শব্দার্থক 'রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কর্ত্তৃবাচ্যে—রুদ্র শব্দ করেন); (২) রোরূয়মাণঃ দ্রবতি ইতি বা (অথবা, শব্দার্থক 'রু' ধাতু এবং গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতুর যোগে 'রুদ্র' শব্দের নিষ্পত্তি—মেঘোদরস্থ রুদ্র অত্যধিক শব্দ করিতে করিতে চলিয়া থাকেন); (৩) রোদয়তের্বা (অথবা, অন্তর্গত ণিজর্থ 'রুদ্' ধাতু হইতে 'রুদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন—রুদ্র শত্রুগণকে রোদন করান অর্থাৎ দুঃখসন্তপ্ত করেন); (৪) [রোদিতি ইতি] (অথবা, 'রুদ্' ধাতু হইতে 'রুদ্র' শব্দের নিষ্পত্তি—রুদ্র রোদন করেন); শেষোক্ত নির্ব্বচনের সমর্থনে বেদবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—(১) 'যৎ অরুদৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্' ইতি কাঠকম্ (যেহেতু রোদন করিয়াছিলেন তাহাতেই রুদ্রের

১। গর্জিতলক্ষণাভির্বাগ্‌ভির্ভগিনীস্থানীয়াভিঃ সপ্তভগিনীকঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। নভন্তাং হন্যন্তাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

রুদ্রত্ব—ইহা কঠশাখার প্রবচন)[১] (২) 'যৎ অরোদীৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্' ইতি হারিদ্রবিকম্ (যেহেতু রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতেই রুদ্রের রুদ্রত্ব ইহা মৈত্রায়ণীয় হারিদ্রব শাখার প্রবচন)—রুদ্র পিতা প্রজাপতিকে বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুনিবার শোক উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন।[২]

রুদ্র মরুদ্গণের পিতা (ঋ ২।৩৩।১ ; ঋ ১।০৯।৪ দ্রষ্টব্য)। "তিনি অতি উগ্রস্বভাব এবং দুর্দ্ধর্ষ-দেবতা—তাঁহারই নামগ্রহণও বিপজ্জনক ; যে মন্ত্রে তাঁহার নাম আছে সেখানে 'রুদ্র' না বলিয়া 'রুদ্রিয়' বলাই ভাল" (ঐত, ব্রা, ৩।১০। ৩)। 'রুদ্' ধাতু আবার 'রু' ধাতুরই সমানার্থক ; ইহার অন্য এক অর্থ শব্দ করা বা গর্জ্জন করা (to roar), কাজেই রুদ্রকে মরুদ্গণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা এবং শব্দায়মান-দেবতা বলা যাইতে পারে ; মনে হয় তিনি মেঘোদরবর্ত্তী বিদ্যুৎ সহচারী মাধ্যমিক-দেবতা। শুক্ল-যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই (১৬।৬৪-৬৬) রুদ্রগণ[৩] তিন স্থানেরই দেবতা ; দ্যুলোকে তাঁহাদের আয়ুধ বৃষ্টি, অন্তরিক্ষলোকে বাত এবং পৃথিবীলোকে অন্ন—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির দ্বারা এবং কুবাতের দ্বারা অন্ন বিনাশ করিয়া, কদন্নের দ্বারা রোগ উৎপাদন করিয়া তাঁহারা প্রাণিবর্গের হিংসা সাধন করেন। রুদ্রই কিন্তু আবার ভিষক্শ্রেষ্ঠ—নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে রোগপ্রতীকারকর্ত্তা (ঋ ২।৩৩)—সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি রুদ্র সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। কাঠকং কঠানাং প্রবচনম্ (দুঃ)—কাঠ সং ২৫।১, শত ব্রা ৬।১।৩।১০ দ্রষ্টব্য।

২। হরিদ্রবো নাম মৈত্রায়ণীয়ানাং শাখাভেদঃ (দুঃ)—শত ব্রা ১।৭।৪, মৈত্রা সং ৩।৬।৫, ৪।২।১২ দ্রষ্টব্য।

৩। একাদশ রুদ্র (ঐত ব্রা ২।২।৫)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাব্নে।
অষাড়্হায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৪৬।১)

স্থিরধন্বনে (দৃঢ়ধন্ব) ক্ষিপ্রেষবে (শীঘ্রগামী বাণবিশিষ্ট) স্বধাব্নে (অন্নবান্) অষাড়্হায় (কাহারও দ্বারা অনভিভূত) সহমানায় (সর্ব্বাভিভবকারী) বেধসে (বিধান কর্ত্তা) তিগ্মায়ুধায় (তীক্ষ্ণাস্ত্র) দেবায় রুদ্রায় (দানাদিগুণযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে) ইমাঃ গিরঃ ভরতা[1] (বক্ষ্যমাণ স্তুতি উচ্চারণ কর) শৃণোতু নঃ (রুদ্র আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন)।

রুদ্র-দেবতার ধনু—গাঢ় বৃষ্ট্যুন্মুখ মেঘ, ইষু—বাত (বায়ু) এবং আয়ুধ—বৃষ্টিধারা; এই দেবতা বৃষ্টিপাতের দ্বারা পৃথিবীতে অন্ন সম্পাদন করেন।

ইমা রুদ্রায় দৃঢ়ধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায়ান্নবতেঽষাঢ়ায়ান্যৈঃ সহমানায় বিধাত্রে তিগ্মায়ুধায় ভরত, শৃণোতু নঃ ॥ ২ ॥

স্থিরধন্বনে=দৃঢ়ধন্বনে (দৃঢ়ধনুবিশিষ্ট), স্বধাব্নে—অন্নবতে[2] (অন্নসম্পত্তিসমন্বিত), অষাড়্হায় — অন্যৈঃ অষাঢ়ায়[3] (অন্য অর্থাৎ শত্রুকর্ত্তৃক অনভিভূত), সহমানায় (অন্যের অভিভবকারী), বেধসে—বিধাত্রে (রোগাদিপ্রতিবিধানকর্ত্তা) তিগ্মায়ুধায় (তীক্ষ্ণাস্ত্রযুক্ত) ভরতা=ভরত (সম্পাদন কর), শৃণোতু নঃ (আমাদের কৃত স্তুতি শ্রবণ করুন)।

তিগ্মং তেজতেরুৎসাহকর্ম্মণঃ, আয়ুধমায়োধনাৎ ॥ ৩ ॥

তিগ্মং তেজতেঃ উৎসাহকর্মণঃ ('তিগ্ম'শব্দ উৎসাহার্থক 'তিজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ১৪৩; তীক্ষ্ণ আয়ুধ যোদ্ধাকে উৎসাহিত করে), আয়ুধম্ আয়োধনাৎ ('আয়ুধ' শব্দ আ 'যুধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—যোদ্ধা ইহার সাহায্যে সম্যক্‌রূপে যুদ্ধ করে)।

১। কুরুতেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। যথা অন্নমেন তদ্বান্ স্বধাবান্ ততশ্চতুর্থী অন্নবত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। সহিরভিভবে অনভিভূতায়ান্যৈঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (রুদ্রের সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে।

যে ঋক্‌টি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতেও রুদ্রের স্তুতি আছে। যে ঋক্‌টী ব্যাখ্যাত হইল তাহাতে 'বেধসে' পদ রুদ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'বেধস্' শব্দের অর্থ—বিধানকর্ত্তা; কিসের বিধানকর্ত্তা রুদ্র—তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্ হইতে পরিস্ফুট হইবে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্মযা চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ।
সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মা নস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ। ১ ॥

(ঋ ৭।৪৬।৩)

[হে ভগবান্ রুদ্র] দিবস্পরি (দ্যুলোক হইতে) অবসৃষ্টা (বিমুক্ত) যা তে দিদ্যুৎ (তোমার যে দিদ্যুৎ অর্থাৎ অরাতিসারাদি রোগাখ্য বজ্রায়ুধ)[1] ক্ষ্মযা চরতি (ক্ষিতিতলে বিচরণ করে) সা নঃ পরিবৃণক্তু (তাহা আমাদিগকে পরিহার করুক), হে স্বপিবাত (হে অনতিক্রমণীয়াজ্ঞ) সহস্রং তে ভেষজাঃ (তোমার সহস্র ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ আছে) নঃ তোকেষু তনয়েষু (আমাদের পুত্রগণ ও পৌত্রগণের প্রতি)[2] মা রীরিষঃ (হিংসা করিও না)।

রুদ্রদেবতা-কর্তৃক দ্যুলোক হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাবিধ রোগ পৃথিবীতে বিচরণ করে ; ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, ঐ রোগসমূহ যেন তাঁহাদের পুত্র পৌত্র আত্মীয়স্বজনকে স্পর্শ না করে। দিবস্পরি (দ্যুলোক হইতে) বিক্ষিপ্ত হয়—ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সমস্ত দেবতাই অবিশেষে দ্যুস্থান, তাঁহাদের কর্ম্মাধিকার স্থান ভিন্ন ভিন্ন। যে লোকে যে দেবতার বিশেষ অধিকার, সেই লোক সেই দেবতার বিশেষ স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হয় মাত্র।

যা দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি দিবোঽধি ॥ ২ ॥

দিবস্পরি—দিবঃ অধি (দ্যুলোক হইতে) যা তে দিদ্যুৎ অবসৃষ্টা (তোমার যে দিদ্যুৎ অবসৃষ্ট অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয়)।

দিদ্যুদ্ দ্যতের্বা দ্যুতের্বা দ্যোততের্বা ॥ ৩ ॥

'দিদ্যুৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। (১) দিদ্যুৎ দ্যতের্বা ('দিদ্যুৎ' শব্দ আখণ্ডনার্থক 'দো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—দিদ্যুৎ অর্থাৎ আয়ুধ আখণ্ডিত করে)। (২) দ্যুতের্বা (অথবা 'দিদ্যুৎ' শব্দ অভিগমনার্থে অর্থাৎ আক্রমণার্থে বর্ত্তমান 'দ্যু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আয়ুধের দ্বারা আক্রমণ করা হয়)। (৩) দ্যোততের্বা (অথবা, 'দিদ্যুৎ'শব্দ দীপ্ত্যর্থক 'দ্যুৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আয়ুধ দীপ্তি পায়)।

১। দিদ্যুৎ আয়ুধম্, অরাতিসারাদি রোগাখ্যম্ (দুঃ) ; দিদ্যুৎ শব্দ বজ্রবাচী (নিঘ ২।২০)

২। ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

ক্ষময়া চরতি ক্ষমা পৃথিবী তস্যাং চরতি, তয়া চরতি বিক্ষাপয়ন্তী চরতীতি বা ॥ ৪ ॥

ক্ষয়া চরতি—ক্ষ্মা পৃথিবী তস্যাং চরতি ('ক্ষ্মা' শব্দের অর্থ পৃথিবী—নিঘ ১।১ ; তাহাতে বিচরণ করে—সপ্তমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে), অথবা তয়া চরতি (ক্ষ্মার সহিত—ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্ত পৃথিবীর সহিত অর্থাৎ ব্রীহ্যাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করে), অথবা—ক্ষয়া হিংসয়া ; বিক্ষাপয়ন্তী চরতি ইতি (প্রাণিবর্গকে হিংসা করিতে করিতে বিচরণ করে)।[১]

পরিবৃণক্তু নঃ সা সহস্রং তে স্বাপ্তবচন ভৈষজ্যানি ॥ ৫ ॥

পরিবৃণক্তু নঃ সা (সেই বিদ্যুৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক), সহস্রং তে স্বাপ্তবচন ভৈষজ্যানি (হে স্বাপ্তবচন, তোমার সহস্র ভৈষজ্য বা ঔষধ আছে)—হে স্বপিবাত=হে স্বাপ্তবচন (যাহার বচন সুষ্ঠুরূপে আপ্ত বা গৃহীত হয় অর্থাৎ যাহার আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না)[২], ভেষজাঃ—ভৈষজ্যানি (ঔষধ)।

মা নস্তং পুত্রেষু চ পৌত্রেষু চ রীরিষঃ, তোকং তুদাতেঃ তনয়ং তনোতেঃ ॥ ৬ ॥

মা নস্তং পুত্রেষু পৌত্রেষু চ রীরিষঃ (তুমি আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের প্রতি হিংসা করিও না)। তোকেষু—পুত্রেষু—তোকং তুদ্যতেঃ ('তোক' শব্দ ব্যথনার্থক 'তুদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইহা কর, ইহা করিও না ইত্যাদিরূপ পিতৃদত্ত আদেশে পুত্র তুন্ন বা ব্যথিত হয়) তোদ=তোক ; তনয়েষু—পৌত্রেষু—তনয়ং তনোতেঃ ('তনয়' শব্দ বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—তনয় অর্থাৎ পৌত্রের দ্বারা—পৌত্রের উৎপত্তিতে বংশের বিস্তার সাধিত হয়।

অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে ॥ ৭ ॥

অগ্নিঃ অপি রুদ্রঃ উচ্যতে (অগ্নিও রুদ্র বলিয়া অভিহিত হন)।

রুদ্র শব্দের অপর অর্থ অগ্নি।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (তাঁহার সম্বন্ধে অর্থাৎ অগ্নিরূপী রুদ্রের সম্বন্ধে পরবর্তী ঋক্‌টী হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতেও রুদ্রের স্তুতি আছে। কিন্তু রুদ্রশব্দের অর্থ সেখানে অগ্নি।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিক্ষাপয়ন্তী হিংসন্তী (দ্রঃ)।

২। কস্যচিদপি অনতিক্রমণীয়াজ্ঞঃ (দ্রঃ)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জরা বোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়।
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্॥ ১ ॥

(ঋ ১।২৭।১০)

[হে ভগবন্ অগ্নে] জরা (স্তুতি) বোধ (বুধ্যস্ব—হৃদয়ঙ্গম কর অর্থাৎ গ্রহণ কর) বিশেবিশে (মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য—ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য অর্থাৎ যজমানের) যজ্ঞিয়ায় (যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ) তৎ বিবিড্ঢি (তাহা কর—যাহা যজ্ঞে তোমার করণীয়)[১], রুদ্রায় [তুভ্যং] (তুমি রুদ্র—তোমার উদ্দেশে) দৃশীকং (দর্শনীয় অর্থাৎ শ্রুতিসুখকর বা মনোজ্ঞ) স্তোমং (স্তুতি) [কুর্ম্মঃ] (করিতেছি)।

জরা স্তুতির্জরতেঃ স্তুতিকর্ম্মণস্তাং বোধ, তয়া বোধয়িতরিতি বা ॥ ২ ॥

জরা স্তুতিঃ (জরা শব্দের অর্থ স্তুতি) জরতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ (স্তুত্যর্থক 'জৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) তাং বোধ (তাহা অর্থাৎ সেই জরা বা স্তুতি বোধের বিষয়ীভূত কর) বা (অথবা) তয়া (তাহা দ্বারা অর্থাৎ স্তুতি দ্বারা) বোধয়িতঃ (হে উদ্বোধক)।

জরা শব্দের অর্থ স্তুতি—স্তুত্যর্থক জৄ ধাতু (নিঘ ৪।১) হইতে নিষ্পন্ন। জরা বোধ—জরাং বোধ (স্তুতি বোধগম্য কর), অথবা, জরাবোধ একপদ; জরাবোধ—জরাবোধয়িতঃ—যিনি জরা অর্থাৎ স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া দেবগণকে উদ্বোধিত করেন, তিনি 'জরা বোধয়িতা'—তৎসম্বোধনে জরাবোধয়িতঃ।

তদ্ বিবিড্ঢি তৎ কুরু মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য যজনায়। ॥

তৎ বিবিড্ঢি—তৎ কুরু [যৎ ত্বয়া যজ্ঞে কর্ত্তব্যম্, অথবা যজমানৈর্যৎ প্রার্থ্যমানম্] (যজ্ঞে তোমার যাহা করণীয় অথবা যজমান যাহা প্রার্থনা করেন—তাহা কর); বিশে-বিশে যজ্ঞিয়ায়=মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য যজনায় (ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অর্থাৎ যজমানের যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত; বিশেবিশে—মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য—বিট্ শব্দ মনুষ্যবাচী (নিঘ ২।৩), যজ্ঞিয়ায়—যজনায়। দুর্গাচার্য্য 'বিশে বিশে'—এখানে চতুর্থী বিভক্তি রাখিয়া 'যজ্ঞিয়ায়' পদটীকে তাহার বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়=যজ্ঞ সম্পাদক ভিন্ন ভিন্ন মানুষের নিমিত্ত।

১। তৎ বিবিড্ঢি তৎ কুরু—যত্ত্বয়া যজ্ঞে কর্ত্তব্যম্ (দুঃ)।

স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ম্ ॥ ৪ ॥

স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ং [কুর্মঃ] (রুদ্রের অর্থাৎ অগ্নির উদ্দেশে দর্শনীয় অর্থাৎ শ্রবণীয় স্তুতি করিতেছি) ; দৃশীকম্—দর্শনীয়ম্ ।[১]

(৪) ইন্দ্রঃ ॥

ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বা ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রঃ ইরাং দৃণাতি ইতি বা ('ইরাকে দীর্ণ করে' ইহা ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি—ইরা+বিদারণার্থক 'দৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। ইরা শব্দের অর্থ অন্ন অর্থাৎ তদ্ধেতুভূত জল অর্থাৎ জলের আধারভূত মেঘ—এই মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র ধারারূপে পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন। অথবা ইরা শব্দের অর্থ শস্যবীজ, (যাহা হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়) ; এই বীজের বিদারণ বা অঙ্কুরোদ্ভেদ ইন্দ্রই করেন বৃষ্টি দ্বারা[২] ; ইরাদারঃ=ইন্দ্রঃ।

ইরাং দদাতীতি বা, ইরাং দধাতীতি বা ॥ ৬ ॥

ইরাং দদাতি, ইরাং দধাতি ইতি বা (অথবা ইন্দ্র ইরা অর্থাৎ অন্ন দান বা ধারণ করেন)—ইরা+দানার্থক 'দা' ধাতু অথবা ধারণার্থক 'ধা' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন ; ইরাদঃ—ইন্দ্রঃ, অথবা ইরাধঃ=ইরাধারয়িতা=ইন্দ্রঃ—ইরাদান হেতু বা ইরাধারণ হেতু ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব

ইরাং দারয়ত ইতি বা ॥ ৭ ॥

ইরাং দারয়তে ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইরা বিদারিত করেন—ইরা+চুরাদিগণীয় 'দৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ইরাদারয়িতা=ইন্দ্রঃ)।

ইরাং ধারয়ত ইতি বা ॥ ৮ ॥

ইরাং ধারয়তে ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইরা ধারণ করেন—ইরা+চুরাদিগণীয় 'ধৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ইরাধারয়িতা=ইন্দ্রঃ)।

ইন্দবে দ্রবতীতি বা ॥ ৯ ॥

ইন্দবে দ্রবতি ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইন্দুর নিমিত্ত অর্থাৎ সোমপানার্থে ধাবমান হন)[৩] ইন্দু+গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইন্দুদ্রবঃ=ইন্দ্রঃ।

১। দৃশীকং দর্শনীয়ং শ্রবণার্হম্ (দুঃ)।

২। বীজং ব্রীহ্যাদি তদসৌ বৃষ্টিপ্রদানেন বিদারয়তি, অঙ্কুরোদ্ভেদশক্তিপ্রাপ্তং চ বিদারণম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ইন্দুঃ সোমঃ তং পাতুমসৌ দ্রবতি, সোমপানার্থমসৌ দ্রবতীত্যর্থঃ (দুঃ)।

ইন্দৌ রমত ইতি বা ॥ ১০ ॥

ইন্দৌ রমতে ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইন্দুতে অর্থাৎ সোমপানে রত অর্থাৎ প্রীত বা আনন্দিত হন) ; ইন্দু+'রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইন্দুরমঃ=ইন্দ্রঃ।

ইন্ধে ভূতানীতি বা ॥ ১১ ॥

ইন্ধে ভূতানি ইতি বা (অথবা প্রাণিসমূহকে অন্নপ্রদান করিয়া দ্যুতিবিশিষ্ট করেন) ; দীপ্ত্যর্থক 'ইন্ধ্' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন—ইন্ধঃ=ইন্দ্রঃ।

"তদ্যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধং[১] স্তদিন্দ্রস্যমিতি বিজ্ঞায়তে"[২] ॥ ১২ ॥

তৎ (তারপর ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি)—যৎ এনং (যেহেতু ইন্দ্রকে) প্রাণৈঃ সমৈন্ধন্ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমিদ্ধ বা প্রদীপ্ত করেন—আত্মোপাসকগণ) তৎ ইন্দ্রত্বম্ ইতি বিজ্ঞায়তে (তাহাতেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ইহা জানা যায়)।

'ইন্ধ্ ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের' নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ বাক্যের প্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। শরীরমধ্যবর্ত্তী মুখ্য প্রাণবায়ুই ইন্দ্র ; এই মুখ্য প্রাণ বা ইন্দ্রকে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সন্দীপিত (ইন্ধ—ইন্ধ) করেন উপাসকগণ যোগবলে। 'ইন্ধ' হইয়াই মুখ্য প্রাণ ইন্দ্র নামে অভিহিত হয় (তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্রমিত্যাচক্ষতে—শত ব্রা ১৪।৫।৯।২ দ্রষ্টব্য)।

ইদং করণাদিত্যাগ্রয়ণঃ ॥ ১৩ ॥

ইদং করণাৎ ইতি আগ্রয়ণঃ (ইহা তাহা অর্থাৎ সব কিছু অর্থাৎ এই কৃৎস্ন জগৎ করিয়াছেন বলিয়া[৩] ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ইহা আচার্য্য আগ্রয়ণের মত); ইদং+'কৃ' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন—ইদংকরঃ=ইন্দ্রঃ।

ইদং দর্শনাদিত্যৌপমন্যবঃ ॥ ১৪ ॥

ইদং দর্শনাৎ ইতি ঔপমন্যবঃ (এই সমস্ত অর্থাৎ শুভাশুভ সর্ব্বকর্ম্ম দর্শন করেন বলিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব[৪]—ইহা আচার্য্য ঔপমন্যবের মত); ইদং+'দৃশ' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের নিষ্পত্তি—ইদংদর্শঃ=ইন্দ্রঃ।

১। বহু পুস্তকে 'সমৈন্ধত' পাঠ আছে ; এই পাঠই ভাল, কারণ 'ইন্ধ্' ধাতু আত্মনেপদী।

২। আকর অপরিজ্ঞাত।

৩। ইদমসৌ সর্ব্বমকরোদিতি (দুঃ) ; স্কন্দস্বামীর মতে ইন্দ্র কৃৎস্ন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বৃষ্টি প্রদান দ্বারা।

৪। সর্ব্বস্য শুভাশুভকর্ম্মণো দর্শনাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

ইন্দতের্বৈশ্বর্য্যকর্ম্মণঃ ॥ ১৫ ॥

ইন্দতের্বা ঐশ্বর্য্যকর্ম্মণঃ (অথবা, ঐশ্বর্য্যার্থক 'ইন্দ্' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন)।

ঐশ্বর্য্যার্থক 'ইন্দ্' ধাতুর উত্তর 'রন্' প্রত্যয়ে ইন্দ্র শব্দের নিষ্পত্তি (উ ১৮৬)—ইন্দ্র পরম ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। দুর্গাচার্য্য ঐশ্বর্য্যার্থক ইন্দ্+'দ্রু' অথবা ইন্দ্+'দারি' হইতে ইন্দ্র শব্দের নিষ্পত্তি করেন[1]—ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং সোমের প্রতি ধাবমান, অথবা, ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং ব্রীহ্যাদি শস্যের দারয়িতা (বিদারণ কর্ত্তা)। মূলে আছে মাত্র 'ইন্দতের্বা ঐশ্বর্য্যকর্ম্মণঃ'; কাজেই দুর্গাচার্য্য ঈদৃশ নির্ব্বচন কেন করিলেন বুঝা যাইতেছে না—বিশেষতঃ পরবর্ত্তী সন্দর্ভেই যখন এবম্প্রকার দ্বিধাতুজ নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইতেছে।

ইন্দঞ্ছত্রূণাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা বা আদরয়িতা বা যজ্বনাম্ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রঃ ইন্দন্ শত্রূণাং দারয়িতা বা (ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হইয়া শত্রু বিদারণকারী, অথবা শত্রুবিতাড়নকারী অথবা যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের আদরকর্ত্তা)। ইন্দন্—ঐশ্বর্য্যার্থক 'ইন্দ্' ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ের রূপ। (১) ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদারণকারী—ইন্দন্+দার=ইন্দ্র (২) ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদ্রাবণ (বিতাড়ন)-কারী—ইন্দন্+দ্রাব=ইন্দ্র (৩) ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং যজ্ঞকর্ত্তার আদরকারী—ইন্দন্+আ-দর=ইন্দ্র।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ১৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (ইন্দ্রের সম্বন্ধে এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টী হইতেছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে ইন্দ্রের স্তুতি আছে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ইন্দোঃ পূর্ব্বপদং দ্রবতের্দারয়তের্বোত্তরপদম্।

নবম পরিচ্ছেদ

অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্ বদ্ধধানাঁ অরম্ণাঃ।
মহান্তমিন্দ্র পর্বতং বি যদ্বঃ সৃজো বি ধারা অব দানবং হন্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৫।৩২।১)

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) ত্বম্ (তুমি) উৎসম্ (মেঘ) অদর্দঃ (বিদীর্ণ করিয়াছ), খানি (উদকনির্গমন দ্বারসমূহ) বি+অসৃজঃ=ব্যসৃজঃ (বিবৃত করিয়াছ), বদ্ধধানান্ (বাধ্যমানান্—জলভারে পীড়িত) অর্ণবান্ (মেঘসমূহকে) অরম্ণাঃ (উন্মুক্ত করিয়াছ); যৎ (যে তুমি)[১] [পূর্ব্বেষপি কালেষু] (অতীত কালেও) মহান্তং পর্ব্বতং (প্রকাণ্ড মেঘকে) বিবঃ (বিবৃত বা উদ্ঘাটিত করিয়াছ), ধারাঃ (জলধারা) বি+সৃজঃ=ব্যসৃজঃ (পাতিত করিয়াছ) [এবং] দানবম্ (জলদাতা মেঘকে) অবহন্ (নিহত করিয়াছ)।[২]

অদৃণা উৎসম্। উৎস উৎসরণাদ্বা,
উৎসদনাদ্বা, উৎস্যন্দনাদ্বা উনত্তের্বা ॥ ২ ॥

অদর্দঃ উৎসম্—অদৃণাঃ উৎসম্ (উৎসকে অর্থাৎ মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ)। মেঘ অর্থে—উৎস শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে—(১-২) উৎস উৎসরণাৎ বা উৎসদনাৎ বা (উৎপূর্ব্বক গত্যর্থক 'সৃ' অথবা গত্যর্থক 'সদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ উর্দ্ধে গতায়াত করে) (৩) উৎস্যন্দনাৎ বা (অথবা, উৎ+প্রবহণার্থক 'স্যন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ উর্দ্ধে প্রবহণশীল হয়) (৪) উনত্তের্বা (অথবা, রুধাদি ক্লেদনার্থক 'উন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ জলধারায় পৃথিবীকে ক্লিন্ন বা সিক্ত করে)।

ব্যসৃজোঽস্য খানি ত্বমর্ণবানর্ণস্বত এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্ত্যায়ান্ বাধ্যমানান-রম্ণাঃ, রম্ণাতিঃ সংযমনকর্ম্মা বিসর্জ্জনকর্ম্মা বা ॥ ৩ ॥

অসৃজঃ বি খানি=ব্যসৃজঃ (বি+অসৃজঃ) অস্য খানি (এই মেঘের নির্গমন দ্বারসমূহ বিবৃত করিয়াছ); ত্বম্ অর্ণবান্ অর্ণস্বতঃ এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্ত্যায়ান্ বাধ্যমানান্ অরম্ণাঃ—অর্ণবান্—অর্ণস্বতঃ (জল বিশিষ্ট—অর্ণস্=জল) অর্থাৎ—এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্ত্যায়ান্ (এই মধ্যম লোকস্থিত জলসংঘাত সমূহকে অর্থাৎ মেঘমালাকে)—অন্তরিক্ষে বিচরণশীল মেঘসমূহই এই স্থলে অর্ণব শব্দ বাচ্য; বদ্ধধানান্=বাধ্যমানান্ ('অর্ণবান্' পদের বিশেষণ—মেঘসমূহ

১। যদিতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ—যত্বম্ (কঃ খাঃ)।
২। অবহন্ হতবানসি (কঃ খাঃ)।

জলভারে যেন বাধ্যমান বা পীড়িত); অরম্না: (ক্র্যাদিগণীয় 'রম্' ধাতুর পদ)—রান্নতিঃ সংযমনকর্ম্মা বিসর্জ্জনকর্ম্মা বা ('রম্' ধাতু সংযমনার্থক অথবা বিসর্জ্জনার্থক)—ঋগ্বেদ ১০।১৪৯।১ মন্ত্রে 'রম্' ধাতু সংযমনার্থক, এখানে বিসর্জ্জনার্থক (অরম্নাঃ—বিসৃষ্টবান্ অসি—উন্মুক্ত করিয়াছ)।

মহান্তমিন্দ্র পর্ব্বতং মেঘং যদ্ ব্যবৃণোর্ব্যসৃজোঽহস্ত ধারা অবহন্নেনং দানকর্ম্মাণম্॥ ৪॥

পর্ব্বতং=মেঘম্ (পর্ব্বত শব্দের অর্থ মেঘ=নিঘ ১।১০) বি যদ্ বঃ=যৎ বিবঃ=যৎ ব্যবৃণোঃ (যে তুমি বিবৃত বা উদ্ঘাটিত করিয়াছ); সৃজঃ বি ধারাঃ—বিসৃজঃ অস্য ধারাঃ—ব্যসৃজঃ অস্য ধারাঃ (ইহার ধারাসমূহ প্লাবিত বা পাতিত করিয়াছ); অব দানবং হন্=অবহন্ এনং দানবম্ (এই দানবকে অর্থাৎ জলপ্রদাতা মেঘকে নিহত করিয়াছ—জলধারা-পাতে মেঘ বিনষ্ট হয়); দানবং—দানকর্ম্মাণম্ (দানকর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ জলপ্রদাতা মেঘকে)।

তস্যৈষাঽপরা ভবতি॥ ৫॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (ইন্দ্রের সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।
পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতেও ইন্দ্রের স্তুতি আছে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দশম পরিচ্ছেদ

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্য্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥ ১॥

(ঋ—২।১২।১)

যঃ জাতঃ এব (যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই) প্রথমঃ মনস্বান্ দেবঃ (প্রথম বা উৎকৃষ্ট মনস্বী অর্থাৎ মনস্বিবৃন্দের অগ্রগণ্য এবং দ্যোতমান হইয়া) *দেবান্ (অন্য দেবগণকে) ক্রতুনা (বৃত্রবধ বৃষ্টিপ্রদানাদি কর্ম্মের দ্বারা) পর্য্যভূষৎ (রক্ষা করিয়াছিলেন বা অতিক্রম করিয়াছিলেন), যস্য শুষ্মাৎ (যাঁহার শরীরবলে) রোদসী অভ্যসেতাং (দ্যাবাপৃথিবী ভীত বা কম্পিত হইয়াছেন), হে জনাসঃ (হে অসুরজনগণ) নৃম্ণস্য মহ্না (বলের মাহাত্ম্যে) সঃ ইন্দ্রঃ (তিনিই ইন্দ্র)।

দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ঋষি গৃৎসমদ। "এই সূক্ত সম্বন্ধে সায়ণ তিনটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম; গৃৎসমদ তপোবলে ইন্দ্রের ন্যায় আকৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ইন্দ্র মনে করিয়া ধুনি ও চুমুরি নামক দুইজন দৈত্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহাতে গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্রকে তাহা বর্ণনা করিলেন। দ্বিতীয়; কোন যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ উপস্থিত হয়েন এবং গৃৎসমদ তাহার একজন ঋত্বিক্ ছিলেন। অসুরগণ ইন্দ্রকে বধ করিতে আসিয়াছিল, ইন্দ্র গৃৎসমদের রূপ ধারণ করিয়া পলাইলেন, পরে গৃৎসমদ বাহির হইবার সময় অসুরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করায় তিনি প্রকৃত ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন। তৃতীয়; ইন্দ্র উপরি উক্ত যজ্ঞে আসিয়া গৃৎসমদের রূপ ধরিয়া পলায়ন করিলে অসুরগণ যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিয়া গৃৎসমদকে ধরিল, তাহাতে গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন" (রমেশ চন্দ্র)। দুর্গাচার্য বলেন—ইন্দ্রবর-প্রভাবে গৃৎসমদ ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাঁহাকেই ইন্দ্র মনে করিল এবং তাঁহাকে নিধন করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইল। গৃৎসমদ এই সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করিলেন এবং অসুরগণের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন।

যো জায়মান এব প্রথমো মনস্বী দেবো দেবান্ ক্রতুনা কর্ম্মণা পর্য্যভবৎ পর্য্যগৃহ্লাৎ পর্য্যরক্ষদ্ অত্যক্রামদিতি বা॥ ২॥

যঃ জায়মানঃ এব (যিনি জন্মিতে জন্মিতেই—জাতঃ=জায়মানঃ) প্রথমঃ মনস্বী (উৎকৃষ্ট বা সর্ব্বাগ্রগণ্য মনস্বী)—মনস্বান্=মনস্বী) দেবঃ (দ্যোতমান) [হইয়া] দেবান্ ক্রতুনা কর্ম্মণা পর্য্যভবৎ (অন্য দেবগণকে বীরোচিত ক্রতু অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা পরিভবন করিয়াছিলেন—ক্রতুনা=কর্ম্মণা—(নিঘ ২।১), পর্য্যভূষৎ=পর্য্যভবৎ[১]; পর্য্যভবৎ=পর্য্যগৃহ্লাৎ

১। পর্য্যভূষৎ—'ভূ' ধাতুর রূপ।

(প্রভুরূপে অর্থাৎ নিজে প্রভু এই জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন)[১], অথবা—পর্য্যভবৎ = পর্য্যরক্ষৎ (পরিরক্ষিত করিয়াছিলেন) অথবা—পর্য্যভবৎ = অত্যক্রামৎ (অতিক্রম করিয়াছিলেন); পরিপূর্ব্বক 'ভূ' ধাতুর অর্থ—পরিগ্রহ পরিরক্ষণ অথবা অতিক্রম করা।[২]

যস্য বলাদ্ দ্যাবাপৃথিব্যাবপ্যবিভীতাম্ ॥ ৩ ॥

যস্য বলাৎ দ্যাবাপৃথিব্যৌ অপি অবিভীতাম্ (যাঁহার বলে দ্যাবাপৃথিবীও ভীত হইয়াছিল); শুষ্মাৎ = বলাৎ (নিঘ ২।৯), রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ, অভ্যসেতাম্ = অবিভীতাম্[৩] (ভয় পাইয়াছিল)।

নৃম্ণস্য মহ্না বলস্য মহত্ত্বেন স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥

নৃম্ণস্য মহ্না = বলস্য মহত্ত্বেন (বলের মাহাত্ম্যবশতঃ; নৃম্ণ = বল, নিঘ ২।৯); স জনাস ইন্দ্রঃ—হে অসুরগণ, এইরূপ মহিমান্বিত দেবতাই ইন্দ্র; আমি ইন্দ্র নহি, আমি একজন ব্রাহ্মণমাত্র—ইন্দ্রেরই প্রসাদে আমার ঈদৃশ রূপ হইয়াছে।

ইত্যৃষের্দৃষ্টার্থস্য প্রীতির্ভবত্যাখ্যানসংযুক্তা ॥ ৫ ॥

ইতি (এইভাবে) দৃষ্টার্থস্য ঋষেঃ (দৃষ্টার্থ অর্থাৎ তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষির) আখ্যানসংযুক্তা (আখ্যায়িকাসংবলিত) প্রীতিঃ ভবতি (প্রীতি অর্থাৎ অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে)।

গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের মিত্র, ইন্দ্রের সাহচর্য্য তিনি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভাবাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি দৃষ্টার্থ। ইন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রীতি বা অনুরাগ প্রকট হইয়াছে—ইন্দ্র সম্বন্ধীয় আখ্যান যুক্ত হইয়া। আখ্যান শব্দের অর্থ ইতিহাস বা কার্য্যকলাপের বিবরণ। উল্লিখিত সূক্তের (২।১২) মন্ত্রসমূহে ইন্দ্রের আখ্যান বা কার্য্যকলাপসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারাই ঋষির ইন্দ্রপ্রীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(৫) পর্জ্জন্যঃ।

পর্জ্জন্যস্তৃপেরাদ্যন্তবিপরীতস্য তর্পয়িতা জন্যঃ ॥ ৬ ॥

পর্জ্জন্যঃ তৃপেঃ আদ্যন্তবিপরীতস্য (পর্জ্জন্য শব্দ তৃপ্ত্যর্থক 'তৃপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আদ্যাক্ষর ও অন্তিমাক্ষরের বৈপরীত্যে) তর্পয়িতা জন্যঃ (পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ তৃপ্তিবিধায়ক এবং জনহিতকারী)।

১। পরিগৃহীতবান্ আসিত্বেন (দুঃ)।

২। পরিপূর্ব্বো ভবতিঃ পরিগ্রহে পরিরক্ষণাত্যয়তিক্রমে বা (স্কঃ খাঃ)।

৩। ভ্যস ভয়ে (ধাতুপাঠ); ভ্যসতে রেজত ইতি ভয়বেপনয়োঃ (স্কঃ খাঃ)।

অন্তর্গত প্রীত্যর্থ 'তৃপ্' ধাতুর আদ্য ও অন্ত্য অক্ষরের বিপর্য্যয় করিয়া তৎসঙ্গে জন্য শব্দের যোগে পর্জ্জন্য শব্দের নিষ্পত্তি—তৃপ্=তর্প্=পর্ৎ=পর্; পর্+জন্য=পর্জ্জন্য (পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ তর্পয়িতা এবং সর্ব্বজনহিতকারী)।[1]

পরো জেতা বা পরো জনয়িতা বা প্রার্জয়িতা বা রসানাম্ ॥ ৭ ॥

অথবা, পর্জ্জন্যঃ=পরঃ জেতা (তৃষ্ণাদির প্রকৃষ্ট জয়কর্ত্তা—পর+জয়ন=পর্জ্জন্য; পর শব্দপূর্ব্বক 'জি' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) অথবা, পর্জ্জন্যঃ=পরঃ জনয়িতা (শস্যাদির প্রকৃষ্ট উৎপাদক—পর+জনয়িতা=পর্জ্জন্য; পর শব্দপূর্ব্বক 'জন্' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) অথবা, পর্জ্জন্যঃ=প্রার্জ্জয়িতা রসানাম্ (রসসমূহের প্রকৃষ্ট অর্জ্জয়িতা অর্থাৎ সংগ্রহকর্ত্তা—প্র+অর্জ্জন=পর্জ্জন্য; প্রপূর্ব্বক 'অর্জ্জ্' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী এই পর্জ্জন্য দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তর্পয়িতা তৃপ্ ততঃপরো জনশব্দঃ হিতার্থে যো নামকরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বি বৃক্ষান্ হন্ত্যুত হন্তি রক্ষসো বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবতো যৎ পর্জ্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৫।৮৩।২)

[পর্জ্জন্যঃ] (পর্জ্জন্য দেবতা) বৃক্ষান্ হন্তি (বৃক্ষ সকল নষ্ট করেন) উত রক্ষসঃ হন্তি (এবং রাক্ষসগণকে হনন করেন) বিশ্বং ভুবনং (সমগ্র ভুবন) মহাবধাৎ (ইহার বিপুল সংহার কার্য্যের দ্বারা) বিভায় (ভীতিগ্রস্ত হয়) ; যৎ (যখন) পর্জ্জন্যঃ (পর্জ্জন্য) স্তনয়ন্ (গর্জ্জন করিতে করিতে) দুষ্কৃতঃ হন্তি (পাপিষ্ঠগণকে সংহার করেন), [তখন] বৃষ্ণ্যাবতঃ (বারিবর্ষণকারী পর্জ্জন্যের নিকট হইতে) উত অনাগাঃ (নিরপরাধ ব্যক্তিও) ঈষতে (পলায়ন করে)।

বিহন্তি বৃক্ষান্, বিহন্তি চ রক্ষাংসি ॥ ২ ॥

বি বৃক্ষান্ হন্তি—বিহন্তি বৃক্ষান্ (অশনিপাতে বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট করেন), বিহন্তি চ রক্ষাংসি (রক্ষসঃ=রক্ষাংসি—রাক্ষসগণকে সংহার করেন ; রাক্ষস=পাপকর্ম্মা ক্রূরপ্রকৃতি মনুষ্য)।

সর্ব্বাণি চাস্মাদ্ ভূতানি বিভ্যতি মহাবধাৎ মহান্ হ্যস্য বধঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাণি চ অস্মাৎ ভূতানি বিভ্যতি মহাবধাৎ (এই পর্জ্জন্য হইতে সর্ব্ববিধ প্রাণিবর্গ ইহার ভীষণ সংহার কার্য্য বশতঃ ভয় পাইয়া থাকে—বিশ্বং ভুবনং—সর্ব্বাণি ভূতানি, বিভায়=বিভেতি—বহুবচনে বিভ্যতি) মহান্ হি অস্য বধঃ (পর্জ্জন্যের অনুষ্ঠিত সংহারকার্য্য অতি বিপুল বা ভয়ানক)।

অপ্যনপরাধো ভীতঃ পলায়তে বর্ষকর্ম্মবতঃ, যৎ পর্জ্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ পাপকৃতঃ ॥ ৪ ॥

অপি অনপরাধঃ ভীতঃ পলায়তে বর্ষকর্ম্মবতঃ (বর্ষণকর্ম্মবিশিষ্ট পর্জ্জন্যের নিকট হইতে অনপরাধ ব্যক্তিও ভীত হইয়া পলায়ন করে ; উত—অপি, অনাগাঃ=অনপরাধঃ, ঈষতে=পলায়তে[১], বৃষ্ণ্যাবতঃ=বর্ষকর্ম্মবতঃ), যৎ পর্জ্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ পাপকৃতঃ (যখন পর্জ্জন্য গর্জ্জন করিতে করিতে দুষ্কার্য্যরত অর্থাৎ পাপানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিবর্গকে সংহার করেন ; দুষ্কৃতঃ—পাপকৃতঃ)।

১। 'ঈষ' ধাতুর অর্থ গতি ; এখানে ইহার অর্থ ভীতি পুরঃসর গতি অর্থাৎ পলায়ন ; ঈষতি হর্ষ্ণোতি গতিকর্ম্মাণৌ ; ইহ ভীতিপূর্ব্বিকায়াং গতৌ পলায়নে বর্ত্ততে (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। বৃহস্পতিঃ।

বৃহস্পতিঃ বৃহতঃ পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ৫ ॥

বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি শব্দের অর্থ)—বৃহতঃ (মহৎ এই জগদ্গুলের অথবা, বিশাল এই জলরাশির) পাতা বা পালয়িতা বা (রক্ষক অথবা পালক)।

বৃহতঃ পতিঃ = বৃহস্পতিঃ। বৃহৎ শব্দের অর্থ মহৎ অর্থাৎ এই মহৎ জগদ্গুল অথবা বিশাল জলরাশি—তাহার পতি অর্থাৎ পাতা (রক্ষক) বা পালয়িতা (পালক)। পাতা এবং পালয়িতা সমানার্থক—মাত্র ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পাতা—রক্ষণার্থক 'পা' ধাতু হইতে এবং পালয়িতা—রক্ষণার্থক চুরাদি 'পল্' বা 'পাল্' ধাতু হইতে।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা বৃহস্পতি সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্য্যপশ্যন্ মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তম্।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাদ্ বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৬৮।৮)

[বৃহস্পতি] দীনে উদনি (স্বল্পজলে) ক্ষিয়ন্তং (নিবাসকারী) মৎস্যং ন (মৎস্যের ন্যায়) অশ্না অপিনদ্ধং মধু পর্য্যপশ্যৎ (মেঘকর্তৃক অবরুদ্ধ জল দর্শন করিলেন) ; বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি) বিরবেণা (প্রচণ্ড শব্দ সহকারে) বিকৃত্য (মেঘ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া)[১] চমসং ন বৃক্ষাৎ (বৃক্ষ হইতে চমসের ন্যায়) নিষ্টজ্জভার (তৎ নির্জ্জভার—মেঘ হইতে সেই জল নিহৃত বা নিঃসারিত করিলেন)।

স্বল্পজলে মৎস্যের ন্যায় মেঘের উদরে জল নিবদ্ধ থাকে ; বৃহস্পতি মেঘ বিদীর্ণ করিয়া সেই জল বাহির করেন—যেমন শিল্পী বৃক্ষ খণ্ড হইতে খুদিয়া চমস নামক যজ্ঞপাত্র বাহির করেন।

অশনবতা মেঘেনাপিনদ্ধং মধু পর্য্যপশ্যন্ মৎস্যমিব দীন উদকে নিবসন্তম্ ॥২॥

অশ্না অপিনদ্ধম্—অশনবতা মেঘেন অপিনদ্ধম্ (ব্যাপনশীল মেঘকর্তৃক[২] নিবদ্ধ ; অশ্না=অশনবতা মেঘেন—ব্যাপ্তিসমন্বিত মেঘকর্তৃক), মধু পর্য্যপশ্যৎ মৎস্যম্ ইব দীনে উদকে নিবসন্তম্ (মৎস্যং ন=মৎস্যম্ ইব—নকার ইবার্থে ; মধু—জল, নিঘ ১।১২ ; উদনি=উদকে ; ক্ষিয়ন্তং—নিবসন্তম্—'ক্ষি' ধাতু নিবাসার্থক)।

চমসঃ কস্মাৎ, চমন্ত্যস্মিন্নিতি ॥ ৩ ॥

চমসঃ কস্মাৎ (চমস' নাম কি করিয়া হইল)? চমন্তি অস্মিন্ ইতি (ইহাতে ভক্ষণ করে—ইহাই এই নামের ব্যুৎপত্তি।

চমস শব্দের অর্থ সোমপাত্র—ভক্ষণার্থক 'চম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; চমসে করিয়া সোম পান করা হয়।

বৃহস্পতির্বিরবেণ শব্দেন বিকৃত্য ॥ ৪ ॥

বিরবেণা—বিরবেণ=শব্দেন ; বিকৃত্য—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, খণ্ড বিখণ্ড করিয়া।[৩]

১। বিকৃত্য সমন্ততো বিশকলীকৃত্য (দুঃ)।

২। অশ্ম শব্দের অর্থ মেঘ (নিঘ ১।১০)—ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; তৃতীয়ার একবচনে বৈদিকরূপ 'অশ্না'।

৩। বি+ছেদনার্থক 'কৃৎ' ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

৭। ব্রহ্মণস্পতিঃ।

ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মণস্পতিঃ=ব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা (ব্রহ্মণস্পতি শব্দের অর্থ ব্রহ্মের রক্ষক বা পালয়িতা)।

'ব্রহ্মন্' শব্দের অর্থ অন্ন (নিঘ ২।৭) এবং ঋগাদি মন্ত্র। ব্রহ্মণস্পতি এতদুভয়েরই রক্ষক বা পালয়িতা—বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা ; বৃষ্টি না হইলে অন্ন হয়না এবং অন্নের অভাবে জীবলোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—মন্ত্র রক্ষিত হয় না।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ব্রহ্মণস্পতি দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অশ্মাস্যমবতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসাতৃণৎ।
তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দৃশো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ২।২৪।৪)

ব্রহ্মণস্পতিঃ (ব্রহ্মণস্পতি) অশ্ম (ব্যাপনশীল) আস্যম্ (ক্ষরণস্বভাব) অবতং (নিম্নবিলম্বিত) যং মধুধারম্ (যে উদকধারক মেঘকে) ওজসা (বলপ্রয়োগে) অভি+অতৃণৎ (বধ করিয়াছিলেন) তমেব (তাহাকেই) বিশ্বে স্বর্দৃশঃ (অখিল সূর্য্যরশ্মিসমূহ) পপিরে (পান করিয়াছিল), [পরে আবার] উদ্রিণম্ উৎসং বহু [তদ্ উদকম্] (জলময় উৎস অর্থাৎ মেঘরূপে পরিণত সেই প্রভূত উদককে) সাকং (একসঙ্গে) সিসিচুঃ (তাহারা ক্ষরণ করিল)।

মেঘ ব্যাপনশীল—আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ক্ষরণস্বভাব ; ব্রহ্মণস্পতি দেবতা মেঘ হনন করেন—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয় ; সূর্য্যরশ্মিসমূহ এই অভিবৃষ্ট জলই গ্রীষ্মকালে গ্রহণ করে এবং ইহাকে মেঘরূপে পরিণত করে—বর্ষাকালে এই মেঘই আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে। মেঘ হইতে জল, জল হইতে মেঘ—এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা ব্রহ্মণস্পতি।

অশনবন্তমাস্যন্দনবন্তমবাতিতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসা বলেনাভ্যতৃণত্তমেব সর্ব্বে পিবন্তি রশ্ময়ঃ সূর্য্যদৃশো বহ্বেনং সহ সিঞ্চন্ত্যুৎসমুদ্রিণমুদকবন্তম্ ॥২॥

অশ্ম–অশনবন্তম্ (ব্যাপনসমন্বিত—অশনশব্দের অর্থ ব্যাপন) আস্যম্–আস্যন্দনবন্তম্ (প্রস্রবণশীল অর্থাৎ ক্ষরণস্বভাব—প্রস্রবণার্থক 'স্যন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), অবতম্–অবাতিতম্ (অধোগত অর্থাৎ নিম্নদিকে বিলম্বিত—অবপূর্ব্বক গমনার্থক 'অৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) মধুধারং (মধু অর্থাৎ জলের ধারণ কর্ত্তা) ; অশ্ম, আস্যম্, অবতম্ এবং মধুধারম্—এই চারিটী পদই 'মেঘম্' এই উহ্যপদের বিশেষণ। ব্রহ্মণস্পতিঃ ওজসা বলেন যম্ অভ্যতৃণৎ (অভি+অতৃণৎ[1])—ব্রহ্মণস্পতি ওজঃ অর্থাৎ বলের দ্বারা (ওজঃ শব্দ বলবাচী—ওজসা–বলেন) যাহাকে হিংসা অর্থাৎ বধ করিয়াছিলেন ; তম্ এব সর্ব্বে পিবন্তি রশ্ময়ঃ সূর্য্যদৃশঃ—তাহাকেই অর্থাৎ জলরূপে পরিণত সেই মেঘকেই সূর্য্যের ন্যায় পরিদৃশ্যমান রশ্মিসমূহ পান করিয়াছিল (বিশ্বে–সর্ব্বে, পপিরে–পিবন্তি ; স্বর্দৃশঃ–সূর্য্যদৃশঃ—'স্বর্' শব্দের অর্থ সূর্য্য, তাঁহার ন্যায় দেখিতে যাহারা ঈদৃশ রশ্মিসমূহই স্বর্দৃশঃ বা সূর্য্যদৃশঃ)।[2] বহু এবং

১। হিংসার্থক 'তৃদ্' ধাতুর লঙের রূপ।

২। সূর্য্যসমানদর্শনাঃ (দুঃ) ; স্কন্দস্বামীর মতে রশ্মিসমূহ সূর্য্যাশ্রিত (সূর্য্যাশ্রিতাস্তত্র দ্রষ্টব্যঃ)।

সহ সিঞ্চন্তি উৎসম্ উদ্রিণম্ উদকবন্তম্—প্রভূত উদক[১] যাহা এই পরিদৃশ্যমান জলপরিপূর্ণ মেঘরূপে পরিণত হয় তাহাকে আবার ঐ রশ্মিসমূহই বৃষ্টিরূপে ক্ষরণ করে; উদ্রিণম্—উদকবন্তম্ (উদকসমন্বিত—'উৎসম্' পদের বিশেষণ)।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বহু উদকম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

(৮) ক্ষেত্রস্য পতিঃ।

ক্ষেত্রস্য পতিঃ, ক্ষেত্রং ক্ষিয়তের্নিবাসকর্ম্মণস্তস্য পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিঃ—ক্ষেত্রং ক্ষিয়তেঃ নিবাসকর্ম্মণঃ (ক্ষেত্র শব্দ নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) তস্য পাতা বা পালয়িতা বা (তাহার রক্ষক বা পালক)।

ক্ষেত্র শব্দ নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াই গৃহস্থলোক গ্রামে বাস করে।[১] অন্তরিক্ষস্থান 'ক্ষেত্রস্য পতি' দেবতা বর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্র শস্যসম্পন্ন করেন—তিনিই ক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা। 'তিনি কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ২ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'ক্ষেত্রস্য পতি' দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

দেবতার নাম 'ক্ষেত্রস্য পতিঃ—বিগৃহীত ; সমাসবদ্ধ 'ক্ষেত্রপতি' নহে।[২]

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তদাশ্রয়ণা হি গ্রামে ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি কুটুম্বিনঃ (দুঃ)।

২। বিগৃহীতমেব সমাম্নানং নিগমে তথা দর্শনাৎ (দুঃ)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা স নো মৃড়াতীদৃশে ॥ ১ ॥
(ঋ ৪।৫৭।১)

বয়ং (আমরা) হিতেন ইব ক্ষেত্রস্য পতিনা (মিত্র তুল্য 'ক্ষেত্রস্য পতি' দেবতার সহিত সংযুক্ত হইয়া অথবা তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া) জয়ামসি (জয় করিব)—পোষয়িত্নু (পুষ্টিসাধক এবং স্বয়ং পুষ্ট) গাম্ অশ্বং (গো এবং অশ্বাদি ধন); আ (আহর—আহরণ কর) [এইরূপ আদেশ প্রদানানন্তর সহজলভ্য ধনাদিলাভ করিয়া আমরা যেরূপ ভোগ করি][1] সঃ ('ক্ষেত্রস্য পতি' দেবতা) ঈদৃশে (ঈদৃশ ভোগের নিমিত্ত অথবা ঈদৃশ ধনলাভের নিমিত্ত) নঃ (আমাদিগকে) মৃড়াতি (মৃড়াতু—রক্ষা করুন)।

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং সুহিতেনেব জয়ামো গামশ্বং পুষ্টং পোষয়িত্নু চাহরেতি স নো মৃড়াতীদৃশে বলেন বা ধনেন বা; মৃড়তিরুপদয়াকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং সুহিতেন ইব জয়ামঃ গাম্ অশ্বম্ (সুহিত অর্থাৎ অত্যন্ত হিতকারী মিত্রের তুল্য 'ক্ষেত্রস্য পতি' দেবতার সংযোগে বা অনুগ্রহে আমরা গো এবং অশ্ব জয় করিব—জয়ামসি=জয়ামঃ); কীদৃশ গো এবং অশ্ব? পোষয়িত্নু=পুষ্টং পোষয়িত্নু চ (পুষ্ট এবং পুষ্টির সাধক); 'পোষয়িত্নু' পদটি ক্লীবলিঙ্গ, কাজেই স্কন্দস্বামী ব্যাখ্যা করেন—গোজাতম্ অশ্বজাতঞ্চ স্বয়ঞ্চ পুষ্টম্ অস্মাকং চ পোষয়িতৃ (গোসমূহ এবং অশ্বসমূহ যাহারা স্বয়ং পুষ্ট এবং আমাদের পুষ্টিসাধক); দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন—গবাশ্বাদীনি ধনানি পুষ্টানি বলবন্তি—পোষয়িতৃণি পোষণায় সমর্থানি (গবাশ্বাদি ধন যাহা পুষ্ট অর্থাৎ বলবান্ এবং পোষয়িতা অর্থাৎ অন্যের পুষ্টিসাধনে সমর্থ)। 'আহর' ইতি ঈদৃশে [ভোগায়] স নঃ বলেন ধনেন বা মৃড়াতি—'আহরণ (সংগ্রহ) কর'—ঈদৃশ আদেশ প্রদান করত যে ভোগ্য বস্তুর লাভ হয় অনায়াসলভ্য তাদৃশ ভোগ্যবস্তুর ভোগের নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে বলের দ্বারা অথবা ধনের দ্বারা রক্ষা বা সংবর্দ্ধিত করুন—আ=আহর (পোষয়িত্ন্বা=পোষয়িত্নু+আ), মৃড়াতি=মৃড়াতু=মৃড়য়তু (রক্ষা করুন অথবা পূজিত বা সংবর্ধিত করুন।[2] মৃড়তিঃ উপদয়াকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা—'মৃড়' ধাতু উপদয়ার্থক অথবা পূজার্থক; 'উপদয়া' শব্দের

১। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

২। আশিষি লোডর্থে...রক্ষতু (স্কঃ স্বাঃ), মৃড়য়তু (দুঃ)।

অর্থ রক্ষা।[১] বহু পুস্তকে 'মৃত্তির্দানকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা'—এইরূপ পাঠও আছে; এই পাঠ দুর্গাচার্য্যের অভিমত। তিনি 'দান' শব্দের অর্থ করেন ধারণ অর্থাৎ স্থৈর্য্যসম্পাদন।[২]

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি—'ক্ষেত্রস্য পতি' দেবতা সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে।

এই ঋকে 'ক্ষেত্রস্য পতি' যে মধ্যমস্থান বা অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে—তাঁহার বর্ষণরূপ কার্য্যের দ্বারা।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উপদর্বা রক্ষা (স্কঃ খাঃ)।

২। দদাতু ধারয়তু নিত্যং স্থিরান্ করোতু (দুঃ)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চ্যুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু ॥ ১ ॥

*(ঋ ৪।৫৭।২)

ক্ষেত্রস্য পতে (হে 'ক্ষেত্রস্যপতে') ধেনুঃ ইব পয়ঃ (গাভী যেরূপ দুগ্ধ দান করে) [তুমিও সেইরূপ] অস্মাসু (আমাদিগের প্রতি) মধুমন্তং (সুমধুর) ঊর্মিং (উদকধারা) ধুক্ষ (বর্ষণ কর—প্রদান কর), মধুশ্চ্যুতং (মধুস্রাবী—মধুর ন্যায় ক্ষরণশীল)[১] ঘৃতম্ ইব সুপূতম্ (ঘৃতবৎ সুপবিত্র) [উদকং] (উদক) [ধুক্ষ] (বর্ষণ কর), ঋতস্য পতয়ঃ (জলপতি দেবগণ)[২] নঃ মৃড়য়ন্তু (আমাদিগকে রক্ষা করুন বা সংবর্দ্ধিত করুন)।

'ক্ষেত্রস্য পতি' দেবতার জলপ্রদান শক্তি আছে—তিনি অন্তরিক্ষ হইতে জলবর্ষণ করেন ; কাজেই তিনি মাধ্যমিক-দেবতা

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়োঽস্মাসু ধুক্ষ্বেতি মধুশ্চ্যুতং ঘৃতমিবোদকং সুপূতমৃতস্য নঃ পাতারো বা পালয়িতারো বা মৃড়য়ন্তু ; মৃড়য়তি-রুপদয়াকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তম্ ঊর্মিং ধেনুরিব পয়ঃ অস্মাসু ধুক্ষ ইতি (হে 'ক্ষেত্রস্য পতে' ! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, তুমিও সেইরূপ আমাদের প্রতি অথবা আমাদের নিমিত্ত সুমধুর উদকধারা ক্ষরিত কর—ইহাই ঋষির প্রার্থনা), মধুশ্চ্যুতং ঘৃতম্ ইব সুপূতম্ উদকম্ (যে উদক তুমি দান করিবে তাহা হইবে ঘৃতের ন্যায় সুপবিত্র এবং মধুর ন্যায় ক্ষরণশীল), ঋতস্য পাতারঃ পালয়িতারো বা (জলের রক্ষক অথবা পালয়িতৃগণ—পতয়ঃ=পাতারঃ পালয়িতারো বা—১১ পরিচ্ছেদ পঞ্চম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) নঃ মৃড়য়ন্তু (আমাদিগকে রক্ষা করুন অথবা পূজিত বা সংবর্দ্ধিত করুন)। মৃড়য়তিঃ উপদয়াকর্ম্মা বা পূজাকর্ম্মা বা—মৃড় (চুরাদি) রক্ষার্থক অথবা পূজার্থক।

তদ্‌যৎ সমাম্নায়ূচি সমানাভিব্যাহারং ভবতি তজ্জামি ভবতীত্যেকং মধুমন্তং মধুশ্চ্যুতমিতি ॥ ৩ ॥

তৎ (তার পর) যৎ (যে পদ) সমাম্নায়্ ঋচি (একই ঋকে) সমানাভিব্যাহারং ভবতি (অন্য পদের সহিত তুল্যার্থপ্রকাশক হয়) তৎ জামি ভবতি (তাহা হয় জামি

১। মধু ইব যৎ মুহুর্মুহুশ্চ্যোততি ('শ্চ্যুৎ ধাতু ক্ষরণার্থক)—দ্রঃ।

২। 'ঋত' শব্দ উদকবাচী (নিঃ ১।১২)।

বা পুনরুক্ত) ইত্যেকং [মতম্] (ইহা এক মত)। মধুমন্তং মধুশ্চ্যুতম্ ইতি (যেমন 'মধুমন্তম্' এবং 'মধুশ্চ্যুতম্' এই দুই পদ)।

যাহা মধুশ্চ্যুৎ (মধুক্ষরণকারী) তাহা অবশ্যই মধুমান্ (মধুসম্পন্ন)—কাজেই এই দুইটী শব্দ সমানার্থপ্রকাশক। ইহাদের প্রয়োগ একই ঋকে (যদিও ভিন্ন ভিন্ন অর্দ্ধে) হইয়াছে বলিয়া জামিত্ব বা পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে—ইহা কোন কোন আচার্য্য মনে করেন। একই ঋকের মধ্যে সমানার্থক দুইটী পদ ভিন্ন ভিন্ন পাদে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন অর্দ্ধে থাকিলেও জামিত্ব দোষ ঘটিবে—ইহাই এই মতের অভিপ্রায়।

যদেব সমানে পাদে সমানাভিব্যাহারং ভবতি তজ্জামি ভবতীত্যপরম্—হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃক্ ইতি যথা ॥ ৪ ॥

যৎ এব (যেপদ) সমানে পাদে (একই পাদে) সমানাভিব্যাহারং ভবতি (পদান্তরের সহিত সমানার্থ প্রকাশক হয়) তৎ জামি ভবতি (তাহা হয় জামি বা পুনরুক্ত) ইতি অপরম্ (ইহা অপর মত) 'হিরণ্যরূপঃ সঃ হিরণ্যসংদৃক্'[১] ('অপাং নপাৎ' দেবতা হিরণ্যরূপ এবং হিরণ্যাকৃতি) ইতি যথা (ইত্যাদি যেরূপ)।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে এক পাদে দুইটী সমানার্থক পদ থাকিলেই পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে। হিরণ্যরূপ (হিরণ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট) এবং হিরণ্যসংদৃক্ (হিরণ্যের ন্যায় দৃশ্যমান) সমানার্থক—ইহারা একই পাদে আছে বলিয়া জামিত্ব বা পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে। এই মতে 'মধুমন্তম্ মধুশ্চ্যুতম্'—এই স্থলে উক্ত দোষ ঘটে নাই।

যথা কথা চ বিশেষোঽজামি ভবতীত্যপরম্—"মণ্ডূকা ইবোদকান্-মণ্ডূকা উদকাদিব" ইতি যথা ॥ ৫ ॥

যথা কথা চ (যথা কথঞ্চিৎ—যে কোনও) বিশেষঃ (প্রভেদ বা পার্থক্য) অজামি ভবতি (অজামিত্বের হেতুভূত) ইতি অপরম্ (ইহা অপর মত)—'মণ্ডূকা ইব উদকাৎ' 'মণ্ডূকা উদকাৎ ইব'[২]—ইতি যথা (ইত্যাদি যেরূপ)।

পুনরাবৃত্ত পদের মধ্যে স্বল্পমাত্র বিশেষ (পার্থক্য) ঘটিলেও জামিত্ব দোষ ঘটিবেনা—ইহা তৃতীয় মত। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে তিনটী করিয়া পদের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বিন্যাসমধ্যে পার্থক্য থাকায় জামিত্ব দোষ হয় নাই। এই মতে পূর্ব্বোক্ত স্থল দুইটীও জামিত্বদোষমুক্ত।

(৯) বাক্যোপ্পত্তিঃ

১। ঋ—২।৩৪।১০ দ্রষ্টব্য।

২। ঋ—১০।১৬৬।৫ দ্রষ্টব্য।

বাস্তুর্বসতের্নিবাসকর্ম্মণঃ, তস্য পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ৬ ॥

বাস্তুঃ[১] বসতেঃ নিবাসকর্ম্মণঃ ('বাস্তু' শব্দ নিবাসার্থক 'বস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উ ১৬; বাস্তু—অগার বা গৃহ—গৃহে লোক বাস করে) তস্য পাতা বা পালয়িতা বা (অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তাহার রক্ষক বা পালক যিনি তিনিই বাস্তোষ্পতি)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী তাঁহার সম্বন্ধে হইতেছে।)

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বাস্তুশব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অমীবহা বাস্তোস্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্।
সখা সুশেব এধি নঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৫৫।১)

বাস্তোস্পতে (হে বাস্তোস্পতে) বিশ্বা রূপাণি আবিশন্ (সর্ব্ববিধ রূপে প্রবেশ করিয়া) অমীবহা [ভব] (রোগহন্তা হও), নঃ (আমাদিগের) সখা সুশেবঃ এধি (সখা এবং উত্তম সুখপ্রদাতা হও)।

রূপাণি=রূপবান্ বস্তুসমূহ; বাস্তোস্পতি দেবতা সর্ব্ববিধ ঔষধিতে প্রবেশ করিয়া ঔষধরূপে আমাদের রোগহন্তা হউন এবং দুঃখজনক বস্তুর প্রতিপক্ষ বস্তুতে প্রবেশ করিয়া দুঃখনাশপূর্ব্বক সুখপ্রদাতা হউন—ইহাই ঋষির প্রার্থনা।

অভ্যমনহা বাস্তোস্পতে ; সর্ব্বাণি রূপাণ্যাবিশন্ সখা নঃ সুসুখো ভব ॥ ১ ॥

বাস্তোস্পতে অভ্যমনহা [ভব]—অমীবহা—অভ্যমনহা, 'অমীবন্' শব্দ এবং 'অভ্যমন' শব্দ উভয়েই রোগার্থক (নির্ ৬।১২ দ্রষ্টব্য)। বিশ্বা রূপাণি—সর্ব্বাণি রূপাণি ; সুশেবঃ—সুসুখঃ (উত্তম সুখ প্রদাতা) ; এধি—ভব।

শেব ইতি সুখনাম, শিষ্যতের্বকারো নামকরণোঽন্তস্থান্তরোপলিঙ্গী, বিভাষিতগুণঃ শিবমিত্যপ্যস্য ভবতি। যদ্ যদ্রূপং কাময়তে তত্তদ্দেবতা ভবতি, 'রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি' ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২ ॥

শেবঃ[1] ইতি সুখনাম (শেব শব্দ সুখার্থক) শিষ্যতেঃ[2] ('শিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বকারঃ নামকরণঃ (বকার প্রত্যয়) অন্তস্থান্তরোপলিঙ্গী (অন্তেস্থিত বর্ণের স্থানে সমাগত হয়)[3] বিভাষিতগুণঃ (গুণ হয় বিকল্পে), শিবম্ ইত্যপি অস্য ভবতি (শিব এই শব্দও এই ধাতুরই) ; যৎ যৎ রূপং কাময়তে (দেবতা যে যে রূপ কামনা করেন) তত্তদ্-দেবতা ভবতি (সেই সেই রূপের দেবতা হন)। রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি[4]

১। নিঘ ৩।৬—সুখ পর্য্যায় শেবশব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

২। ধাতুপাঠে শিষ্ ধাতু (হিংসার্থক) ভাদিগণীয়।

৩। অস্য ধাতোরন্তেস্থিতঃ বকারস্তস্যান্তরং স্থানম্ (স্কঃ খাঃ) ;

অন্তে তিষ্ঠতি ধাতোর্যো বর্ণঃ সোঽন্তস্থঃ কশ্চ পুনরসৌ বকারঃ ; তস্যান্তরমবকাশস্থানম্ উপলিঙ্গয়তি উপগচ্ছতি যঃ……(দুঃ)।

৪। ঋ—৩।৫৩।৮ দ্রষ্টব্য।

(ইন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ পুনঃ পুনঃ ধারণ করেন) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বেদবাক্যও আছে)।

শেব শব্দ হিংসার্থক 'শিষ্' ধাতুর উত্তর 'ব' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন—শেব (সুখ) দুঃখ, ক্লেশ বা হিংসা নাশ করে ; 'শিষ্' ধাতুর অন্ত্যবর্ণ অর্থাৎ 'ষ' স্থানে 'ব' আগত হয় এবং ইকারের গুণ হয় বিকল্পে—গুণ হইলে রূপ হয় শেব এবং গুণ না হইলে শিব। 'সর্ব্বাণি রূপাণি আবিশন্' এতৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—বাস্তোষ্পতি দেবতার সর্ব্ববিধ রূপে প্রবিষ্ট হওয়ার সামর্থ্য আছে দেবতাত্ব-নিবন্ধন ; যে দেবতা যে রূপ কামনা করেন, ঐশ্বর্য্যবলে সেই-রূপ ধারণ করিয়া তাহার দেবতা হইতে পারেন। ইন্দ্রের বহুরূপ ধারণের কথা বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়।

(১০) বাচস্পতিঃ।

বাচস্পতির্বাচঃ পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ৩ ॥

বাচস্পতিঃ (বাচস্পতি) বাচঃ পাতা বা পালয়িতা বা (বাক্যের রক্ষক অথবা পালয়িতা)।

প্রাণরূপী ইন্দ্রই বাচস্পতি দেবতা[১]—প্রাণ বায়ু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের পতি।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী তাঁহার সম্বন্ধে হইয়েছে)।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বাচস্পতিঃ প্রাণাত্মনেন্দ্রঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।
বসোষ্পতে নিরাময় ময়্যেব তন্বং মম ॥ ১ ॥

(অথ-বে—১।১।২ দ্রষ্টব্য)

বাচস্পতে (হে বাচস্পতে) দেবেন মনসা সহ (সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তির উদ্দীপক মনের সহিত) পুনঃ এহি (পুনরায় আগমন কর), বসোষ্পতে (হে ধনপতে) নিরাময় (তুমি আমাতে সম্যক্ রমণ কর), ময়ি এব (আমাতেই অবস্থান কর)[১] তন্বং মম (আমার শরীরকে ত্যাগ করিও না); অথবা ময়ি এব তন্বং মম (প্রাণস্বরূপ আমাতেই যেন আমার শরীর অবস্থিত থাকে)—প্রাণ হইতে যেন শরীর বিযুক্ত না হয়।

কোনও পাপকর্মা পুরুষ নিজেকে মৃত মনে করিয়া কোনও ক্রমে পাপসম্বন্ধ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করত প্রাণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—হে প্রাণ, তুমি সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তির উদ্দীপক বা দ্যোতক মনকে নিয়া পুনরায় আগমন কর; হে অন্নরূপ ধনের অধিপতে[২], তুমি আমাতে রমণ কর, আমাতেই থাক—আমাকে উজ্জীবিত কর, আমি যেন মৃত্যু-মুখে পতিত না হই। 'বসোষ্পতে নিরময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্' এই পাঠ দৃষ্ট হয় অথর্ববেদে (১।১।২) এবং 'উপপ্রেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ। বসুপতে বিরময় ময্যেব তন্বং মম' এই পাঠ দৃষ্ট হয় মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৪।১২।১)।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা—পাঠমাত্রেই এই ঋক্ ব্যাখ্যাত হইল এই ঋকের অর্থ অতি সুস্পষ্ট, পাঠ করিলেই অর্থ বোধগম্য হয়; কাজেই ভাষ্যকার ইহার আর ব্যাখ্যা করিলেন না।

(১১) অপাং নপাৎ।

অপাং নপাত্তনূনপ্ত্রা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

অপাং নপাৎ তনূনপ্ত্রা ব্যাখ্যাতঃ ('অপাং নপাৎ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তনূনপ্তৃ অর্থাৎ 'তনূনপাৎ'—শব্দের দ্বারা)।

তনূনপ্তৃ (তনূনপাৎ) শব্দের পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (নিরু ৮।৫ দ্রষ্টব্য)। নপ্তৃ বা নপাৎ শব্দের অর্থ পৌত্র; কাজেই 'অপাং নপাৎ' শব্দে বুঝাইবে জলের পৌত্রকে;

১। মদ্যান্তরেব নিধীব (স্ক: স্বা:)।

২। ধনস্যান্নাখ্যস্য স্বামিন্ 'প্রাণস্যান্নমিদং সর্বম্' (মহাভা শান্তি পর্ব ১৪.২২)—স্ক: স্বা:।

জল হইতে হয় আদিত্য এবং আদিত্য হইতে হয় মধ্যম।[১] অপাং নপাৎ = জলের পৌত্র অর্থাৎ মধ্যমলোকদেবতা বিদ্যুৎ।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'অপাং নপাৎ' দেবতা সম্বন্ধে হইয়েছে)।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অদ্ভ্য আদিত্যঃ, ততো মধ্যমঃ, এবমপাং পৌত্রঃ (দুঃ)।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বন্তর্যং বিপ্রাস ঈড়তে অধ্বরেষু।
অপাং-নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্য্যায় ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৩০।৪)

অপাং নপাৎ (হে অপাং নপাৎ) যঃ [ত্বম্] (যে তুমি) অনিধ্মঃ (অনিন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠরহিত হইয়া) অপ্সু অন্তঃ (জলের মধ্যে) দীদয়ৎ (দীপ্যসে—জ্বলিতে থাক), বিপ্রাসঃ (বিপ্রগণ—মেধাবিসমূহ) অধ্বরেষু (যজ্ঞকালে) যম্ (যে তোমাকে) ঈড়তে (স্তব করেন), [সঃ ত্বং] (সেই তুমি) মধুমতীঃ অপঃ (মধুররস জল) দাঃ (প্রদান কর), যাভিঃ (যে জলের দ্বারা) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) বীর্য্যায় (বীরকর্ম্মপ্রকাশার্থ) বাবৃধে (বর্দ্ধিত হন)।

যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্য্যায় (যে জলের দ্বারা ইন্দ্র বীরত্বপ্রকাশার্থ বর্দ্ধিত হন) —ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া বৃত্রবধাদি বীরকর্ম্মে উৎসাহিত হন; সোমলতা থেঁতলাইয়া সোমরস নিষ্কাশিত করিলে উহা বসতীবরী এবং একধনা নামক[১] জলের সহিত মিশাইতে হয়। সোমরস ইন্দ্রের পানোপযোগী করিতে—ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত বা উৎসাহিত করিতে জলের উপযোগিতা আছে।

যোঽনিধ্মো দীদয়দ্ দীপ্যসেঽভ্যন্তরমপ্সু, যং মেধাবিনঃ স্তুবন্তি যজ্ঞেষু, সোঽপাংনপান্মধুমতীরপো দেহ্যভিষবায়, যাভিরিন্দ্রো বর্ধতে বীর্য্যায় বীরকর্ম্মণে ॥ ২ ॥

দীদয়ৎ—দীপ্যসে (দীপ্তি পাইয়া থাক); অপ্সু অন্তঃ—অভ্যন্তরম্ অপ্সু (মেঘস্থ জলের অভ্যন্তরে); যং বিপ্রাসঃ ঈড়তে অধ্বরেষু—যং মেধাবিনঃ স্তুবন্তি যজ্ঞেষু (যাঁহাকে মেধাবিগণ যজ্ঞসময়ে স্তব করেন। বিপ্রাসঃ—মেধাবিনঃ—বিপ্র ও মেধাবী সমানার্থক;[২] ঈড়তে=স্তুবন্তি; অধ্বরেষু=যজ্ঞেষু)। হে অপাং নপাৎ স ত্বং মধুমতীঃ অপঃ দেহি—দাঃ=দেহি; জলপ্রদান করিবে কি উদ্দেশ্যে?—অভিষবায় (সোমাভিষবের নিমিত্ত অর্থাৎ সোমলতা থেঁৎলিয়া নিষ্কাশিত সোমরসের সহিত মিশ্রিত করিবার নিমিত্ত)। যাভিঃ ইন্দ্রঃ বর্দ্ধতে বীর্য্যায় বীরকর্ম্মণে—বাবৃধে=বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন); বীর্য্যায়—বীরকর্ম্মণে (বীরকর্ম্ম অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত)।

১। বাভির্বসতীবর্য্যেকধনা লক্ষ্যন্তাভির্মিশ্রিতাভিঃ (স্বঃ ভাঃ); সোমযাগের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে তড়াগাদি হইতে আনীত জলের নাম বসতীবরী এবং পরদিন প্রাতঃকালে আনীত জলের নাম একধনা।

২। নিঘ ৩।১৫।

(১২) যমঃ।

যমো যচ্ছতীতি সতঃ ॥ ৩ ॥

যমঃ যচ্ছতি ইতি সতঃ (যম শব্দ উপরমার্থক 'যম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কর্তৃবাচ্যে ; যম প্রাণিসমূহকে উপরত অর্থাৎ প্রাণবিচ্যুত করেন)।

'সতঃ' পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্ ১৷৬৷৩ দ্রষ্টব্য। যম প্রচণ্ড বলশালী—মধ্যম স্থান দেবতা।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী এই যমসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৪।১)

প্রবতঃ মহীঃ অনু[1] ('প্রকৃষ্টগতি বিপুল ভূতনিবহের প্রতি)[2] পরেয়িবাংসং (আগমনশীল) বহুভ্যঃ পন্থাম্ অনুপস্পশানং (বহু অর্থাৎ নিখিলপ্রাণিবর্গের পথনির্দ্দেশক বা পথপ্রদর্শক) জনানাং সঙ্গমনং (জনসমূহের কর্ম্মানুযায়ী লোকপ্রাপক) বৈবস্বতং যমং রাজানং (বিবস্বানের পুত্র রাজা যমকে) হবিষা (হবির দ্বারা) দুবস্য = দুবস্য (পরিচর্য্যা বা সেবা কর)।

যম মরণোন্মুখ জনগণের অভিমুখে গমন করেন; মৃত্যুর পর কোন্ মার্গে কে যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং কৃতকর্ম্মের দ্বারা যে যে লোকে যাইবার অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌঁছাইয়া দেন। ঋগ্বেদের যম কর্ম্মফলবিধাতা; পৌরাণিক যমের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

পরেয়িবাংসং পর্য্যাগতবন্তম্, প্রবত উদ্বতো নিবত ইত্যবতির্গতিকর্ম্মা ॥ ২ ॥

পরেয়িবাংসং = পর্য্যাগতবন্তম্ (পর্য্যাগমনকারী); প্রবতঃ উদ্বতঃ নিবতঃ ইতি অবতিঃ গতিকর্ম্মা (প্রবতঃ উদ্বতঃ নিবতঃ—এই স্থলসমূহে 'অব্' ধাতু গত্যর্থক)। প্রবতঃ = প্র + 'অব্' ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়—দ্বিতীয়ার বহুবচন (প্র + অবতঃ); উদ্বতঃ নিবতঃ—এই পদ দুইটিও 'অব্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন (উৎ + অবতঃ, নি + অবতঃ), উপসর্গ মাত্র ভিন্ন। তিন স্থলেই 'অব্' ধাতুর অর্থ গতি। প্রবৎ = প্রকৃষ্টগতি মনুষ্য, উদ্বৎ = উর্দ্ধগতি দেবতা, নিবৎ—নিকৃষ্টগতি তির্য্যগাদি। দ্রষ্টব্য এই যে—শেষোক্ত পদ দুইটি মন্ত্রস্থ কোনও পদের অর্থ প্রদর্শন করিতেছে না, 'প্রবতঃ' পদের প্রসঙ্গে ইহাদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইল মাত্র।

বহুভ্যঃ পন্থানমনুপস্পাশয়মানম্ ॥ ৩ ॥

পন্থাং = পন্থানম্; অনুপস্পশানম্—অনুপস্পাশয়মানম্। অনুপূর্ব্বক চুরাদি 'স্পশ্' ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয়ে 'অনুপস্পাশয়মান' সিদ্ধ হইয়াছে; 'স্পশ্' ধাতুর অর্থ গ্রহণ এবং সংশ্লেষণ (আলিঙ্গন), কিন্তু দুর্গাচার্য্যের মতে এইস্থলে ইহার অর্থ বন্ধন—যে প্রাণীর যে পথ, যম সেই পথের সহিত তাহাকে বদ্ধ করেন[3] অর্থাৎ সেই পথ তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করেন অথবা সেই পথ তাহাকে প্রদর্শন করেন।

১। অনুর্লক্ষণে কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ প্রতিনা সমানার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। প্রকৃষ্টেন গমনেন তদ্বতীঃ প্রকৃষ্টগতীরিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ), মহীঃ মহতীঃ ভূতজাতীঃ (দুঃ)।
৩। অমুনা মার্গেণ অয়ং প্রাণী জীবনাদুৎসর্পতি, তমেব তত্র স্পাশয়িত্বা বধ্না।

বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্যেতি, দুবস্যতী রাধ্নোতিকর্মা ॥ ৪ ॥

'দুবস্য'—এই ক্রিয়া পদটি 'দুবস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুবস্যতিঃ রাধ্নোতি-কর্মা ('দুবস্' ধাতু 'রাধ্' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিতেছে)।

'রাধ্' ধাতুর অর্থ সংসিদ্ধি বা সেবা ; কাজেই দুবস্য—সেবস্ব (সেবা কর)।[1]

অগ্নিরপি যম উচ্যতে, তমেতা ঋচোঽনুপ্রবদন্তি ॥ ৫ ॥

অগ্নিঃ অপি যমঃ উচ্যতে (অগ্নিকেও যম বলিয়া অভিহিত করা হয়), তম্ এতাঃ ঋচঃ অনুপ্রবদন্তি (সেই অগ্নিরূপী যমকে এই অর্থাৎ পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্সমূহ বর্ণনা করিতেছে)।

'যম' শব্দের অর্থ অগ্নিও হয়—যচ্ছতি প্রযচ্ছতি কামান্ স্তোতৃভ্যঃ (স্তোতৃগণকে কাম্যবস্তুসমূহ প্রদান করেন) এই ব্যুৎপত্তিতে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্সমূহ উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে 'যম' শব্দের অর্থ যে অগ্নি তাহা প্রতিপাদিত হইবে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দুবস্যত রাধ্নোতি পরিচরণকর্মার্থঃ (দুঃ)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্ত্বেষপ্রতীকা ॥ (ঋ ১।৬৬।৭)
যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাম্ ॥ (ঋ ১।৬৬।৮)
তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্ধম্ ॥ (ঋ ১।৬৬।৯)
ইতি দ্বিপদাঃ ॥ ১ ॥

সৃষ্টা সেনা ইব (বিসৃষ্টা বা প্রেরিতা সেনার ন্যায়) ত্বেষপ্রতীকা অস্তুঃ দিদ্যুৎ ন (অস্ত্রনিক্ষেপকারীর ভয়ঙ্করদর্শন আয়ুধের ন্যায়) [যমঃ] (অগ্নি) অমং (ভয়) দধাতি (সঞ্চার করেন); জাতঃ (যাহা জন্মিয়াছে) যমঃ হ (তাহা যম অর্থাৎ অগ্নি), জনিত্বং (যাহা জন্মিবে) [তদপি] যমঃ (তাহাও যম বা অগ্নি), জারঃ কনীনাং (অগ্নি কুমারীগণের জার[*]) জনীনাং পতিঃ (অগ্নি বিবাহিত স্ত্রীগণের পতি)। [হে অগ্নে] ইদ্ধং (ভোগপ্রদীপ্ত) তং বঃ (তং ত্বাম্[1]—সেই তোমার অভিমুখে) চরাথা বসত্যা (জঙ্গম এবং স্থাবর অর্থাৎ পশু এবং পুরোডাশ প্রভৃতি আহুতি দ্রব্যের সহিত) বয়ং নক্ষন্তে[2] (আমরা যেন গমন করি) অস্তং ন গাবঃ (গাভীগণ যেরূপ অস্তে অর্থাৎ গৃহে[3] গমন করে)।

উদ্ধৃত ঋক্সমূহ দ্বিপদা, চতুষ্পদা নহে। অনুক্রমণিকাকার বলেন—প্রথম মণ্ডলের ৬৬ হইতে ৭১ পর্যন্ত ছয়টি সূক্তে সকল ঋক্ই দ্বিপদা। অধ্যয়নকালে দুই দুইটি দ্বিপদা ঋক্ একসঙ্গে পাঠ করা হয়—কারণ, যুগ্মরূপই অর্থ সুপ্রকাশিত করে।

সেনেব সৃষ্টা ভয়ং বা বলং বা দধাত্যস্তুরিব দিদ্যুৎ ত্বেষপ্রতীকা ভয়প্রতীকা বলপ্রতীকা যশঃপ্রতীকা মহাপ্রতীকা দীপ্তপ্রতীকা বা ॥ ২ ॥

সেনা ইব সৃষ্টা—সৃষ্টা শব্দের অর্থ 'বিসৃষ্টা বা প্রেরিতা'; স্কন্দস্বামী বলেন, 'সৃষ্টা' শব্দের অর্থ 'অবসৃষ্টা' অর্থাৎ সেনাপতি কর্তৃক অভ্যনুজ্ঞাতাও হইতে পারে। ভয়ং বলং বা দধাতি—অম শব্দের অর্থ ভয় অথবা বল; সেনা প্রেরিত হইলে বিপক্ষের মনে হয় ভয়সঞ্চার এবং স্বপক্ষের মনে হয় বলসঞ্চার। অস্তুঃ ন দিদ্যুৎ—অস্তুঃ ইব দিদ্যুৎ (অস্ত্র-নিক্ষেপকারীর অস্ত্রের ন্যায়—'ন' ইবার্থে); ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতুর উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয়ে অস্তৃ—ষষ্ঠীর একবচনে অস্তুঃ। 'ত্বেষ' শব্দের অর্থ—ভয়, বল, যশ, মহত্ত্ব ও দীপ্তি এবং 'প্রতীক' শব্দের অর্থ দর্শন; ত্বেষপ্রতীকা—ভয়প্রতীকা (ভয়ঙ্করদর্শন) অথবা বলপ্রতীকা

১। 'বঃ' ইতি বাক্যশেষ ব্যাখ্যাত (স্কঃ স্বাঃ)।
২। উত্তমস্থানে প্রথমঃ নক্ষেমহি,ব্যাপ্নুয়াম (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। অস্তু শব্দ গৃহবাচী (নিঘ ৩।৪)।

(বলবদ্দর্শন—'of strong appearance') অথবা যশঃপ্রতীকা (যশস্বদ্দর্শন—'of glorious appearance') অথবা মহাপ্রতীকা (বিপুলদর্শন—'of great appearance') অথবা, দীপ্তপ্রতীকা (প্রদীপ্তদর্শন)। ঘৃতপ্রতীকা—'বিদ্যুৎ'এর বিশেষণ।

'যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ'। 'যমাবিহেহ মাতরা' ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

যমঃ হ জাতঃ ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ (অগ্নি ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া যমজরূপে জাত হইয়াছিলেন); যমৌ ইহ ইহ মাতরা (ইহলোকে এবং অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত যমজ ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বলোকের নির্ম্মাতা) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বেদবাক্যও আছে)।

যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ—ইহা একটি ব্রাহ্মণবাক্য; ইহাতে অগ্নি অর্থে যম নামের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত বা যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম।[১] 'যমাবিহেহ মাতরা'—ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশ (৬।৫৯।২ দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্র ও অগ্নির একই জনক, ইঁহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা—ইঁহাদের একজন ইহ অর্থাৎ পৃথিবীতে এবং আর একজন ইহ অর্থাৎ অন্তরিক্ষে থাকিয়া সর্ব্বলোক নির্ম্মাণ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। এইস্থলে প্রথম 'ইহ' শব্দের দ্বারা অগ্নির পার্থিবত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে—'যম' শব্দে যে অগ্নিকে বুঝায় তাহা পৃথিবীস্থানীয়, অন্তরিক্ষস্থানীয় বা দ্যুলোকস্থানীয় নহে।[২]

যম এব[৩] জাতো যমো জনিষ্যমাণো জারঃ কনীনাং জরয়িতা কন্যানাং পতির্জনীনাং পালয়িতা জায়ানাম্, তৎপ্রধানা হি যজ্ঞসংযোগেন ভবন্তি ॥ ৪ ॥

যমো হ জাতঃ—যমঃ এব জাতঃ, যমো জনিত্বঃ—যমঃ জনিষ্যমাণঃ; যাহা কিছু জন্মিয়াছে এবং যাহা কিছু জন্মিবে তাহা সমস্তই অগ্নির আয়ত্ত বলিয়া অগ্নির সহিত অভিন্ন।[৪] জারঃ কনীনাং—জরয়িতা কন্যানাম্ (কন্যাগণের কন্যাত্বের জীর্ণতাসম্পাদক); অগ্নিসন্নিধিতে বিবাহিতা কন্যার কন্যাভাব জীর্ণ অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত হয়—কাজেই অগ্নি কন্যাগণের জার বা জরয়িতা। পতিঃ জনীনাং=পালয়িতা জায়ানাম্ (বিবাহিতা স্ত্রীগণের পালয়িতা) তৎপ্রধানাঃ হি যজ্ঞসংযোগাৎ ভবন্তি (যেহেতু যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন তাহারা অগ্নি-প্রধান অর্থাৎ অগ্নিপরতন্ত্র হইয়া থাকে); যজ্ঞানুষ্ঠানে যজমান পত্নীর সহিত অগ্নিসম্মুখে ব্রতগ্রহণ করেন, ব্রতসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যজমান ও তৎপত্নী অগ্নির অধীন থাকেন—অগ্নি যজমান সহিত তৎপত্নীর পালয়িতা বা রক্ষক হন।

১। যুগপজ্জাতত্বাদ্ যমোঽগ্নিরিত্যুচ্যতে, কেন পুনঃ সহাগ্নির্যুগপজ্জাতঃ ইন্দ্রেণ। কুত এতৎ ? ব্রাহ্মণ-মন্ত্রনিগমাৎ—ব্রাহ্মণং তাবৎ যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৩। যম ইব জাতঃ—এইরূপ পাঠও বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

৪। জাতং জনিষ্যমাণং সৎ কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বমগ্ন্যায়ত্তত্বাদগ্নিরেব (স্কঃ স্বাঃ)।

"বিবাহিতা নারী অগ্নির অর্চ্চনা ও সেবায় সহায়তা করেন, এইজন্য বোধ হয় অগ্নিকে বিবাহিতা নারীর পতি বলা হইয়াছে। কিন্তু সায়ণ এ বিষয়ে একটী আখ্যান লিখিয়াছেন। সোম একজন পুরুষসম্ভোগেচ্ছাবতী স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, বিশ্বাবসু বিবাহসময়ে সেই স্ত্রীকে অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি তাহাকে এক মনুষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন" (রমেশচন্দ্র)।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

তৃতীয়ঃ অগ্নিঃ তে পতিঃ (তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ—ইহা ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪০ মন্ত্রের অংশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রের অনুবাদ এই—"প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।" এতৎসম্পর্কে ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪১ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য—"সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধনপুত্র-সমেত এই নারী আমাকে দিলেন।" রমেশচন্দ্র বলেন—"কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।" 'জারঃ কনীনাম্', 'পতির্জনীনাম্'—ইহারাও যমনামা অগ্নির পৃথিবীস্থানত্বের নিদর্শন।

তং বশ্চরাথা চরন্ত্যা পশ্বাহুত্যা বসত্যা নিবসন্ত্যৌষধাহুত্যা, অস্তং যথা গাব আপ্নুবন্তি তথাপ্নুয়ামেদ্ধং সমিদ্ধং ভোগৈঃ ॥ ৬ ॥

'তং বশ্চরাথা'—এই মন্ত্রে চরাথা = চরন্ত্যা = পশ্বাহুত্যা (চলনশীল অর্থাৎ জঙ্গম পশুরূপ আহুতির সহিত), বসত্যা = নিবসন্ত্যা = ঔষধাহুত্যা (চলনরহিত অর্থাৎ স্থাবর ব্রীহি যবাদিরূপ আহুতির সহিত) অস্তং ন গাবঃ = অস্তং যথা গাবঃ [আপ্নুবন্তি] (গাভীগণ যেরূপ গৃহাভিমুখে গমন করে বা গৃহ প্রাপ্ত হয়—ন = ইব = যথা) তথা বয়ং তং বঃ আপ্নুয়াম (সেইরূপ আমরা তাদৃগ্গুণসম্পন্ন তোমার অভিমুখে যেন গমন করি বা তোমাকে প্রাপ্ত হই—নক্ষন্তে = আপ্নুয়াম)। ইদ্ধং = সমিদ্ধং ভোগৈঃ (ভোগ্য বস্তু সমূহের দ্বারা প্রদীপ্ত সর্ব্ব ভোগ্য বস্তুর প্রভু এবং তৎপ্রদানসমর্থ)।

(১৩) মিত্রঃ ॥

মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়তে । ৭ ॥

মিত্রঃ ('মিত্র' শব্দ) প্রমীতেস্ত্রায়তে (প্রমীতি শব্দপূর্ব্বক ত্রাণার্থক 'ত্রৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। মিত্র = প্রমীতি + ত্রৈ + ক, 'প্রমীতি' শব্দের স্থানে 'মিৎ' আদেশ ; মিত্র প্রমীতি

অর্থাৎ মরণ হইতে সর্বলোকের ত্রাণ করেন বর্ষণের দ্বারা।[১] মরণার্থক 'মী' ধাতু এবং ত্রাণার্থক 'ত্রৈ' ধাতুর যোগে 'মিত্র' শব্দ নিষ্পন্ন—এইরূপ বলিলেও চলে।

সম্মিন্বানো দ্রবতীতি বা ॥ ৮ ॥

সম্মিন্বানঃ দ্রবতি ইতি বা (অথবা, মিত্র জলপ্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলবর্ষণ করিয়া অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন)।[২]

অথবা, প্রক্ষেপণার্থক 'মি' ধাতু এবং গমনার্থক 'দ্রু' ধাতুর যোগে 'মিত্র' শব্দ নিষ্পন্ন—চতুর্দিক্ জলসিক্ত করিয়া মিত্র অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন; বর্ষণকর্তা মিত্র অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা—অন্তরিক্ষলোকেই তাঁহার গতি নিবদ্ধ। 'মিন্বান+দ্রু+ড'—এইরূপে নিষ্পন্ন করিলে 'মিন্বান' শব্দের স্থানে 'মিং' আদেশ হইয়াছে বলিতে হইবে।[৩]

মেদয়তের্বা ॥ ৯ ॥

মেদয়তেঃ বা (অথবা, অন্তর্গতণ্যর্থ 'মিদ্' ধাতু হইতে 'মিত্র' শব্দ নিষ্পন্ন)।

'মিদ্' ধাতু স্নেহনার্থক; মিত্র সর্ববস্তু জলের দ্বারা স্নিগ্ধ করেন।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ১০ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী মিত্রসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। প্রমীতায়রণাত্রায়তে—প্রমীতশব্দস্য মিস্তাবঃ (দেবরাজ); প্রমরণাৎ সর্বলোকং ত্রায়তে বর্ষাধারেণ (দুঃ)।

২। সমন্ততো মিন্বানঃ উদকেন দ্রবতি অন্তরিক্ষলোকে (দুঃ)।

৩। মিন্বানশব্দস্য মিস্তাবঃ দ্রবতেঃ ডপ্রত্যয়ান্তস্য ত্রভাবঃ (দেবরাজ)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥

(ঋ ৩।৫৯।১)

মিত্রঃ (মিত্র) ব্রুবাণঃ (মেঘধ্বনি উৎপন্ন করিয়া) জনান্ (জনগণকে) যাতয়তি (কৃষ্যাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন),[১] মিত্রঃ (মিত্র) পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ (পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোক) দাধার (ধারণ করেন), মিত্রঃ (মিত্র) অনিমিষা (অনিমেষ নেত্রে) কৃষ্টীঃ অভিচষ্টে[২] (লোকসমূহের দিকে চাহিয়া আছেন), মিত্রায় (মিত্রের উদ্দেশে) ঘৃতবৎ হব্যং (ঘৃতমিশ্রিত হব্য) জুহোত (প্রদান কর)।

মিত্র মেঘগর্জ্জনের দ্বারা বর্ষণ সূচনা করিয়া কৃষকগণকে কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত বা প্রযত্নবান্ করেন ; মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন করিয়া এবং দ্যুলোক ধারণ করেন শস্যসম্পৎশালিনী পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রোৎসাহিত করিয়া।[৩] মিত্র লোকসমূহের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন তাহাদের উপকার বিধানের নিমিত্ত ; ঈদৃশ মিত্রের প্রতি ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।

মিত্রো জনান্ যাতয়তি প্রব্রুবাণঃ শব্দং কুর্ব্বন্, মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষন্নভিপশ্যতীতি ॥ ২ ॥

ব্রুবাণঃ — প্রব্রুবাণঃ — শব্দং কুর্ব্বন্ (মেঘগর্জ্জন জন্মাইয়া), মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ (মিত্রই পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন—দাধার — ধারয়তি, পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ — পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ); মিত্রঃ কৃষ্টীঃ অনিমিষন্ অভিপশ্যতি (মিত্র মনুষ্যগণকে নিমেষ না ফেলিয়া অর্থাৎ পলকহীন নেত্রে দর্শন করিতেছেন —অনিমিষা = অনিমিষন্, অভিচষ্টে = অভিপশ্যতি)।

কৃষ্টয় ইতি মনুষ্যনাম কর্ম্মবন্তো ভবন্তি বিকৃষ্টদেহা বা ॥ ৩ ॥

কৃষ্টয়ঃ ইতি মনুষ্যনাম (কৃষ্টি মনুষ্যনাম—'কৃষ্টি' শব্দ ও 'মনুষ্য' শব্দ সমানার্থক) কর্ম্মবন্তঃ ভবন্তি (মনুষ্য কর্ম্মবিশিষ্ট হয়) বিকৃষ্টদেহাঃ বা (অথবা, মনুষ্য বিকৃষ্টদেহ হয়)।

১। কৃষ্যাদিষু প্রবর্ত্তয়তি (দুঃ), প্রযত্নং কারয়তি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অভিচষ্টে পশ্যতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অন্নং যাগঞ্চ জনয়ন্ (স্কঃ স্বাঃ)।

7—1815B—IV

কৃষ্টিশব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্টি=মনুষ্য (নিঘ ২।৩)—কৃষ্ট শব্দের উত্তর মত্বর্থে 'ই' প্রত্যয়ে কৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন। কৃষ্ট শব্দের অর্থ কর্ষণ কিন্তু এখানে সামান্যতঃ কর্ম্মমাত্রকেই বুঝাইতেছে; মনুষ্য কর্ম্মবান্ বা কর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বদাই কর্ম্মরত—'নৈব কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ' (মহা. ভা. ভী. প. ২৬।৫)। অথবা, কৃষ্ট শব্দের অর্থ বিকৃষ্টদেহ; মনুষ্যমাত্রই বিকৃষ্টদেহসম্পন্ন অর্থাৎ সকল মনুষ্যই দেহ ইচ্ছানুসারে প্রসারিত করিতে পারে, সকলেরই দেহ নানাভাবে কণ্ডূয়নাদি অভিলষিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সমর্থ।[১] লক্ষ্মণস্বরূপের মতে বিকৃষ্টদেহাঃ=দীর্ঘদেহসম্পন্ন।

মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোতেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

মিত্রায় হব্যং ঘৃতবৎ জুহোত ইতি ব্যাখ্যাতম্—'মিত্রায় হব্যং ঘৃতবৎ……' ইহার অর্থ সুস্পষ্ট, পাঠের দ্বারাই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়, ইহা ব্যাখ্যাতবৎ—ইহার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।[২]

জুহোতির্দানকর্ম্মা ॥ ৫ ॥

জুহোতিঃ দানকর্ম্মা ('হু' ধাতু দানার্থক)—জুহোত=প্রদান কর।

(১৪) কঃ।

কঃ কমনো বা ক্রমণো বা সুখো বা ॥ ৬ ॥

'ক' দেবতা; ক নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। (১) কঃ কমনঃ বা (কামনার্থক 'কম্' ধাতু হইতে 'ক' শব্দ নিষ্পন্ন—'প্রজাপতিরকাময়ত' এই শ্রুতি হইতে প্রজাপতির বহুকামত্ব অবগত হওয়া যায়; বহুকাম বলিয়াই প্রজাপতি ক (২) ক্রমণঃ বা (অথবা, পাদবিক্ষেপার্থক 'ক্রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মধ্যমস্থান দেবতা ক অর্থাৎ প্রজাপতি অন্তরিক্ষে ক্রমণ বা চলাফেরা করেন) (৩) সুখঃ বা (অথবা, ক-শব্দের অর্থ সুখ, সুখস্বরূপ বা বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা সুখকর বলিয়া প্রজাপতি ক)। প্রজাপতির 'ক' নাম সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।১০ দ্রষ্টব্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'ক'-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিবিধং কৃষ্টো বিক্ষিপ্তঃ পরিকণ্ডূয়নাদ্যভিলষিতক্রিয়ানুষ্ঠানসমর্থো দেহো যেষাম্ (স্কঃ স্বাঃ), মনুষ্যাস্তু কামকারতঃ প্রসারয়ন্ত্যঙ্গানি—স তেষাং বিকর্ষো দেহস্য (দুঃ)।

২। ব্যাখ্যাতঃ স্বনিগদব্যাখ্যাতমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১২১।১, শুক্লযজুঃ ১৩।৪, ২৩।১, ২৫।১০)

হিরণ্যগর্ভঃ অগ্রে সমবর্ত্তত (হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত বা প্রকট হইয়াছিলেন), জাতঃ (জন্মিবা মাত্রই) ভূতস্য একঃ পতিঃ আসীৎ (সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন), পৃথিবীং (অন্তরিক্ষলোককে)[১] সঃ (তিনি) দ্যাম্ (দ্যুলোককে) উত ইমাং (এবং এই ভূলোককে) দাধার (ধারণ করিতেছেন), কস্মৈ দেবায় (ক অর্থাৎ প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে) হবিষা বিধেম (হবিঃপ্রদান করিব)।

হিরণ্যগর্ভের অধীন বৃষ্টি এবং বৃষ্টির অধীন সর্ব্বজগৎ; কাজেই হিরণ্যগর্ভের সমুদ্ভব সর্ব্বপ্রথমে। কস্মৈ দেবায়—ক অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতাকে; কস্মৈ=কায় (ক শব্দের চতুর্থীর একবচন)[২]—কায় ইতি প্রাপ্তে—স্মৈ আদেশশ্ছান্দসঃ (উবট)। প্রজাপতি ত্রিলোক ধারণ করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা অন্ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান জন্মাইয়া।[৩]

হিরণ্যগর্ভো হিরণ্ময়ো গর্ভো হিরণ্ময়ো গর্ভোঽস্যেতি বা ॥ ২ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ—হিরণ্ময়ঃ গর্ভঃ (কর্ম্মধারয় সমাস)—এই দেবতা জ্যোতির্ম্ময় বা বিজ্ঞানময় গর্ভ অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তঃসঞ্চারী বা অন্তঃপ্রকাশক;[৪] অথবা, হিরণ্যগর্ভঃ—হিরণ্ময়ঃ গর্ভঃ অস্য—এই দেবতার গর্ভ বা প্রকৃতি (কারণ) হিরণ্ময় অর্থাৎ সুনির্ম্মল বা সর্ব্বপ্রকারবিশেষবর্জ্জিত পরমাত্মা;[৫] যাঁহার গর্ভ বা অন্তঃসঞ্চারী দেবতা অর্থাৎ প্রাণ বা জীবাত্মা হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়)—এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। হিরণ্যগর্ভের সমুৎপত্তি স্বর্ণময় অণ্ড হইতে (মনু ১।৯ দ্রষ্টব্য)।

গর্ভো গৃভেগৃর্ণাত্যর্থে, গিরত্যনর্থানিতি বা ॥ ৩ ॥

গর্ভঃ (গর্ভশব্দ) গৃণাত্যর্থে [বর্ত্তমানস্য] গৃভেঃ (স্তুত্যর্থে বর্ত্তমান 'গৃভ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) বা (অথবা) গিরতি অনর্থান্ ইতি (নিগরণার্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—গর্ভ অনর্থ নিগরণ বা নাশ করে)।

১। পৃথিবী—অন্তরিক্ষ (নিঘ ১।৩); পৃথিবীমিত্যন্তরিক্ষনাম দ্যাং দ্যুলোকমুতেমামিমাঞ্চ পৃথিবীম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। স্কন্দস্বামী ও দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৩। বৃষ্টিদ্বারেণান্নং যাগাংশ্চ জনয়ন্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। হিরণ্ময়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ গর্ভঃ সর্ব্বভূতানাং তৎভূতত্বাদন্তঃপ্রকাশত্ব (দুঃ)।

৫। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

গর্ভশব্দের অর্থ সর্বভূতের অন্তঃসঞ্চারী দেবতা অর্থাৎ প্রাণবায়ু বা জীবাত্মা—যাহা স্তুতিযোগ্য এবং অনর্থ নিবারক।

যদা হি স্ত্রী গুণান্ গৃহ্ণাতি গুণাশ্চাস্যা গৃহ্যন্তেঽথ গর্ভো ভবতি ॥ ৪ ॥

যদা হি (যখন) স্ত্রী গুণান্ গৃহ্ণাতি (পুরুষের শুক্ররূপ গুণ স্ত্রী গ্রহণ করে) গুণাশ্চ অস্যাঃ গৃহ্যন্তে (এবং ইহার শোণিতরূপ গুণও পুরুষবীজ অর্থাৎ শুক্রের দ্বারা—গৃহীত হয়) অথ গর্ভঃ ভবতি (তখনই গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে)। অথবা, যদা হি (যখন) স্ত্রী গুণান্ গৃহ্ণাতি (প্রেমবশতঃ পুরুষের গুণ গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার গুণানুরাগিণী হয়) গুণাশ্চ অস্যাঃ গৃহ্যন্তে (পুরুষকর্তৃকও প্রেমবশতঃ ইহার গুণ গৃহীত হয়) অথ গর্ভঃ ভবতি (তখন ইতরেতরানুরাগজনিত প্রমোদে গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে)।

স্ত্রী গর্ভের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ এই যে, ইহা গ্রহণার্থক 'গ্রহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্ত্রী গ্রহণ করে পুরুষের শুক্র এবং শুক্র গ্রহণ করে অর্থাৎ নিজের সহিত মিশ্রিত করে স্ত্রী-শোণিত;[১] ইহাতেই হয় গর্ভোৎপত্তি। গুণশব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরের গুণ গ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়; অনুরাগ বা প্রীতি হইতে হয় প্রমোদ, প্রমোদের ফল গর্ভোৎপত্তি।

সমভবদগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকো বভূব, স ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ ॥ ৫ ॥

সমবর্তত = সমভবৎ (সম্ভূত বা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন); আসীৎ = বভূব; দাধার = ধারয়তি—পৃথিবীং দ্যাম্ উত ইমাম্ = পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ [উত ইমাং চ] পৃথিবী অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোককে, দ্যুলোককে এবং এই ভূলোককে)।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৬ ॥

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ইতি ব্যাখ্যাতম্—'কস্মৈ দেবায়' ইত্যাদির অর্থ সুস্পষ্ট, ইহা ব্যাখ্যাতবৎ; পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়—ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

বিধতির্দানকর্ম্মা ॥ ৭ ॥

বিধতিঃ দানকর্ম্মা ('বিধ্' ধাতু দানার্থক); নিঘণ্টুতে (৩।৫) 'বিধ্' ধাতু পরিচরণার্থক।

১। পুরুষবীজেন গৃহ্যন্তে আত্মনা মিশ্রীক্রিয়ন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

(১০) সরস্বান্ ॥

সরস্বান্ ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

সরস্বান্ ব্যাখ্যাতঃ—'সরস্বান্' ব্যাখ্যাত হইয়াছে সরস্বতী শব্দের দ্বারা (নির্ ৯।২৬।৬ দ্রষ্টব্য); সরস্বতী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সরস্বান্ পুংলিঙ্গ—এইমাত্র বিশেষ।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি 'সরস্বান্' দেবতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যে তে সরস্বন্নূর্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চ্যুতঃ।
তেভির্নোঽবিতা ভব ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৯৬।৫)

সরস্বন্ (হে সরস্বন্) যে তে ঊর্ময়ঃ (তোমার যে ঊর্মি অর্থাৎ মেঘসমূহ) মধুমন্তঃ (জলবিশিষ্ট) [এবং] ঘৃতশ্চ্যুতঃ (জলপ্রক্ষরণ অর্থাৎ জলবর্ষণকারী) তেভিঃ (তাহাদের দ্বারা) নঃ (আমাদের) অবিতা ভব (রক্ষক হও)।

মধু এবং ঘৃত শব্দ উভয়েই জলবাচী (নিঘ ১।১২)।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা—এই ঋক্‌টীর অর্থ সুস্পষ্ট, পাঠের দ্বারাই বোধগম্য হয়; কাজেই ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

(১৬) বিশ্বকর্ম্মা।

বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বস্ত কর্ত্তা ॥ ১ ॥

বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বস্ত কর্ত্তা—বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বসৃষ্টিকারক।

যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা সৃষ্ট হইতেছে এবং যাহা সৃষ্ট হইবে, সকলেরই কর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা—বিশ্বকরণাৎ বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মা—মধ্যস্থান বায়ু; সর্ব্ববিধ চেষ্টা বায়ুাত্মক বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাই সর্ব্বসৃষ্টির কর্ত্তা।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বকর্ম্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮২।২, শুক্ল-যজুঃ ১৭।২৬)

বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) বিমনাঃ (বৃহৎমনাঃ—অপ্রতিহতপ্রজ্ঞান) আৎ বিহায়াঃ (এবং আকাশবৎ মহান্) ধাতা (সর্ব্বভূতস্রষ্টা) বিধাতা (স্থিতি-বিধানকর্ত্তা) পরমোত সংদৃক (পরমা উত—পরমঃ উত[1] সংদৃক্—অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বভূতের প্রকৃষ্ট অবলোকনকর্ত্তা); তেষাম্ (ভূতনিবহের মধ্যে) [যানি] ইষ্টানি (যাহারা বিশ্বকর্ম্মার প্রিয়) [তানি] (তাহারা) সম্ ইষা মদন্তি (ইষা সংমদন্তি—আদিত্যমণ্ডলস্থ উদকের সহিত প্রমুদিত হয় অর্থাৎ আনন্দ সহকারে বিচরণ করে—অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়),[2] যত্রা (যত্র—যে আদিত্যমণ্ডলে) সপ্ত ঋষীন্—পরঃ [উদকমণ্ডলং চ] (সপ্তঋষয়ঃ পরঃ উদকমণ্ডলং চ—সপ্তসংখ্যক ঋষি অর্থাৎ রশ্মি, অধিদেবতা আদিত্য এবং উদকমণ্ডল, এই সকলকে)[3] একম্ আহুঃ (তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এক অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া অভিহিত করেন)।[4]

বিশ্বকর্ম্মা বিভূতমনা ব্যাপ্তা ধাতা বিধাতা চ পরমশ্চ সন্দ্রষ্টা ভূতানাম্, তেষামিষ্টানি বা কান্তানি বা, ক্রান্তানি বা, গতানি বা মতানি বা নতানি বাদ্ভিঃ সহ সম্মোদন্তে ॥ ২ ॥

বিমনাঃ[5] =বিভূতমনাঃ (বৃহৎমনাঃ বিশ্বভূতমনাঃ—যাঁহার মন বিভূত বা বৃহৎ, সমস্ত বিশ্বই যাঁহার মনঃস্বরূপ অর্থাৎ যিনি অপ্রতিহতপ্রজ্ঞান), বিহায়াঃ—ব্যাপ্তা অর্থাৎ ব্যাপক[6] বা মহান্, পরমোত সন্দৃক—পরমশ্চ সন্দ্রষ্টা ভূতানাম্ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বভূতের সম্যক্ অবলোকয়িতা)। তেষাং [ভূতানাং মধ্যে] (সেই ভূতসমূহের মধ্যে) ইষ্টানি (যাঁহারা

১। পরমঃ সর্ব্বেভ্যো উৎকৃষ্ট বিতর্কেরাকারঃ (উবট)।

২। আদিত্যস্থ পূর্ব্বস্থিতেনোদকেন সহ সমিষা মদন্তি সহ মোদন্তে একীভবন্তি (সঃ ভাঃ)।

৩। যত্র রশ্মিরাদিত্যমণ্ডলে সপ্তর্ষীন্ ঋষিশব্দেনাত্র দর্শনাস্তস্য উচ্যন্তে, প্রথমার্থে দ্বিতীয়া, সপ্তসংখ্যাকা ঋষয়ো রশ্ময়ঃ পরঃ পরস্তাদধিষ্ঠাতা আদিত্যঃ, তচ্চৈতৎ সর্ব্বমুদকমণ্ডলং রশ্মীন্ পরত্বাদিত্যমেকমবিভক্তমাহুঃ (স্কঃ ভাঃ); সপ্তঋষীন্—সপ্তাভাব 'ঋত্যকঃ' (পাঃ ৬।১।১২৮) সূত্রানুসারে।

৪। মহীধরের ব্যাখ্যা—পরেণ বিশ্বকর্ম্মণা সহ একমাহুঃ একীভূতান বুধা বদন্তি।

৫। বিশিষ্টং মনো যস্য স তথা বিভূতমনাঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ (মহীধর)।

৬। নস্তোবদ্ ব্যাপকঃ (মহীধর)।

বিশ্বকর্ম্মার প্রিয়)—ইষ্টানি=প্রিয়াণি; অথবা—ইষ্টানি=কান্তানি (যাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার অভীপ্সিত) অথবা—ইষ্টানি=ক্রান্তানি (যাঁহারা ক্রান্ত অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণে অন্যকে অতিক্রম করিয়াছেন), অথবা ইষ্টানি=গতানি (যাঁহারা পরমাত্মসংগত), অথবা—ইষ্টানি=মতানি (অভিমতানি—যাঁহারা দানদমদয়াদিগুণ নিবন্ধন পরমেশ্বরের অভিমত) অথবা—ইষ্টানি=নতানি (যাঁহারা ভক্তিনত—উপাসনাদি দ্বারা যাঁহারা দুরিত ক্ষয় করিয়াছেন) [তাঁহারা] সমিধা মদন্তি (সম্ ইষা মদন্তি—ইষা সংমদন্তি=অদ্ভিঃ সহ সম্মোদন্তে—আদিত্য-মণ্ডলস্থ উদকের সহিত আনন্দে বিচরণ করেন; ইষা=অদ্ভিঃ,[১] সংমদন্তি=সম্মোদন্তে)।

বিশ্বকর্ম্মা যাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, ভক্তগণই তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত; ভক্তিসহকারে বিশ্বকর্ম্মা স্তব্য—ইহাই তাৎপর্য্য।

যত্রৈতানি সপ্ত ঋষীণানি জ্যোতীংষি তেভ্যঃ পর আদিত্যঃ,
তান্যেতস্মিন্নেকং ভবন্তি ॥ ৩ ॥

যত্র এতানি সপ্ত ঋষীণানি জ্যোতীংষি (যত্র আদিত্যমণ্ডলে এই রসাকর্ষক অথবা দ্রষ্টৃভূত[২] সপ্তজ্যোতি অর্থাৎ রশ্মি) তেভ্যঃ পরঃ আদিত্যঃ (তাহাদের পরস্থিত দেবতা আদিত্য)—তানি (এই সমস্ত) এতস্মিন্ একং ভবন্তি (এই বিশ্বকর্ম্মাতে এক অর্থাৎ অবিভক্ত হয়—বিশ্বকর্ম্মার সহিত ইহারা একীভূত হয়); সপ্ত ঋষীন্—সপ্ত ঋষীণানি জ্যোতীংষি; ঋষি (দ্রষ্টা) শব্দের নপুংসক লিঙ্গের রূপ ঋষীণ।

আদিত্যমণ্ডলে সপ্তরশ্মি এবং তৎপর অর্থাৎ তদপেক্ষায় সূক্ষ্ম আদিত্য দেবতা বিশ্বকর্ম্মার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করেন।

ইত্যধিদৈবকম্ ॥ ৪ ॥

ইতি অধিদৈবকম্—ইহা অধিদৈবত; মন্ত্রের এই যে ব্যাখ্যা করা হইল, ইহা দেবতাধিকারে অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার দেবতাত্ব স্বীকার করিয়া।

অথাধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥

অথ অধ্যাত্মম্—তৎপরে অধ্যাত্ম; মন্ত্রের এখন যে ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা আত্মাধিকারে অর্থাৎ 'বিশ্বকর্ম্মা আত্মা' ইহা স্বীকার করিয়া।

বিশ্বকর্ম্মা বিভূতমনা ব্যাপ্তা ধাতা চ বিধাতা চ পরমশ্চ সন্দর্শয়িতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৬ ॥

বিশ্বকর্ম্মা (পরমাত্মা) বিমনাঃ=বিভূতমনাঃ (জ্ঞানস্বরূপ—সর্ব্বপ্রজ্ঞান) আৎ বিহায়াঃ=অপি চ ব্যাপ্তা (এবং সর্ব্বব্যাপক), ধাতা চ বিধাতা চ (স্রষ্টা এবং বিধাতা

১। উবট এবং মহীধরের মতে ইষা=অন্নেন; নিঘণ্টুতেও 'ইষ্' শব্দ অন্নবাচী।

২। যত্র এতানি সপ্তর্ষীণানি রসানামাকর্ষণানি দ্রষ্টৄণি বা রশ্মীন্ (দুঃ)।

8—1845 B—IV

অর্থাৎ বিশেষরূপে ধারয়িতা) পরমশ্চ (এবং উৎকৃষ্ট) সন্দর্শয়িতা ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়-সমূহের যে-বিষয়দর্শন তৎকর্তা—ইন্দ্রিয়কর্তৃক বিষয়ের যে সম্যক্ জ্ঞান হয় তাহা আত্মার অধীন)।

এষামিষ্টানি বা কান্তানি বা ক্রান্তানি বা গতানি বা মতানি বা নতানি বান্নেন সহ সম্মোদন্তে ॥ ৭ ॥

এষাম্ (এই ইন্দ্রিয়সমূহের) ইষ্টানি (অভীপ্সিত শব্দস্পর্শাদি এবং সুখাদি বিষয়) অন্নেন সহ (অন্নের অর্থাৎ অন্নভূত যোগ্য শরীরের সহিত)[১] সম্মোদন্তে (সংমুদিত হয়—আনন্দে বিচরণ করে অর্থাৎ একীভূত হয়)।

ইষ্ট শব্দটি 'ইষ্'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'ইষ্' ধাতুর অর্থ ইচ্ছা এবং গতি—ইচ্ছার্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইষ্ট-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে কান্ত এবং মত শব্দ এবং গত্যর্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইষ্ট শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে ক্রান্ত, গত এবং নত শব্দ। ইন্দ্রিয়ের অভীপ্সিত বা ইন্দ্রিয়গত শব্দ স্পর্শ সুখ প্রভৃতি বিষয় অন্নরসভূত শরীরের সহিত প্রমুদিত বা একত্ব প্রাপ্ত হয়। ইবা=অন্নেন (নিঘ ২।৭ দ্রষ্টব্য)।

যত্রেমানি সপ্ত ঋষীণানীন্দ্রিয়াণ্যেভ্যঃ পর আত্মা, তান্যেতস্মিন্নেকং ভবন্তীত্যাত্মগতিমাচষ্টে ॥ ৮ ॥

যত্র (যথায় অর্থাৎ যে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবাত্মায়)[২] ইমানি সপ্ত ঋষীণানি ইন্দ্রিয়াণি (অর্থ প্রকাশক এই সপ্তসংখ্যক ইন্দ্রিয়) এভ্যঃ পরঃ আত্মা (ইন্দ্রিয়সমূহের পরস্থিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি)—তানি (ইহারা—মন বুদ্ধি এবং জীবাত্মা) এতস্মিন্ (ইঁহাতে অর্থাৎ বিশ্বকর্মায়—পরমাত্মাতে) একং ভবন্তি (একীভূত হয়); ইতি আত্মগতিম্ আচষ্টে (এইভাবে জীবাত্মার গতি বলিতেছেন)।

বিশ্বকর্মা পরমাত্মা অবিকার—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ক্ষেত্রজ্ঞ এতৎসমস্তই তাহার বিকার, তিনিই এই সমস্তের কারণ; ব্রহ্মবিদগণ জগৎকে পরমাত্মা হইতে অবিভক্ত বা অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন।* জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অবিভক্ত বা অভিন্ন—এই উক্তির দ্বারা জীবাত্মার গতি (course) বর্ণিত হইল। আত্মগতি শব্দের অর্থ স্কন্দস্বামী করিয়াছেন আত্মাবগমন (নির্ ১২.৩৮ দ্রষ্টব্য)।

১। ইবা অন্নভূতেন শরীরেণ যোগোনেত্যভিপ্রায়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। যত্র ক্ষেত্রজ্ঞে (স্কঃ স্বাঃ), যত্র বুদ্ধৌ (দুঃ)।

*। জগতঃ কারণভূতঃ পরমাত্মা অবিকারঃ…ক্ষেত্রজ্ঞস্ত তদ্বিকারত্বাৎ তদেকমাত্রঃ, যচ্চৈতৎসর্বমবিভক্ত-মাহুর্ব্রহ্মবিদঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

তত্রেতিহাসমাচক্ষতে—বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনঃ সর্ব্বমেধে সর্ব্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার। স আত্মানমপ্যন্ততো জুহবাঞ্চকার। তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি—'য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বৎ' (ঋ ১০।৮১।১, শুক্ল-যজুঃ ১৭।১৭) ইতি ॥ ৯ ॥

তত্র ইতিহাসম্ আচক্ষতে (আত্মবিদ্গণ এই বিষয়ে ইতিহাস বলিয়া থাকেন); ভৌবনঃ বিশ্বকর্ম্মা (ভুবনপুত্র বিশ্বকর্ম্মা) সর্ব্বমেধে (সর্ব্বমেধ যজ্ঞে) সর্ব্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার (সর্ব্বভূত আহুতিরূপে প্রদান করিয়াছিলেন) অন্ততঃ (সর্ব্বশেষে) স আত্মানম্ অপি জুহবাঞ্চকার (তিনি নিজেকেও আহুতি দিয়াছিলেন); তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি (তদর্থপ্রকাশক এই ঋক্‌টী হইতেছে)—স ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বৎ...... (তিনি এই বিশ্ব ভুবনকে অর্থাৎ ভূত নিবহকে আহুতি প্রদান করিয়া......)।[১]

তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায় ॥ ১০ ॥

উত্তরা (পরবর্ত্তী ঋক্‌টী) তস্য ভূয়সা নির্ব্বচনায় (এতদর্থের প্রভূত বা অধিকতর স্পষ্ট নির্ব্বচনের নিমিত্ত হইতেছে)।

যে ঋক্‌টী পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে এই বিষয়টী আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। জুহ্বৎ সংহরন্ সন্ (মহীধর) যথাশাস্ত্রমগ্নৌ প্রক্ষিপন্ (স্ক: স্বা:); উবটের মতে—সর্ব্বভূতকে আত্ম-স্বরূপে দর্শন করিয়া (সর্ব্বাণি ভূতজাতানি আত্মনি জুহ্বৎ আত্মত্বেন পশ্যন্)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস[1] ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮১।৬, শুক্ল-যজুঃ ১৭।২২)

বিশ্বকর্ম্মন্ (হে বিশ্বকর্ম্মন্) হবিষা বাবৃধানঃ (নিজেকে হবির দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া অর্থাৎ সংহৃষ্ট হইয়া) পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ (পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোককে) স্বয়ং যজস্ব (নিজে যজন কর অর্থাৎ আহুতিরূপে প্রক্ষিপ্ত কর) অন্যে অভিতঃ জনাসঃ (চতুর্দ্দিকের শত্রুভূত জনসমূহ) মুহ্যন্তু (মোহপ্রাপ্ত হউক), সূরিঃ (প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ অপ্রতিহত-জ্ঞান) মঘবা (ইন্দ্র) ইহ (এই যজ্ঞে) অস্মাকং অস্তু (আমাদের হউন); অথবা, মঘবা (ইন্দ্র) ইহ (এই যজ্ঞে) অস্মাকং সূরিঃ অস্তু (আমাদের পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানোপদেষ্টা হউন)।[2]

পৃথিবীম্ উত দ্যাম্—পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোককে অর্থাৎ এতদুভয়লোকাশ্রিত ভূতসমূহকে।[3]

বিশ্বকর্ম্মন্ হবিষা বর্দ্ধয়মানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাঃ সপত্নাঃ, ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু প্রজ্ঞাতা ॥ ২ ॥

বাবৃধানঃ—বর্দ্ধয়মানঃ (নিজেকে বর্দ্ধিত করিয়া অর্থাৎ সঞ্জাতহর্ষ হইয়া);[4] পৃথিবীম্ উত দ্যাম্—পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ (পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোককে); অন্যে অভিতঃ জনাসঃ—অন্যে অভিতঃ জনাঃ সপত্নাঃ (চতুর্দ্দিকের অন্য জনসমূহ অর্থাৎ শত্রুসমূহ); সূরিঃ—প্রজ্ঞাতা (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বত্র অপ্রতিহতপ্রজ্ঞান)।

(১৭) তার্ক্ষ্যঃ।

তার্ক্ষ্যস্ত্বষ্ট্রা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

তার্ক্ষ্যঃ ত্বষ্ট্রা ব্যাখ্যাতঃ (তার্ক্ষ্য শব্দ ত্বষ্টৃ শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

তার্ক্ষ্য—ত্বষ্টা; ত্বষ্টৃ শব্দের নির্ব্বচন ও অর্থ সম্বন্ধে নিরু ৮।১৩।৩ এবং নিরু ৮।১৪।৩-৪ দ্রষ্টব্য)।

১। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের পাঠ 'সপত্নাঃ'।

২। সূরিঃ পণ্ডিতঃ অস্তু আত্মজ্ঞানোপদেশকঃ (উবট এবং মহীধর)।

৩। পৃথিবীঃ পৃথিব্যাশ্রয়াণি ভূতানি উত দ্যামপি চ দ্যুলোকাশ্রয়াণি ভূতানি (উবট)।

৪। বর্দ্ধয়মানঃ উপজাতহর্ষঃ সন্ (উবট)।

তীর্ণে অন্তরিক্ষে ক্ষিয়তি, তূর্ণমর্থং ক্ষরতি[১], অশ্নোতের্বা ॥ ৪ ॥

বা (অথবা), তার্ক্ষ্য শব্দ (১) 'তৃ' ধাতু—যাহা হইতে তীর্ণ শব্দ হইয়াছে এবং নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন (বিস্তৃত অন্তরিক্ষে নিবসতি করে) (২) 'ত্বর্' ধাতু—যাহা হইতে তূর্ণ শব্দ হইয়াছে এবং ক্ষরণার্থক 'ক্ষর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (শীঘ্র শীঘ্র জলাখ্য পদার্থ ক্ষরিত করে)[২] (৩) *'ত্বর্' ধাতু এবং ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (ত্বরায় ব্যাপনীয় পদার্থ ব্যাপ্ত করে—তম ব্যাপ্ত করে)।[৩]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা তার্ক্ষ্যসম্বন্ধে)।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অনেক পুস্তকেই 'রক্ষতি' পাঠ দৃষ্ট হয়, দুর্গাচার্য্যও রক্ষতি পাঠই স্বীকার করিয়াছেন। স্কন্দস্বামি-সম্মত পাঠ ক্ষরতি ; এই পাঠই ভাল বলিয়া মনে হয়।

২। তূর্ণং বার্যমুদকাখ্যং ক্ষরতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অশ্নুতে বা তমঃ (দেবরাজযজ্বা)।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ত্যমূষু বাজিনং দেবজূতং সহাবানং তরুতারং রথানাম্।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৭৮।১)

সুবাজিনং (প্রভূত অন্নশালী) দেবজূতং (দেবগত অর্থাৎ দেবগণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত[1] অথবা দেবগণের সহিত প্রীতিসম্পন্ন) সহাবানং (বলবান্) রথানাং (গতিশীল ভূতসমূহের) তরুতারম্ (তারয়িতা অর্থাৎ পরিচালক) অরিষ্টনেমিং (অহিংসিতবজ্র বা অপ্রতিহতবজ্র) পৃতনাজম্ (পৃতনা অর্থাৎ সেনা বা সংগ্রামসমূহের জেতা) আশুং (শীঘ্রগামী) ত্যং (সেই) তার্ক্ষ্যম্ (তার্ক্ষ্যকে) স্বস্তয়ে (কল্যাণকামনায়) ইহা (ইহ—এইস্থলে—যজ্ঞে) হুবেম (আহ্বান করিতেছি)।

তং ভৃশমন্নবন্তম্, জূতির্গতিঃ প্রীতির্বা, দেবজূতং দেবগতং দেবপ্রীতং বা ॥ ২ ॥

ত্যং=তম্; সুবাজিনং—ভৃশমন্নবন্তম্ (প্রভূত অন্নসম্পন্ন—বাজ শব্দের অর্থ অন্ন—নিঘ ২।৭); দেবজূতং—দেবগতম্ (দেবগণের দ্বারা জ্ঞাত—শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত) বা (অথবা) দেবজূতং=দেবপ্রীতম্ (দেবগণের সহিত প্রীতিসম্পন্ন)—জূতিঃ গতিঃ প্রীতির্বা (জূতি শব্দের অর্থ গতি অথবা প্রীতি; কাজেই, জূত=গত অথবা প্রীত)।

সহস্বন্তং তারয়িতারং রথানাম্ অরিষ্টনেমিং পৃতনাজিতমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহ হ্বয়েম ॥ ৩ ॥

সহাবানং=সহস্বন্তম্[2] (বলবান্—'সহস্' শব্দের অর্থ বল—নিঘ ২।৯); তারয়িতারম্ রথানাম্ (রথ অর্থাৎ গমনশীল ভূতসমূহের পরিচালয়িতা)।[3] পৃতনাজং—পৃতনাজিতম্ (পৃতনাজিৎ অর্থাৎ সেনা বা সংগ্রামসমূহের বিজেতা);[4] হুবেম=হ্বয়েম (আহ্বান করিতেছি)।[5]

কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ৪ ॥

কম্ অন্যং মধ্যমাৎ (মধ্যমব্যতিরিক্ত আর কাহাকে) এবম্ অবক্ষ্যৎ (ঋষি এইরূপ বলিতে পারেন)?

১। দেবৈর্গতং, পরত্বেন জ্ঞাতং বা পরোহয়মস্মাকমিতি (দুঃ)।

২। সহো বলং তেন তদ্বন্তম্ (দুঃ)।

৩। রথানাং রংহিতৃণাং ভূতানাং গতিমতাং গময়িতার মেতাগিঃ (দুঃ)।

৪। পৃতনা+জি+ড; পৃতনানাং সংগ্রামাণাং জেতারম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। আহ্বয়ামহে (দুঃ)।

অসামান্য বলবত্তা মধ্যস্থান-দেবতার লক্ষণ ; মধ্যস্থান-দেবতা সকল প্রকারের সাহসিক কর্ম করিয়া থাকেন। তার্ক্ষ্য ঈদৃশ গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—কাজেই তিনি মধ্যম বা মধ্যস্থান-দেবতা।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ যে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাও এই তার্ক্ষ্যদেবতা সম্বন্ধে)।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরন্তে যুবতিং ন শর্য্যাম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৭৮।৩)

[তার্ক্ষ্যদেবতা] সদ্যঃ চিৎ (মাত্র অতীতকালে নহে, বর্ত্তমানকালেও)[1] যঃ (যিনি) শবসা (বলের দ্বারা) পঞ্চকৃষ্টীঃ [প্রতি] (নিষাদপঞ্চম পঞ্চ মনুষ্যজাতির প্রতি) অপঃ ততান (বৃষ্টিবারি বিস্তারিত—বিকীর্ণ বা পাতিত করেন), সূর্য্য ইব জ্যোতিষা (সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিঃ[2]—সূর্য্য যেরূপ জ্যোতি বিস্তার বা বিকিরণ করেন); অস্য রংহিঃ (ইঁহার গতি) সহস্রসাঃ শতসাঃ (শতসংখ্যক, সহস্রসংখ্যক মেঘের ভজনা করে), ন স্মা[3] বরন্তে (কেহই এই গতি প্রতিরোধ করিতে পারেনা)—যুবতিং ন শর্য্যাম্ (লক্ষ্যের অর্থাৎ শত্রু-শরীরের সহিত মিশ্রণোন্মুখ শরময়ী ইষুর ন্যায়)।

সহস্রসাঃ শতসাঃ—সহস্র এবং শত শব্দপূর্ব্বক সম্ভজনার্থক 'সন্' ধাতুর উত্তর বিট্ প্রত্যয়ে সহস্রসন্ শতসন্ (পাঃ ৩।২।৬৭)—তৎপরে পাঃ ৬।৪।৪১ সূত্রানুসারে অন্ত্য 'ন্' স্থানে আকার; সহস্রসা ও শতসা শব্দ বিশ্বপা শব্দের ন্যায়—প্রথমার একবচনে (রংহিঃ পদের বিশেষণ) সহস্রসাঃ, শতসাঃ। অর্থ—সহস্রসংখ্যক এবং শতসংখ্যক অর্থাৎ অসংখ্য মেঘ খণ্ডের সংভক্ত্রী; মধ্যমদেবতা তার্ক্ষ্যের গতি অসংখ্য মেঘখণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত—অসংখ্য মেঘখণ্ড বিদীর্ণ করিয়াই তার্ক্ষ্য পৃথিবীতে সর্ব্ব মনুষ্যজাতির প্রতি বৃষ্টিধারা প্রেরণ করেন। যুবতিং ন শর্য্যাম্—'ন' ইবার্থে; যুবতি ইষুর ন্যায়—যুবতি শব্দ মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; শর্য্যা অর্থাৎ শরবিকার ইষু যেরূপ লক্ষ্যভূত শত্রুশরীরের সহিত মিশ্রণোন্মুখ হইলে অথবা বলবান্ ধনুষ্মান্ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ প্রদেশের সহিত নিজেকে মিশ্রিত করিলে কেহই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ তার্ক্ষ্যের গতিও কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না।

সদ্যোঽপি যঃ শবসা বলেন তনোত্যপঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষা, পঞ্চ মনুষ্য-জাতানি, সহস্রসানিনী শতসানিন্যস্য গতিঃ, ন চৈনাং বারয়ন্তি, প্রযুবতীমিব শরময়ীমিষুম্ ॥ ২ ॥

সদ্যঃ চিৎ—সদ্যঃ অপি (বর্ত্তমান সময়েও, কেবল যে অতীতে তাহা নহে); যঃ শবসা বলেন (যে তার্ক্ষ্য শবঃ অর্থাৎ বলের দ্বারা—'শবস্' শব্দ বলবাচী, নিঘ ২।৯);

১। সদ্যোঽপি বর্ত্তমানকালে ন পূর্ব্বমেব কেবলম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া যথা সূর্য্যস্য জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র তনুয়াত্তদ্বৎ (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। স্মা—স্ম (পাদপূরণার্থক)—দীর্ঘ ছান্দস।

অপঃ ততান=অপঃ তনোতি (জলধারা বিস্তারিত বা পাতিত করেন) সূর্য্য ইব জ্যোতিষা (সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিঃ—সূর্য্য যেরূপ জ্যোতি বিস্তার বা বিকিরণ করেন); পঞ্চকৃষ্টীঃ=পঞ্চ মনুষ্যজাতানি [প্রতি] (পঞ্চবিধ মনুষ্যগণের অভিমুখে ; মনুষ্যগণ পাঁচভাগে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং পঞ্চম নিষাদ), সহস্রসাঃ শতসাঃ অস্য রংহিঃ=সহস্রসানিনী শতসানিনী অস্য গতিঃ (সহস্রসাঃ=সহস্রসানিনী, শতসাঃ=শতসানিনী—শত শত সহস্র সহস্র মেঘখণ্ডের সংভর্জনাকারিণী অর্থাৎ অসংখ্য মেঘখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া তদ্বিদারণকারিণী ; রংহিঃ=গতিঃ—'রংহ্' ধাতু গত্যর্থক—নিঘ ২।১৪); ন স্মা বরন্তে=ন স্ম এনাং বারয়ন্তি (এই গতিকে কেহই বারণ বা প্রতিরোধ করিতে পারে না—বরন্তে=বারয়ন্তি); যুবতিং ন শর্য্যাং=প্রযুবতীম্ ইব শরময়ীম্ ইষুম্ (প্রকৃষ্টমিশ্রণসম্পন্না শরময়ী বা শরবিকার ইষুর ন্যায় ; যুবতিং=প্রযুবতীম্—মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর শতৃপ্রত্যয়ের রূপ, ন=ইব, শর্য্যাং=শরময়ীম্ ইষুম্)।

(১৮) মন্যুঃ।

মন্যুর্মন্যতের্দীপ্তিকর্ম্মণঃ ক্রোধকর্ম্মণো বধকর্ম্মণো বা ; মন্যন্ত্যস্মাদিষবঃ ॥ ৩ ॥

মন্যুঃ মন্যতেঃ দীপ্তিকর্ম্মণঃ ক্রোধকর্ম্মণঃ বধকর্ম্মণঃ বা (মন্যু শব্দ দীপ্ত্যর্থক, ক্রোধার্থক অথবা বধার্থক 'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); অস্মাৎ (এই মন্যুদেবতা হইতে প্রেরিত) ইষবঃ (ইষুসমূহ) মন্যন্তি (দীপ্তি পায়, ক্রুদ্ধ বা প্রচণ্ড হয়, বধসাধন করে)।

'মন্' ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয়ে মন্যু শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৩০০); 'মন্' ধাতু ধাতুপাঠে জ্ঞানার্থক এবং আত্মনেপদ। মন্যন্তি অস্মাৎ ইষবঃ—ইহা দ্বারা মন্যু শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার সুসঙ্গত অর্থ হয় না ; 'মন্যুং অস্মাদিষবঃ', 'মন্যুং ত্যস্মাদিষবঃ' এবং 'মন্যুং তস্মাদিষবঃ'—এইরূপ পাঠান্তরও পরিদৃষ্ট হয়। কোন পাঠই ভাল বলিয়া মনে হয় না। মন্যু মধ্যম (মধ্যস্থান-দেবতা) বলিয়া বলবান্ ; কাজেই দীপ্ত্যর্থক বা বধার্থক ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি প্রদর্শন সুসঙ্গত।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী মন্যুদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণাসোঽধৃষিতা মরুত্বঃ।
তিগ্মেষব আয়ুধা সংশিশানা অভি প্র যন্তু নরো অগ্নিরূপাঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮৪।১)

মন্যো (হে মন্যো) মরুত্বঃ (হে মরুত্বন্[1]—হে মরুদ্গণ সমন্বিত) ত্বয়া (তোমার সহিত) সরথম্ (এক রথে) আ (আরুহ্য—আরোহণ পূর্ব্বক) রুজন্তঃ (শত্রুর পরাভব সাধন করিয়া) হর্ষমাণাসঃ (আহ্লাদিত) অধৃষিতাঃ (শত্রুকর্তৃক অনভিভূত—দুর্দ্ধর্ষ) তিগ্মেষবঃ (তীক্ষ্ণবাণ) অগ্নিরূপাঃ নরঃ (অগ্নিমূর্তি নৃসমূহ অর্থাৎ আমাদের পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ)[2] আয়ুধাঃ সংশিশানাঃ (খড়্গাদি আয়ুধসমূহ শাণিত করিতে করিতে) অভিপ্রযন্তু (শত্রুর অভিমুখে প্রয়াণ করুক)।

ত্বয়া মন্যো সরথমারুহ্য রুজন্তো হর্ষমাণাসোঽধৃষিতা মরুত্বস্তিগ্মেষব আয়ুধানি সংশিশ্যমানা অভিপ্রযন্তু নরো অগ্নিরূপা অগ্নিবর্ম্মাণঃ সন্নদ্ধাঃ কবচিন ইতি বা ॥ ২ ॥

ত্বয়া মন্যো সরথম্ আ—আরুহ্য (হে মন্যো তোমার সহিত সমানরথে অর্থাৎ একই রথে আরোহণ পূর্ব্বক) রুজন্তঃ হর্ষমাণাসঃ অধৃষিতাঃ মরুত্বঃ তিগ্মেষবঃ আয়ুধাঃ=আয়ুধানি সংশিশানাঃ[3]=সংশিশ্যমানাঃ নরঃ অভিপ্রযন্তু (হে মরুত্বন্, শত্রুগণকে ক্লিষ্ট করিয়া হৃষ্ট এবং অনাধৃষ্ট অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ—শত্রুকর্তৃক অনভিভূত তীক্ষ্ণবাণ নরগণ অর্থাৎ আমাদের পক্ষের যোদ্ধৃবর্গ আয়ুধসমূহ শাণিত করিতে করিতে শত্রুগণের অভিমুখে প্রয়াণ করুক); অগ্নিরূপাঃ—অগ্নিকর্ম্মাণঃ (অগ্নিতুল্যকর্ম্মবিশিষ্ট—অগ্নির ন্যায় সমূলবিনাশে সমর্থ); সন্নদ্ধাঃ কবচিনঃ ইতি বা (অথবা, অগ্নিরূপাঃ—সন্নদ্ধাঃ কবচিনঃ—যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত এবং বর্ম্মপরিহিত; যুদ্ধসজ্জায় এবং কবচে অগ্নির ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট)।

১। মরুত্বানিন্দ্রস্তস্য সম্বোধনম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। নরঃ নরাঃ অস্মদীয়াঃ যোধাঃ (দুঃ)

৩। তীক্ষ্ণীকরণার্থক 'শো' ধাতুর পদ।

(১৯) দধিক্রাঃ।

দধিক্রা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

দধিক্রাঃ ব্যাখ্যাতঃ ('দধিক্রা' শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে—নিরু ২।২৭ দ্রষ্টব্য)।[১]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'দধিক্রা' দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা—সায়ণ। আমি অশ্বের রূপ ধরিয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছিলাম—ঐ. ব্রা. ৬।১৮।৩। "Dadhikrā or Dadhikrāvan...the sun under the type of a horse". (Wilson) —রমেশচন্দ্র।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্বা পৃণক্তু মধ্বা সমিমা বচাংসি ॥ ১ ॥

(ঋ ৪।৩৮।১০)

দধিক্রাঃ (দধিক্রাদেবতা) শবসা (বলের দ্বারা) পঞ্চকৃষ্টীঃ [প্রতি] (নিষাদপঞ্চম পঞ্চ মনুষ্যজাতির প্রতি) অপঃ আততান (বৃষ্টিবারি বিস্তারিত—বিকীর্ণ বা পাতিত করেন), সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিষা (সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিঃ—সূর্য্য যেরূপ জ্যোতি বিস্তার বা বিকিরণ করেন); সহস্রসাঃ শতসাঃ (শতসংখ্যক, সহস্রসংখ্যক মেঘের সংভজনাকারী) বাজী (বেজনবান্—বেগবিশিষ্ট, চলনস্বভাব) অর্বা (বৃষ্টিপ্রেরক) [দধিক্রা] ইমা বচাংসি (আমাদের এই স্তুতিবাক্যসমূহ) মধ্বা (উদকের সহিত) সংপৃণক্তু (সংপৃক্ত অর্থাৎ সংযুক্ত করুন)।

আতনোতি দধিক্রাঃ শবসা বলেনাপঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষা পঞ্চ মনুষ্যজাতানি সহস্রসাঃ শতসাঃ ॥ ২ ॥

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য; আততান—আতনোতি (বিস্তার বা বিকিরণ করেন)।

বাজী বেজনবানর্বেরণবান্ সংপৃণক্তু নো মধুনোদকেন বচনানীমানীতি ॥ ৩॥

বাজী—বেজনবান্—বায়ুস্বরূপে চলনস্বভাব বলিয়া বেগবিশিষ্ট;[১] অর্বা=ঈরণবান্—উদকপ্রেরণকর্তা;[২] ইমা বচাংসি—ইমানি বচনানি; মধ্বা=মধুনা—উদকেন, মধু শব্দ উদকবাচী (নিঘ ১।১২); সংপৃণক্তু নঃ······বচনানি ইমানি (আমাদের এই বচন অর্থাৎ স্তুতি বাক্যসমূহ মধু অর্থাৎ উদকের সহিত সংপৃক্ত বা সংযুক্ত করুন—স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বৃষ্টিরূপ উদক প্রদান করুন)।

বলকার্য্য এবং বৃষ্টিকারিত্ব—মধ্যমস্থান-দেবতার লক্ষণ; দধিক্রাদেবতায় এতদুভয়ই বর্ত্তমান আছে।

মধু ধমতের্বিপরীতস্য ॥ ৪ ॥

মধু ধমতেঃ বিপরীতস্য (মধু শব্দ অক্ষর বিপরীত 'ধম্' ধাতুর রূপ)।

'ধম্' ধাতু গত্যর্থক (নিঘ ২।১৪); মধু শব্দ 'ধম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অক্ষরবৈপরীত্যে—ধম্—মধু (উদক গতিবিশিষ্ট)।

১। বায়ুাত্মনা চলনস্বভাবকত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। উদকেরণক্রিয়াযোগী (দুঃ)।

(২০) সবিতা।

সবিতা সর্ব্বস্থ প্রসবিতা ॥ ৫ ॥

সবিতা সর্ব্বস্য প্রসবিতা—সবিতা সর্ব্বপ্রেরক অথবা সর্ব্বপ্রসবকর্ত্তা অর্থাৎ সর্ব্বোৎপাদক ; সবিতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে (নিরু ৭।৩১।৬ দ্রষ্টব্য)। এই স্থলে সবিতার কথা বলা হইতেছে বৃষ্টিকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ তাহার মধ্যমত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে।[১]

তস্যৈষা ভবতি। ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সবিতা দেবতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স পুনরিহ বর্ষকর্ম্মযোগাৎ মধ্যমঃ (দুঃ)।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্নাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।
অশ্বমিবাধুক্ষদ্ ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্ত্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্ ॥ ১ ॥

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীম্ অরম্নাৎ (সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সংযত বা সুস্থির করিয়াছেন), সবিতা (সবিতা) অস্কম্ভনে (অবলম্বন রহিত অন্তরিক্ষে) দ্যাম্ অদৃংহৎ (দ্যুলোককে দৃঢ় বা স্থির করিয়াছেন), সবিতা (সবিতা) অন্তরিক্ষম্ অতূর্ত্তে (অতূর্ত্তে অন্তরিক্ষে[১]—অহিংসিত অথবা সর্ব্বগতত্বনিবন্ধন অত্বরমাণ[২] অন্তরিক্ষে) বদ্ধং (বদ্ধ) ধুনিং সমুদ্রম্ (কম্পনার্হ, কম্পনসম্পাদক, কম্পনশীল—অথবা উদকগর্ভ মেঘকে)[৩] অশ্বম্ ইব অধুক্ষৎ (অশ্বের ন্যায় ক্লিষ্ট করেন)।[৪]

অশ্বম্ ইব অধুক্ষৎ—অশ্ববান্ ব্যক্তি ধূলিমার্জ্জনাদি ব্যাপারে যেরূপ অশ্বকে ক্লিষ্ট করেন, সবিতাও সেইরূপ উদকপ্রক্ষরণকালে মেঘকে বিদারণজনিত ক্লেশে ক্লিষ্ট করেন।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরময়দনারম্ভণে অন্তরিক্ষে সবিতা দ্যামদৃংহৎ, অশ্বমিবাধুক্ষদ্ ধুনিমন্তরিক্ষে মেঘং বদ্ধম্, অতূর্ত্তে বদ্ধমতূর্ণ ইতি বাত্বরমাণ ইতি বা সবিতা সমুদিতারমিতি ॥ ২ ॥

অরম্নাৎ—অরময়ৎ (বিরত অথবা স্থির করিয়াছিলেন)—'রম' ধাতু সংযমনার্থক (নিরু ১০।৩।৩ দ্রষ্টব্য); নিঘণ্টুতে রম্নাতি—হন্তি (২।১৯)। অস্কম্ভনে—অনারম্ভণে অন্তরিক্ষে (আলম্বন হীন অন্তরিক্ষে)—প্রতিবন্ধার্থক 'স্কম্ভ' ধাতু হইতে স্কম্ভন শব্দ নিষ্পন্ন; স্কম্ভন শব্দের অর্থ প্রতিবন্ধকর আলম্বন অর্থাৎ স্তম্ভ বা খুঁটি—তদ্রহিত অস্কম্ভন (প্রতিবন্ধকরমালম্বনম্, তদ্রহিতে অন্তরিক্ষে)। ধুনিম্ অন্তরিক্ষে বদ্ধম্—অন্তরিক্ষম্—অন্তরিক্ষে 'ধুনিং'—'সমুদ্রম্' পদের বিশেষণ—ধুনি শব্দের অর্থ কম্পয়িতব্য (বায়ুর দ্বারা) অথবা কম্পজনক (গর্জ্জনের দ্বারা), অথবা—বদ্ধোদক। অতূর্ত্তে বদ্ধম্—অতূর্ত্তে—অতূর্ণে (হিংসার্থক 'তুর্ব' ধাতুর রূপ—অহিংসিত), অথবা—অতূর্ত্তে—অত্বরমাণে (সম্ভ্রম বা ত্বরার্থক 'ত্বর' ধাতুর রূপ—অত্বরান্বিত)। সবিতা সমুদ্রম্—সমুদ্রম্—সমুদিতারম্ (ক্লেদন বা আর্দ্রতা সম্পাদক মেঘ—মেঘ সমগ্র ভুবন জলের দ্বারা ক্লিন্ন বা আর্দ্র করে; 'সম্' পূর্ব্বক ক্লেদনার্থক 'উন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।[৫]

১। অন্তরিক্ষমিতি প্রথমা সপ্তম্যর্থে অন্তরিক্ষে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অহিংসিতে অত্বরমাণে বা সর্ব্বগতত্বাদাকাশে (দুঃ)।

৩। কম্পনার্থক 'ধু' ধাতু হইতে কম্পয়িতব্যং কম্পয়িতারং বা (স্কঃ স্বাঃ); ধুনিং সমুদ্রমুদকবন্তিতারং মেঘম্ (দুঃ)।

৪। 'ধুক্ষ ধিক্ষ' সন্দীপন-ক্লেশন-জীবনেষু—ক্লেশয়তি বৃষ্টিবেলায়ামাদাসবতীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। সমুদিতারং ক্লেদয়িতারমিতি (স্কঃ স্বাঃ)।

কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ৩ ॥

কম্ অন্যং মধ্যমাৎ (মধ্যম ব্যতিরিক্ত আর কাহাকে) এবম্ অবক্ষ্যৎ (ঋষি এইরূপ বলিতে পারেন) ?

পৃথিবীকে স্থির করা, দ্যুলোককে দৃঢ় করা অতি দুষ্কর কার্য্য—নিরতিশয় বলবত্তাব্যঞ্জক ; তদুপরি মেঘ বিদীর্ণ করিয়া বৃষ্টি প্রদান করা ; ঈদৃশ কার্য্য মধ্যস্থান-দেবতার পক্ষেই সম্ভব—সবিতা মধ্যস্থান-দেবতা।

আদিত্যোঽপি সবিতোচ্যতে ॥ ৪ ॥

আদিত্যঃ অপি সবিতা উচ্যতে (আদিত্যও সবিতা বলিয়া অভিহিত হন)।

দ্যুস্থান-দেবতা আদিত্যকেও সবিতা বলা হইয়া থাকে ; সংশয় হইতে পারে উদ্ধৃত মন্ত্রে সবিতা কে ? সংশয় নিরাসার্থই ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, এই স্থলে সবিতা মধ্যস্থান-দেবতা—অন্য কেহ নহেন।

তথাচ হৈরণ্যস্তূপে স্তুতঃ, অর্চ্চন্ হৈরণ্যস্তূপ ঋষিরিদং সূক্তং প্রোবাচ ॥ ৫ ॥

তথাচ (সেই ভাবে অর্থাৎ আদিত্যরূপে, কিন্তু) হৈরণ্যস্তূপে স্তুতঃ (হৈরণ্যস্তূপ সূক্তে সবিতা স্তুত হইয়াছেন); অর্চ্চন্ হৈরণ্যস্তূপঃ ঋষিঃ (হিরণ্যস্তূপপুত্র 'অর্চ্চন্' নামক ঋষি) ইদং সূক্তং প্রোবাচ (এই সূক্ত প্রবচন করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন)।

১০।১৪৯ সূক্ত হৈরণ্যস্তূপ সূক্ত ; এই সূক্তেরই প্রথম ঋক্‌টী ব্যাখ্যাত হইল—এই ঋকে সবিতা মধ্যস্থান-দেবতা। এই সূক্তের পঞ্চম ঋকে কিন্তু সবিতা দ্যুলোকস্থান আদিত্য বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। হিরণ্যস্তূপের পুত্র হৈরণ্যস্তূপ, তাঁহার নাম অর্চ্চন্—তিনিই এই সূক্তের প্রবক্তা। অর্চ্চন্ হিরণ্যস্তূপ ঋষিরিদং সূক্তং প্রোবাচ—বহুপুস্তকে এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয় ; স্কন্দস্বামী বলেন ইহা অপপাঠ, যথার্থ পাঠ হইবে—অর্চ্চন্ হৈরণ্যস্তূপ ঋষিঃ……।[১] দুর্গাচার্য্য 'হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ…' এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন ; হিরণ্যস্তূপের দ্বারা প্রোক্ত বলিয়াই সূক্তের নাম 'হৈরণ্যস্তূপ'। দ্রষ্টব্য এই যে, অর্চ্চন্ হিরণ্যস্তূপের পুত্র—হিরণ্যস্তূপ নহেন।

তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি ॥ ৬ ॥

তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী এতদর্থের প্রকাশক হইতেছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা হৈরণ্যস্তূপ সূক্তের (১৪৯।১০) অন্তর্গত ; এই ঋকে সবিতা যে দ্যুলোকস্থান আদিত্য তাহা প্রতিপাদিত হইবে।

॥ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অর্চ্চন্নাম হিরণ্যস্তূপপুত্রো হৈরণ্যস্তূপ ইদং সূক্তং প্রোবাচ। অতশ্চ হিরণ্যস্তূপ ইত্যপপাঠঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হিরণ্যস্তূপঃ সবিতর্যথা ত্বাঙ্গিরসো জুহ্বে বাজে অস্মিন্।
এবা ত্বার্চন্নবসে বন্দমানঃ সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগরাহম্॥ ১॥

(ঋ ১০।১৪৯।৫)

সবিতঃ (হে সবিতঃ) আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরার বংশসম্ভূত) হিরণ্যস্তূপঃ (হিরণ্যস্তূপ) অস্মিন্ বাজে (এই হবিঃস্বরূপ অন্ন উপকল্পিত হইলে)[১] যথা (যেরূপ) ত্বা (তোমাকে) জুহ্বে (আহ্বান করিতেন)[২] এবা (এবং—সেইরূপ) অর্চন্ [অহং] ('অর্চন্' নামক তাঁহার পুত্র আমি) অবসে (অবন অর্থাৎ রক্ষার নিমিত্ত) ত্বা (তোমাকে) বন্দমানঃ (বন্দনা করিয়া) [আহ্বয়ামি][৩] (আহ্বান করিতেছি), সোমস্য ইব অংশুং প্রতি (সোমের অংশু অর্থাৎ ডাঁটা সম্বন্ধে যাগকারীদিগের ন্যায়) [ত্বা] (তোমার সম্বন্ধে) অহং জাগর (আমি জাগরিত অর্থাৎ সতর্ক রহিয়াছি)।

সোমক্রয়ের পর তাহার রক্ষার নিমিত্ত ঋত্বিক্‌গণ অবহিত থাকেন; আমিও তোমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত অবহিত রহিয়াছি—তোমার পরিচর্য্যা বিষয়ে আমি ভ্রমপ্রমাদ করিব না। এই মন্ত্রে সবিতা দ্যুস্থান-দেবতা আদিত্য—মধ্যস্থান-দেবতার কোনও লক্ষণ ইহাতে উক্ত হয় নাই।

হিরণ্যস্তূপো হিরণ্যময়ঃ স্তূপো হিরণ্যময়ঃ স্তূপোঽস্যেতি বা,
স্তূপঃ স্ত্যায়তেঃ সংঘাতঃ॥ ২॥

হিরণ্যস্তূপঃ—হিরণ্যময়ঃ স্তূপঃ (হিরণ্ময় স্তূপ), হিরণ্যময়ঃ স্তূপঃ অস্য ইতি বা (অথবা—ইহার স্তূপ হিরণ্ময়); স্তূপঃ স্ত্যায়তেঃ (স্তূপ শব্দ 'স্ত্যৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)—সংঘাতঃ (স্তূপ শব্দের অর্থ সংঘাত বা পিণ্ড—সমষ্টি বা রাশি)।

হিরণ্যস্তূপ শব্দ কর্ম্মধারয় এবং বহুব্রীহি উভয় সমাসেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। কর্ম্মধারয় সমাসে অর্থ হইবে—হিরণ্ময় স্তূপ বা সংঘাত অর্থাৎ পিণ্ড, বহুব্রীহি সমাসে অর্থ হইবে—যাঁহার স্তূপ বা সংঘাত অর্থাৎ পিণ্ড হিরণ্ময়। হিরণ্যস্তূপ তিনি যাঁহার দেহপিণ্ড কাঞ্চনগৌর—প্রিয়দর্শন।[৪] স্তূপ শব্দ সংঘাতার্থক অর্থাৎ সংহত বা নিবিড়ভাবে মিলিত বা পিণ্ডীভূত হওয়া অর্থে বর্ত্তমান 'স্ত্যৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; স্তূপ শব্দের অর্থ—সংঘাত, পিণ্ড, সমষ্টি রাশি বা ঢিবী।

১। বাজেঽস্মিন্নন্নে হবির্লক্ষণেঽস্মিন্নুপকল্পিত ইতি শেষঃ (স্কঃ ভাঃ)।
২। জুহ্বে আহুতবান্ (স্কঃ ভাঃ)।
৩। বন্দমানঃ স্তুবন্নাহ্বয়ামীতি শেষঃ (স্কঃ ভাঃ)।
৪। তপ্তকাঞ্চনগৌরঃ প্রিয়দর্শনো বা (স্কঃ ভাঃ)।

সবিতর্যথা ত্বাঙ্গিরসো জুহ্বে বাজে অন্নে অশ্বিন্নেবং ত্বার্চ্চন্নবনায় বন্দমানঃ সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগর্ম্যাহম্ ॥ ৩ ॥

সবিতঃ যথা ত্বা আঙ্গিরসঃ জুহ্বে (হে সবিতঃ, অঙ্গিরার বংশসম্ভূত হিরণ্যস্তূপ যেরূপ তোমাকে আহ্বান করিতেন), বাজে অন্নে অশ্বিন্ (এই বাজ অর্থাৎ হবিঃস্বরূপ অন্ন তোমার নিমিত্ত উপকল্পিত বা প্রস্তুত হইলে) এবং ত্বা অর্চ্চন্ অবনায় বন্দমানঃ (সেইরূপ হিরণ্যস্তূপপুত্র অর্চ্চন্ আমি তোমাকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত বন্দনা বা স্তুতি করিয়া আহ্বান করিতেছি); সোমস্য ইব অংশুং প্রতি জাগর্মি অহম্ (সোমের অংশু বা তাঁটার প্রতি যষ্টৃগণ যেরূপ জাগরিত বা সতর্ক থাকেন, আমিও সেইরূপ তোমার পরিচর্য্যার প্রতি সতর্ক রহিয়াছি—তোমার পরিচর্য্যা বিষয়ে আমার প্রমাদ উপস্থিত হইবে না)। বাজে=অন্নে (বাজ শব্দ অন্নবাচী—নিঘ ২।৭); এবা=এব=এবম্ (এইরূপ); অবসে=অবনায় (রক্ষণার্থক 'অব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—রক্ষার নিমিত্ত); জাগর= জাগর্মি (জাগরিত বা সতর্ক রহিয়াছি)।

(২১) ত্বষ্টা।

ত্বষ্টা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪ ॥

ত্বষ্টা ব্যাখ্যাতঃ (ত্বষ্টা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। 'ত্বষ্টৃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ৮।১৩।৩ দ্রষ্টব্য)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ত্বষ্টৃদেবতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৩।৫৫।১৯)

বিশ্বরূপঃ (নানাবিধ রূপবিশিষ্ট) দেবঃ ত্বষ্টা (দানাদিগুণযুক্ত ত্বষ্টৃদেব) সবিতা (সর্ব্বভূতের উৎপাদক), প্রজাঃ পুপোষ (সর্ব্বজনের পুষ্টিসাধন করেন), পুরুধা জজান (বহুপ্রকারে বৃদ্ধি সাধন করেন);[1] ইমা চ বিশ্বা ভুবনানি (এই সমস্ত উদকরাশি) অস্য (ইহার), দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) এবং মহৎ অসুরত্বম্ (অদ্বিতীয় এবং মহৎ প্রজ্ঞাবত্ব) [অস্মৈ] (ইহার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে)।

দেব ত্বষ্টা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা; যাবতীয় উদকের অধিপতি তিনি—নিখিল উদকরাশি তাঁহার অধীন[2] দেবগণের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান্।

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা সর্ব্বরূপঃ পোষতি প্রজা রসানুপ্রদানেন বহুধা চেমা জনয়তীমানি চ সর্ব্বাণি ভূতানি, উদকানি অস্য, মহচ্চাস্মৈ দেবানামসুরত্বমেকং প্রজ্ঞাবত্বং বানবত্বং বাপি বা ॥ ২ ॥

দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা (সবিতা—উৎপাদক);[3] বিশ্বরূপঃ—সর্ব্বরূপঃ (সর্ব্বরূপধারণ-সমর্থ); পুপোষ—পোষতি রসানুপ্রদানেন (পোষণ করেন বা পুষ্টি সাধন করেন বৃষ্টি প্রদান করিয়া—'পুষ' ধাতু ভ্বাদি); পুরুধা জজান—বহুধা ইমাঃ [প্রজাঃ] জনয়তি, ইমা চ বিশ্বা—ইমানি চ সর্ব্বাণি ভূতানি [জনয়তি] (ত্বষ্টা বহুপ্রকারে এই সকল প্রজা অর্থাৎ জনসমূহকে এবং এই সমস্ত ভূতবর্গকে বর্দ্ধিত করেন,—উদকপ্রদানের দ্বারা)। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্যের মতে 'ইমা চ বিশ্বা' 'ভুবনানি' পদের বিশেষণ, ইমা চ বিশ্বা ভুবনানি অস্য—ইমানি চ সর্ব্বাণি ভুবনানি অস্য। ভুবনানি অস্য—উদকানি অস্য (ভুবন শব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২)। মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্—মহৎ চ অস্মৈ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ (আর দেবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় এবং মহৎ অসুরত্ব ইহার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে); অসুরত্বং—প্রজ্ঞাবত্বং বা অনবত্বং বা (অসুরত্ব শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবত্ব অথবা প্রাণবত্ব অর্থাৎ বলবত্ব[4]—যাঁহার বল বা প্রজ্ঞা নাই তিনি উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিবেন

১। জনয়তি বর্দ্ধয়তি (দুঃ)।
২। বিশ্বানি ভুবনানি উদকানি অস্য যতঃ স্বত্তায়াং বর্ত্ততে (দুঃ)।
৩। সর্ব্বস্য ভূতগ্রামস্য প্রসবিতা উৎপাদয়িতা (দুঃ)।
৪। অনঃ পুনঃ প্রাণস্তেন তদ্বত্তা বলবত্ত্বমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

কি করিয়া ?) ।[১] অস্থ শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয়ে অস্থর শব্দের নিষ্পত্তি। অপি বা— নিরর্থক ; বহু পুস্তকে নাই এবং দুর্গস্বীকৃত বলিয়াও মনে হয় না।

অসুরিতি প্রজ্ঞানাম, অস্ততানর্থান্, অস্তাশ্চাস্তামর্থাঃ ॥ ৩ ॥

অসুঃ ইতি প্রজ্ঞানাম (অসু শব্দ প্রজ্ঞাবাচক)—অস্যতি অনর্থান্ (অনর্থসমূহ নিক্ষিপ্ত বা দূরীভূত করে) অস্তাশ্চ অস্যাম্ অর্থাঃ (আর অর্থ—ধনাদি বস্তু বা পুরুষার্থ ইহাতে নিক্ষিপ্ত বা নিহিত থাকে)।

অসু শব্দ প্রজ্ঞাবাচী (নিঘ ৩।৯) ; ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—প্রজ্ঞা অনর্থ ক্ষেপণ বা বিনাশ করে এবং প্রজ্ঞায় ধনধান্যাদি বস্তু অথবা পুরুষার্থ অস্ত অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত বা নিহিত থাকে, প্রজ্ঞা দ্বারাই এতৎসমস্তের লাভ সম্ভবপর হয়। প্রজ্ঞাই অর্থপ্রাপ্তি এবং অনর্থনিবৃত্তির সাধক। পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতেই অসু শব্দ প্রাণ বা বলকেও বুঝাইতে পারে—বলের দ্বারাও অর্থপ্রাপ্তি এবং অনর্থ নিবৃত্তি হয়।

অসুরত্বমাদিলুপ্তম্ ॥ ৪ ॥

[অথবা] অসুরত্বম্ আদিলুপ্তম্ (অথবা অসুরত্ব শব্দ আদ্যক্ষর লোপে নিষ্পন্ন)।

বসু শব্দের অর্থ উদক, মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয়ে 'বসুর', তদুত্তর ভাবে 'ত্ব' প্রত্যয়ে বসুরত্ব—আদ্যক্ষর 'ব' লোপে অসুরত্ব শব্দ নিষ্পন্ন। ত্বষ্টা বসুর বা অসুর অর্থাৎ উদকবান্— অসুরত্ব ত্বষ্টার ধর্ম্ম।

(২২) বাতঃ।

বাতো বাতীতি সতঃ ॥ ৫ ॥

বাতঃ বাতি ইতি সতঃ (গত্যর্থক 'বা' ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে বাত শব্দ নিষ্পন্ন—বাত বা বায়ু গমন করে)।

'সতঃ' পদের উপযোগিতা সম্বন্ধে নির্ ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বাতদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অপ্রজ্ঞো হি সাধনসম্পন্নোঽপি কিং কুর্য্যাৎ, অপ্রাণো হি কিং কুর্য্যাৎ (দুঃ)।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাত আবাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।
প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৮৬।১)

বাতঃ (বাত—বায়ু) নঃ হৃদে (আমাদের হৃদয়ের নিমিত্ত) শম্ভু (বর্ত্তমান কালে সুখপ্রদ) [চ] এবং ময়োভু (পরিণামে সুখপ্রদ)[1] ভেষজং [গৃহীত্বা] (ভেষজ অর্থাৎ হিতকারী ঔষধ গ্রহণ করিয়া)[2] আবাতু (আমাদের অভিমুখে প্রবাহিত হউক), নঃ আয়ুংষি (আমাদের আয়ু) প্রতারিষৎ (বৰ্দ্ধিত করুক)।

বাত আবাতু ভৈষজ্যানি শম্ভু ময়োভু চ নো হৃদয়ায়, প্রবর্দ্ধয়তু চ ন আয়ুঃ ॥ ২ ॥

ভেষজং—ভৈষজ্যানি (নানাবিধ ঔষধ); শম্ভু ময়োভু নো হৃদে—শম্ভু ময়োভু চ নঃ হৃদয়ায় (আমাদের হৃদয়ের নিমিত্ত বর্ত্তমানকালে এবং ভবিষ্যৎকালে সুখপ্রদ; হৃদে—হৃদয়ায়)। 'শম্' শব্দ এবং 'ময়স্' শব্দ উভয়েই সুখবাচক (নিঘ ৩।৬)—শম্ভু এবং ময়োভু=সুখের ভাবয়িতা বা উৎপাদক; পৌনরুক্ত্য পরিহারের নিমিত্ত শম্ভু—বর্ত্তমানকালে সুখপ্রদ এবং ময়োভু=উত্তরকালে (ভবিষ্যৎকালে) সুখপ্রদ—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ=প্রবর্দ্ধয়তু চ নঃ আয়ুঃ (আর, আমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি করুক); প্রতারিষৎ—বৃদ্ধ্যর্থক 'তৃ' ধাতুর রূপ=প্রবর্দ্ধয়তু, আয়ুংষি—আয়ুঃ।

(২৩) অগ্নিঃ।

অগ্নির্ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

অগ্নিঃ ব্যাখ্যাতঃ (অগ্নি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

'অগ্নি' শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৭।১৪ দ্রষ্টব্য)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী অগ্নিসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। শমিতি সুখনাম পরেণাপৌনরুক্ত্যায় তদাহ ইতি শেষঃ, ময়োভু সুখস্য ভাবয়িতৃ আবহতির ইতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ভেষজং যদ্ যৎ পথ্যমস্মাকং তত্তদ্ গৃহীত্বা আবাতু (দুঃ)।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৯।১)

[হে অগ্নে] ত্যং (তং—এই) চারুম্ অধ্বরং প্রতি (চারু অর্থাৎ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের প্রতি) গোপীথায় (সোমপানার্থ) প্রহূয়সে (আহূত হইতেছ), অগ্নে (হে অগ্নে) মরুদ্ভিঃ (মরুদ্গণের সহিত) আগহি (আগমন কর)।

তং প্রতি চারুমধ্বরং সোমপানায় প্রহূয়সে সোঽগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছেতি কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ২ ॥

ত্যং=তম্; গোপীথায়=সোমপানায়;[1] অগ্নে সঃ [ত্বং] মরুদ্ভিঃ সহ আগচ্ছ—আগহি=আগচ্ছ (হে অগ্নে, সেই তুমি মরুদ্গণের সহিত আগমন কর)—ইতি (ইহা) মধ্যমাৎ অন্যং কম্ অবক্ষ্যৎ (মধ্যম ব্যতিরিক্ত কোন্ দেবতাকে বলা হইতে পারে?

মরুদ্গণের সাহচর্য্য এবং সোমপান মধ্যস্থান-দেবতার লক্ষণ—অগ্নি এই স্থলে মধ্যম বা মধ্যস্থান-দেবতা।[2]

তস্যৈষা অপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (অগ্নি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

॥ ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। গোশব্দেনাত্র সোম উচ্যতে, পীথঃ পানং সোমপানায় প্রকর্ষেণ হূয়সে (স্কঃ স্বাঃ)।
২। সোমপানং মরুদ্ভিঃ সাহচর্য্যং চোক্তং মধ্যমস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু।
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৯।৯)

[হে অগ্নে] পূর্ব্বপীতয়ে (পূর্ব্বপানের নিমিত্ত) ত্বা অভি (তোমার প্রতি [১]—তোমার উদ্দেশে) সোম্যং মধু (সোমময় মধু) সৃজামি (উৎসর্গ করিতেছি [২] বা প্রস্তুত করিতেছি). অগ্নে (হে অগ্নে) মরুদ্ভিঃ আগহি (মরুদ্গণের সহিত আগমন কর)।

পূর্ব্বপীতয়ে—পূর্ব্বপানের নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বকাল বা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত বা প্রারব্ধ হইয়াছে যে সোমপান তন্নিমিত্ত।* তুমি যাহাতে সর্ব্বাগ্রে পান করিতে পার তন্নিমিত্ত—এইরূপ অর্থও হইতে পারে। "For they drinking as of old"—Wilson. "For thy early draught"—Maxmuller.

অভি সৃজামি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে পূর্ব্বপানায় ; সোম্যং মধু সোমময়ম্ ; সোঽগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছেতি। ২ ॥

ত্বা অভি সৃজামি (তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছি বা প্রস্তুত করিতেছি) ; পূর্ব্বপীতয়ে—পূর্ব্বপানায় ; সোম্যং মধু—সোমময়ং মধু (সোমরূপ মধু) ; সঃ অগ্নে মরুদ্ভিঃ সহ আগচ্ছ ইতি (হে অগ্নে, সেই তুমি মরুদ্গণের সহিত আগমন কর—ইহাই অর্থ)।

॥ সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অভিঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ প্রতিনা তুল্যার্থঃ, অভি ত্বা ত্বাং প্রতীত্যর্থঃ (স্কঃ ধাঃ)।
২। সৃজামি উৎসৃজামি (স্কঃ ধাঃ)।
*। অনাদিকালপ্রবৃত্তায় পানায় (স্কঃ ধাঃ), পূর্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায় (দুঃ)।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

২৪। বেন।

বেনো বেনতেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ ॥ ১ ॥

বেনঃ বেনতেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ ('বেন' শব্দ কান্ত্যর্থক 'বেন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'বেন্' ধাতু নৈরুক্ত ধাতু—ইহার অর্থ কান্তি অর্থাৎ ইচ্ছা বা দীপ্তি (নিঘ ২।৬)। বেন-দেবতা সর্ব্বলোকের উপকার সাধন করেন বলিয়া সর্ব্বলোককান্ত— সকলেরই অভীপ্সিত, অথবা—বেন প্রদীপ্ত দেবতা। বেন বৃষ্টিদাতা আলোকময় দেবতা—রমেশচন্দ্র।

তস্যৈষা ভবতি

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকটি বেন-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্য্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১২৩।১ ; শুক্ল-যজুঃ ৭।১৬)

জ্যোতির্জরায়ুঃ (জ্যোতির্বেষ্টিত) অয়ং বেনঃ (এই বেন-দেবতা) রজসঃ বিমানে (উদকের উৎপত্তিস্থান অন্তরিক্ষে) [স্থিতঃ] (অবস্থিত থাকিয়া) পৃশ্নিগর্ভাঃ (আদিত্যগর্ভভূত উদকরাশি) চোদয়ৎ (চোদয়তি—প্রেরণ করেন), অপাং সূর্য্যস্য [চ] সঙ্গমে [স্থিতম্] (বৃষ্টিরূপ জলরাশির এবং সূর্য্যের সঙ্গমস্থান অন্তরিক্ষে অবস্থিত) শিশুং ন (শিশুর ন্যায়) ইমং (এই বেন-দেবতাকে) বিপ্রাঃ (মেধাবী স্তোতৃগণ) মতিভিঃ (নানাবিধ স্তুতির দ্বারা) রিহন্তি (অর্চ্চিত করেন)।

রজসঃ বিমানে—রজস্—উদক ; উদকের বিমান অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান—অন্তরিক্ষ।[1]

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভাঃ প্রাষ্টবর্ণগর্ভা আপ ইতি বা ॥ ২ ॥

পৃশ্নিগর্ভাঃ—'পৃশ্নি' শব্দের অর্থ আদিত্য ; কারণ, তিনি প্রাষ্টবর্ণ অর্থাৎ প্রাপ্তবর্ণ—প্রোজ্জ্বল বর্ণ তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে (নির্ ২।১৪ দ্রষ্টব্য) ; আট মাস ধরিয়া সম্ভৃত সূর্য্যরশ্মির অন্তর্গত পরিপক্ব (বাষ্পাকার) জল আদিত্যের গর্ভভূত—পৃশ্নিগর্ভাঃ (পৃশ্নির বা প্রাষ্টবর্ণের অর্থাৎ আদিত্যের গর্ভভূত জল)। 'ইতি বা'—ইহার সার্থকতা কি ? স্কন্দস্বামী এই পাঠ স্বীকার করেন না ; তিনি স্পষ্ট বলেন—'প্রাষ্টবর্ণগর্ভা আপঃ' এই পর্য্যন্তই পাঠ।[2]

জ্যোতির্জরায়ুর্জ্যোতিরস্য জরায়ুস্থানীয়ং ভবতি ॥ ৩ ॥

জ্যোতির্জরায়ুঃ—জ্যোতি জরায়ু যাহার ; জ্যোতিঃ অস্য জরায়ুস্থানীয়ং ভবতি (জ্যোতি ইহার জরায়ুস্থানীয় হয়), জরায়ুর দ্বারা যেরূপ গর্ভ পরিবেষ্টিত থাকে, বেন-দেবতাও সেইরূপ জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন।

জরায়ুর্জরয়া গর্ভস্য জরয়া যূয়ত ইতি বা ॥ ৪ ॥

জরায়ুঃ জরয়া গর্ভস্য (গর্ভের জরা দ্বারা জরায়ু নামের উৎপত্তি)। (১) 'জরা' শব্দের অর্থ জীর্ণতা—উপচয় বৃদ্ধি বা পরিণাম ; গর্ভের যেরূপ যেরূপ জরা অর্থাৎ উপচয় বৃদ্ধি বা পরিণাম হয়, জরায়ুর (গর্ভবেষ্টন চর্ম্মস্থলীর)ও সেইরূপ সেইরূপ হইয়া থাকে। 'জরা'

১। রজ উদকং তস্মীয়তে উৎপদ্যতে যস্মিন্, তদ্রজসো বিমানম্ অন্তরিক্ষম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; রজ উদকম্, তদ্ যত্র নির্মীয়তে, তত্রাবস্থিতঃ অন্তরিক্ষলোকে ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। প্রাষ্টবর্ণগর্ভা আপঃ ইতি পাঠঃ।

শব্দ হইতেই জরায়ু নামের উৎপত্তি হইয়াছে।[১] (২) অথবা, জরা+মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতু হইতে 'জরায়ু' শব্দ নিষ্পন্ন—জরা অর্থাৎ পরিণত গর্ভের সহিত মিশ্রিত হয় অর্থাৎ পরিণত গর্ভকে বেষ্টন করে জরায়ু।[২]

ইমমপাং চ সঙ্গমনে সূর্য্যস্য চ শিশুমিব বিপ্রা মতিভী রিহন্তি লিংহন্তি স্তবন্তি বৰ্দ্ধয়ন্তি পূজয়ন্তীতি বা ॥ ৫ ॥

অপাং সঙ্গমে সূর্য্যস্য—অপাং চ সঙ্গমনে সূর্য্যস্য চ (বৃষ্টিরূপ জলরাশির সহিত সূর্য্যের অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমূহের সঙ্গমনে বা মিলনস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে—স্থিত); ইমং শিশুম্ ইব বিপ্রা মতিভিঃ রিহন্তি (অতি প্রিয় শিশুকে যেরূপ বান্ধবগণ মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে, সেইরূপ বিপ্রগণ অর্থাৎ মেধাবী স্তোতৃগণ অন্তরিক্ষে বা মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বেনদেবতাকে স্তুতিসমূহের দ্বারা পূজিত বা সংবৰ্দ্ধিত করেন ; শিশুং ন—শিশুম্ ইব)। রিহন্তি—লিহন্তি (লেহন বা আদর করেন) অথবা,—স্তবন্তি (স্তব করেন), অথবা,—বৰ্দ্ধয়ন্তি (সংবৰ্দ্ধিত করেন) অথবা,—পূজয়ন্তি (পূজা করেন)।

শিশুঃ শংসনীয়ো ভবতি, শিশীতের্বা স্যাদ্দানকর্ম্মণঃ, চিরলব্ধো গর্ভো ভবতি ॥ ৬ ॥

শিশুঃ শংসনীয়ঃ ভবতি (শিশু শংসনীয় হয়—প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বান্ধবগণ শিশুর স্তুতি বা প্রশংসা করে ; স্তুত্যর্থক 'শংস্' ধাতু হইতে শিশু শব্দ নিষ্পন্ন—উ ২০); শিশীতের্বা স্যাৎ দানকর্ম্মণঃ (অথবা দানার্থক 'শিশী'[৩] হইতে শিশু শব্দের নিষ্পত্তি—পুরুষ নারীকে শিশু দান করে ধারণার্থ), [গর্ভ-ধারণানন্তর স্ত্রীলোক বলে] চিরলব্ধঃ গর্ভঃ ভবতি (বহুকাল পরে গর্ভলাভ করিয়াছি); নারীকে পুরুষ শিশু দান করে বীজাকারে গর্ভে ধারণ নিমিত্ত ; নারীও ঈদৃশ দান প্রাপ্ত হইয়াই বলে 'আমি গর্ভ লাভ করিয়াছি বহুকাল পরে'—লাভ সাধারণতঃ দানক্রিয়াকে অপেক্ষা করে। বক্তব্য এই যে, গর্ভাধানে (যাহার ফল শিশুজন্ম) দানক্রিয়ার কল্পনা অসমীচীন নহে। দুর্গাচার্য্য স্বীকৃত পাঠ—অচিরলব্ধো গর্ভো ভবতি।

২৫। অসুনীতি।

অসুনীতিরসূন্নয়তি ॥ ৭ ॥

অসুনীতিঃ অসূন্ নয়তি (অসুনীতি-দেবতা প্রাণসমূহ লইয়া যান)।
অসু+'নী' ধাতু হইতে অসুনীতি শব্দের নিষ্পত্তি। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েরই

১। যথা জীর্যতি পরিণমতে উপচয়রূপেণ গর্ভস্তথা তথা জরতীতি জরায়ুর্গর্ভস্য বেষ্টকঃ (স্কঃ স্বাঃ); তস্মিন্ জরয়া গর্ভস্থ জবতি, যথা যথা গর্ভো ভবতি তথা তথা তদুপপদ্যতে (দুঃ)।

২। যুবতে মিশ্রীবতে পরিণমমানং গর্ভং বেষ্টয়তীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; প্রসবের পর জরা (ফের) গর্ভ হইতে পতিত হয়, ইহার সহিত জরায়ু জড়িত।

৩। নির্ ৪।২৩এ দ্রষ্টব্য।

মতে অসুনীতি মধ্যস্থান দেবতা প্রাণবায়ু ; এই প্রাণবায়ু দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে অন্য অসু অর্থাৎ প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহও উৎক্রান্ত হয়—প্রাণবায়ু অন্য প্রাণগণকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্যত্র লইয়া যান।[১] অসুনীতি দেবতা কে তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে ; রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ হইতে মতসমূহ উদ্ধৃত করিতেছি।

"অসুনীতি" অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ লইয়া চলিয়া যান। সায়ণ। "It appears to be employed as the personification of a god or goddess."

"Guide of life".—Maxmuller. "There is nothing to show that Asuniti is a female deity." "It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes ; but it may be a simple invocation—one of the many names of the deity"—Maxmuller.

"অসুনীতি অর্থে প্রাণরক্ষাকারী দেবতা করিলে সঙ্গত অর্থ হয় ;"

"According to Professor Roth, the goddess of good will as well as of procreation."

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি এই দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স চ মধ্যমঃ প্রাণঃ, প্রাণশ্চ বায়ুঃ। স হি শরীরাদুৎক্রামন্নন্যানপ্যসূন্নয়তীতি। বিজ্ঞায়তে হি 'প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' (বৃহদা. উপ ৪।৪।২) ইতি (স্কঃ স্বাঃ); স পুনরয়মিন্দ্রঃ মধ্যমঃ প্রাণঃ, স পুনর্দেহস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামতি অথেতরান্ প্রাণান্ অসূনন্যত্র নয়তি (দুঃ)।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্রতিরা ন আয়ুঃ।
রারন্ধি নঃ সূর্য্যস্য সংদৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্দ্ধয়স্ব ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৫৯।৫)

অসুনীতে (হে অসুনীতে—প্রাণ!) জীবাতবে (চিরজীবনের নিমিত্ত—যাহাতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারি তন্নিমিত্ত) অস্মাসু (আমাদের অভ্যন্তরে) মনঃ (মন প্রভৃতি প্রাণ বা ইন্দ্রিয়) ধারয় (স্থাপন কর)[১], নঃ আয়ুঃ (আমাদের আয়ু) সুপ্রতিরা (সুপ্রতির—বিশেষরূপে বর্দ্ধিত কর)[২], সূর্য্যস্য সংদৃশি (সূর্য্যস্য সংদর্শনায়—সূর্য্যকে সম্যক্ দর্শন করিবার জন্য) রারন্ধি (আমাদিগকে সংসিদ্ধ অর্থাৎ যোগ্য বা অবিকলেন্দ্রিয় কর), ত্বং ঘৃতেন তন্বং বর্দ্ধয়স্ব (তুমি উদকের দ্বারা শরীর বর্দ্ধিত কর)।

হে প্রাণ! তুমি উৎক্রান্ত হইও না, তুমি উৎক্রান্ত না হইলেই অন্যান্য প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদের অভ্যন্তরে যথাযথ স্থাপিত থাকিবে[৩]—আমরা দীর্ঘজীবী হইব। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বৈকল্যরহিত হউক, আমাদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান কর—আমরা যেন সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। তুমি উদকের দ্বারা নিজ শরীর বর্দ্ধিত কর—উদকপুষ্ট তুমি আমাদিগের সর্ব্বার্থসাধনে সমর্থ হইবে।

"হে অসুনীতে আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর। যতদূর সূর্য্যের দৃষ্টি তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীরপুষ্টি কর" (রমেশচন্দ্র)।

অসুনীতে মনোঽস্মাসু ধারয় চিরং জীবনায় প্রবর্দ্ধয় চ ন আয়ুঃ, রন্ধয় চ নঃ সূর্য্যস্য সন্দর্শনায় ॥ ২ ॥

জীবাতবে—চিরং জীবনায় (দীর্ঘ জীবনলাভের নিমিত্ত); সুপ্রতিরা (সুপ্রতির)—প্রবর্দ্ধয়—(সু+প্র+তির; 'তৃ' ধাতু বৃদ্ধ্যর্থক, ছান্দস রূপ তিরতি—লোটে তির) সুপ্রতির চ নঃ আয়ুঃ (আমাদের আয়ু অতিপ্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত কর); রারন্ধি—রন্ধয় (সংসিদ্ধ কর—

১। অসুনীতং মনোঽস্মাসু ধারয় (স্কঃ স্বাঃ)। মনঃপ্রভৃতীনেতান্ প্রাণান্ অস্মানোঽবস্থানেনাস্মিন্ শরীরে এব ধারয় (দুঃ)।

২। তরতের্লুটি বহুলং ছন্দসীতি—ইতীত্বম্; 'তৃ' ধাতুর রূপ তিরতি; সু+প্র+তির (লোটে); নিঘণ্টুতে যদিও তিরতি=হন্তি (তিরতির্বধকর্ম্মা, নিঘ ২।১৯), তথাপি এখানে বৃদ্ধ্যর্থক—তিরতিরত্র বধকর্ম্মাপি সামর্থ্যাদিহ বৃদ্ধিকর্ম্মা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। মা ত্বমুৎক্রামীঃ ত্বদনুৎক্রমণে অবস্থাপয়েত্যে ইতি (দুঃ)।

ণিজন্ত 'রধ্' ধাতুর রূপ ; 'রধ্' ধাতুর অর্থ হিংসা এবং সংরাদ্ধি অর্থাৎ নিষ্পত্তি—এখানে শেষোক্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে); সূর্যাস্য সংদৃশি—সূর্যাস্য সংদর্শনায় (সূর্যকে যাহাতে দর্শন করিতে পারি তন্নিমিত্ত—সংদৃশি চতুর্থ্যর্থে সপ্তমী)।

রধ্যতির্বশগমনেঽপি দৃশ্যতে 'মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্' (ঋ ১০।১২৮।৫) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

রধ্যতিঃ ('রধ্' ধাতু) বশগমনে অপি দৃশ্যতে (বশগত হওয়া অর্থেও দৃষ্ট হয়); সোম রাজন্ (হে সোম, হে রাজন্) দ্বিষতে মা রধাম (আমরা যেন শত্রুর বশে গমন না করি) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বেদবাক্যও আছে)।

অসুনীতিদেবতাক মন্ত্রে 'রধ্' ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে সংরাদ্ধি বা নিষ্পত্তি অর্থে ; কিন্তু ইহার প্রয়োগ 'বশে গমন করা' অর্থেও পরিদৃষ্ট হয়। 'মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্' এই মন্ত্রাংশে—মা রধাম—মা বশং গচ্ছেম (যেন শত্রুর বশে গমন না করি)।

ঘৃতেন ত্বমাত্মানং তন্বং বর্দ্ধয়স্ব ॥ ৪ ॥

ঘৃতেন ত্বম্ আত্মানং তন্বং বর্দ্ধয়স্ব (জলের দ্বারা তুমি আত্মাকে এবং শরীরকে বর্দ্ধিত কর)।

অসুনীতি দেবতা হবির্ভাগী নহেন (নির্ ১০।৪২।৬ দ্রষ্টব্য) ; কাজেই ঘৃত শব্দের অর্থ এখানে জল।[1]

২৬। ঋত।

ঋতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥

ঋতঃ ব্যাখ্যাতঃ (ঋত ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ঋত শব্দের নির্ব্বচন সম্বন্ধে নির্ ২।২৫ দ্রষ্টব্য। ঋত মধ্যস্থানদেবতা। "ঋত শব্দে ইন্দ্র বা সত্য বা আদিত্য অথবা যজ্ঞ। সায়ণ।"

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি ঋতদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অহবির্ভাক্ত্বাদসুনীতের্ঘৃতমিত্যুদকনামৈতদত্রোপপদ্যতে (দুঃ)।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঋ‍র্তস্য ধীতির্বৃজিনানি হন্তি।
ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ কর্ণা বুধানঃ শুচমান আয়োঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৪।২৩।৮)

ঋতস্য হি (ঋতদেবতার) পূর্বীঃ (চিরকালসম্ভূত) শুরুধঃ সন্তি (বৃষ্টিরূপ জলরাশি আছে), ঋতস্য ধীতিঃ (ঋতদেবের বৃষ্টিপ্রদানবিষয়ক বুদ্ধি) বৃজিনানি হন্তি (দুর্ভিক্ষাদি পাপসমূহ নাশ করে), শুচমানঃ ঋতস্য (বিদ্যুতের দীপ্তিতে দীপ্যমান ঋতদেবের)[1] শ্লোকঃ (গর্জ্জন শব্দ) বুধানঃ (নিজেকে বোধিত বা জ্ঞাপিত করিয়া অর্থাৎ জানাইয়া দিয়া) বধিরা আয়োঃ (বধির মনুষ্যের) কর্ণা (কর্ণৌ—কর্ণদ্বয়) ততর্দ (হিংসিত অর্থাৎ স্ফুটিত বা বিদীর্ণ করে)।

ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঃ, ঋতস্য প্রজ্ঞা বর্জ্জনীয়ানি হন্তি, ঋতস্য শ্লোকো বধিরস্যাপি কর্ণাবাতৃণত্তি। বধিরো বদ্ধশ্রোত্রঃ, কর্ণৌ, বোধয়ন্, দীপ্যমানশ্চায়োরয়নস্য মনুষ্যস্য, জ্যোতিষো বোদকস্য বা ॥ ২ ॥

শুরুধঃ—শুচং দীপ্তিং তাপং বা রুধতাঃ (জল—যাহা দীপ্তি অথবা তাপকে রোধ করে, নিঘ ৪।৩ দ্রষ্টব্য।); ঋতস্য ধীতিঃ বৃজিনানি হন্তি—ঋতস্য প্রজ্ঞা বর্জ্জনীয়ানি হন্তি (ঋতদেবের প্রজ্ঞা অর্থাৎ বৃষ্টিদানবিষয়ক বুদ্ধি বর্জ্জনীয় দুর্ভিক্ষাদি পাপ নাশ করে; ধীতিঃ—প্রজ্ঞা); ঋতস্য শ্লোকঃ বধিরা কর্ণা ততর্দ্দ—ঋতস্য শ্লোকঃ বধিরস্য অপি কর্ণৌ আতৃণত্তি (ঋতদেবের গর্জ্জনরূপ শব্দ বধিরের কর্ণদ্বয় ও হিংসিত বা বিদীর্ণ করে। বধিরা কর্ণা—বধিরস্যাপি কর্ণৌ; ততর্দ্দ—আতৃণত্তি—হিংসার্থক 'তৃদ্' ধাতুর রূপ)। বধিরঃ বদ্ধশ্রোত্রঃ (বধির শব্দের অর্থ বদ্ধকর্ণ অর্থাৎ শ্রবণশক্তিহীন—'বন্ধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); কর্ণা=কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়)। বুধানঃ=বোধয়ন্ (নিজেকে বোধিত বা জ্ঞাপিত করিয়া)[2]; শুচমানঃ—দীপ্যমানঃ (প্রথমা ষষ্ঠ্যর্থে—'ঋতস্য' পদের বিশেষণ); আয়োঃ=অয়নস্য—মনুষ্যস্য (আয়ু শব্দ গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ অয়ন অর্থাৎ গমনাগমনবিশিষ্ট—মনুষ্য, নিঘ ২।৩; 'বধিরস্য' পদের সহিত 'আয়োঃ' পদের সামানাধিকরণ্য—বধিরস্য আয়োঃ মনুষ্যস্য—এইরূপ অন্বয়); জ্যোতিষঃ বা উদকস্য বা—অথবা আয়ুপদের অর্থ জ্যোতি বা উদক; আয়োঃ=জ্যোতিষঃ,

---

১। শুচমানঃ দীপ্যমানঃ। ঋতবিশেষণমেতৎ। প্রথমা ষষ্ঠ্যর্থে। শুচমানস্য বিদ্যুদ্দীপ্ত্যা দীপ্যমানস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বোধয়ন্ আত্মানম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

অথবা—আয়োঃ = উদকস্য। জ্যোতিষঃ—এই অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয় হইবে—আয়োঃ ঋতস্য শ্লোকঃ (অয়নস্বভাব জ্যোতীরূপ ঋতদেবতার শ্লোক বা শব্দ); উদকস্য—এই অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয় হইবে—ঋতস্য আয়োঃ শ্লোকঃ (ঋতদেবতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে উদক তাহার শব্দ)।

২৭। ইন্দু।

ইন্দুরিন্ধেরুনত্তের্বা ॥ ॥

ইন্দুঃ ইন্ধেঃ উনত্তের্বা (ইন্দু শব্দ দীপ্ত্যর্থক 'ইন্ধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; অথবা—ক্লেদনার্থক 'উন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; উ ১২ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

'ইন্ধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ইন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি হইবে—ইন্দু (চন্দ্র) রাত্রিতে দীপ্তি পায় ; 'উন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে—ইন্দু বর্ষণ দ্বারা স্নিগ্ধ বা আর্দ্র করে।[1]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি ইন্দু দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দীপ্যতে উনত্তি বা বর্ষেণ (মেঘরাজ যথা)।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্র তদ্বোচেয়ং ভব্যায়েন্দবে হব্যো ন য ইষবান্ মন্ম রেজতি রক্ষোহা মন্ম রেজতি। স্বয়ং সো অস্মদানিদো বধৈরজেত দুর্মতিম্ অবস্রবেদঘশংসোঽবতরমব ক্ষুদ্রমিব স্রবেৎ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১২৯।৬)

ভব্যায় ইন্দবে (ভবনশীল অর্থাৎ বৃদ্ধিক্ষয়স্বভাব[1] ইন্দুর জন্য) তৎ প্রবোচেয়ং (প্রব্রবীমি—আমরা এই স্তোত্র পাঠ করি), যঃ (যে ইন্দু) ইষবান্ (অন্নবান্—স্তোতৃগণকে দেয় অন্নে অন্নসমন্বিত), [এবং] হব্যঃ ন (হবির্ভাক্ ইন্দ্রের সদৃশ), [যঃ] (যে ইন্দু) মন্ম রেজতি (আমাদিগের প্রজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি আকম্পিত অর্থাৎ স্তবোন্মুখ করেন), রক্ষোহা (রাক্ষসহন্তা ইন্দু) মন্ম রেজতি (রাক্ষসগণের প্রজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ চিত্ত প্রকম্পিত করেন)[2]; সঃ (ইন্দু দেবতা) স্বয়ং (নিজেই) অস্মদানিদঃ (আমাদের নিন্দাকারীদিগকে) দুর্মতিং [চ] (এবং দুষ্টমতি ব্যক্তিকে) বধৈঃ অজেত (বজ্রপ্রহারে জয় করুন), অঘশংসঃ (পাপপ্রখ্যাপনকারী) অবস্রবেৎ (অধোগতি প্রাপ্ত হউক), অবতরং (অতি নীচ বা নিকৃষ্টভাবে) ক্ষুদ্রমিব অবস্রবেৎ (ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ দ্রব্য জলাদির ন্যায় অধঃপতিত হউক)।[3]

ভব্যায়—দুর্গাচার্য্যের মতে ভব্য শব্দের অর্থ—ভবনার্হ, আত্মবান্ অথবা অভিপ্রেত ব্যক্তিগণের পাত্রভূত অর্থাৎ সুপাত্র বলিয়া স্বীকৃত। হব্যঃ ন—হবনম্ অর্হতীতি হব্যঃ ইন্দ্রঃ, ন শব্দ উপমার্থে (হবনার্হ ইন্দ্র সদৃশ); ইন্দু দেবতা নিজে হব্য বা হবির্ভাক্ নহেন বলিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে (ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। মন্ম রেজতি—মন্ম শব্দের অর্থ প্রজ্ঞান বা চিত্ত; ইন্দু দেবতা অন্ন দান করেন; এই উপকার স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত আকম্পিত বা তাঁহার স্তবের প্রতি উন্মুখ হয়। রক্ষোহা ইন্দুঃ মন্ম রেজতি—রাক্ষসগণ অন্ধকারে বিচরণ করে, ইন্দু অন্ধকার দূরীভূত করিয়া বিরুদ্ধাচরণকরত তাহাদের হন্তা হইয়া থাকেন—ইন্দু রাক্ষসগণের চিত্ত ভয়-প্রকম্পিত করেন। অঘশংস—যে ব্যক্তি পাপ প্রখ্যাপন করিয়া বেড়ায়, অন্যের পাপকে স্ফীত বা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করে।

প্রব্রবীমি তদ্‌ভব্যায়েন্দবে হবনার্হ ইব য ইষবানন্নবান্ কামবান্ বা মননানি চ নো রেজয়তি, রক্ষোহা চ বলেন রেজয়তি স্বয়ং সোঽস্মদভিনিন্দিতারং বধৈরজেত দুর্মতিম্। অবস্রবেদঘশংসঃ ততশ্চাবতরং ক্ষুদ্রমিবাবস্রবেৎ ॥ ২ ॥

প্রতৎ বোচেয়ম্=প্রব্রবীমি তৎ (আমরা এই স্তোত্র পাঠ করি), হব্যঃ ন—হবনার্হ

১। একৈককস্যাঃ কলায়া বৃদ্ধ্যা হান্যা বা যুক্তেন তেন রূপেণ ভবিতব্যম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। মন্ম মননং রক্ষসাং চেতশ্চ্যাবয়তি রেজয়তি কম্পয়তি (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। ক্ষুদ্রমিব দ্রব্যমুদকাদি তদ্বদবস্রবেৎ (স্কঃ স্বাঃ)। ক্ষুদ্রমিব দ্রব্যং কিঞ্চিৎ (দুঃ)।

ইব (যে ইন্দ্র হবনাই ইন্দ্রের সদৃশ) ; যঃ ইষবান্ — অন্নবান্ কামবান্ বা (যিনি ইষবান্ অর্থাৎ অন্নবান্ বা কামবান্ ; ইষ শব্দের অর্থ অন্ন—নিঘ ২।৭ ; কামবান্—সর্ব্বদা স্তোতৃগণের অভিমতফলদানে উন্মুখ)।[১] মন্ম রেজতি = মননানি চ নঃ রেজয়তি (আমাদের মনন অর্থাৎ প্রজ্ঞান আকম্পিত বা স্তুতিতে উদ্‌যুক্ত করেন ; মন্ম — মননানি, রেজতি — রেজয়তি— অন্তর্গতণিজর্থ) ; রক্ষোহা চ বলেন রেজয়তি (রক্ষোহা অর্থাৎ রাক্ষস-হন্তা হইয়া তিনি বলের দ্বারা রাক্ষসদিগের মন্ম বা প্রজ্ঞান অর্থাৎ চিত্ত ভয়কম্পিত করেন) ; স্বয়ং সঃ অস্মদভিনিন্দিতারং বধৈঃ অজেত দুর্মতিম্—(তিনি নিজেই আমাদিগের নিন্দাকারী দুর্মতিকে বজ্রপ্রহারের দ্বারা জয় করুন। অস্মদানিদঃ — অস্মদভিনিন্দিতারম্ ; 'অস্মদানিদঃ' এই পদটি কিন্তু বহুবচনান্ত বলিয়া মনে হয়—স্কন্দস্বামী ইহাকে বহুবচনান্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;[২] কাজেই ইহাকে 'দুর্মতিম্' পদের বিশেষণরূপে গণ্য না করিয়া অস্মদানিদঃ দুর্মতিঞ্চ অর্থাৎ আমাদের নিন্দাকারীদিগকে এবং পাপমতি ব্যক্তিকে—এইরূপ অন্বয় করিলে ভাল হয়)। অবস্রবেৎ অঘশংসঃ (পাপপ্রখ্যাপনকারী অর্থাৎ যে আমাদিগের পাপকে স্ফীত বা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করে—অধোগামী হউক) ; ততশ্চ অবতরং ক্ষুদ্রমিব অবস্রবেৎ (তাহা হইতেও অধিক নীচ বা নিকৃষ্টরূপে ক্ষুদ্র বস্তুর ন্যায় অধঃপতিত হউক ; অবতরম্ অব ক্ষুদ্রমিব স্রবেৎ = অবতরং ক্ষুদ্রমিব অবস্রবেৎ)।

অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনীয়েতি ॥ ৩ ॥

অভ্যাসে (দ্বিরুক্তিতে) ভূয়াংসম্ অর্থং মন্যন্তে (অর্থ অতিবহুল বা দৃঢ়তর হয় বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন) যথা (যেরূপ) অহো দর্শনীয় অহো দর্শনীয় ইতি (অহো সুন্দর, অহো সুন্দর—ইত্যাদি)।

মন্ম রেজতে মন্ম রেজতে, অবস্রবেৎ অবস্রবেৎ—এই দ্বিরুক্তি দেখিয়া তাহা সমর্থন করিতেছেন। দ্বিরুক্তি করিলে প্রকাশ্য অর্থের দৃঢ়তা বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ সাধিত হয় ; যেমন— 'অহো সুন্দর' 'অহো সুন্দর' এইরূপ বলিলে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ প্রকাশ পায়।

তৎ পরুচ্ছেপস্য শীলম্ ॥ ৪ ॥

তৎ পরুচ্ছেপস্য শীলম্ (তাহা পরুচ্ছেপ ঋষির স্বভাব)।

পরুচ্ছেপ একজন ঋষি ; তিনিই উদ্ধৃত মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাঁহার স্বভাবই এই যে তিনি সর্ব্বত্রই অভ্যস্ত বা দ্বিরুক্ত পদের দ্বারা দেবতার স্তুতি করেন।[৩] (ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল ১২৭ সূক্ত হইতে ১৩৯ সূক্ত পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)।

১। স্তোতৄণাং নিত্যমভিমতফলসম্প্রদানোন্মুখঃ (স্কঃ)।

২। অস্মাকম্ অভিনিন্দিতৄন্ আভিমুখ্যেন নিন্দিতৄন্।

৩। স হি নিত্যমভ্যাসৈঃ পদৈঃ স্তৌতি (স্কঃ)।

পরুচ্ছেপ ঋষিঃ। পর্ব্ববচ্ছেপঃ পরুষি পরুষি শেপোঽস্যেতি বা ॥ ৫ ॥

পরুচ্ছেপঃ ঋষিঃ (পরুচ্ছেপ একজন ঋষি), পর্ব্ববচ্ছেপঃ (পর্ব্ববৎ পর্ব্ববিশিষ্টঃ শেপঃ অস্য—ইহার শেপ বা শিশ্ন পর্ব্বযুক্ত) পরুষি পরুষি শেপঃ অস্য ইতি বা (অথবা পর্বে পর্বে প্রত্যেক অবয়ব সন্ধিতে ইহার শেপ বা শিশ্ন আছে)।

পরুচ্ছেপ নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। পরুষ (পরুষ্)+শেপ=পরুচ্ছেপ—পরুষ শব্দের অর্থ পর্ব্ববান্ (নিরু ২।৬ দ্রষ্টব্য); পর্ব্ববান্ এবং মহান্ ইহার শেপ। অথবা, পরুষি পরুষি (পর্ব্বে পর্ব্বে) অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়ব সন্ধিতে ইহার শেপ ; এতৎ সম্পর্কে কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (২৩।৪) দ্রষ্টব্য—"অসুরী ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, পর্ব্বে পর্ব্বে মুক্ত (শেপ) করিয়া ইন্দ্র তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; যেহেতু তিনি পর্ব্বে পর্ব্বে শেপ করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার নাম পরুচ্ছেপ।"[১] পর্ব্বে পর্ব্বে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিতে ইহার শেপ অর্থাৎ শেপস্থানীয় গড়ু (কুঁজ) আছে—এইরূপও ব্যুৎপত্তি হইতে পারে।[২]

ইতীমানি সপ্তবিংশতিদেবতানামধেয়ান্যনুক্রান্তানি সূক্তভাঞ্জি হবির্ভাঞ্জি তেষামেতান্যহবির্ভাঞ্জি—বেনোঽসুনীতির্ঋত ইন্দুঃ ॥ ৬ ॥

ইতি (এইভাবে) সপ্তবিংশতিদেবতানামধেয়ানি (সপ্তবিংশতিসংখ্যক দেবতার নাম) অনুক্রান্তানি (যথাক্রমে ব্যাখ্যাত হইল) [ইহারা] সূক্তভাঞ্জি (সূক্তভাগী) [এবং] হবির্ভাঞ্জি (হবির্ভাগী) ; তেষাম্ এতানি অহবির্ভাঞ্জি বেনঃ অসুনীতিঃ ঋতঃ ইন্দুঃ (তাঁহাদের মধ্যে ইহারা—বেন, অসুনীতি, ঋত এবং ইন্দু—হবির্ভাগী নহেন)।

বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দু পর্য্যন্ত সাতাশটি দেবতার নাম নিঘণ্টুতে (৫।৪) যে ক্রমে উক্ত হইয়াছে, সেই ক্রম অনুসরণ করিয়াই ব্যাখ্যা করা হইল। এই দেবতাসমূহ সূক্তভাক্ এবং হবির্ভাক্। কিন্তু ইহাদের মধ্যে চারিটি দেবতা—বেন, অসুনীতি, ঋত এবং ইন্দু মাত্র সূক্তভাক্, হবির্ভাক্ নহেন অর্থাৎ এই চারি দেবতার জন্য যজ্ঞে স্তুতিরই বিধান আছে, হবির বিধান নাই।

(২৮) প্রজাপতি।

প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ৭ ॥

প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা বা—প্রজাপতি প্রজাগণের রক্ষক অথবা পালয়িতা (পালক)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী প্রজাপতি দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অসুরীন্দ্রং প্রত্যাক্রমত পর্ব্বন্ পর্ব্বন্ মুষ্কান্ কৃত্বা তামিন্দ্রঃ প্রতিজিগীষন্ পর্ব্বন্ পর্ব্বন্ শেপাংসি অকুরুত। ইন্দ্র উ বৈ পরুচ্ছেপঃ। শেপ শব্দ অকারান্ত (পুংলিঙ্গ) এবং সকারান্ত (ক্লীবলিঙ্গ)।

২। পরুষি পরুষি বা সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু শেপস্থানীয়ানি গড়ুন্যস্যেতি (স্কঃ স্বাঃ)।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১২১।১০ ; শুক্ল-যজুঃ ১০।২০, ২৩।৬৫)

প্রজাপতে (হে প্রজাপতে) ত্বং অন্যঃ (তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ) এতানি [যানি] বিশ্বা জাতানি (এই যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে) তা (তানি—তাহা) ন পরিবভূব (পরিগ্রহ করিতে বা আয়ত্ত করিতে অথবা রক্ষা করিতে পারে না)[১], যৎকামাঃ (যাহা কামনা করিয়া) তে জুহুমঃ (আমরা তোমার হোম করিতেছি) তৎ নঃ অস্তু (তাহা আমাদের হউক), বয়ং রয়ীণাং পতয়ঃ স্যাম (আমরা যেন ধনের অধিপতি হই)।

প্রজাপতে ন হি ত্বদেতান্যন্যঃ সর্ব্বাণি জাতানি তানি পরিবভূব, যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণামিত্যাশীঃ ॥ ২ ॥

প্রজাপতে ন হি ত্বং এতানি অন্যঃ সর্ব্বাণি জাতানি—প্রজাপতে নহি ত্বৎ অন্যঃ [কোঽপি] এতানি [যানি] সর্ব্বাণি জাতানি—বিশ্বা—সর্ব্বাণি ; পরি তা বভূব—তানি পরিবভূব—তা—তানি। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নঃ অস্তু……ইতি আশীঃ—ইহা প্রথমা আশীঃ ; বয়ং পতয়ঃ রয়ীণাং স্যাম—ইহা দ্বিতীয়া আশীঃ। আশীঃ—প্রার্থনা বাক্য।

(২৯) অহি।

অহির্ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

অহিঃ ব্যাখ্যাতঃ (অহি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

অহি শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নিরু ২।১৭ দ্রষ্টব্য)। এইস্থানে অহি—ইন্দ্র (মধ্যস্থান দেবতা)।[২]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী অহি-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পরিপূর্ব্বো ভবতিঃ পরিগ্রহে পরিরক্ষায়াং বা। পরিগৃহ্লাতি পরিগ্রহীতুং শক্নোতি রক্ষিতুং বা, ত্বমেব পরিগৃহ্লাসি রক্ষসি বা (স্কঃ স্বাঃ)—নিরু ১০।১০।২ দ্রষ্টব্য।

২। ইহ ত্বিন্দ্রো মধ্যমোঽভিধেয়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অজামুকথৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং রজঃসু সীদন্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৩৪।১৬)

নদীনাং বুধ্নে (শব্দকারী জলরাশির বন্ধনস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে)[১] [বর্তমানং] বর্তমান) অজাম্ অহিং (জলজাত অহিকে) রজঃসু সীদন্ (উদকে উপবিষ্ট হইয়া—মনে মনে জলের কথা ধ্যান করিয়া অর্থাৎ একান্তভাবে জল প্রাপ্তি কামনা করিয়া)[২] উকথৈঃ (স্তোত্রসমূহের দ্বারা) গৃণীষে (স্তুতি করিতেছ)।

অজাম্—পুংলিঙ্গ 'অব্জা' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন ('বিশ্বপা'শব্দবৎ)—'সহস্রসা' এবং 'শতসা' শব্দের নিষ্পত্তি দ্রষ্টব্য—(নিরু ১০।২৯।১)। 'অজা' শব্দের অর্থ জলে জাত ; অহি বা ইন্দ্র বৃষ্টিরূপ জলে জাত কর্মাত্মনা অর্থাৎ কর্মদেহে[৩]—বৃষ্টিতে অর্থাৎ বৃষ্টি-দানরূপ কর্মদ্বারা তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার আত্মপ্রকাশ হয়। দেবতারা কর্মজন্মা (নিরু ৭।৪।১৬ দ্রষ্টব্য)।

অপ্সুজমুকথৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং রজঃসু উদকেষু সীদন্ ॥ ২ ॥

অজাম্—অপ্সুজম্ (উদকজন্মা অহিকে) ; রজঃসু = উদকেষু (জলরাশিতে)।

বুধ্নমন্তরিক্ষম্, বদ্ধা অস্মিন্ ধৃতা আপ ইতি বা ॥ ৩ ॥

বুধ্নম্—অন্তরিক্ষম্ ('বুধ্ন' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ) বদ্ধাঃ অস্মিন্ আপঃ (ইহাতে জলরাশি বদ্ধ) ধৃতাঃ ইতি বা (অথবা জলরাশি ইহাতে ধৃত)।

'বুধ্ন' শব্দ 'বন্ধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ২৮৫)—বুধ্নে (অন্তরিক্ষে) জলরাশি বদ্ধ থাকে ; অথবা, 'ধৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বুধ্নে (অন্তরিক্ষে) জলরাশি ধৃত থাকে।

ইদমপীতরদ্ বুধ্নমেতস্মাদেব ; বদ্ধা অস্মিন্ ধৃতাঃ প্রাণা ইতি ॥ ৪ ॥

ইদম্ অপি ইতরৎ বুধ্নম্ (এই অন্য বুধ্নও অর্থাৎ শরীরবাচী 'বুধ্ন'শব্দও) এতস্মাৎ এব (এই 'বন্ধ্' বা 'ধৃ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)—বদ্ধাঃ অস্মিন্ প্রাণাঃ (এই শরীরে প্রাণবায়ু বদ্ধ হইয়া থাকে) ধৃতাঃ প্রাণাঃ ইতি [বা] (অথবা ইহাতে প্রাণবায়ু ধৃত হইয়া থাকে)।

১। নদীনাং নদনানাম্ অপাং বন্ধনে এতস্মিন্নন্তরিক্ষে বর্তমানম্ (দুঃ)।

২। মনসোদকানি ধ্যায়ন্ কাময়মান ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। যঃ কর্মাত্মনা বৃষ্টিলক্ষণাস্বপ্সু জায়তে তমব্জাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

(৩০) অহিবুধ্ন্য।

যোঽহিঃ স বুধ্ন্যঃ বুধ্নমন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ ॥ ৫ ॥

যঃ অহিঃ স বুধ্ন্যঃ (যে অহি সেই বুধ্ন্য) বুধ্নম্ অন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ ('বুধ্ন'শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ—অন্তরিক্ষে নিবাসহেতু নাম বুধ্ন্য)।

'অহি' শব্দ এবং 'বুধ্ন্য' শব্দ সমানার্থক ; বুধ্নে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে, নিবাসনিবন্ধন—অহি—বুধ্ন্য। অহিঃ+বুধ্ন্যঃ—সামানাধিকরণ্যে যুক্ত হইয়া অহির্বুধ্ন্য নামের সৃষ্টি করিয়াছে। 'অহি' শব্দের এক অর্থ মেঘ (নিঘ ১।১০)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী অহির্বুধ্ন্য-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধান্মা। যজ্ঞো অস্য স্রিধদৃতায়োঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৩৪।১৭)

অহির্বুধ্ন্যঃ (অহির্বুধ্ন্যদেবতা) নঃ (আমাদিগকে) রিষে (হিংসকের হস্তে) মা ধাৎ (যেন সমর্পণ না করেন) ; ঋতায়োঃ অস্য (যজ্ঞকামী ইহার) [উদ্দেশে অনুষ্ঠিত] যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) মা স্রিধৎ (যেন ক্ষীণ বা বিনষ্ট না হয়)।[1]

মা চ নোঽহির্বুধ্ন্যো রেষণায় ধাৎ, মাঽস্য যজ্ঞোখা চ স্রিধদ্ যজ্ঞকামস্য ॥২॥

মা চ নঃ অহির্বুধ্ন্যঃ রেষণায় ধাৎ (আমাদিগকে যেন অহির্বুধ্ন্য হিংসাকারীর হস্তে সমর্পণ না করেন—রিষে=রেষণায় ; 'রিষ্' ধাতু হিংসার্থক) ; মা অস্য যজ্ঞোখা চ স্রিধৎ যজ্ঞকামস্য (যজ্ঞাভিলাষী ইহার যজ্ঞোখা অর্থাৎ যজ্ঞস্থালী যেন ভগ্ন না হয়—ঋতায়োঃ = যজ্ঞকামস্য)।

যজ্ঞোখা—যজ্ঞের উখা। 'উখা' শব্দের অর্থ স্থালী বা পাত্র—মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে অগ্নি স্থাপিত হয় ; যাহাতে এই পাত্র ভগ্ন না হয়, তাহার জন্য ঋত্বিক্‌গণ সচেষ্ট থাকেন।[2] মা স্রিধৎ = মা ভিদ্যতাম্। অস্য ঋতায়োঃ—যজমানের বিশেষণও হইতে পারে—'এই যজ্ঞানুষ্ঠানাভিলাষী যজমানের যজ্ঞ যেন বিনষ্ট না হয়' এই অর্থও সুসঙ্গত।

(৩১) সুপর্ণ।

সুপর্ণো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

সুপর্ণঃ ব্যাখ্যাতঃ (সুপর্ণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

'সুপর্ণ' শব্দের নির্ব্বচন সম্বন্ধে নির্ ৩।১১, ৪।৩, ৭।২৪ দ্রষ্টব্য। সুপর্ণ মধ্যস্থান-দেবতা।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সুপর্ণ-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মা স্রিধৎ প্রবৎ মা বিনশয়িত্যর্থঃ (স্কঃ খাঃ)।

২। মিত্রৈতাং ত উখাং পরিদদাম্যভিত্ত্যা এষা মা ভেদি। ইতি মিত্রায়ৈবৈনাং পরিদদাত্যভিত্ত্যৈ। যদি মিত্রায়াপরিত্তা ভিদ্যেত (মৈঃ সং ৩।১।৮)।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।
তং পাকেন মনসাঽপশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেড়্‌হি স উ রেড়্‌হি মাতরম্॥ ১॥

(ঋ—১০।১১৪।৪)

একঃ (অদ্বিতীয়—অপ্রতিম) সঃ সুপর্ণঃ (সেই সুপর্ণ সুপতন অর্থাৎ শীঘ্রগতি বায়ু) সমুদ্রম্ আবিবেশ (অন্তরিক্ষে প্রবিষ্ট বা অবস্থিত আছেন), সঃ (তিনি) ইদং বিশ্বং ভুবনং (এই বিশ্ব ভুবনকে—সর্ব্ব ভূতবর্গকে) বিচষ্টে (অবলোকন করেন), পাকেন মনসা (পরিপক্ব মনে—বিশুদ্ধান্তঃকরণে) তম্ (তাঁহাকে) অন্তিতঃ (সমীপে) অপশ্যম্ (অবলোকন করিয়াছি), তং মাতা রেড়্‌হি (তাঁহাকে মাতা লেহন করে) সঃ উ রেড়্‌হি মাতরম্ (তিনিও মাতাকে লেহন করেন)।

একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রম্ আবিশতি, স ইমানি সর্ব্বাণি ভূতান্যভিবিপশ্যতি, তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিত ইত্যৃষের্দৃষ্টার্থস্য প্রীতির্ভবত্যাখ্যানসংযুক্তা; তং মাতা রেঢ়ি বাগেষা মাধ্যমিকা স উ মাতরং রেঢ়ি॥ ২॥

একঃ সুপর্ণঃ সঃ সমুদ্রম্ আবিশতি (যিনি অদ্বিতীয় সুপর্ণ অর্থাৎ শীঘ্রগতি বায়ু, তিনি অন্তরিক্ষে আবিষ্ট হইয়া আছেন—কোন সময়েও অন্তরিক্ষে অনাবিষ্ট নহেন; আবিবেশ—আবিশতি); ইদং বিশ্বং ভুবনম্—ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি (এই সমস্ত ভূতবর্গকে), বিচষ্টে—অভিবিপশ্যতি (বিশেষরূপে অবলোকন করেন); তং পাকেন মনসা অপশ্যম্ অন্তিতঃ (যদিও তিনি দূরস্থিত, তথাপি পরিণত মনে অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্তবিশিষ্ট হইয়া, আমি তাহাকে সমীপে দর্শন করিয়াছি)—ইতি ঋষেঃ দৃষ্টার্থস্য প্রীতিঃ ভবতি আখ্যানসংযুক্তা (এইভাবে দৃষ্টার্থ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ঋষির আখ্যান সংবলিত প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে)—বায়ুদেবতার স্বরূপ দর্শন করিয়া ঋষি কাহারও নিকট সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এই কীর্ত্তন বা আখ্যান হইতেই তাঁহার প্রীতি প্রকটিত হইয়াছে।[1] তং মাতা রেঢ়ি বাগেষা মাধ্যমিকা (তাঁহাকে মাতা অর্থাৎ মাধ্যমিক বাক্ বা মেঘধ্বনি লেহন করে—বৃষ্টিপ্রদান কার্য্যে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে) স উ মাতরম্ (তিনিও সেই মাধ্যমিক বাক্‌কেই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকেন)।[2] বায়ু বহুপ্রকার শব্দ করে (৩য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য), মেঘধ্বনি উৎপন্ন

১। দৃষ্টদেবতঃ সতত্বঃ ঋষিঃ কস্মৈচিদাচষ্টে। তদাখ্যানাচ্চাস্ত প্রীতির্ভবতীতি (স্কঃ খাঃ)।

২। রেঢ়ি=লেঢ়ি—লিহ্‌ ধাতুর অর্থ—আস্বাদন; 'আস্বাদন' শব্দের দ্বারা এখানে উপজীবন বা অবলম্বন অর্থ লক্ষিত হইতেছে; আস্বাদনেনাত্র উপজীবনমাত্রং লক্ষ্যতে বৃষ্টিপ্রদানকর্ম্মণি সাহায্যেন উপজীবতি ইত্যর্থঃ; স মাতরং তামেব মাধ্যমিকাং বাচমুপজীবতি নান্যৎ কিঞ্চিৎ (স্কঃ খাঃ)।

করে—শব্দ বায়ুর জীবনভূত) 'উ' শব্দ পদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। মাতা ও পুত্র—মাধ্যমিকা বাক্ এবং বায়ু—পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান।[১] "পক্ষী (সুপর্ণ) এখানে প্রাণবায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকিলে বাক্য থাকে না।" সায়ণ।

৩২। পুরূরবা।

পুরূরবা বহুধা রোরূয়তে ॥ ৩ ॥

পুরূরবাঃ বহুধা রোরূয়তে (পুরূরবা বহুপ্রকার শব্দ পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকে)। পুরু শব্দ পূর্ব্বক শব্দার্থক 'রু' ধাতু হইতে 'পুরূরবস্' শব্দের নিষ্পত্তি—পুরূরবা অর্থাৎ প্রাণবায়ু[২] বহুপ্রকার শব্দ করে—পুরূরবা স্তনয়িত্নু, অর্থাৎ মেঘধ্বনিরূপ শব্দ উৎপন্ন করে[৩]; (পুরূরবাঃ—দীর্ঘত্ব ছান্দস)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'পুরূরবা' দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পরস্পরাশ্রয়ত্বাৎ তয়োঃ ···(দুঃ)।

২। বিজ্ঞায়তে হি 'বায়ুঃ প্রাণ এব পুরূরবাঃ' ইতি (স্কঃ খাঃ)।

৩। স্তনয়িত্নুলক্ষণঃ শব্দঃ করোতীতি পুরূরবাঃ (স্কঃ খাঃ)।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্দ্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্ত্তাঃ।
মহে যত্বা পুরূরবো রণায়াবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যায় দেবাঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৯৫।৭)

অস্মিন্ জায়মানে (পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলে) গ্নাঃ (জলরাশি) সম্+আসত (সমাসতে—সমাগত হইয়া তাঁহাকে পরিচর্য্যা করে—পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করে), উত (আর) নদ্যঃ (নদীসমূহ) স্বগূর্ত্তাঃ (স্বয়ংগামিনী হইয়া) ঈম্ (এনম্—ইহাকে) অবর্দ্ধন্ (অবর্দ্ধয়ন্—সংবর্দ্ধিত করে)—যৎ (যদা যখন)[১] পুরূরবঃ (হে পুরূরবঃ) দস্যুহত্যায় (দস্যু-হত্যার উদ্দেশ্যে) দেবাঃ (মধ্যস্থান মরুদ্গণ) মহে রণায় (তুমুল যুদ্ধ করিবার জন্য) ত্বা অবর্দ্ধয়ন্ (তোমাকে সংবর্দ্ধিত করে)।

দেবতাগণ কর্ম্মজন্য—পুরূরবা (প্রাণবায়ু) বৃষ্টিপ্রদান কার্য্যে বর্ষাকালে আত্মলাভ বা আত্মপ্রকাশ করেন; তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেই জলরাশি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ তাঁহার বশ্যতাপন্ন হয়।[২] নদীসমূহও স্বয়ংগামিনী হইয়া অর্থাৎ নিজেরাই উদ্যুক্ত হইয়া অত্যধিক ভাবে ইহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।[৩] ফল কথা এই যে, বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদী তড়াগ পুষ্করিণী প্রভৃতির জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহারা যেন ক্রমবিবর্দ্ধমান বায়ুর বশ্যতাপন্ন হয়। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবতা প্রত্যক্ষীভূত হইলে ঋষি বলিতেছেন—হে পুরূরবঃ, যখন মরুদ্গণ কর্ত্তৃক দুর্ভিক্ষাদি দস্যু হননের উদ্দেশ্যে[৪] মেঘের সহিত তুমুল রণ করিবার জন্য তুমি সংবর্দ্ধিত হইয়া থাক, তখনই নদী তড়াগাদি তোমার বশ্যতাপন্ন হয়—ইহাদের জল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দুর্গাচার্য্যের মতে যৎ=যস্মাৎ, এই মতে অর্থ হইবে—যেহেতু মরুদ্গণ দস্যু হননের উদ্দেশ্যে মেঘের সহিত তুমুল রণ করিবার জন্য তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, [সেই নিমিত্তই তুমি মহানুভব—তোমার পক্ষে সকলই সম্ভবপর হয়]।

সমাসতাস্মিঞ্জায়মানে গ্না গমনাদাপঃ ॥ ২ ॥

সমস্মিঞ্জায়মান আসত—অস্মিন্ জায়মানে সমাসত (সম্+আসত); সমাসত—সমাসতে (লটের অর্থে লঙ্—পরিচর্য্যা করে)। গ্নাঃ=আপঃ (গ্না—শব্দের অর্থ জল)

১। যৎ যদা (স্কঃ স্বাঃ)।

২। তদ্বিধেয়তামুপগতা তিষ্ঠন্তি (দুঃ)।

৩। স্বয়ংগামিন্যঃ ভূত্বা সুতরাং তদ্বিধেয়তামুপাগচ্ছন্ত্যঃ ...(দুঃ)।

৪। দস্যুভূতস্য চ দুর্ভিক্ষাদের্হননায় (স্কঃ স্বাঃ)।

গমনাৎ (গম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—জল গতিবিশিষ্ট) ; গ্না শব্দের অর্থ নিঘণ্টুতে বাক্ (১।১১)।

দেবপত্ন্যো বা ॥ ৩ ॥

বা (অথবা) গ্নাঃ—দেবপত্ন্যঃ (দেবপত্নীগণ) ; গ্না শব্দ সাধারণ স্ত্রীবাচী (নিরু ৩।২১ দ্রষ্টব্য)—ভাষ্যকার বৈকল্পিক ভাবে দেবস্ত্রী বা দেবপত্নী অর্থে গ্রহণ করিলেন। এই অর্থ ঐতিহাসিক পক্ষে।[1] "এই সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরূরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরূরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছুকাল সহবাস করিয়াছেন। উর্ব্বশী এক্ষণে পুরূরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ...উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।" (রমেশচন্দ্র)। ঐতিহাসিক পক্ষে এই মন্ত্র পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশীর উক্তি ; ইহার অনুবাদ—"পুরূরবা যখন জন্ম গ্রহণ করিলেন, দেবমহিলারা দেখিতে আসিল। নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে, সেই নদীরা পর্য্যন্ত সংবর্দ্ধনা করিল ; হে পুরূরবা! দেবতারা দস্যুবধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন।" (রমেশচন্দ্র)।

অপি চৈনমবর্দ্ধয়ন্নদ্যঃ,স্বগূর্ত্তাঃ স্বয়ংগামিন্যঃ ; মহতে চ যত্ত্বা পুরূরবো রণায় রমণীয়ায় সংগ্রামায়াবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যায় চ দেবা দেবাঃ ॥ ৪ ॥

অপি চ এনম্ অবর্দ্ধয়ন্ নদ্যঃ (আর ইঁহাকে নদীসমূহ সংবর্দ্ধিত করিল ; উত—অপিচ, ইম্—এনম্), স্বগূর্ত্তাঃ=স্বয়ংগামিন্যঃ ('নদ্যঃ' পদের বিশেষণ—পরপ্রেরণা ব্যতিরেকে স্বয়ং উদ্যুক্ত হইয়াই গমনকারিণী) ; মহতে চ যৎ ত্বা রণায় রমণীয়ায় সংগ্রামায় অবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যায় চ দেবাঃ দেবাঃ (মহে=মহতে ; রণায়—রমণীয়ায় সংগ্রামায়—'রম্' ধাতু হইতে রণশব্দ নিষ্পন্ন—সংগ্রাম বীরের পক্ষে রমণীয়, ভীতিপ্রদ নহে ; দেবাঃ দেবাঃ—দ্বিরুক্তি অধ্যায়সমাপ্তি সূচনার্থ)।

॥ সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত

১। ঐতিহাসিকানাং তু পুরূরবা নাম ঐলো রাজা। তং প্রত্যুর্বশ্যাহ। গ্নাঃ স্ত্রিয়ো দেবানাং পত্ন্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। শ্যেন।

শ্যেনো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

শ্যেনঃ ব্যাখ্যাতঃ (শ্যেন ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

শ্যেন শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নিরু ৪।২৪ দ্রষ্টব্য); এইস্থানে শ্যেন= মধ্যস্থান দেবতা ইন্দ্র।

তস্যৈষা ভবতি। ২ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী এই শ্যেন দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদায় শ্যেনো অভরৎ সোমং সহস্রং সবাঁ অযুতং চ সাকম্।
অত্রা পুরন্ধিরজহাদরাতীর্মদে সোমস্য মূরা অমূরঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—৪।২৬।৭)

শ্যেনঃ (শ্যেন—ইন্দ্র) সোমম্ আদায় (সোম গ্রহণ করিয়া) অভরৎ (তাহা পান করিলেন), [যত্র] (যথায়) সহস্রং সবান্ অযুতং চ সাকম্ (সহস্র সুত্যা অর্থাৎ সহস্র সাব্য সত্র অযুত চমসভক্ষণের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে); অত্রা (অত্র—এই সহস্রসাব্য সত্রে) পুরন্ধিঃ (বহুপ্রজ্ঞ বা বহুকর্ম্মা) অমূরঃ (অমূঢ়—অতিরোহিতজ্ঞান) [শ্যেন] সোমস্য মদে (সোমজনিত মত্ততা উপস্থিত হইলে) মূরাঃ অরাতীঃ (মূঢ়মতি অরাতিগণকে) অজহাৎ (নিহত করিলেন)।

আদায় শ্যেনোঽহরৎ সোমং সহস্রং সবান্ অযুতং চ সহ, সহস্রং সহস্র-সাব্যমভিপ্রেত্য তত্রাযুতং সোমভক্ষাঃ ॥ ২ ॥

আদায় শ্যেনঃ অহরৎ সোমম্ (শ্যেন সোম গ্রহণ করিয়া তাহা পান করিলেন; অভরৎ—অহরৎ—স্থানান্তর প্রাপণার্থক 'হৃ' ধাতুর রূপ—সোমকে স্থানান্তর প্রাপ্তি করাইলেন অর্থাৎ স্বীয় আস্যে নিয়া গেলেন—পান করিলেন)[১]; সহস্রং সবান্ অযুতং চ সহ—[যত্র] সহস্রং সবান্ অযুতং চ সহ [কুর্ব্বন্তি] (যথায় সহস্র সুত্যা[২] অর্থাৎ সহস্রসাব্য সত্র এবং অযুত সোমভক্ষণ ঋত্বিক্‌গণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন); সহস্রং সহস্রসাব্যম্ অভিপ্রেত্য, তত্রাযুতং সোমভক্ষাঃ (সহস্র শব্দ সহস্রসাব্য সত্র বুঝাইবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, ঈদৃশ সত্রে দশসহস্রসংখ্যক সোমভক্ষণ হয়)—সত্র শব্দের অর্থ "দ্বাদশ বা ততোধিক দিনে সাধ্য সোমযজ্ঞ"; সহস্র সাব্য সত্রে সহস্র বার সোমের সব অর্থাৎ অভিষব বা সুত্যা হয় ("the sacrifice in which soma is pressed a thousand times)"; প্রত্যেক সুত্যায় বা অভিষবে দশজন চমসী স্ব স্ব চমসে (চামচায়) সোমপান করেন*—একসহস্র সুত্যায় বা অভিষবে সোমভক্ষণ (সোমপান বা চমসভক্ষণ) হয় অযুত বা দশ সহস্র বার।

তৎসম্বন্ধেনাযুতং দক্ষিণা ইতি বা ॥ ৩ ॥

তৎসম্বন্ধেন (সোমভক্ষ সম্বন্ধহেতু) অযুতং দক্ষিণাঃ ইতি বা (অযুতসংখ্যক দ্রব্য দক্ষিণা—ইহাও বা অর্থ হইতে পারে)।

১। অহরৎ স্বমাস্যং প্রাপিতবান্ পীতবানিত্যর্থঃ (স্ক: ভাঃ); অপিবৎ (দুঃ)।
২। "সোমলতাকে জলসহ কোটার—থেতো করার নাম সুত্যা"।
৩। ঐ ব্রা ৬।২৮।১-৪. ৭।৩৪।৭ দ্রষ্টব্য। প্রতিসুত্যং হি দশানাং চমসানাং ভক্ষঃ (স্কঃ ভাঃ)।

সহস্রসাব্য সত্রে ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণা নাই ; কারণ সত্রে দক্ষিণা দান নিষিদ্ধ। সদস্য দক্ষিণা কিন্তু আছে ; এই দক্ষিণা হইবে সোমভক্ষণ সংখ্যার অনুরূপ—সোমভক্ষণ সংখ্যাও অযুত, সদস্য দক্ষিণাও হইবে অযুত।[১]

তত্র পুরন্ধিরজহাদমিত্রানদানানিতি বা ॥ ৮ ॥

তত্র পুরন্ধিঃ অজহাৎ অমিত্রান্ (সেই সহস্রসাব্য সত্রে বহুপ্রজ্ঞ বা বহুকর্মা ইন্দ্র অমিত্র অর্থাৎ শত্রুগণকে নিহত করিলেন ; অরাতীঃ = অমিত্রান্ ; অজহাৎ—'হন্' ধাতুর ছান্দসরূপ ;[২] অমিত্রভূত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র পৃথিবীতে বৃষ্টিবিধান করিলেন)। অদানান্ ইতি বা—অথবা, অরাতীঃ = অদানান্ (অরাতি শব্দের অর্থ দানবিরহিত অর্থাৎ অদাতা বা কৃপণ ; দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে রাতি—নাই রাতি বা দান যাহার সে অরাতি—অরাতি শব্দ বেদে স্ত্রীলিঙ্গ—দ্বিতীয়ার বহুবচনে অরাতীঃ) ; অরাতি শব্দের অর্থ অদান বা কৃপণ করিলে 'অজহাৎ' ক্রিয়ার অর্থ করিতে হইবে—ত্যাজিতবান্—ত্যাগার্থক অন্তর্গতণিজর্থ 'হা' ধাতুর রূপ—ইন্দ্র কৃপণ বা জলদানবিরহিত মেঘসমূহকে জলদান করাইয়াছিলেন।[৩]

'মদে সোমস্য মূরা অমূরঃ' ইতি ঐন্দ্রে চ সূক্তে সোমপানেন চ স্তুতস্তস্মাদিন্দ্রং মন্যন্তে ॥ ৫ ॥

'মদে সোমস্য মূরাঃ অমূরাঃ—ইতি ঐন্দ্রে চ সূক্তে সোমপানেন স্তুতঃ (ইন্দ্রদেবতাক সূক্তে সোমপানের দ্বারা এইরূপে শ্যেন স্তুত হইয়াছেন) তস্মাৎ ইন্দ্রং মন্যন্তে (সেই হেতু শ্যেনকে ইন্দ্র মনে করা হয়)।

৪।২৬ সূক্ত ঐন্দ্র সূক্ত। এই সূক্তের প্রথম তিন মন্ত্রে ইন্দ্রের স্তুতি এবং শেষ চারি মন্ত্রে শ্যেনের স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। 'মদে সোমস্য……' ইহার দ্বারা শ্যেনের সোমপানও কথিত হইয়াছে। ঐন্দ্রসূক্তে শ্যেনের স্তুতি এবং শ্যেনের সোমপান কর্তৃত্ব—এই দুই কারণে শ্যেন ও ইন্দ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়।

২। সোম।

ওষধিঃ সোমঃ সুনোতের্যদেনমভিষুণ্বন্তি ॥ ৬ ॥

সোম ওষধিঃ (সোম ওষধি বা লতাবিশেষ) সুনোতেঃ (অভিষবার্থক 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) যৎ এনম্ অভিষুণ্বন্তি (যেহেতু ঋত্বিক্‌গণ ইহাকে অভিষুত করেন)।

১। সহস্রসাব্যে হি যদ্যপি সত্রত্বাৎ ঋত্বিগ্ভ্যঃ দক্ষিণা নাস্তি—তথাপি সদস্যদক্ষিণাস্তি 'যাং সদস্যেভ্যো দদাতি সোমপীথং তয়া নিষ্ক্রীণীতে' ইতি সোমপীথার্থবাদাদ্ যাবন্তঃ সোমপীথাস্তাবত্যা ভবিতব্যম্। তে চাযুতম্। অতস্তাবদযুতেন দক্ষিণা অপ্যযুতম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অজহাৎ হতবান্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। জহাতের্ত্যাগার্থস্য রূপম্, ত্যাজিতবান্ বা (স্কঃ স্বাঃ)।

অভিষবার্থক 'সু' ধাতু হইতে সোম শব্দের নিষ্পত্তি ; সূয়তে ইতি সোমঃ—সোমলতা অভিষুত হয় অর্থাৎ ইহা থেঁতলাইয়া ইহা হইতে রস নিষ্কাশন করা হয়।

সোম মধ্যম বা মধ্যস্থান দেবতা। কারণ, আমরা যে চন্দ্র দেখিতে পাই তাহা এই সোমেরই তনূ[১]—সোম ও চন্দ্রমা অভিন্ন, উভয়েই রসাত্মক ; অথবা, মধ্যস্থান দেবতা বায়ুরই রূপান্তর সোম—বায়ুই সোমরূপতা প্রাপ্ত হইয়া অভিষুত হয়।

বহুলমস্য নৈঘণ্টুকং বৃত্তমাশ্চর্য্যমিব প্রাধান্যেন ॥ ৭ ॥

অস্য নৈঘণ্টুকং বৃত্তং বহুলম্ (ইহার গৌণভাবে বর্ণনা বা স্তুতি বহুসংখ্যক), আশ্চর্য্যম্ ইব প্রাধান্যেন (প্রধানভাবে বর্ণনা বা স্তুতি আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ অতি বিরল)।

অধিকাংশ স্থলেই সোমদেবতার যে স্তুতি তাহা পরার্থা অর্থাৎ পরপ্রধানা, স্বার্থা অর্থাৎ স্বপ্রধানা স্তুতি অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়—অন্য দেবতার স্তুতিপ্রসঙ্গেই সাধারণতঃ সোম-দেবতার স্তুতি হইয়া থাকে।

তস্য পাবমানীষু নিদর্শনায়োদাহরিষ্যামঃ ॥ ৮ ॥

পাবমানীষু (পাবমানী ঋক্‌সমূহের মধ্যে একটি ঋক্) তস্য নিদর্শনায় (সোমের পরপ্রধানা স্তুতি প্রদর্শনের নিমিত্ত) উদাহরিষ্যামঃ (উদাহৃত করিব)।

'পবমান সোম' যে সকল ঋকের দেবতা তাহারাই পাবমানী ঋক্। "সোমপাত্রে গ্রহ-গ্রহণের পর আধবনীয়ের সোম পূতভৃতে ছাঁকিয়া পূত করিয়া ঢালিবার সময় সেই পবমান (যাহা পূত হইতেছে) সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া এই নাম।" সোম ছাঁকিবার সময় গীত স্তোত্র পবমান স্তোত্র। নবম মণ্ডলের প্রথম চারিটী সূক্তের দেবতা পবমান সোম। প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটী উদাহৃত হইতেছে—ইহাতে প্রদর্শিত হইবে যে, সোম দেবতার যে স্তুতি হইয়াছে তাহা পরপ্রধানা।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। শুক্ল-যজুঃ ৬।৩৩ ; মৈত্রাসং ৪।৪।৮ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—৯।১।১, শুক্ল-যজুঃ ২৬।২৫)

সোম (হে সোম) ইন্দ্রায় পাতবে (ইন্দ্রার্থ পাননিমিত্ত) সুতঃ (অভিষুত হইয়া) স্বাদিষ্ঠয়া (স্বাদুতম) মদিষ্ঠয়া (অতিশয় মদজনক) ধারয়া (ধারায়) পবস্ব (দশা পবিত্র হইতে দ্রোণ কলসের অভিমুখে গমন কর অর্থাৎ ক্ষরিত হও)।[১]

ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ—ইন্দ্রার্থে পাননিমিত্ত সুত অর্থাৎ ইন্দ্র পান করুন এই অভিপ্রায়ে অভিষুত। ইন্দ্রের পানার্থ অভিষুত—ইহার দ্বারা সোমস্তুতির পরার্থতা প্রতিপাদিত হইল।[২] "দশা পবিত্রনামক মেষলোমনির্মিত ছাকনি পাত্রের মুখে দিয়া সোমরস ছাঁকিতে হয়।"

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই যে ঋক্‌টী ইহা পাঠের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল)।

এই ঋক্‌টী অতি সরল, পাঠমাত্রেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয় ; ভাষ্যকার এই জন্যই ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

অথৈষাপরা ভবতি চন্দ্রমসো বৈতস্য বা ॥ ৩ ॥

অথ এষা অপরা ভবতি চন্দ্রমসঃ বা এতস্য বা (অতঃপর এই অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে যাহাতে চন্দ্রমার অথবা ইহার অর্থাৎ ওষধি সোমের স্তুতি আছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে চন্দ্রস্থ আপন্ন সোমের এবং ওষধি সোমের (সোমলতার) উভয়েরই স্তুতি আছে। এই স্তুতি স্বপ্রধানা—নৈঘণ্টুক বা পরপ্রধানা নহে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দশাপবিত্র—"সোমরস ছাঁকিবার জন্য মেষলোমগ্রথিত ছাঁকনি"। দ্রোণকলস—"আহবনীয়ের সোমরস ছাঁকিয়া রাখিবার অন্যতর বৃহৎপাত্র" ; দশাপবিত্রাৎ দ্রোণকলসং প্রতি গচ্ছ (উবট ও মহীধর)।

২। ইন্দ্রার্থং পবস্বেত্যাখ্যার্থতা লক্ষ্যতে (দুঃ)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন ॥ ১ ॥

(১০।৮৫।৩)

যৎ (যদা—যখন) ওষধিং সম্পিষন্তি (ওষধিরূপ সোমকে নিষ্পীড়ন করে) সোমং পপিবান্ মন্যতে (তখন মানুষ মনে করে 'আমি সোম পান করিয়াছি), ব্রহ্মাণঃ (ব্রাহ্মণগণ) যং সোমং বিদুঃ (যাহাকে সোম বলিয়া জানেন) ন তস্য অশ্নাতি কশ্চন (কেহই তাহা পান করিতে পায় না)।[১]

সোমলতা নিষ্পীড়ন করিয়া রাসায়নিকগণ অবৈধভাবে যে সোমরস পান করেন তাহা সোম নহে—তাহা বৃথা সোম বা অসোম; যথার্থ—সোমপা তিনি, যিনি যজ্ঞীয় সোম পান করেন—যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ (ঋত্বিক্ যজমানগণ)[২] সোম বলিয়া বলেন এবং যে সোমে যাজ্ঞিক ব্যতীত কাহারও অধিকার নাই। "সোমযাগের শেষ দিনে সোমলতা হইতে সোমরস নিষ্ক্রান্ত করিয়া ঐ রস আহুতি দেওয়া হয় এবং উহা ঋত্বিকেরা ও যজমান পান করেন। ইহাই সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার নাম সবন।"

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিমিতি বৃথাসুতমসোমমাহ ॥ ২ ॥

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্তি ওষধিম্ ইতি বৃথাসুতম্ অসোমম্ আহ—বিধিবহির্ভূতভাবে সোমরস নিষ্কাশিত করিয়া 'সোমপান করিলাম' বলিয়া রাসায়নিকগণ মনে করিতে পারেন; ঈদৃশ সোমরস কিন্তু বৃথা সুত—ইহার মধ্যে সোমত্ব নাই।

সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুরিতি ন তস্যাশ্নাতি কশ্চনাযজ্বেত্যধিযজ্ঞম্॥ ৩ ॥

সোমং যং ব্রহ্মাণঃ বিদুঃ······ব্রাহ্মণগণ যাহাকে সোম বলিয়া জানেন তাহাকে কোনও অযজ্বা (অযাজ্ঞিক) পান করিতে পারেন না; ইতি অধিযজ্ঞম্—এই ব্যাখ্যা যজ্ঞাধিকারে বা যজ্ঞবিষয়ে এবং ওষধি-সোমপক্ষে।

অথাধিদৈবতম্ ॥ ৪ ॥

অথ অধিদৈবতম্ (অতঃপর দেবতাধিকারে বা দেবতাবিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেছেন)। অতঃপর সোম শব্দের অর্থ দেবতা—চন্দ্রমা, এই পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

১। দ্বিতীয়ার্ধে বা ষষ্ঠী ন তমশ্নাতি কশ্চন (স্কঃ পাঃ)।

২। ব্রহ্মশব্দো ব্রাহ্মণশব্দপর্যায়োঽস্তি, কুতঃ? অনুচরসি ব্রহ্মন্নিতি প্রয়োগাদ্ ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ, তে চ ঋত্বিগ্যজনা (স্কঃ পাঃ)।

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিমিতি যজুঃসুতম্ অসোমমাহ ॥ ৫ ॥

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্তি ওষধিম্—ইতি যজুঃসুতম্ অসোমম্ আহ—যজ্ঞবিধি অনুসারে সোমরস নিষ্কাশিত করিয়া 'সোমরস পান করিলাম' বলিয়া ঋত্বিক্‌গণ এবং যজমান মনে করিতে পারেন; ঈদৃশ সোমরস কিন্তু যজুঃসুত—যজ্ঞনির্বাহার্থ অভিষুত, ইহাও দেবতা সোমের অর্থাৎ চন্দ্রমার তুলনায় অসোম।[1] সোমাভিষবে যজুর্মন্ত্রের উপযোগিতা আছে; বসতীবরী ও একধনা জল মিশ্রণ কালে হোতা নিগদ মন্ত্র (যজুর্মন্ত্রবিশেষ) পাঠ করেন—এই ভাবেই অভিষুত সোমকে (যাহা বসতীবরী ও একধনা জলের সহিত মিশ্রিত করা হয়) যজুঃসুত বলা হইয়াছে।

সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুশ্চন্দ্রমসং ন তস্যাশ্নাতি কশ্চনাদেব ইতি ॥ ৬ ॥

সোমং যং ব্রহ্মাণঃ বিদুঃ চন্দ্রমসং (যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রমা বলিয়া জানেন) ন তস্য অশ্নাতি কশ্চন অদেবঃ (তাহাকে দেবতা ভিন্ন কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না)।

ব্রাহ্মণগণ সোম অর্থে চন্দ্রমাকেই বুঝিয়া থাকেন, ঈদৃশ সোম অর্থাৎ চন্দ্রমা দেবগণেরই ভক্ষ্য বা অন্ন—অন্য কাহারও নহে। "সোমো নূনমেষ তদ্দেবানাম্ অন্নম্—ইতি হ বিজ্ঞায়তে,"[2] "এষ বৈ সোমো রাজা দেবানামন্নং যচ্চন্দ্রমাঃ"[3]—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রে সোমের যে স্তুতি, তাহা স্বপ্রধানা।[4]

অথৈষাপরা ভবতি চন্দ্রমসো বৈতস্য বা ॥ ৭ ॥

অথ এষা অপরা ভবতি চন্দ্রমসঃ বা এতস্য বা—অতঃপর (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে) এই অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে যাহাতে চন্দ্রমার অর্থাৎ চন্দ্রত্ব আপন্ন সোমের এবং ওষধি সোমের উভয়েরই স্তুতি আছে। এই স্তুতিও স্বপ্রধানা—নৈঘণ্টুক নহে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যজুঃসুতম্ অভিষুতং চন্দ্রমসমপেক্ষ্য অসোমমাহ (দুঃ)।

২। দুর্গাচার্য।

৩। শত ব্রা ১।৬।৪।৫।

৪। এবমস্য স্বপ্রধানা সোমস্য স্তুতিঃ (দুঃ)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ১ ॥
(ঋ ১০।৮৫।৫)

দেব (হে দেব সোম) যৎ ত্বা প্রপিবন্তি (যখন তোমাকে পান করেন) ততঃ (তদনন্তর) পুনঃ আপ্যায়সে (পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া থাকে); বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা (বায়ু সোমের রক্ষক) [সোম] সমানাং (সংবৎসর সমূহের) [এবং] মাসঃ (মাসস্য—মাসের) আকৃতিঃ (সম্যক্ কর্ত্তা)।

যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনরিতি নারাশংসানভিপ্রেত্য ॥ ২ ॥

যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি···পুনঃ—ইতি নারাশংসান্ অভিপ্রেত্য—হে দেব! তোমাকে ঋত্বিক্ যজমানগণ পান করিবার পর তুমি পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া থাক—ইহা বলা হইয়াছে নারাশংস চমস সমূহকে লক্ষ্য করিয়া; চমস হইতে সোমপানের পর পুনরায় ঐ চমস সোমরস-পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়—তখন ঐ চমস নরাশংস নামক দেবতার উদ্দিষ্ট হয় এবং নারাশংস নাম লাভ করে; চমস হইতে সোমপানের পর পুনরায় ইহা সোমরসে পূর্ণ করা হয়—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "হে সোম! তোমাকে পান করিলে তুমি আবার আপ্যায়িত বা বর্দ্ধিত হও।" এই ব্যাখ্যা সোম=ওষধি সোম—এতৎপক্ষে।

পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাবিতি বা ॥ ৩ ॥

বা (অথবা) পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষৌ ইতি ('যত্ত্বা···পুনঃ'—ইহা বলা হইয়াছে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া)।

চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমূহকর্ত্তৃক পীত হয়, শুক্লপক্ষে আবার বর্দ্ধিত হয়—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "হে সোম! তোমাকে পান করিলে তুমি আবার আপ্যায়িত বা বর্দ্ধিত হও।" এই ব্যাখ্যা সোম=চন্দ্রমা—এতৎপক্ষে।

বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা বায়ুমস্য রক্ষিতারমাহ—সাহচর্য্যাদ্রসহরণাদ্বা ॥ ৪ ॥

বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা—বায়ুমস্য রক্ষিতারমাহ (বায়ুকে সোমের রক্ষক বলা হইয়াছে) সাহচর্য্যাদ্ রসহরণাদ্ বা (সাহচর্য্য অথবা রসহরণনিবন্ধন)।

বায়ুকে সোমের রক্ষক বলা হইয়াছে বায়ু সোমের বন্ধুভাবাপন্ন সহচারী বলিয়া[১]—বায়ু ও সোম সর্ব্বদা পরস্পর সহচররূপেই অবস্থান করে, সোমের যে বৃদ্ধি তাহাও বায়ুর

১। ঐত ব্রা ২।৮।৩ দ্রষ্টব্য। সাহচর্য্যাৎ সখিভাবাৎ (স্কঃ স্বাঃ); বায়ুনহচরিতো হ্যসৌ (দুঃ)।

উপরই নির্ভর করে ; অথবা, রসহরণ বায়ুর ধর্ম—বায়ু সর্ব্বরসাপহারী হইয়াও যে সোমকে বিশোষিত করে না, ইহাতে সোম রক্ষিত হয়।[১] এই ব্যাখ্যা সোম=ওষধিসোম—এতৎপক্ষে। সোম=চন্দ্র—এতৎপক্ষেও বায়ু সোমের রক্ষক ; কারণ, বায়ু সুক্ষ্ম সুষুম্নাখ্য রশ্মিনাড়ীর দ্বারা যথাকালে ক্ষীণ চন্দ্রকে পুনরায় পরিপূর্ণ করে।[২] অথবা, সাহচর্য্যাৎ এবং রসহরণাৎ—এই যুক্তিদ্বারাও বায়ুকে চন্দ্রের রক্ষক বলা যাইতে পারে—বায়ু চন্দ্রের সহচর, বায়ুই চন্দ্রের গতি সম্পাদন করে ; বায়ুই চন্দ্রের জন্য রস-হরণ করে।[৩]

সমানাং সংবৎসরাণাং মাস আকৃতিঃ সোমো রূপবিশেষৈরোষধিশ্চন্দ্রমা বা ॥ ৫ ॥

সমানাং=সংবৎসরাণাং (সংবৎসরের) [এবং] মাসঃ=মাসস্য (মাসের) আকৃতিঃ (সম্যক্ কর্ত্তা) সোমঃ রূপবিশেষৈঃ ওষধিঃ চন্দ্রমাঃ বা (ওষধিরূপ সোম অথবা চন্দ্রমা সোম—রূপবিশেষের দ্বারা)।

শুক্লপক্ষে প্রত্যেক দিন সোমলতার এক একটী করিয়া পত্র উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যেকদিন আবার এক একটী করিয়া পত্র স্খলিত হয়—কৃষ্ণ পক্ষের অন্তিম দিনে আর পত্র থাকে না, সোমলতা লতামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। লতা যে দিন পত্রবিহীন হইবে সেই দিনই চান্দ্র একমাস অতিবাহিত হইল বলিয়া বুঝা যাইবে। কাজেই সোমলতা পত্রোৎপত্তি এবং পত্রস্খলনরূপ রূপবিশেষের দ্বারা মাস সৃষ্টি করে—মাসরূপ কাল জ্ঞাপিত করে ; এইরূপে সংবৎসর সৃষ্টি বা সংবৎসর কাল জ্ঞাপন ও সোমলতার দ্বারা হইয়া থাকে। চন্দ্রমাও মাস এবং সংবৎসর সৃষ্টি করে অর্থাৎ মাসরূপ কাল ও সংবৎসররূপ কাল জ্ঞাপিত করে—তাহার ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ রূপবিশেষের দ্বারাই।

৩। চন্দ্রমা।

চন্দ্রমাশ্চায়ন্ দ্রমতি, চন্দ্রো মাতা চান্দ্রং মানমস্যেতি বা ॥ ৬ ॥

'চন্দ্রমস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) চন্দ্রমাঃ চায়ন্ দ্রমতি—চায়ন্ (দর্শনার্থক 'চায়্' ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ান্ত পদ)+গত্যর্থক 'দ্রম্' ধাতু হইতে 'চন্দ্রমস্' শব্দের নিষ্পত্তি (চায়দ্রমস্=চন্দ্রমস্—চন্দ্রমা উপরিস্থিত হইয়া লোকপালত্ব নিবন্ধন ভূতসমূহ দেখিতে দেখিতে গমন করেন) (২) চন্দ্রঃ মাতা—চন্দ্র+মাতা=চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমা একাধারে চন্দ্র অর্থাৎ নিত্যকান্ত বা সর্ব্বদা অভীপ্সিত এবং মাতা অর্থাৎ মাসাদি কাল নির্ম্মাতা) (৩) চান্দ্রং

১। সর্ব্বরসাপহারো বায়ুঃ সমর্থঃ সন্ যন্ন শোষয়তি সোমং তেন সোমো রক্ষিতো ভবতি (দুঃ)।

২। এষ যেনং সূক্ষ্ময়া রশ্মিনাড্যা সুষুম্নাখ্যয়া পুনর্যথাকালমাপূরয়তি (দুঃ)।

৩। বায়ুস্ত তব সোমস্য রক্ষিতা সাহচর্য্যাদ্ রসহরণাদ্বেত্যুক্তম্ (স্কঃ স্বাঃ)। ঋগ্বেদ ২।১২।২০-২২ দ্রষ্টব্য।

মানম্ অস্ত ইতি বা (অথবা, চান্দ্র+মাতা—চন্দ্রমাঃ—চান্দ্র কাল অর্থাৎ মাসাদি ইহার মান বা নির্মাণ—মাসাদি কালের নির্মাতা চন্দ্র) ; দ্রষ্টব্য এই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্ব্বচনে অর্থতঃ কোন ভেদ নাই—দ্বিতীয় নির্ব্বচনে কর্ম্মধারয় সমাস, তৃতীয় নির্ব্বচনে বহুব্রীহি সমাস।

চন্দ্রশ্চন্দতেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রঃ চন্দতেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ (চন্দ্র শব্দ কান্ত্যর্থক 'চন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উ ১৭০ ; চন্দ্র নিত্যকান্ত—সর্ব্বদা অভীপ্সিত)।

চন্দনমিত্যপ্যস্য ভবতি ॥ ৮ ॥

চন্দনম্ ইত্যপি অস্য ভবতি (চন্দন—এই শব্দটীও এই 'চন্দ' ধাতুরই রূপ—চন্দনও সুন্দরগন্ধবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্বলোককান্ত)।

চারু দ্রমতি, চিরং দ্রমতি চমের্বা পূর্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

চারু দ্রমতি (চারু+'দ্রম্' ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন—চন্দ্র সুন্দরভাবে গমন করে) চিরং দ্রমতি (চির+'দ্রম্' ধাতু হইতে চন্দ্রশব্দ নিষ্পন্ন—চন্দ্র মন্দগতিনিবন্ধন দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে) চমের্বা পূর্ব্বম্ (অথবা, চন্দ্র শব্দের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ চম্যমান শব্দ ভক্ষণার্থক 'চম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—চম্যমান+দ্রম্=চন্দ্র ; চন্দ্র দেবগণ অর্থাৎ রশ্মিসমূহের দ্বারা ভক্ষ্যমাণ হইয়া আকাশে গমন করে)।

চারু রুচের্বিপরীতস্য ॥ ১০ ॥

চারু রুচেঃ বিপরীতস্য (চারু শব্দ 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অক্ষর বৈপরীত্যে)।

প্রসঙ্গতঃ চারু শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। দীপ্ত্যর্থক 'রুচ্' ধাতুর অক্ষর বৈপরীত্যে চারু শব্দ নিষ্পন্ন—রুচা=চারু ; চারু—দীপ্তিসম্পন্ন।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ১১ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী চন্দ্রমা দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবো নবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৮৫।১৯)

[চন্দ্রমাঃ] (চন্দ্রমা) [শুক্লপক্ষে] জায়মানঃ (জায়মান হইয়া) নবঃ নবঃ ভবতি (নূতন নূতন আকার ধারণ করেন), অহ্নাং কেতুঃ (নিজ গতিবিশেষের দ্বারা দিন সমূহের স্রষ্টা চন্দ্রমা)[১] [কৃষ্ণপক্ষে] উষসাম্ অগ্রম্ এতি (উষার প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে উদিত হন)[২]; আয়ন্ (পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় সমাগত হইয়া) দেবেভ্যঃ ভাগং বিদধাতি (অগ্ন্যাদি দেবগণের ভাগ বিধান করেন), চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমা) দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রতিরতে (দীর্ঘ আয়ু প্রবর্দ্ধিত করেন)।

চন্দ্রের স্থান পুরাণে দ্যুলোক বলিয়া বর্ণিত হইলেও (ব্রহ্মপুরাণ ২৩।৫ দ্রষ্টব্য) চন্দ্র মধ্যস্থান দেবতা; বলকৃতি এবং রসানুপ্রদান সামর্থ্য মধ্যস্থান দেবতার লক্ষণ। এতদুভয়ই চন্দ্রে বিদ্যমান আছে (ঋ—১।২৯।৬ দ্রষ্টব্য)।

নবো নবো ভবতি জায়মানঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষাদিমভিপ্রেত্য ॥ ২ ॥

নবঃ নবঃ ভবতি জায়মানঃ (জায়মান হইয়া নূতন নূতন আকার ধারণ করেন)—ইতি পূর্ব্বপক্ষাদিম্ অভিপ্রেত্য (ইহা শুক্লপক্ষের প্রারম্ভকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে); চন্দ্রমা শুক্লপক্ষ আরম্ভ হইতেই এক এক কলা বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন এবং দিনের পর দিন তাহার নূতন নূতন আকৃতি হয়।

'অহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রম্' ইত্যপরপক্ষান্তমভিপ্রেত্য ॥ ৩ ॥

অহ্নাং কেতুঃ উষসাম্ এতি অগ্রম্ (দিনসমূহের স্রষ্টা চন্দ্রমা উষার প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে উদিত হন)—ইতি অপরপক্ষান্তম্ অভিপ্রেত্য (ইহা কৃষ্ণপক্ষের সমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে); কৃষ্ণপক্ষের অবসান কালে চন্দ্রমা উদিত হন ঠিক উষা প্রকাশিত হওয়ার অর্থাৎ প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে। অহ্নাং কেতুঃ—গতি বিশেষের দ্বারা দিনসমূহের স্রষ্টা চন্দ্রমা; অথবা, অহ্নাং কেতুঃ—দিনসমূহের চিহ্নভূত বা সূচনাকারী;* কৃষ্ণপক্ষের অন্তিমকালে চন্দ্রোদয় দিনের আগমন সূচনা করে।

১। অহ্নাং কেতুঃ কর্ত্তা স্বগতিবিশেষৈঃ (দুঃ)।
২। উষসাম্—বহুবচন পূজার্থে—পূজার্থে বহুবচনম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
*। কেতুরিতি চিহ্নভূতঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

আদিত্যদৈবতো দ্বিতীয়ঃ পাদ ইত্যেকে ॥ ৪ ॥

আদিত্যদৈবতঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ আদিত্যদেবতাক) ইতি একে (কোন কোন আচার্য্য ইহা মনে করেন)।

উদ্ধৃত মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের দেবতা আদিত্য—ইহা কোন কোন আচার্য্যের মত। কারণ এই যে, ইহার পূর্ব্ববর্তী মন্ত্রেও (ঋ—১০।৮৫।১৮) চন্দ্রমা এবং আদিত্য উভয়েই স্তুত হইয়াছেন।[১] আদিত্যপক্ষে অর্থ হইবে—অহ্নাং কেতুঃ (দিবসস্রষ্টা)[২] [আদিত্য] উষসাম্ অগ্রম্ এতি (উষঃ প্রকাশের পরে আগমন করেন)।[৩]

'ভাগং দেবেভ্যো বিদধাত্যায়ন্' ইত্যর্দ্ধমাসেজ্যামভিপ্রেত্য ॥ ৫ ॥

ভাগং দেবেভ্যঃ বিদধাতি আয়ন্ (সমাগত হইয়া দেবগণকে ভাগ প্রদান করেন)— ইতি অর্দ্ধমাসেজ্যাম্ অভিপ্রেত্য (ইহা অর্দ্ধমাস যাগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে)। অর্দ্ধমাসেজ্যা—অর্দ্ধমাসে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সম্পাদ্য যাগ বা ইষ্টি; চন্দ্র অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে আগমন করিলে অর্থাৎ চন্দ্রের গতি দ্বারা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথি নিষ্পাদিত হইলে দর্শপৌর্ণমাস যাগ অনুষ্ঠিত হয় এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ যথাযোগ্য যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই 'ভাগম্…আয়ন্'—ইহা বলা হইয়াছে।[৪]

প্রবর্দ্ধয়তে চন্দ্রমা দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৬ ॥

প্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ—প্রতিরতে চন্দ্রমাঃ দীর্ঘমায়ুঃ; প্রতিরতে—প্রবর্দ্ধয়তে (প্রবর্দ্ধিত করেন)।

৪। মৃত্যু।

মৃত্যুর্মারয়তীতি সতঃ ॥ ৭ ॥

মৃত্যুঃ মারয়তি ইতি সতঃ (মৃত্যু প্রাণবিয়োগ ঘটায়—অন্তর্গত ণ্যর্থ 'মৃ' ধাতুর উত্তর ত্যুক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন কর্তৃবাচ্যে—উ ৩০১); 'সতঃ' পদের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য। মৃত্যু—প্রাণ—মধ্যস্থানদেবতা; এই প্রাণ যখন দেহ হইতে বিনির্গত হয় তখন প্রাণিগণ অন্যান্য প্রাণ হইতে বিযুক্ত হয়—'প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' (বৃহ, উপ, ৪।৪।২)।

১। পূর্ব্বস্যামপি ঋচ্যুভয়োঃ স্তুতির্দর্শনাদত্রাপ্যাদিত্যদৈবত ইতি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অথবা দিনের বিশেষ চিহ্নস্বরূপ আদিত্য।

৩। অগ্রশব্দোঽন্তবচনঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। পৌর্ণমাসীমমাবস্যাং চ নিষ্পাদয়ন্ দর্শপৌর্ণমাসয়োর্ভাগং দেবেভ্যোঽগ্ন্যাদিভ্যো বিদধাতি (স্কঃ স্বাঃ)।

মৃতং চ্যাবয়তীতি বা শতবলাক্ষো মৌদ্‌গল্যঃ ॥ ৮ ॥

মৃতং চ্যাবয়তি ইতি বা (অথবা, মৃত বা আসন্নমৃত্যু প্রাণীকে অর্থাৎ যাহার আয়ু উপক্ষীণ হইয়াছে, হস্তপদাদিপ্রসারণের শক্তি যাহার বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাকে প্রচ্যুত করে—শরীর হইতে ভ্রষ্ট করে[১], ইহাও বা মৃত্যু শব্দের ব্যুৎপত্তি)—মুদ্গল পুত্র শতবলাক্ষ ইহা মনে করেন। এইমতে মৃত+'চ্যু' ধাতু হইতে মৃত্যু শব্দের নিষ্পত্তি; প্রাণবায়ু অপগত হইয়া মুমূর্ষুর স্বদেহ হইতে চ্যুতি ঘটায়। শতবল অর্থাৎ প্রভূত বলসম্পন্ন অক্ষ বা ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার—ইহাই শতবলাক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী এই মৃত্যুদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মৃতমিতি বর্তমানসামীপ্যে; আসন্নমৃত্যুং শরীরাচ্চ্যাবয়তীতি (স্কঃ স্বাঃ); য এব উপক্ষীণায়ুর্ভবতি উপক্ষীণকর্মা তমেবাসাবপগমনেন প্রচ্যাবয়তি (দুঃ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১৮।১ ; শুক্ল-যজুঃ ৩৫।৭)

মৃত্যো (হে মৃত্যো) পরং পন্থাং (অন্যং পন্থানম্—অন্য এক পথে) অনু পরেহি ফিরিয়া যাও) যঃ (যে পথ) তে স্বঃ (তোমার স্বীয়) [এবং] ইতরঃ দেবযানাৎ (দেবযান পথ হইতে ভিন্ন) ; চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি (চক্ষুষ্মান্ এবং শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট তোমাকে বলিতেছি) মা নঃ প্রজাং রীরিষঃ (আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে হিংসা করিও না) মা উত বীরান্ (আমাদের আশ্রিত অন্য লোক জনকেও হিংসা করিও না ।[১]

ঋষি বলিতেছেন—আমরা দেবযান পথে অবস্থিত, তোমার অনাদৃষ্ট—তুমি পিতৃযান পথে ফিরিয়া যাও।

[পরং মৃত্যো ধ্রুবং মৃত্যো ধ্রুবং পরেহি মৃত্যো কথিতং তেন মৃত্যো মৃতং চ্যাবয়তে ভবতি মৃত্যো মদের্বা মুদের্বা। তেষামেষা ভবতি।]

এই অংশের বিশেষ কোন অর্থ করা যায় না ; কোন টীকাকারও ইহা স্পর্শ করেন নাই। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সকলেই মনে করেন।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। প্রজাং পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ (দুঃ) ; স্কন্দস্বামীর মতে—প্রজা=দুহিতা, দৌহিত্রী পৌত্রী প্রভৃতি এবং বীর=পুত্র পৌত্র প্রভৃতি (প্রজাঃ দুহিতৃপ্রভৃতিঃ, বীরান্ পুত্রপৌত্রাংশ্চ) ; উত চার্থে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[ত্বেষ মিত্থা সমরণং শিমীবতো রিন্দ্রাবিষ্ণু সুতপা বামুরুষ্যতি ।
যা মর্ত্যায় প্রতিধায়মানমিৎকৃশানোরস্তু রসনামুরুষ্যথঃ ॥]

(ঋ—১।১৫৫।২)

এই অংশেরও ভাষ্যকার কিংবা কোন টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই। এই অংশও প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই সকলে মনে করেন।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ১ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই যে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক 'পরং মৃত্যো ·····বীরান্' ইহা পাঠ মাত্রেই ব্যাখ্যাত হয় অর্থাৎ পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়। সেই জন্যই ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

৫। বিশ্বানর।

বিশ্বানরো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বানরঃ ব্যাখ্যাতঃ (বিশ্বানর শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে—নির্ ৭।২১ দ্রষ্টব্য)। বিশ্বানর = বায়ুদেবতা (মধ্যম স্থান)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বিশ্বানর সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

নবম পরিচ্ছেদ

প্র বো মহে মন্দমানায়ান্ধসোঽর্চ্চা বিশ্বানরায় বিশ্বাভুবে।
ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহো মহি শ্রবো নৃম্ণং চ রোদসী সপর্যতঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৫০।১)

[হে স্তোতারঃ] (হে স্তোতৃগণ) মহে মন্দমানায় অন্ধসঃ [দাত্রে] বিশ্বাভুবে বিশ্বানরায় (মহান্, প্রহৃষ্ট,[১] অন্নদাতা, সর্ব্বপ্রকার বিভূতিসম্পন্ন[২] বিশ্বানরের উদ্দেশে) প্র + অর্চ্চা (প্রার্চ্চত—স্তুতি উচ্চারণ কর)[৩], ইন্দ্রস্য যস্য (ঐশ্বর্য্যসমন্বিত যাঁহার) সুমখং সহঃ (অতি প্রভূত শারীরিক বল)[৪] মহি শ্রবঃ (বিপুল যশ) নৃম্ণং চ (এবং সেনাবল)[৫] বঃ [স্তুতিং চ] (এবং তোমাদের কৃত স্তুতি)[৬] রোদসী (দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক এবং ভূলোক) সপর্যতঃ (প্রশংসা বা অভিনন্দন করিয়া থাকে)।

প্রার্চ্চত যূয়ং স্তুতিং মহতে অন্ধসোঽন্নস্য দাত্রে মন্দমানায় মোদমানায় স্তূয়মানায় শব্দায়মানায়েতি বা বিশ্বানরায় সর্ব্বং বিভূতায় ॥ ২ ॥

প্র অর্চ্চা—প্রার্চ্চত যূয়ং স্তুতিম্ (তোমার স্তুতি উচ্চারণ কর)—বিশ্বানরায় (বিশ্বানরের উদ্দেশে) ; 'বিশ্বানরায়' পদের বিশেষণ চতুর্থ্যন্ত 'মহে' ইত্যাদি পদসমূহ। মহে—মহতে ; অন্ধসঃ—অন্নস্য দাত্রে (বিশ্বানর অন্নপ্রদাতা—'দাত্রে' পদ অধ্যাহার করিয়া, ব্যাখ্যা করা হইল ; 'অন্ধস্' শব্দ অন্নবাচী—নিঘ ২।৭) ; মন্দমানায়=মোদমানায়, অথবা=স্তূয়মানায়, অথবা শব্দায়মানায়—'মন্দ্' ধাতুর অর্থ মোদ, স্তুতি এবং শব্দ (বিশ্বানর মোদমান অর্থাৎ প্রহৃষ্টচিত্ত, অথবা যজমান এবং ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক স্তুত, অথবা শব্দকারী) ; বিশ্বাভুবে—সর্ব্বং বিভূতায়—সর্ব্বং ব্যাপ্তায় (বিশ্বানর সর্ব্বব্যাপী)[৭] অথবা, সর্ব্বং বিভূতায়=সর্ব্ববিভূতিযুক্তায় (বিশ্বানর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন)।

১। মন্দমানায় মোদমানায় (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বিশ্বাভুবে সর্ব্বপ্রকারবিভূতিযুক্তায় (দুঃ)।

৩। বহুবচনস্য বা স্থানে একবচনম্, সামর্থ্যাচ্চাত্রার্চ্চতিরুচ্চারণার্থঃ প্রোচ্চারয়ত (স্কঃ স্বাঃ) ; প্রোচ্চারয়ত স্তুতিম্ (দুঃ)।

৪। সুমহৎ সহঃ বলং শারীরম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। নৃম্ণং চ সেনালক্ষণং বলম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; 'নৃম্ণ' শব্দ বলবাচী (নিঘ ২।৯)।

৬। বঃ স্তুতিম্ (দুঃ)।

৭। বিশ্বাভুবে সর্ব্বত্র বিবিধং ভূতায়। প্রাপ্ত্যর্থো ভবতিঃ, বিশ্বং প্রাপ্তায় (স্কঃ স্বাঃ)।

ইন্দ্রস্য যস্য প্রীতৌ সুমহদ্ বলং মহচ্চ শ্রবণীয়ং যশো নৃম্ণঞ্চ বলং নৃম্নতং দ্যাবাপৃথিব্যৌ বঃ পরিচরত ইতি কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রস্য যস্য প্রীতৌ (ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত) সুমখং সহঃ—সুমহৎ বলম্ (অতিপ্রভূত শারীরিক বল—মখ—মহৎ ; 'সহস্' শব্দ বলবাচী, নিঘ ২।৯), মহি শ্রবঃ—মহচ্চ শ্রবণীয়ং যশঃ (বিপুল শ্রুতিমধুর যশঃকথা—মহি=মহৎ, শ্রবঃ=যশঃ—'শ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—যশঃকথা শ্রবণীয় বা শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে), নৃম্ণঞ্চ বলং নূন্ নতম্ (নৃম্ণ—বল—সেনারূপ বল শত্রুভূত মনুষ্যগণের প্রতি নত হয়[1] অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত ঝুঁকিয়া পড়ে), রোদসী সপর্যতঃ=দ্যাবাপৃথিব্যৌ পরিচরতঃ (দ্যুলোক এবং ভূলোক পরিচর্য্যা করে—অর্থাৎ প্রশংসা বা অভিনন্দন করে), বঃ=বঃ স্তুতিম্ (বিশ্বানরের শারীরিক শক্তি, যশ এবং সেনারূপ বল দ্যাবাপৃথিবীর যেরূপ অভিনন্দনীয়, হে স্তোতৃগণ! তোমাদের অনুষ্ঠিত স্তুতি ও সেইরূপ অভিনন্দনীয় ; এই স্তুতি সর্ব্বভূতের অভিমত হউক ইহাই ঋষির অভিপ্রায়)।[2] মন্ত্রের আদিতে যে 'বঃ' পদ রহিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা এইভাবে করা হইল। এই ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্যসম্মত। স্কন্দস্বামী ভাষ্যোক্ত 'যূয়ং' পদটীকেই (২য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) 'বঃ' পদের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করেন—তাঁহার মতে 'বঃ' প্রথমার অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।[3] সকল পুস্তকেই 'ইন্দ্রস্য যস্য প্রীতৌ' এই পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। দুর্গাচার্য্য 'প্রীতৌ' পদ বাদ দিয়া 'ইন্দ্রস্য যস্য' ইহার সহিত 'সহঃ' 'শ্রবঃ' প্রভৃতির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্কন্দস্বামী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন—ভাষ্যে 'প্রীতৌ' একটি অতিরিক্ত পদ।[4] কম্ অন্যং মধ্যমাৎ এবম্ অবক্ষ্যৎ (মধ্যম ব্যতিরিক্ত অন্য আর কাহাকে এইরূপ বলা যাইতে পারে?)—অতিরিক্ত বলশালিত্ব মধ্যমস্থান দেবতার একটি লক্ষণ ; ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহঃ—এতদ্বারা বিশ্বানর দেবতাকে প্রচণ্ড বলশালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই বিশ্বানর মধ্যমস্থান দেবতা। উদ্ধৃত মন্ত্রটি ঋ-১০।৫০ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। শৌনকের মতে সম্পূর্ণ সূক্তের দেবতাই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র ; যাস্কের মতে প্রথম মন্ত্রটির দেবতা বিশ্বানর।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (বিশ্বানর দেবতা সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা হইতে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে যে বিশ্বানর মধ্যমস্থান দেবতা বায়ু।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নূন্ শত্রুভূতান্ প্রতি নমতি (স্কঃ ভাঃ)।
২। সর্ব্বভূতানামিয়মভিমতা স্তুতিরস্ত্বিত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।
৩। 'বঃ' ইতি প্রথমাস্থানে যূয়মিত্যর্থঃ।
৪। প্রীতাবিত্যতিরিক্তঃ পাঠঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

উদু জ্যোতিরমৃতং বিশ্বজন্যং বিশ্বানরঃ সবিতা দেবো অশ্রেৎ ॥ ১ ॥

(ঋ—৭।৭৬।১)

সবিতা (সর্ব্বপ্রেরক) দেবঃ (দানাদিগুণযুক্ত) বিশ্বানরঃ (বিশ্বানর) বিশ্বজন্যং অমৃতং জ্যোতিঃ (সর্ব্বজনহিতসাধক মরণবর্জ্জিত আদিত্যাখ্য জ্যোতিকে) উৎ উ[1] অশ্রেৎ (উদশ্রেৎ = উদশিশ্রিয়ৎ — উচ্ছ্রয়তি—উচ্ছ্রিত বা উন্নীত অর্থাৎ উর্দ্ধদেশে উপনীত করেন)।

বিশ্বানর সূর্য্যকে উচ্ছ্রিত বা উর্দ্ধে প্রেরিত করেন—মন্ত্রে ইহা বলা হইয়াছে। আদিত্যাদি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থই নিষ্ক্রিয়; বায়ুই ইহাদের প্রেরক। কাজেই বিশ্বানর বলিয়া যে দেবতা অভিহিত হইয়াছেন, তিনি মধ্যমস্থান বায়ু ব্যতীত অন্য কেহ নহেন।

উদশিশ্রিয়জ্জ্যোতিরমৃতং সর্ব্বজন্যং বিশ্বানরঃ সবিতা দেব ইতি ॥ ২ ॥

উদশ্রেৎ (উৎ + অশ্রেৎ) — উদশিশ্রিয়ৎ — উচ্ছ্রয়তি (উচ্ছ্রিত বা উন্নীত করেন); বিশ্বজন্যং — সর্ব্বজন্যম্ (সর্ব্বলোকের হিতসাধক)।[2]

৬। ধাতা।

ধাতা সর্ব্বস্য বিধাতা ॥ ৩ ॥

ধাতা সর্ব্বস্য বিধাতা (ধাতা সর্ব্ববস্তুর স্রষ্টা)।

ওষধিপ্রভৃতি বস্তুসমূহের সৃষ্টি বৃষ্টির উপর নির্ভর করে; ধাতা বর্ষণকর্ত্তা। বর্ষণক্রিয়া আবার মধ্যমস্থান দেবতার চিহ্ন—কাজেই ধাতা মধ্যমস্থান দেবতা বা মধ্যম।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ধাতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উকারঃ পদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বিশ্বজন্যং সর্ব্বলোকহিতম্ (দুঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধাতা দদাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্।
বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং সত্যধর্ম্মণঃ ॥ ১ ॥

(অথর্ব ৭।১৭।২, মৈত্রা সং ৪।১২।৬)

ধাতা (ধাতা) দাশুষে (হবির্দাতা যজমানকে) প্রাচীম্ অক্ষিতাম্ (প্রভূত এবং ক্ষয়বর্জ্জিত) জীবাতুং (জীবিকা) দদাতু (প্রদান করুন), বয়ং (আমরা) সত্যধর্ম্মণঃ দেবস্য (সত্যধর্ম্মা অর্থাৎ নিত্যসত্যনিয়মবিশিষ্ট অথবা সত্যাধিকারী ধাতৃদেবতার) সুমতিং (কল্যাণসম্পাদক স্তুতি)[১] ধীমহি (ধারণ করিতেছি)—অথবা, সুমতিং ধীমহি (সানুগ্রহ বুদ্ধি ধ্যান করিতেছি)।[২]

সুমতিং ধীমহি—কল্যাণকর স্তুতি ধারণ করিতেছি অর্থাৎ ঈদৃশ স্তুতি যাহাতে করিতে পারি তদ্রূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছি, অথবা—আমাদের প্রতি ধাতৃদেবতার যে শুভমতি বা অনুগ্রহবুদ্ধি আছে তাহা ধ্যান করিতেছি।

ধাতা দদাতু দত্তবতে প্রবৃদ্ধাং জীবিকামনুপক্ষীণাং বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং কল্যাণীং মতিং সত্যধর্ম্মণঃ ॥ ২ ॥

দাশুষে—দত্তবতে (যে যজমান হবিঃ প্রভৃতি দান করিয়াছেন তাঁহাকে); প্রাচীং—প্রবৃদ্ধাম্ (অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা প্রভূত); জীবাতুং—জীবিকাম্ (জীবনোপায়); অক্ষিতাং—অনুপক্ষীণাম্ (ক্ষয়রহিত বা অবিনাশী); সুমতিং—কল্যাণীং মতিম্ (কল্যাণসাধিকা বুদ্ধি)।

৭। বিধাতা।

বিধাতা ধাত্রা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

বিধাতা ধাত্রা ব্যাখ্যাতঃ ('বিধাতৃ' শব্দ 'ধাতৃ' শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)—ধাতাই বিধাতা।[৩]

তস্যৈষ নিপাতো ভবতি বহুদেবতায়ামৃচি ॥ ৪ ॥

বহুদেবতায়াম্ ঋচি (বহুদেবতাক মন্ত্রে) তস্য এব নিপাতঃ ভবতি (তাঁহার এই নিপতন অর্থাৎ সহমিলন বা সহস্তুতি হইতেছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা অনেক; বিধাতা ইহাদের অন্যতম—অন্যান্য দেবতার সঙ্গেই এই ঋকে বিধাতারও স্তুতি করা হইয়াছে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সুমতিং শোভনাং মতিম্। মন্তের্বর্চতিকর্ম্মণো মতিঃ স্তুতিরিহ মতিরভিপ্রেতা (স্কঃ স্বাঃ)।
২। ধীমহি ধ্যায়ামঃ, দধাতের্বৈতদ্রূপং ন ধ্যায়তেঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। ধাতৈব বিধাতা (দুঃ)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য ধর্ম্মণি বৃহস্পতেরনুমত্যা উ শর্ম্মণি।
তবাহমদ্য মঘবন্নুপস্তুতৌ ধাতর্বিধাতঃ কলশাঁ অভক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১৬৭।৩)

রাজ্ঞঃ সোমস্য বরুণস্য (রাজা অর্থাৎ দীপ্তিমান্ সোম এবং বরুণের) ধর্ম্মণি [বর্ত্তমানঃ] (যাগাখ্য কর্ম্মে বর্ত্তমান)[1] বৃহস্পতেঃ অনুমত্যাঃ উ (বৃহস্পতি এবং অনুমতির) শর্ম্মণি [বর্ত্তমানঃ] (আশ্রয়ে অবস্থিত) মঘবন্ (হে মঘবন্) অদ্য (আজ) তব (তোমার), [এবং] ধাতঃ বিধাতঃ (হে ধাতঃ হে বিধাতঃ) [যুবয়োঃ] (তোমাদের দুইয়ের) উপস্তুতৌ [প্রবৃত্তঃ] (স্তুতিতে প্রবৃত্ত) অহং (আমি) কলশান্ অভক্ষয়ম্ (কলশ কলশ সোম ভক্ষণ করিলাম)।

ঋষি বলিতেছেন—হে সোমাদি দেবগণ, তোমাদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া আমি সোমরস পান করিলাম, আমার এই সোমরস পান সার্থক হউক। স্কন্দস্বামীর মতে কলশ শব্দে এখানে চমস (চামচা) বুঝাইতেছে।[2] আহুতির পর চমসী ঋত্বিক্‌গণ চমসস্থ সোমশেষ পান করেন—ইহার নাম চমসভক্ষণ।

ইত্যেতাভির্দেবতাভিরভিপ্রসূতঃ সোমকলশানভক্ষয়মিতি ॥ ২ ॥

ইতি এতাভিঃ দেবতাভিঃ অভিপ্রসূতঃ সোমকলশান্ অভক্ষয়ম্ ইতি—এই যে মন্ত্র ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—এই সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমি সোমকলশসমূহ ভক্ষণ করিলাম।

কলশঃ কস্মাৎ কলা অস্মিঞ্ছেরতে মাত্রাঃ ॥ ৩ ॥

কলশঃ কস্মাৎ ('কলশ' নাম কেন হইল)? কলা অস্মিন্ শেরতে মাত্রাঃ (কলা অর্থাৎ মাত্রা বা কিঞ্চিৎ পরিমাণ সোম ইহাতে অবস্থিত থাকে)।

কলা শব্দ পূর্ব্বক 'শী' ধাতু হইতে কলশ শব্দের নিষ্পত্তি ; কলাশ—কলশ—সমস্ত সোম হইতে পৃথক্‌কৃত কলা অর্থাৎ মাত্রা বা অবয়ব (কিঞ্চিৎ পরিমাণ সোম) কলশে অবস্থিত থাকে।

১। সোমস্য বরুণস্য চ দেবস্থিনি ধর্ম্মণি যজ্ঞাখ্যে বর্ত্তমানঃ (স্কঃ স্বাঃ); ধর্ম্মণি কর্ম্মণি (দুঃ)।

২। চমসাঃ সোমকলশা ইহাভিপ্রেতাঃ।

কলিশ্চ কলাশ্চ কিরতেবিকীর্ণমাত্রাঃ ॥ ৪ ॥

কলিশ্চ কলাশ্চ কিরতেঃ (কলিশব্দ এবং কলাশব্দ 'কৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) বিকীর্ণমাত্রাঃ (কলি বিকীর্ণমাত্র অর্থাৎ বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়বৃত্তি ; কলা = বিকীর্ণমাত্রা—সমুদায় হইতে বিক্ষিপ্ত অবয়বসমূহই কলা)।[১]

কলা শব্দের প্রসঙ্গে সরূপতানিবন্ধন কলি শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। উভয় শব্দই বিক্ষেপার্থক 'কৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৫৫৭ দ্রষ্টব্য)। কলিতে মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়—লোকের কথায় ব্যত্যয় ঘটে, শাস্ত্রের প্রতি মর্য্যাদাবোধ থাকে না, আস্তিক্য বুদ্ধি লোপ পায় ; কলা শব্দে বুঝায় মাত্রা বা ক্ষুদ্র অবয়বকে—যাহা সমুদায় হইতে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। কলাঃ অবয়বাঃ সোমসমুদায়াৎ কেচিৎ পৃথক্কৃতাঃ—তে শেরতে আসতে অস্মিন্ (দুঃ)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অথাতো মধ্যস্থানা দেবগণাঃ ॥ ১ ॥

অথ অতঃ মধ্যস্থানাঃ দেবগণাঃ (মধ্যস্থান দেবগণের অধিকার বশতঃ অতঃপর মধ্যস্থান দেবগণ ব্যাখ্যাত হইবে)।

'অথাতো মধ্যস্থানা দেবতাঃ' ইহা বলিয়া দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়ে বত্রিশটী এবং একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সাতটী—মোট উনচল্লিশটী দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত দেবতা সকলেই একক ; এক্ষণে যাঁহাদের কথা বলা হইবে তাঁহারা দেবগণ বা দেবসমষ্টি মরুদ্গণ প্রভৃতি।

৮। মরুদ্গণ।

তেষাং মরুতঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি ॥ ২ ॥

তেষাং (এই সমস্ত দেবগণ বা দেবসমূদায়ের মধ্যে) মরুতঃ (মরুদ্গণ) প্রথমাগামিনো ভবন্তি (প্রথম সমাগত হন)।

নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চমখণ্ডে যে সমস্ত দেবগণের নাম আছে তাহার মধ্যে মরুদ্গণই প্রথম। বায়ুই মরুদ্গণ—বহুর দ্বারা নিষ্পাদ্য কার্য্যে একই মধ্যস্থান বায়ু বহু অর্থাৎ সপ্তধা ভিন্ন হইয়া থাকেন ; ভিন্ন ভিন্নরূপে বিবক্ষিত সপ্তবিধ বায়ুই মরুদ্গণের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণাদিগ্রন্থে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে সপ্ত মরুতের জন্ম পরিদৃষ্ট হয়।

মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা মহদ্দ্রবন্তীতি বা ॥ ৩ ॥

'মরুৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) মরুতঃ মিতরাবিণঃ বা (মরুদ্গণ পরিমিতশব্দকারী—'মা' ও 'রু' এই দুই ধাতুর যোগে 'মরুৎ' শব্দ নিষ্পন্ন) (২) মিতরোচিনঃ বা (অথবা মরুদ্গণ পরিমিতদীপ্তিশালী—'মা' ও 'রুচ্' এই দুই ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) (৩) মহদ্ দ্রবন্তি ইতি বা (অথবা, মরুদ্গণ প্রভূতগতিসম্পন্ন—'মহৎ' পূর্ব্বক গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। কোন কোন আচার্য্য 'মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা' এইস্থলে অকার প্রশ্লেষ করিয়া 'অমিতরাবিণো বা অমিতরোচিনো বা'—এইরূপ নির্ব্বচন করেন। অমিতরাবিণঃ—অপরিমিতশব্দকারী, অমিতরোচিনঃ—অপরিমিতদীপ্তিশালী।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী মরুদ্গণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ।
আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন পপ্তত সুমায়াঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৮৮।১)

মরুতঃ (হে মরুদ্গণ) বিদ্যুন্মদ্ভিঃ (বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অথবা—বিদ্যুৎসমন্বিত) স্বর্কৈঃ (শোভনগমন বিশিষ্ট) ঋষ্টিমদ্ভিঃ (দুর্ভিক্ষাদিবিনাশক) অশ্বপর্ণৈঃ (অশ্ববৎ গতিসম্পন্ন) রথেভিঃ (রথ অর্থাৎ মেঘসমূহ সমন্বিত হইয়া) আ+যাত (আগমন কর); সুমায়াঃ (হে শোভনকর্ম্মা, অথবা—শোভনপ্রজ্ঞ মরুদ্গণ) বয়ঃ ন (পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগতি হইয়া) নঃ বর্ষিষ্ঠয়া ইষা (আমাদিগকে প্রদেয় প্রভূত অন্নের সহিত) আ+পপ্তত (আপতত—আপতিত হও অর্থাৎ আগমন কর)।

রথ শব্দের অর্থ মেঘ—গত্যর্থক 'রংহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বিদ্যুন্মদ্ভিঃ স্বর্কৈঃ—ইত্যাদি তৃতীয়ান্ত চারিটী পদ 'রথেভিঃ' পদের বিশেষণ।

বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈঃ স্বঞ্চনৈরিতি বা স্বর্চ্চনৈরিতি বা স্বর্চ্চিভিরিতি বা রথৈরায়াত ॥ ২ ॥

স্বর্কৈঃ স্বঞ্চনৈরিতি বা (স্বর্ক শব্দের অর্থ স্বঞ্চন অর্থাৎ শোভনগতিবিশিষ্ট—সু+গত্যর্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) স্বর্চ্চনৈরিতি বা (অথবা, স্বর্ক শব্দের অর্থ স্বর্চ্চন অর্থাৎ উত্তমপূজার্হ বা উত্তমরূপে পূজিত—সু+পূজার্থক 'অর্চ্চ' হইতে নিষ্পন্ন) স্বর্চ্চিভিরিতি বা (অথবা, স্বর্ক শব্দের অর্থ স্বর্চ্চি অর্থাৎ শোভন বিদ্যুদ্দীপ্তিবিশিষ্ট—সু+দীপ্ত্যর্থক 'অর্চ্চ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); রথেভিঃ—রথৈঃ (মেঘসমূহের সহিত) আ+যাত (আয়াত—আগমন কর)।

ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈরশ্বপতনৈর্বর্ষিষ্ঠেন চ নোঽন্নেন বয় ইব আপতত ॥ ৩ ॥

অশ্বপর্ণৈঃ—অশ্বপতনৈঃ (অশ্বের ন্যায় গতিবিশিষ্ট); বর্ষিষ্ঠয়া নঃ ইষা—বর্ষিষ্ঠেন নঃ অন্নেন (আমাদিগকে প্রদেয় প্রভূত অন্নের সহিত; ইষ্—অন্ন—নিঘ ২।৭) বয়ো ন আপপ্তত—বয়ঃ ইব আপতত (পক্ষীর ন্যায় আপতিত হও বা আগমন কর; ন—ইব, আপপ্তত—আপতত)।

সুমায়াঃ কল্যাণকর্ম্মাণো বা কল্যাণপ্রজ্ঞা বা ॥ ৪ ॥

[হে] সুমায়াঃ—কল্যাণকর্ম্মাণঃ (কল্যাণকরকর্ম্মকারী) কল্যাণপ্রজ্ঞাঃ বা অথবা (কল্যাণকরপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট); মায়া শব্দের অর্থ কর্ম্ম অথবা—প্রজ্ঞা (নিঘ ৩।৯)।

৯। রুদ্রগণ।

রুদ্রা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৫ ॥

রুদ্রাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ('রুদ্র' ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।
রুদ্র শব্দের নির্বচন পূর্বে করা হইয়াছে (নিরু ১০।৫ দ্রষ্টব্য)।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী রুদ্রগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

16—1815 B—IV.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আ রুদ্রাস ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসো হিরণ্যরথাঃ সুবিতায় গন্তন।
ইয়ং বো অস্মৎ প্রতিহর্য্যতে মতিস্তৃষ্ণজে ন দিব উৎসা উদন্যবে ॥ ১ ॥

(ঋ—৫।৫৭।১)

[হে] ইন্দ্রবন্তঃ (ইন্দ্রসমন্বিত) সজোষসঃ (পরস্পর অথবা ইন্দ্রের সহিত প্রীতিসম্পন্ন)[১] হিরণ্যরথাঃ (সুবর্ণময় রথারূঢ়—উদকহরণার্থ বেগবান্) রুদ্রাসঃ (রুদ্রগণ) সুবিতায় (যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্মের নিমিত্ত—যজ্ঞ সমাপ্তির নিমিত্ত)[২] আ+গন্তন (আগচ্ছত—আগমন কর), ইয়ম্ অস্মৎ মতিঃ (এই আমাদের স্তুতি)[৩] বঃ প্রতিহর্য্যতে (তোমাদিগকে কামনা করিতেছে); তৃষ্ণজে ন (গ্রীষ্মকালে যেরূপ)[৪] দিবঃ (দ্যুলোক হইতে) উৎসাঃ (মেঘসমূহ অর্থাৎ মেঘপ্রভব জলরাশি)[৫] উদন্যবে (উদকপ্রার্থী ব্যক্তির নিমিত্ত) [আগচ্ছতি] (সমাগত হয়) [তদ্বৎ আগচ্ছত] (সেইরূপে তোমরা সমাগত হও)।

উদন্যু শব্দের এক অর্থ চাতক[৬]; উদকপ্রার্থী চাতকের নিমিত্ত মেঘসমূহ অর্থাৎ মেঘপ্রভব জলরাশি যেরূপ সমাগত হয়, তোমরাও সেইরূপ আমাদের যজ্ঞকর্ম্মে সমাগত হও—কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যাও করেন।

আগচ্ছত রুদ্রা ইন্দ্রেণ সহ জোষণাঃ সুবিতায় কর্ম্মণে, ইয়ং বোঽস্মদপি প্রতিকাময়তে মতিস্তৃষ্ণজ ইব দিব উৎসা উদন্যবে ইতি; তৃষ্ণক্ তৃষ্যতে-রুদন্যুরুদন্যতেঃ ॥২ ॥

আ রুদ্রাসঃ গন্তন—আগচ্ছত রুদ্রাঃ (হে রুদ্রগণ আগমন কর); ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসঃ (ইন্দ্রসমন্বিত এবং প্রীতিসম্পন্ন)—ইন্দ্রেণ সহ জোষণাঃ (ইন্দ্রের সহিত সম্প্রীয়মাণ বা প্রীতিসম্পন্ন); সুবিতায়=সুবিতায় কর্ম্মণে (যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কর্ম্মের নিমিত্ত—যজ্ঞকর্ম্মসমাপ্তির নিমিত্ত); ইয়ং বঃ অস্মৎ অপি প্রতি কাময়তে মতিঃ (এই আমাদেরও স্তুতি তোমাদিগকে কামনা করিতেছে; প্রতিহর্য্যতে=প্রতিকাময়তে); তৃষ্ণজে ন—

১। ইন্দ্রবন্তঃ ইন্দ্রেণ সহিতা সজোষসঃ সম্প্রীয়মাণাঃ তেনৈব পরস্পরতো বা (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সুবিতমনায় যজ্ঞকর্ম্মণে যজ্ঞসমাপ্ত্যর্থম্ (স্কঃ স্বাঃ), যথাশাস্ত্রং ক্রিয়মাণায় প্রাপ্ত্যর্থম্ (দুঃ)।

৩। অস্মৎ ষষ্ঠ্যর্থে পঞ্চমী অস্মাকং সম্ভূতা মতিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। তৃষ্ণা পিপাসা যস্মিন্ কালে জায়তে স তৃষ্ণজো গ্রীষ্মাস্তস্মিন্নিব কালে (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। দিবঃ উৎসাঃ দ্যুলোকাৎ উৎসাঃ উৎসপ্রভবা মেঘ্যা আপঃ (দুঃ)।

৬। উদন্যুশ্চাতক ইতি কেচিৎ (দুঃ)।

তৃষ্ণজে ইব (গ্রীষ্মান্তে যেরূপ) দিবঃ উৎসা উদন্যবে (দ্যুলোক হইতে মেঘপ্রভব জলরাশি উদন্যু অর্থাৎ উদকার্থী ব্যক্তির নিমিত্ত সমাগত হয়)। তৃষ্ণজ শব্দের অর্থ—যে কালে তৃষ্ণা উপজাত হয় অর্থাৎ গ্রীষ্মান্ত (তৃষ্ণা+'জন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); সাদৃশ্যনিবন্ধন 'তৃষ্ণজ্' (প্রথমার একবচনে তৃষ্ণক্) শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন—তৃষ্ণক্ তৃষ্যতেঃ (তৃষ্ণজ্ শব্দ পিপাসার্থক 'তৃষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। উদন্যুঃ উদন্যতেঃ—উদন্যু শব্দ (যাহার চতুর্থীর একবচনের রূপ 'উদন্যবে') পিপাসার্থক 'উদন্য' ধাতু (নামধাতু—পা ৭।৪।৩৪ দ্রষ্টব্য) হইতে নিষ্পন্ন।

১০। ঋভুগণ ॥

ঋভব উরু ভান্তীতি বা, ঋতেন ভান্তীতি বা, ঋতেন ভবন্তীতি বা ॥ ৩ ॥

ঋভু শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—(১) উরু+দীপ্ত্যর্থক 'ভা' ধাতু হইতে ঋভু শব্দ নিষ্পন্ন—ঋভবঃ উরু ভান্তি ইতি বা (ঋভুগণ বিদ্যুৎপ্রকাশের দ্বারা অত্যধিক দীপ্তি পায়—উরুভু—ঋভু) (২) ঋত+'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঋতেন ভান্তি ইতি বা (অথবা ঋভুগণ ঋত অর্থাৎ জলসহকৃত হইয়া অথবা যজ্ঞ কিংবা সত্যের দ্বারা দীপ্তি পায়—ঋতভু—ঋভু)[১] (৩) ঋত+'ভূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঋতেন ভবন্তি ইতি বা (অথবা ঋভুগণ ঋত অর্থাৎ অন্তঃসঞ্চিত জলসমন্বিত হইয়া অথবা যজ্ঞ কিংবা সত্যের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে বা আবির্ভূত হয়)।[২] নৈরুক্ত পক্ষে ঋভুগণ শব্দের অর্থ—বৈদ্যুতিক জ্যোতির্বিশেষসমূহ।[৩] ঐতিহাসিক পক্ষে ইহার অর্থ—অঙ্গিরার তনয় সুধন্বার পুত্র ঋভু বিভ্বা এবং বাজ।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ঋভুগণ-সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ঋতেন যোধকেন দীপ্যন্তে (স্কঃ স্বাঃ); যজ্ঞেন সত্যেন বা ভান্তি (দুঃ)।

২। সঞ্চিতেন তেন সহাবির্ভবন্তীতি বা (স্কঃ স্বাঃ)। ঋতেন সত্যেন যজ্ঞেন বা ভবন্তি (দুঃ)।

৩। ঋভবো বৈদ্যুতা জ্যোতির্বিশেষাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১১০।৪)

সূরচক্ষসঃ (দেখিতে সূর্য্যতুল্য) সৌধন্বনাঃ (সুন্দর অন্তরিক্ষে সমুদ্ভূত)[১] বাঘতঃ (উদকবহনকারী) ঋভবঃ (ঋভুগণ—বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃসমূহ) তরণিত্বেন (ক্ষিপ্রভাবে) শমী (উদকদানপ্রকাশনাদিকর্ম্ম) বিষ্ট্বী (নিষ্পন্ন করিয়া) মর্ত্তাসঃ সন্তঃ (ক্ষণবিনাশী হইয়াও) অমৃতত্বম্ আনশুঃ (অমরত্ব লাভ করিয়াছে), [যেহেতু] সংবৎসরে (সংবৎসর গত হইলে)[২] ধীতিভিঃ (উদকবর্ষণ কর্ম্মের সহিত) সমপৃচ্যন্ত (পুনরায় সম্বন্ধযুক্ত হয়)।[৩]

এই অর্থ নৈরুক্ত পক্ষে। ঋভুগণ ক্ষণস্থায়ী হইলেও অমর ; কারণ, বৎসরান্তে তাহারা আবার বর্ষণক্রিয়ার সহিত সম্বলিত হয়—তাহাদের বর্ষণক্রিয়া কখনও ক্ষান্ত হয় না, বৎসরের পর বৎসর চলিতেই থাকে ; বর্ষণরূপ কর্ম্মই তাঁহাদের অমরত্বের সূচক। ঐতিহাসিক পক্ষে অর্থ হইবে—সূরচক্ষসঃ (সূর্য্যতুল্য তেজস্বী) সৌধন্বনাঃ (আঙ্গিরস সুধন্বার পুত্র) বাঘতঃ (যজ্ঞানুষ্ঠাতা, অথবা—মেধাবী) ঋভবঃ (ঋভুপ্রভৃতি—ঋভু বিভ্বা এবং বাজ) শমী (যজ্ঞ কর্ম্ম)[৪] বিষ্ট্বী (নিষ্পন্ন করিয়া) মর্ত্তাসঃ সন্তঃ (মনুষ্য হইয়াও) অমৃতত্বম্ আনশুঃ (অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। সংবৎসরে (সংবৎসরাবয়ব বসন্তাদিকালে) ধীতিভিঃ (যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত) সমপৃচ্যন্ত (সংযুক্ত হইয়াছিলেন) [অতশ্চ দেবা অভবন্] (তাহাতেই তাঁহাদের দেবত্ব ঘটিয়াছিল);[৫] অথবা—মর্ত্তাসঃ সন্তঃ অমৃতত্বম্ আনশুঃ (তাঁহারা মরণধর্ম্মা মানুষ হইয়া ও তপস্যাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন) [প্রাপ্য চ দেবত্বং] (দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া) সংবৎসরে [যাঃ] ধীতয়ঃ (সংবৎসর ভরিয়া নিষ্পাদিত যে সকল যজ্ঞকর্ম্ম) [তেষু] (সেই সকল যজ্ঞ কর্ম্মে) সমপৃচ্যন্ত (সম্পর্কিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের যোগ্য ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।[৬]

"ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।"

১। ধন্বান্তরিক্ষং শোভনে ধন্বনি ভবাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সংবৎসরে গতে ইতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। সমপৃচ্যন্ত সম্বধ্যন্তে তে (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। যজ্ঞকর্ম্ম অথবা একখানা পাত্র চারখানি করা রূপ কর্ম্ম (সায়ণ)—ঋ ১।১১০।৩ দ্রষ্টব্য।

৫। দুর্গাচার্য্য।

৬। স্কন্দস্বামী ; "পুরাকালে পিতা প্রজাপতি মর্ত্ত্য মানুষধর্ম্মযুক্ত ঋভুগণকে অমর্ত্ত্য (দেবধর্ম্মযুক্ত) করিয়া তৃতীয় সবনের ভাগী করিয়াছিলেন।" (রামেন্দ্র সুন্দর—ঐত, ব্রাঃ ৫০৩ পৃঃ)।

"অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা ; তাঁহার ঋভু বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা নিজ কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যলোকে বাস করেন—এইরূপ আখ্যান।" (রমেশ চন্দ্র)। (ঋ—১।১১০—২।৩ দ্রষ্টব্য)।

"প্রকৃত ঋভুগণ কে? প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রাচীন হিন্দুগণ ঋভু বলিয়া উপাসনা করিতেন? সায়ণ ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা 'আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।' অর্থাৎ ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি। "ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই মত। Wilson বলেন ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি। Maxmuller বলেন ঋভু শব্দ অনেক স্থলে সূর্য্য বা ইন্দ্রের নাম।" (রমেশ চন্দ্র)।

কৃত্বা কর্ম্মাণি ক্ষিপ্রত্বেন বোঢ়ারো মেধাবিনো বা মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্ব-মানশিরে সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরখ্যানা বা সূরপ্রজ্ঞা বা সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ কর্ম্মভিঃ ॥ ২ ॥

বিষ্ট্বী শমী—কৃত্বা কর্ম্মাণি (বিষ্ট্বী এবং শমী উভয়েই কর্ম্মবাচক—নিঘ ২।১), কিন্তু বিষ্ট্বী শব্দ এখানে ক্রিয়াপদ—ব্যাপ্ত্যর্থক 'বিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; বিষ্ট্বী=বিষ্ট্বা—ব্যাপ্য—কৃত্বা)।* তরণিত্বেন—ক্ষিপ্রত্বেন (ক্ষিপ্রতার সহিত ; তরণি—ক্ষিপ্র—নিঘ ২।১৫); বাঘতঃ=বোঢ়ারঃ মেধাবিনঃ বা (উদক বহনকর্ত্তা অথবা মেধাবী—'বহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; নিঘ ৩।১৫ দ্রষ্টব্য)। মর্ত্তাসঃ সন্তঃ অমৃতত্বম্ আনশিরে (মনুষ্য হইয়াও দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন ; আনশুঃ—আনশিরে—ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতুর পদ)। সূরচক্ষসঃ=সূরখ্যানাঃ (সূর্য্যসমানদর্শন অর্থাৎ দেখিতে সূর্য্যের ন্যায়) বা (অথবা) সূরচক্ষসঃ=সূরপ্রজ্ঞাঃ (সূর্য্যসমানপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞায় সূর্য্যতুল্য)। ধীতিভিঃ—কর্ম্মভিঃ (যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত)।

ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুস্তেষাং প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগমা ভবন্তি—ন মধ্যমেন ; তদেতদৃভোশ্চ বহুবচনেন চমসস্য চ সংস্তবেন বহূনি দশতয়ীষু সূক্তানি ভবন্তি ॥ ৩ ॥

ঋভুঃ বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বনঃ আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ (অঙ্গিরার তনয় সুধন্বার ঋভু বিভ্বা—'বিভ্বন্' শব্দের প্রথমার একবচন—এবং বাজ—এই তিন পুত্র ছিল) তেষাং (তাঁহাদের মধ্যে) প্রথমোত্তমাভ্যাং (প্রথম এবং অন্তিমের দ্বারা) বহুবন্নিগমা ভবন্তি (বহুবচনযুক্ত বৈদিক উদাহরণসমূহ বিদ্যমান আছে) ন মধ্যমেন (মধ্যমের দ্বারা এতাদৃশ উদাহরণ বিদ্যমান নাই) ; তৎ এতৎ (কাজেই বলা হয়)[১]—ঋভোশ্চ বহুবচনেন চমসস্য চ

১। তদেতদুচ্যতে (দুঃ)।

সংস্তবেন (বহুবচনান্ত ঋভুশব্দসমন্বিত এবং চমসের প্রশংসাসমন্বিত) বহূনি দশতয়ীষু সূক্তানি ভবন্তি (বহু সূক্ত ঋগ্বেদে বিদ্যমান আছে)।

সুধন্বার পুত্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও অন্তিমের অর্থাৎ ঋভু ও বাজের সম্বন্ধে যে স্তুতিমন্ত্রসমূহ দৃষ্ট হয় তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই ঋভু ও বাজ শব্দের উত্তর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়; মধ্যমের অর্থাৎ বিভ্বার স্তুতিতে কিন্তু 'বিভ্বন্' শব্দের উত্তর বহুবচন প্রযুক্ত হয় নাই, একবচনই প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে আবার ঋভুকর্তৃক অনুষ্ঠিত চমসের চতুর্ধা বিভাগ স্তুত হইয়াছে। ঋভুর বহুবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে ঋ—১।২০, ১।১১০, ১।১১১, ১।১৬১, ৩।৬০, ৪।৩৩, ৪।৩৪, ৪।৩৫, ৪।৩৬, ৪।৩৭ ইত্যাদি সূক্ত সমূহ দ্রষ্টব্য; বাজের বহুবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে ঋ—১।১১০।৯, ৪।৩৪।৩, ৪।৩৪।৪, ৪।৩৪।৫, ৪।৩৫।১, ৪।৩৫।৬, ৪।৩৬।২, ৪।৩৭।৩ ইত্যাদি মন্ত্রে দ্রষ্টব্য; বিভ্বার একবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে ঋ—৪।৩৩।৩, ৪।৩৩।৯, ৪।৩৬।৩, ৪।৩৬।৬ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। চমসের চতুর্ধা বিভাগ সম্বন্ধে ঋ—১।২০।৬, ১।১১০।৩, ১।১৬১।২, ১।১৬১।৫, ৩।৩০।২, ৪।৩৩।৫, ৪।৩৫।২-৩ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

আদিত্যরশ্ময়োঽপ্যৃভব উচ্যন্তে ॥ ৪ ॥

আদিত্যরশ্ময়ঃ অপি ঋভবঃ উচ্যন্তে (আদিত্যরশ্মি সমূহও ঋভু বলিয়া অভিহিত হয়)।

ঋভু শব্দের অপর অর্থ আদিত্যরশ্মি।

"অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানুগচ্ছথ" ॥ ৫ ॥

(ঋ—১।১৬১।১১)

ঋভবঃ (হে সূর্য্যরশ্মিসমূহ) যৎ (যাবৎকাল পর্য্যন্ত) অগোহ্যস্য (অগোপনীয় সূর্য্যের) গৃহে (মণ্ডলে) অসস্তনা (সুপ্ত বা নিগূঢ় থাক) তৎ অদ্য (রাত্রিতে তাবৎকাল পর্য্যন্ত) ইদং ন অনুগচ্ছথ (এই জগতের দিকে আগমন কর না)।

ঋষি বলিতেছেন—হে আদিত্যরশ্মিসমূহ, রাত্রিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা আদিত্য-মণ্ডলে নিহিত বা লীন হইয়া থাক, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহলোকও নিরালোক বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; তোমরাই জগৎকে আলোকিত কর, ইহাই তোমাদের মাহাভাগ্য বা মাহাত্ম্য।

অগোহ্য আদিত্যোঽগূহনীয়স্তস্য যদস্বপথ গৃহে যাবত্তত্র ভবথ ন তাবদিহ ভবথেতি ॥ ৬ ॥

অগোহ্যঃ আদিত্যঃ অগূহনীয়ঃ—অগোহ্যঃ=আদিত্যঃ (অগোহ্য শব্দে এখানে আদিত্যকে বুঝাইতেছে) [যেহেতু] অগূহনীয়ঃ—আদিত্য গোপন বা সংবরণের অযোগ্য—আদিত্যকে কেহই গুপ্ত বা সংবৃত করিতে পারে না। তস্য যৎ অস্বপথ গৃহে=যাবৎ তত্র

ভবথ (যাবৎকালপর্যন্ত তাহার গৃহে সুপ্ত থাক অর্থাৎ যাবৎকাল পর্যন্ত সূর্যে অবস্থিত বা নিহিত থাক) ; যৎ—যাবৎ, তস্য গৃহে—তত্র—সূর্যে অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলে, অসস্তনা—অস্বপথ=ভবথ (সুপ্ত থাক অর্থাৎ অবস্থিত বা নিহিত থাক), তৎ অদ্য ইদং ন অনুগচ্ছথ—তাবৎ ইহ ন ভবথ ইতি (রাত্রিতে তাবৎ কাল পর্যন্ত এই জগতে আগমন কর না অর্থাৎ তাবৎকাল পর্যন্ত এই জগতে আসিয়া অবস্থান কর না ; তৎ—তাবৎ, ইদং ন অনুগচ্ছথ=ইহ ন ভবথ) ।

১১ । অঙ্গিরোগণ ।

অঙ্গিরসো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৭ ॥

অঙ্গিরসঃ ব্যাখ্যাতাঃ (অঙ্গিরোগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে) ।
'অঙ্গিরস্' শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নিরু ৩।১৭ দ্রষ্টব্য) ।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী অঙ্গিরোগণ সম্বন্ধে হইতেছে)

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্‌গম্ভীরবেপসঃ।
তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৬২।৫)

তে অঙ্গিরসঃ ইৎ[1] বিরূপাসঃ ইৎ[1] গম্ভীরবেপসঃ ঋষয়ঃ (সেই সমস্ত অঙ্গিরোগণ নানামূর্ত্তিধারী এবং গম্ভীরকর্ম্মা বা গম্ভীরপ্রজ্ঞ ঋষি); তে (তাঁহারা) অঙ্গিরসঃ সূনবঃ (অঙ্গিরার পুত্র) তে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে (অগ্নি হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন)।

ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; অঙ্গিরোগণ ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টা। তে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে—অগ্নিত্বপ্রাপ্ত অঙ্গিরা হইতে তাঁহাদের (অঙ্গিরোগণের) জন্ম (দুর্গাচার্য্যের মতে); অগ্নি হইতে অঙ্গিরার জন্ম, অঙ্গিরা হইতে অঙ্গিরোগণের জ —অঙ্গিরোগণ পরম্পরাক্রমে অগ্নি হইতেই জাত (স্কন্দ স্বামীর মতে)।

বহুরূপা ঋষয়স্তে গম্ভীরকর্ম্মাণো বা গম্ভীরপ্রজ্ঞা বা তে অঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ তে অগ্নেরধিজজ্ঞির ইত্যগ্নিজন্ম ॥ ২ ॥

বিরূপাসঃ (বিরূপাঃ)—ইহার অর্থ বহুরূপাঃ (নানারূপধারী); তে গম্ভীরকর্ম্মাণঃ বা গম্ভীরপ্রজ্ঞা বা ঋষয়ঃ (তাঁহারা গম্ভীরকর্ম্মা বা গম্ভীরপ্রজ্ঞ ঋষি; গম্ভীরবেপসঃ—গম্ভীরকর্ম্মাণঃ অথবা গম্ভীরপ্রজ্ঞাঃ—দুরবগাহ বা অন্যের অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ অপ্রমেয় কর্ম্ম বা প্রজ্ঞা যাঁহাদের—'বেপস্‌' শব্দের অর্থ কর্ম্ম[2] বা প্রজ্ঞা); তে অঙ্গিরসঃ সূনবঃ—তে অঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ (তাঁহারা অঙ্গিরার পুত্র—সূনবঃ—পুত্রাঃ); তে অগ্নেঃ অধিজজ্ঞিরে ইতি অগ্নিজন্ম। (তাঁহারা পরম্পরাক্রমে অগ্নি হইতে অথবা অগ্নিত্বপ্রাপ্ত অঙ্গিরা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এই কথার দ্বারা অগ্নি হইতে তাঁহাদের জন্ম প্রকীর্ত্তিত হইল)।

১২। পিতৃগণ।

পিতরো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৩ ॥

পিতরঃ ব্যাখ্যাতাঃ (পিতৃগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

পিতৃশব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নিরু ৪।২১ দ্রষ্টব্য)।

তেষাম্‌ এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্‌ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী পিতৃগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ইতো পাদপূরণৌ (স্কঃ স্বাঃ)—'ইৎ' শব্দদ্বয় পাদপূরণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। নিঘ—২।১ দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।

অসুং ত ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১৫।১ ; শুক্ল-যজুঃ ১৯।৪৯)

সোম্যাসঃ (সোমসম্পাদক) অবরে পিতরঃ (পৃথিবীস্থানাশ্রিত পিতৃগণ) উদীরতাং (ঊর্ধ্বলোকে[১] গমন করুন) পরাসঃ [পিতরঃ] (দ্যুলোকাশ্রিত পিতৃগণ) উৎ+[ঈরতাং] (দ্যুলোক হইতেও ঊর্ধ্ব অর্থাৎ বিশিষ্টতর লোকে গমন করুন) মধ্যমাঃ [পিতরঃ] (অন্তরিক্ষস্থ পিতৃগণ) উৎ+[ঈরতাম্] (ঊর্ধ্ব লোকে গমন করুন); অবৃকাঃ (শত্রুবর্জ্জিত) ঋতজ্ঞাঃ (সত্যজ্ঞ বা যজ্ঞজ্ঞ অথবা স্বাধ্যায়নিষ্ঠ) যে অসুম্ ঈয়ুঃ (যাঁহারা প্রাণভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণমাত্রমূর্ত্তি অস্থূলবিগ্রহ—বায়ুরূপতাপন্ন) তে পিতরঃ (সেই পিতৃগণ) হবেষু (আমরা আহ্বান করিলে) নঃ অবন্তু (আমাদের সমীপে আগমন করুন)।

উদীরতামবর উদীরতাং পর উদীরতাং মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাঃ সোমসম্পাদিনস্তে অসুং যে প্রাণমন্বীয়ুরবৃকা অনমিত্রাঃ সত্যজ্ঞা বা যজ্ঞজ্ঞা বা, তে ন আগচ্ছন্তু পিতরো হ্বানেষু ॥ ২ ॥

উদীরতাম্ অবরে উদীরতাং পরে উদীরতাং মধ্যমাঃ পিতরঃ (নিম্নলোকস্থ অর্থাৎ পৃথিব্যাশ্রিত পিতৃগণ ঊর্ধ্বলোকে গমন করুন, ঊর্দ্ধস্থ অর্থাৎ দ্যুলোকাশ্রিত পিতৃগণ দ্যুলোক হইতেও ঊর্দ্ধতর লোকে গমন করুন, মধ্যস্থানাশ্রিত অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ পিতৃগণ ঊর্দ্ধতর লোকে গমন করুন; পরাসঃ—পরে); সোম্যাসঃ—সোম্যাঃ—সোমসম্পাদিনঃ—সোমনিষ্পাদক; তে যে অসুম্ ঈয়ুঃ=তে যে প্রাণম্ অন্বীয়ুঃ (সেই পিতৃগণ যাঁহারা বায়ুরূপাপন্ন হইয়াছেন; অসুম্—প্রাণম্—প্রাণবায়ু); অবৃকাঃ—অনমিত্রাঃ (শত্রুপরিশূন্য; বৃক শব্দের অর্থ বৃকসাদৃশ্যে হিংসক বা শত্রু); ঋতজ্ঞাঃ—সত্যজ্ঞাঃ বা যজ্ঞজ্ঞাঃ বা (ঋতজ্ঞ শব্দের অর্থ সত্যজ্ঞ অথবা যজ্ঞজ্ঞ); তে নঃ অবন্তু পিতরঃ হবেষু=তে নঃ আগচ্ছন্তু পিতরঃ হ্বানেষু (সেই পিতৃগণ আমরা আহ্বান করিলে আমাদের সমীপে আগমন করুন; অবন্তু=আগচ্ছন্তু—'অব' ধাতু গত্যর্থক—নিঘ ২।১৪; হবেষু—হ্বানেষু—আমরা আহ্বান করিলে, আমাদের দ্বারা আহুত হইলে)।

মাধ্যমিকো যম ইত্যাহুঃ। তস্মান্মাধ্যমিকান্ পিতৄন্ মন্যন্তে ॥ ৩ ॥

মাধ্যমিকঃ যমঃ ইতি আহুঃ (যম মধ্যমস্থান দেবতা—ইহা নৈরুক্তগণ বলিয়া থাকেন); তস্মাৎ মাধ্যমিকান্ পিতৄন্ মন্যন্তে (সেই জন্য পিতৃগণকেও মধ্যমস্থান দেবতা বলিয়া মনে করা হয়)।

১। উন্মধ্য উর্দ্ধতারায় (দুঃ দ্বাঃ)।

বলবত্তা হেতু যম মধ্যমস্থান বা অন্তরিক্ষস্থান দেবতা (নির্ ১০।১৯-২১ দ্রষ্টব্য)। যম আবার পিতৃপতি—পিতৃগণের রাজা ; এতৎ কারণেই অর্থাৎ যমের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই—পিতৃগণও মধ্যস্থান দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

১৩। অথর্বগণ। ১৪। ভৃগুগণ॥

অঙ্গিরসো ব্যাখ্যাতাঃ পিতরো ব্যাখ্যাতা ভৃগবো ব্যাখ্যাতাঃ, অথর্বাণোঽথন-বন্তস্থর্বতিশ্চরতিকর্ম্মা, তৎপ্রতিষেধঃ॥ ৪॥

অঙ্গিরসঃ ব্যাখ্যাতাঃ (অঙ্গিরোগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—নির্ (৩।১৭, ১১।১৬) পিতরঃ ব্যাখ্যাতাঃ (পিতৃগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—নির্ ৪।২১, ১১।১৭) ভৃগবঃ ব্যাখ্যাতাঃ (ভৃগুগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—নির্ ৩।১৭); অথর্বাণঃ অথনবন্তঃ (অথর্বগণ—অগতিস্বভাব), থর্বতিঃ চরতিকর্ম্মা ('থর্ব' ধাতু চলনার্থক) তৎপ্রতিষেধঃ (তাহার নিষেধ অর্থাৎ চলনস্বভাব-বিরহিত অথর্বা)।

অথর্বগণ অথনবান্ অর্থাৎ অগতিস্বভাব বা স্থিরপ্রকৃতি ; গত্যর্থক নৈরুক্ত 'থর্ব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ন থর্বন্তি গচ্ছন্তি ইতি অথর্বাণঃ। ভাষ্যে যে অথন শব্দ রহিয়াছে তাহার অর্থ অগতি বা অগমন—'থর্ব' ধাতুর অর্থ ইহাতে বিদ্যমান আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইবে তাহাতে অথর্বগণের এবং ভৃগুগণের স্তুতি আছে—স্বতন্ত্রভাবে নহে, অঙ্গিরোগণ এবং পিতৃগণের সহিত। পুনর্ব্বার যে 'অঙ্গিরসো ব্যাখ্যাতাঃ, পিতরো ব্যাখ্যাতাঃ'—ইহা বলা হইয়াছে, তাহা এতৎপ্রসঙ্গেই।

তেষামেষা সাধারণা ভবতি॥ ৫॥

তেষাম্ এষা সাধারণা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা এই দেবতাসমূহের পক্ষে সাধারণ—তাহাতে অঙ্গিরোগণ পিতৃগণ অথর্বগণ এবং ভৃগুগণ সকলেই তুল্যভাবে স্তুত হইয়াছেন)।

। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১৪।৬)

অঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরোগণ), নবগ্বা নঃ পিতরঃ (নব নব গতিসম্পন্ন, অথবা নবনীতে অভিলাষসম্পন্ন আমাদের পিতৃগণ), সোম্যাসঃ অথর্বাণঃ ভৃগবঃ (সোমনিষ্পাদক অথর্বগণ এবং ভৃগুগণ)—যজ্ঞিয়ানাং তেষাং (যজ্ঞার্হ এই সমস্ত দেবতাগণের) সুমতৌ (শোভন কল্যাণবুদ্ধিতে) ভদ্রে অপি সৌমনসে (এবং[১] ভদ্র অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ প্রীতিবুদ্ধিতে) বয়ং স্যাম (আমরা যেন থাকিতে পারি)।

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগতয়ো নবনীতগতয়ো বা, অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাঃ সোমসম্পাদিনস্তেষাং বয়ং সুমতৌ কল্যাণ্যাং মতৌ যজ্ঞিয়ানামপি চৈষাং ভদ্রে ভন্দনীয়ে ভাজনবতি বা কল্যাণে মনসি স্যামেতি ॥ ২ ॥

নবগ্বাঃ=নবগতয়ঃ নবনীতগতয়ঃ বা (নূতন নূতন গতিবিশিষ্ট অথবা নবনীতে অর্থাৎ আজ্যে[২] মনের গতি অর্থাৎ অভিলাষ যাঁহাদের—পিতৃগণ প্রতিমাসে পিতৃযজ্ঞে আসিয়া থাকেন, মাসে মাসে তাঁহাদের নূতন নূতন গতি হয়; অথবা—পিতৃগণ নবনীত প্রাপ্তির অভিলাষ করেন;[৩] (নব+গম্ ধাতুর যোগে নবগ্ব শব্দ নিষ্পন্ন—নব=নূতন, অথবা নব=নবনীত); সোম্যাঃ—সোমসম্পাদিনঃ (সোমনিষ্পাদক); সুমতৌ=কল্যাণ্যাং মতৌ (মঙ্গলকর বুদ্ধিতে); ভদ্রে ভন্দনীয়ে (ভদ্র শব্দের অর্থ ভন্দনীয় অর্থাৎ সুখকর বা কল্যাণজনক—কল্যাণ বা সুখার্থক 'ভন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), ভাজনবতি বা (অথবা, ভদ্রে=ভাজনবতি—ভদ্র শব্দের অর্থ ভাজনবান্; ভাজনবিশিষ্ট মন তাহাই যাহার দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর সহিত স্তোতৃগণকে সম্বন্ধিত বা সম্বন্ধযুক্ত করে);[৪] সৌমনসে=কল্যাণে মনসি (কল্যাণকর সৌমনস্যে অর্থাৎ প্রীতিতে)।[৫]

মাধ্যমিকো দেবগণ ইতি নৈরুক্তাঃ ॥ ৩ ॥

দেবগণঃ (দেবগণ—ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ) মাধ্যমিকঃ (মধ্যমস্থান-দেবতা) ইতি নৈরুক্তাঃ (ইহা নিরুক্তকারগণ মনে করেন)।

১। অপিশব্দো ভদ্রশব্দাচ্চ পরো দ্রষ্টব্যঃ (স্কঃ ধাঃ)।

২। বিজ্ঞায়তে হি 'অথ বিলীনমাজ্যং পিতৃণাম্' ইতি (মৈত্রা সং ৪।৪।২)।

৩। নবনীতে বা মনসো গতিরভিলাষো যেষাং তে (স্কঃ ধাঃ)।

৪। যেন মনসা ভাজয়ন্তি অভিমতৈঃ কামৈঃ সম্বন্ধয়ন্তীত্যর্থঃ (স্কঃ ধাঃ); যেন মনসা ভাজয়ন্তি অভিমতৈরর্থৈঃ স্তোতৄন্ (দুঃ)।

৫। কল্যাণে সৌমনস্যে প্রীত্যাবিত্যর্থঃ (স্কঃ ধাঃ)।

ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ—ইহাদের সমাম্নান বা পাঠ মধ্যমস্থান দেবতাগণের অধিকারে রহিয়াছে এবং ইহাদের স্তুতি ও ঈদৃশ দেবতাগণমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়; কাজেই ইহারা মধ্যমস্থান দেবতা—নিরুক্তকারগণের ইহাই অভিমত।

পিতর ইত্যাখ্যানম্ ॥ ৪ ॥

পিতরঃ ইতি আখ্যানম্ (ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ—ইহারা পিতৃগণ ইহা আখ্যানবিৎ অর্থাৎ পৌরাণিকগণ মনে করেন)।

পৌরাণিকগণের মতে 'ঋভবঃ' 'অঙ্গিরসঃ' 'ভৃগবঃ' 'অথর্বাণঃ—এই চারিটি পদ 'পিতরঃ' এই শব্দের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ প্রভৃতি পিতৃগণ ব্যতীত কেহই নহেন। পিতৃগণ অগ্ন্যাদিদেবতারই বিশিষ্ট প্রকার—কাজেই দেবতাগণের মধ্যে ইহাদের স্তুতি অনুপপন্ন নহে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ঋভু অঙ্গিরা ভৃগু প্রভৃতি নাম ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে এবং বেদে ঋষিগণেরও স্তুতি দেখা যায়—যেমন বসিষ্ঠের এবং বসিষ্ঠ পুত্রগণের (ঋ—'।৩৩ দ্রষ্টব্য)। কাজেই ঋভু প্রভৃতির ঋষিত্বও অসম্ভব নহে। ভাষ্যকার ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—

অথাপ্যৃষয়ঃ স্তূয়ন্তে ॥ ৫ ॥

অথাপি ঋষয়ঃ স্তূয়ন্তে (আর, ঋষিগণও স্তুত হইয়া থাকেন)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকে বসিষ্ঠ পুত্রগণের স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

॥ উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠা অন্বেতবে বঃ॥ ১ ॥

(ঋ—৭।৩৩।৮)

এষাং (বসিষ্ঠপুত্রগণের) বক্ষথঃ (বচনের) জ্যোতিঃ (দীপ্তি) সূর্য্যস্য ইব (সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায়); সমুদ্রস্য ইব মহিমা গভীরঃ (ইহাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর); হে বসিষ্ঠাঃ (হে বসিষ্ঠপুত্রগণ) বঃ স্তোমঃ (তোমাদের প্রতি প্রযুক্ত স্তোম বা স্তুতি) বাতস্য প্রজবঃ ইব (বায়ুর বেগের ন্যায়), ন অন্যেন অন্বেতবে [শক্যতে] (অন্য কেহও ইহার অনুগমন বা অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে)।

এষাং বক্ষথঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যস্য ইব (ইহাদের বচনদীপ্তি সূর্য্য দীপ্তির ন্যায়)—সূর্য্য যেরূপ সুস্পষ্টরূপে সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করে, বসিষ্ঠপুত্রগণের বাক্যও সেইরূপ সুস্পষ্টরূপে (অসন্দিগ্ধ ভাবে) অর্থ প্রকাশ করে। ইহাদের বাক্য মাত্র অসন্দিগ্ধার্থেরই প্রকাশক নহে, পরন্তু অর্থবাহুল্যেও সমৃদ্ধ—সমুদ্রে যেরূপ অপরিমেয় জল ইহাদের বাক্যও সেইরূপ অপরিমেয় অর্থে পরিপূর্ণ।[১] ইহারা মহানুভাব—অর্থভারে ভারাক্রান্ত হইলেও ইহাদের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি বায়ুবেগের ন্যায় অবিলম্বিত অর্থাৎ অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে ইহার অর্থপ্রতীতি হয়।[২] অন্য কোনও স্তোতা বসিষ্ঠ ঋষির এই বচনশৈলী অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে। ৭।৩৩ সূক্তের ১-৯ ঋকের ঋষি বসিষ্ঠ, দেবতা বসিষ্ঠপুত্রগণ এবং ১০-১৪ ঋকের ঋষি বসিষ্ঠপুত্রগণ এবং দেবতা বসিষ্ঠ।

ইতি যথা ॥ ২ ॥

ইতি যথা (যেমন এই ঋকে)।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের পঞ্চম সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রে ঋষিগণও স্তুত হইয়া থাকেন। এই উক্তির সমর্থন করা হইল উদ্ধৃত মন্ত্রের দ্বারা।

১৫। আপ্ত্যাগণ ॥

আপ্ত্যা আপ্নোতেস্তেষামেষ নিপাতো ভবত্যৈন্দ্র্যামৃচি ॥ ৩ ॥

আপ্ত্যাঃ আপ্নোতেঃ (আপ্ত্য শব্দ ব্যাপ্ত্যর্থক বা প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); তেষাম্ এষ নিপাতঃ ভবতি ঐন্দ্র্যাম্ ঋচি (ইহাদের এই নিপাত বা সহস্তুতি অর্থাৎ গৌণভাবে বা আনুষঙ্গিক ভাবে স্তুতি ইন্দ্রসম্বন্ধীয় ঋকে পরিদৃষ্ট হয়)।

১। যথোদকমপরিমেয়ং সমুদ্রে এবমপরিমেয়ার্থানি বচাংসি (দুঃ)

২। সত্যপি চ মহার্থত্বে নৈতে বিলম্বিতস্তুতয়ঃ, কিং তর্হি বাতস্যেব প্রজবঃ প্রবৃদ্ধো জবঃ আশুপ্রতিপত্তিঃ (দুঃ)।

আপ্ত্যগণ সর্ব্বব্যাপী, অথবা তাঁহারা স্তুতি দ্বারা স্তুত্যকে প্রাপ্ত হন—ইহাই আপ্ত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি।[১] আপ্ত্যগণ ঋষি; ইঁহাদের নাম একত দ্বিত এবং ত্রিত।[২] ইঁহারা ইন্দ্রের সহচারী[৩]—কাজেই মধ্যমস্থান দেবতা; মধ্যমস্থান দেবতার মধ্যে ইঁহাদের সমাম্নান বা পাঠ আছে। ঋভু প্রভৃতিকেও ঋষি বলিয়া গণ্য করিলেও (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের ৪র্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রসহচারিত্ব নিবন্ধনই তাঁহারা মধ্যমস্থান দেবতা। আপ্ত্যগণের নিপাত অর্থাৎ নিপতন (সহস্তুতি—আনুষঙ্গিকভাবে বা গৌণভাবে) ইন্দ্র সম্বন্ধীয় ঋকে—ইন্দ্র যে ঋকে স্তুত হইয়াছেন সেই ঋকে—পরিদৃষ্ট হয় (পরিবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সর্ব্বব্যাপিত্বাদাপ্ত্যাঃ (স্ক: স্বা:) ; আপ্নুবন্তি হি তে স্তুতিভিঃ স্তুত্যান্ (দু:)।
২। অগ্নীন্দ্রসহচারিণ ঋষয় একতদ্বিতত্রিতাঃ (দু:)।
৩। 'তে ইন্দ্রেণ সহ চেরুঃ' (শত. প. ব্রা: ১।২।৩।২)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

স্তুষেয্যং পুরুবর্পসমৃভ্বমিনতমমাপ্ত্যমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্ষতে শবসা সপ্তদানূন্ প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১২০।৬)

পুরুবর্পসম্ (নানারূপধারী) ঋভ্বম্ (উরুভূত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ বা মহান্) ইনতমম্ (অত্যৈশ্বর্যবিশিষ্ট) আপ্ত্যানাম্ আপ্ত্যম্ (আপ্ত্য অর্থাৎ আপ্তব্য ঋষিগণের প্রাপ্তব্য) স্তুষেয্যং (স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে) [স্তৌমি] (স্তব করিতেছি), [যঃ] (যে ইন্দ্র) শবসা (বলের দ্বারা) সপ্তদানূন্ (সপ্ত জলপ্রদাতাকে অর্থাৎ মেঘকে অথবা নমুচি প্রভৃতি সপ্তদানবকে) আদর্ষতে (বিদীর্ণ করেন) [এবং] ভূরি প্রতিমানানি (বহু উপমানকে) প্রসাক্ষতে (প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত অর্থাৎ অভিভূত করেন)।[১]

এই ঋকের দেবতা ইন্দ্র—ইহা একটি ঐন্দ্রী ঋক্; ইহাতে ইন্দ্র স্তুত হইয়াছেন প্রধানভাবে এবং আপ্ত্য ঋষিগণ স্তুত হইয়াছেন গৌণ বা আনুষঙ্গিক ভাবে।

স্তোতব্যং বহুরূপমুরুভূতমীশ্বরতমমাপ্তব্যমাপ্তব্যানাম্, আদৃণাতি যঃ শবসা বলেন সপ্তদাতৃনিতি বা সপ্তদানবানিতি বা, প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি বহূনি, সাক্ষতিরাপ্নোতিকর্ম্মা ॥ ২ ॥

স্তুষেয্যং—স্তোতব্যম্ (স্তুত্যার্হ বা স্তুতিযোগ্য); পুরুবর্পসম্—বহুরূপম্ (বহুরূপধারী); ঋভ্বম্=উরুভূতম্ (বিস্তীর্ণ বা মহান্); ইনতমম্=ঈশ্বরতমম্ (প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী); আপ্ত্যম্ আপ্ত্যানাম্—আপ্তব্যম্ আপ্তব্যানাম্ (আপ্ত্য অর্থাৎ আপ্তব্য ঋষিগণের প্রাপ্তব্য); আদর্ষতে—আদৃণাতি (বিদীর্ণ করেন); শবসা—বলেন ('শবস্' শব্দ বলবাচী—নিঘ ২।৯); সপ্ত দানূন্—সপ্ত দাতৃন্ (সপ্ত জলপ্রদাতা মেঘ) বা (অথবা) সপ্তদানূন্—সপ্তদানবান্ (নমুচি প্রভৃতি সপ্ত দানব); প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি—প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি বহূনি (বহু উপমানকে পরিব্যাপ্ত বা অভিভূত করেন; ভূরি—বহূনি—প্রথমা বহুবচনের লোপ—পা ৭।১।৩৯); সাক্ষতিঃ আপ্নোতিকর্ম্মা ('সাক্' ধাতু আপ্ত্যর্থক বা ব্যাপ্ত্যর্থক)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অর্থাৎ ইন্দ্রের উপমানস্থানীয় যাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ—যান্যুপমানান্যুপাদীয়ন্তে তেভ্যোঽধিকতর ইন্দ্রঃ; প্রসাক্ষতে সাক্ষতিরাপ্নোতেরর্থে প্রকর্ষেণ চ ব্যাপ্নোতি (স্কঃ বৃঃ), প্রসাক্ষতে অভিভবতি (দুঃ)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অথাতো মধ্যস্থানাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অথ (অতঃপর) অতঃ (কাজেই) মধ্যস্থানাঃ স্ত্রিয়ঃ [বক্ষ্যন্তে] (মধ্যস্থান বা অন্তরিক্ষস্থান স্ত্রীদেবতাগণের বিষয় বলা হইবে)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে একবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত নয় পরিচ্ছেদে মধ্যস্থান দেবগণের কথা বলা হইয়াছে। দেবগণের পরেই নিঘণ্টুতে সমাম্নান বা পাঠ আছে স্ত্রীদেবতাগণের (নিঘ ৫।৫ দ্রষ্টব্য)। স্ত্রীদেবতাগণই এখন অধিকৃত অর্থাৎ দেবগণের পরে এখন তাঁহারাই বর্ণনীয় ; কাজেই তাঁহাদের কথা বলা হইবে।

১৬। অদিতি ॥

তাসামদিতিঃ প্রথমাগামিনী ভবতি ॥ ২ ॥

তাসাম্ অদিতিঃ প্রথমাগামিনী ভবতি (সেই স্ত্রীদেবতাগণের মধ্যে অদিতিই প্রথম সমাগত হন)।

স্ত্রীদেবতাগণের মধ্যে অদিতি প্রথমাগামিনী—অদিতির নামই প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে, কারণ, তিনি অদীনা এবং দেবমাতা।

অদিতির্ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

অদিতিঃ ব্যাখ্যাতা (অদিতি ব্যাখ্যাত হইয়াছেন)।

অদিতি শব্দের ব্যাখ্যা এবং নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ৪।২২ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী অদিতি সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাজানা মিত্রাবরুণা বিবাসসি।
অতূর্ত্তপন্থাঃ পুরুরথো অর্যমা সপ্তহোতা বিষুরূপেষু জন্মসু ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৬৪।৫)

অদিতে (হে অদিতে) দক্ষস্য বা জন্মনি ব্রতে (দক্ষ অর্থাৎ আদিত্যের অথবা তোমার জন্মরূপ কর্ম্মে) রাজানা মিত্রাবরুণা (রাজানৌ মিত্রাবরুণৌ—সর্ব্বলোকেশ্বর মিত্র ও বরুণকে) বিবাসসি (পরিচর্য্যা কর বা আকাঙ্ক্ষা কর), [যঃ দক্ষঃ] (যে আদিত্য) অতূর্ত্তপন্থাঃ (চলনপথে অক্ষিপ্রগতি) পুরুরথঃ (বহুগমনাগমনসমন্বিত) অর্যমা (শক্রভূত অন্ধকারের নিয়ন্তা বা ধ্বংসকর্ত্তা) সপ্তহোতা (সপ্তরশ্মির দ্বারা আহৃতরস)[১] [সঃ] (সেই আদিত্য) বিষুরূপেষু জন্মসু [বর্ত্ততে] (নানারূপ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন)।[২]

দক্ষ শব্দের অর্থ আদিত্য এবং অদিতি শব্দের অর্থ সন্ধিবেলা—প্রাতঃকালীন বা সায়ংকালীন। প্রাতঃকালীন সন্ধিবেলা হইতে আদিত্যের জন্ম অর্থাৎ উদয় এবং আদিত্য হইতে সায়ংকালীন সন্ধিবেলার জন্ম বা আবির্ভাব। এই ভাবেই অদিতি হইতে দক্ষের এবং দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম। মিত্রাবরুণ—মিত্র শব্দের অর্থ দিন, বরুণ শব্দের অর্থ রাত্রি—'অহর্বৈ মিত্রো রাত্রির্বরুণঃ' (ঐত. ব্রা. ৪।১০); মিত্রাবরুণ রাজা বা সর্ব্বাধীশ্বর—মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিন রাত্রির অধীন—তাহাদের ইতিকর্ত্তব্যতাকলাপ দিনরাত্রিরই অধিকারে। প্রাতঃকালীন সন্ধিবেলা—সূর্যের জন্ম ব্যাপারে (উদয়ে) অথবা সূর্য সায়ংকালীন সন্ধিবেলার জন্ম ব্যাপারে (আবির্ভাবে) দিন এবং রাত্রিকে পরিচর্য্যা করে বা বাঞ্ছা করে—সন্ধিদ্বয়েরই অর্দ্ধেকটা থাকে দিবাভাগে এবং অর্দ্ধেকটা থাকে রাত্রিভাগে অর্থাৎ অর্দ্ধেকটা অনুপ্রবিষ্ট হয় দিনে অর্দ্ধেকটা অনুপ্রবিষ্ট হয় রাত্রিতে; লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়—যে যাহাকে পরিচর্য্যা করে বা যে যাহাকে আকাঙ্ক্ষা করে সে তাহার ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়।[৩]

দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে কর্ম্মণি রাজানৌ মিত্রাবরুণৌ পরিচরসি; বিবাসতিঃ পরিচর্য্যায়াম্—'হবিষ্মাঁ আবিবাসতি'[৪] ইতি; আশাস্তের্বা ॥ ২ ॥

ব্রতে—কর্ম্মণি (ব্রত শব্দের অর্থ কর্ম্ম—নিঘ ২।১); রাজানা মিত্রাবরুণা—রাজানৌ মিত্রাবরুণৌ (রাজা মিত্র ও বরুণকে); বিবাসসি—পরিচরসি (পরিচর্য্যা কর)—বিবাসতিঃ

১। সপ্তরশ্ময়ো যস্মিন্ রসান্ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি সঃ (স্কঃ ভাঃ)।

২। বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্য্য আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদিত হন।

৩। অর্দ্ধং হি রাত্রিমনুপ্রবিশতি অর্দ্ধমহঃ; লোকেঽপি হি যোঽয়ং পরিচরতি স তদ্ভাবানুপ্রবেশেনৈব (স্কঃ ভাঃ)।

৪। ঋ—১।১২।৮, শুক্ল-যজুঃ—৩।২৩)।

পরিচর্য্যায়াম্ (বি+'বাস্' ধাতুর অর্থ পরিচর্য্যা করা), হবিষ্মান্ আবিবাসাত ইতি (হবির্যুক্ত যজমান পরিচর্য্যা করেন—এই বাক্যে বি+'বাস্' ধাতু পরিচর্য্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে); আশাস্তেঃ বা (অথবা, বি+'বাস্' ধাতু আ+'শাস্' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে; আ+'শাস্' ধাতুর অর্থ—ইচ্ছা করা)।

অতূর্ত্তপন্থা অত্বরমাণপন্থা বহুরথো অর্য্যমাদিত্যোঽরীন্ নিযচ্ছতি সপ্তহোতা সপ্তাস্মৈ রশ্ময়ো রসানভিসন্নাময়ন্তি সপ্তৈনমৃষয়ঃ স্তুবন্তীতি বা বিষমরূপেষু জন্মসু কর্ম্মসূদয়েষু ॥ ৩ ॥

অতূর্ত্তপন্থাঃ=অত্বরমাণপন্থাঃ (যাঁহার চলিবার পথ ত্বরমাণ নহে—অর্থাৎ যিনি শনৈঃ শনৈঃ পথ চলিয়া থাকেন, দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করেন না), পুরুরথঃ—বহুরথঃ (পুরুরথ শব্দের অর্থ বহুরথ বা বহুরংহণ[1] অর্থাৎ বহুগতি বা বহুগমনাগমনবিশিষ্ট—'রংহ' ধাতু গত্যর্থক); অর্য্যমা—আদিত্যঃ—অরীন্ নিযচ্ছতি ('অর্য্যমন্' শব্দের অর্থ আদিত্য; আদিত্য অরিসমূহকে অর্থাৎ শত্রুভূত অন্ধকাররাশিকে নিয়ন্ত্রিত বা বিধ্বস্ত করেন —অরি+'যম্' ধাতু হইতে 'অর্য্যমন্' শব্দ নিষ্পন্ন); সপ্তহোতা=সপ্ত অস্মৈ রশ্ময়ঃ রসান্ অভিসন্নাময়ন্তি সপ্ত এনম্ ঋষয়ঃ স্তুবন্তি ইতি বা (সপ্তসংখ্যক হোতা অর্থাৎ রসপ্রক্ষেপক যাঁহার; আদিত্য সপ্তহোতা, কারণ—সপ্তরশ্মি ইঁহার নিমিত্ত অর্থাৎ ইঁহাতে রস অভিসন্নামিত বা প্রক্ষিপ্ত করে[2]—রশ্মিসমূহ রস আহরণ করিয়া সূর্য্যে নিহিত করে, হোতা 'হু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অথবা—হোতা 'হ্বে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ভরদ্বাজাদি সপ্ত ঋষি ইঁহাকে আহ্বান বা স্তব করেন), বিষুরূপেষু জন্মসু=বিষমরূপেষু জন্মসু, জন্মসু—কর্ম্মসু—উদয়েষু —সূর্য্যের জন্ম অর্থাৎ কর্ম্ম বা উদয় একরূপ নহে—বিষমরূপ; সূর্য্য বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদিত হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা নৈরুক্তগণের; ঐতিহাসিকপক্ষে—অদিতি দেবমাতা, অদিতি হইতে দক্ষ বা আদিত্যের জন্ম; সমুদিত আদিত্যকে জগতের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া অদিতি আকাঙ্ক্ষা করেন—"আমার রাজা অর্থাৎ দীপ্যমান আর দুই পুত্র মিত্র বরুণ ও জগতের এইরূপ উপকার সাধন করুক।"

আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহুরাদিত্যমধ্যে চ স্তুতঃ ॥ ৪ ॥

আদিত্যঃ দক্ষঃ ইতি আহুঃ (ব্রহ্মবিদ্গণ[3] বলিয়া থাকেন—অদিতির পুত্র আদিত্যও যিনি দক্ষও তিনি) আদিত্যমধ্যে চ স্তুতঃ (যেহেতু[4] আদিত্যগণ মধ্যে দক্ষ স্তুত হইয়াছেন)।

১। পুরুরথঃ বহুরংহণঃ (দুঃ)।
২। সপ্তরশ্ময়ো যস্মিন্ রসান্ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি সঃ (স্কঃ থাঃ)।
৩। অথবা, দেবতাস্বরূপাভিজ্ঞাগণ (দুঃ)।
৪। চশব্দো হেতৌ (স্কঃ থাঃ); চশব্দো হেত্বর্থে, যস্মাদাদিত্যমধ্যে স্তুতঃ (দুঃ)।

ঋগ্বেদ ২।২৭।১ মন্ত্রে আদিত্যগণ মধ্যে দক্ষের স্তুতি পরিদৃষ্ট হয় ; কাজেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনে করেন আদিত্য ও দক্ষ অভিন্ন।

অদিতির্দাক্ষায়ণী ; 'অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি'[1]—ইতি চ। তৎ কথমুপপদ্যেত ? সমানজন্মানৌ স্যাতামিতি ॥ ৫ ॥

অদিতিঃ দাক্ষায়ণী* (অদিতি আবার দক্ষের কন্যা); অদিতেঃ দক্ষঃ অজায়ত (অদিতি হইতে দক্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন) দক্ষাৎ অদিতিঃ পরি (দক্ষ হইতে আবার অদিতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন)—ইতি চ (এই বৈদিক বাক্যই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ), তৎ কথম্ উপপদ্যেত (তাহা কিরূপে উপপন্ন বা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ?) [ভাষ্যকার সমাধান করিতেছেন] সমানজন্মানৌ স্যাতাম্ (ইহাদের পরস্পরের জন্ম পরস্পরের জন্মের পরবর্তী হইয়া থাকে)।[2]

পূর্ব্ব সন্দর্ভে দক্ষ (আদিত্য) অদিতির পুত্র বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন; ঋগ্বেদের ১০।৭২।৪ মন্ত্রে কিন্তু অদিতি হইতে দক্ষের এবং দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম বর্ণিত হইয়াছে—কাজেই অদিতি আবার দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইঁহারা সমানজন্মা বা সমনন্তরজন্মা অর্থাৎ অদিতির (প্রাতঃ সন্ধিকালের) পরে উদিত হন আদিত্য (দক্ষ) এবং আদিত্য হইতে আবির্ভূত হন অদিতি (সায়ং সন্ধিকাল); এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পরে আবির্ভূত—এই কারণে পরস্পর পরস্পর হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা নৈরুক্ত-পক্ষে।

অপি বা দেবধর্ম্মেণেতরেতর-জন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী ॥ ৬ ॥

অপি বা (অথবা) দেবধর্ম্মেণ (দেবতাধর্ম্মানুসারে) ইতরেতরজন্মানৌ (দেবতাগণ পরস্পর পরস্পর হইতে জন্মগ্রহণ করেন) [অতঃ] ইতরেতরপ্রকৃতী (কাজেই পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি হইয়া থাকেন)।

দেবতাগণ পরম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তাঁহাদের মহিমা অচিন্তনীয়। তাঁহারা যে পরস্পর পরস্পর হইতে আবির্ভূত হন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি বা জনক, ইহা দেবধর্ম (নিরু ৭।৪।১৪ দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকগণের।[3]

অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে ॥ ৭ ॥

অগ্নিঃ অপি অদিতিঃ উচ্যতে (অগ্নিও অদিতি বলিয়া অভিহিত হন)।

১। ঋ—১০।৭২।৪

২। সমনন্তরজন্মানৌ সমানজন্মানৌ (দুঃ)।

৩। ইদং তর্হি কথং যদৈতিহাসিকা আহুঃ……(স্কঃ বাঃ)।

অদিতি শব্দের অন্য এক অর্থ অগ্নি।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা অগ্নিশব্দবাচ্য অদিতি সম্বন্ধে)।

অদিতি শব্দের অর্থ যে অগ্নি তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্ হইতে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা।
যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৯৪।১৫)

সুদ্রবিণঃ অদিতে (হে সুধন অগ্নে) সর্ব্বতাতা (সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবিস্তৃতিতে) যস্মৈ ত্বম্ অনাগাস্ত্বং দদাশঃ (যাহাকে তুমি অনপরাধত্ব প্রদান কর) যং (যাহাকে) ভদ্রেণ শবসা (কল্যাণপ্রদ বলের দ্বারা) [চ] (এবং) প্রজাবতা রাধসা (প্রজাযুক্ত ধনের দ্বারা) চোদয়াসি (অনুগৃহীত কর) তে [বয়ং] স্যাম (আমরা যেন তাদৃশ ব্যক্তি হই অর্থাৎ আমরাও যেন তোমার অনুগ্রাহ্য হই)।

আগ্নেয়সূক্তের এই মন্ত্রে 'অদিতি'-সম্বোধন অগ্নিব্যতীত আর কাহার প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে? অদিতি—অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি।

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাস্যনাগস্ত্বমনপরাধত্বমদিতে সর্ব্বাসু কর্ম্মততিষু ॥ ২ ॥

সুদ্রবিণঃ (হে শোভনধনযুক্ত; 'সুদ্রবিণস্' শব্দের সম্বোধন—নিঘণ্টুতে—৩।১০ অকারান্ত দ্রবিণশব্দ ধনবাচী, এখানে শব্দটী দ্রবিণস্—সকারান্ত ; ৮।১।১ সন্দর্ভে 'দ্রবিণোদস্' শব্দের নির্ব্বচন দ্রষ্টব্য)। দদাশঃ—দদাসি ; অনাগাস্ত্বম্—অনাগস্ত্বম্—অনপরাধত্বম্—যাহাকে তুমি অনপরাধত্ব বা নির্দ্দোষিতা প্রদান কর অর্থাৎ যাহার যজ্ঞাদি কর্ম্মে তুমি অবৈগুণ্য বিধান কর। সর্ব্বতাতা=সর্ব্বাসু কর্ম্মততিষু (সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবিস্তারে—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিস্তৃত কর্ম্মে)।

আগ আঙ্পূর্ব্বাদ্ গমেঃ ॥ ৩ ॥

আগঃ ('আগস্' শব্দ) আঙ্পূর্ব্বাদ্ গমেঃ ('আঙ্' পূর্ব্বক 'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'আগস্' শব্দ আ+'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আগঃ (অপরাধ) অবশ্যই ফলরূপে কর্ত্তাকে গত বা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অথবা—কর্ত্তা ইহা দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হয়। বৈয়াকরণগণ 'ই' ধাতু হইতে 'আগস্' শব্দের নিষ্পত্তি করেন (উ ৬৫১)।

এন এতেঃ কিল্বিষং কিল্ভিদং সুকৃতকর্ম্মণো ভয়ং কীর্ত্তিমস্য ভিনত্তীতি বা ॥ ৪ ॥

এনঃ । এতেঃ ('এনস্' শব্দ 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ; কিল্বিষং—কিল্ভিদং—(১) সুকৃতকর্ম্মণঃ ভয়ম্ (কিল্বিষ অর্থাৎ অপরাধ বা পাপ সুকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিকে ভীতি

প্রদান করে) (২) কীর্ত্তিম্ অস্ত ভিনত্তি ইতি বা (অথবা কিল্বিষ সুকৃতকর্ম্মা ব্যক্তির কীর্ত্তি বিনষ্ট করে)।

'এনস্' শব্দ এবং 'কিল্বিষ' শব্দের অর্থও পাপ বা অপরাধ—'আগস্' শব্দেরই সমানার্থক; কাজেই ভাষ্যকার 'আগস্' শব্দের প্রসঙ্গে এই দুইটী শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'এনস্' শব্দ গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—এনঃ (অপরাধ বা পাপ) কর্ত্তাকে ফলরূপে প্রাপ্ত হয়; (১) কিল্বিষ=কিল্‌ভিদ (কৃত+ভী+'দা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কিল্বিষ অর্থাৎ অপরাধ বা পাপ সুকৃতকর্ম্মা বা পুণ্যকারী ব্যক্তির ভীতিপ্রদ) (২) অথবা, কিল্বিষ=কীর্ত্তিভিদ (কিল্বিষ সুকৃতকারী লোকের কীর্ত্তিনাশ করে)।

যং ভদ্রেণ শবসা বলেন চোদয়সি প্রজাবতা চ রাধসা ধনেন তে বয়মিহ স্যামেতি ॥ ৫ ॥

শবসা=বলেন ('শবস্' শব্দ বলবাচী; নিঘ ২।৯); চোদয়াসি=চোদয়সি (অনুগৃহীত কর);[১] রাধসা=ধনেন ('রাধস্' শব্দ ধনবাচী; নিঘ ২।১০); তে স্যাম=তে বয়ম্ ইহ স্যাম (আমরা যেন ইহজীবনে তাহারা হইতে পারি অর্থাৎ আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহভাজন হইতে পারি)।

১৭। সরমা।

সরমা সরণাৎ ॥ ৬ ॥

সরমা সরণাৎ (সরমা শব্দ 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

সরমা শব্দের অর্থ দেবশুনী (ঐতিহাসিক পক্ষে) এবং মাধ্যমিকা বাক্ বা মেঘগর্জ্জন (নৈরুক্ত পক্ষে);[২] গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—সরমা সরণশীলা বা চলনস্বভাবা।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সরমা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। চোদয়াসি অনুগৃহ্লাসি (দুঃ)।
২। বাগ্বৈ সরমা (মৈত্রা সং ৪।৬।৪)।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১০৮।১)

কিম্ ইচ্ছন্তী সরমা ইদং প্রানট্ (কি ইচ্ছা করিয়া সরমা এই স্থান অর্থাৎ আমাদের নিবাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ?)[1] দূরে হি অধ্বা (ইহা দূরের পথ), পরাচৈঃ (পরাঙ্মুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিবিরহিত গমনের দ্বারা) জগুরিঃ (এই স্থানে আসিয়া বেগে উপস্থিত হইয়াছে),[2] কাস্মেহিতিঃ (কা অস্মে হিতিঃ—আমাদের নিকট হইতে তোমার কোন্ বস্তু অভিপ্রেত বা প্রাপ্তব্য হইতে পারে ?)[3] কা পরিতক্ম্যা আসীৎ (রাত্রি কিরূপ গিয়াছে ?), কথং (কিরূপে) রসায়াঃ পয়াংসি (যোজনশতবিস্তীর্ণা নদীর জল)[4] অতরঃ (পার হইলে ?)।

পণিনামক অসুরগণ দেবগণের গাভী চুরি করিয়াছিল। সেই সকল গাভী উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র দেবশুনী সরমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পণিগণের নগরে গিয়া উপস্থিত হইলে সরমার সহিত তাহাদের যে সংবাদ বা কথোপকথন হয় তাহাই ঋগ্বেদের ১০।১০৮ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃত মন্ত্রে পণিগণ সরমাকে প্রশ্ন করিতেছে।

কিমিচ্ছন্তী সরমেদং প্রানট্, দূরে হ্যধ্বা, জগুরির্জঙ্গম্যতেঃ, পরাঞ্চৈ-রচিতঃ, কা তবাস্মাস্বর্থহিতিরাসীৎ, কিং পরিতকনম্ ; পরিতক্ম্যা রাত্রিঃ পরিত এনাং তক্ম, তক্মেত্যুষ্ণনাম তকত ইতি সতঃ ॥ ২ ॥

কিম্ ইচ্ছন্তী সরমা ইদং প্রানট্ (কি অভিলাষ করিয়া সরমা আমাদের এই নিবাসস্থানে সমাগত হইয়াছে ?—প্রেদমানট্ = প্র + ইদম্ + আনট্ = ইদং প্রানট্); জগুরিঃ জঙ্গম্যতেঃ (জগুরিশব্দ যঙলুগন্ত 'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ; পরাচৈঃ জগুরিঃ = পরাঞ্চৈঃ অচিতঃ (পরাঙ্মুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দৃষ্টিবিরহিত গমনের দ্বারা সমাগত বা প্রাপ্ত—দেবনিবাস-স্থান হইতে পণিগণের নগর অতিদূরে অবস্থিত, এত দূরে যে চলিবার সময় পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর সেখানে গিয়া উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয় না ; জগুরিঃ = অচিতঃ = গতঃ)[5] ; পরাচৈঃ জগুরিঃ ত্বং প্রাপ্তঃ (শীঘ্রগন্তা তুমি পরাঙ্মুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে

১। ইদমস্মন্নিবাসস্থানং প্রানট্ প্রাপ্তবতী (দুঃ)।
২। জগুরির্জগাম গত্বা (দুঃ)।
৩। কোঽস্মত্তোঽর্থস্তব প্রাপ্তব্যোঽভিপ্রেত আসীৎ (দুঃ)।
৪। রসা নদী ভবতি যোজনশতবিস্তীর্ণা (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। পরাচৈঃ পরাঞ্চৈরচিতঃ পরাঙ্মুখৈরঞ্চনৈর্গমনৈঃ অতিতো গতঃ বিপ্রকৃষ্টো দেবনিবাসাৎ (দুঃ) ; শতার্থক 'অক' ধাতুর পদ 'অচিত' বলিয়া মনে হয় ; স্কন্দস্বামী বলেন 'অচিত' পাঠ ভুল— অচিত ইতি তু প্রমাদপাঠঃ।

দৃষ্টি বিরহিত গমনের দ্বারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে)—এইরূপ অন্বয় ও করা যাইতে পারে ; দুর্গাচার্য্য জগুরি শব্দের অর্থ 'ভৃশং গন্তা' ও করিয়াছেন। কা তব অস্মাসু অর্থহিতিঃ আসীৎ (আমাদিগের নিকট তোমার কোন্ প্রয়োজন নিহিত ছিল অর্থাৎ আমাদের নিকট কোন্ বস্তু তোমার প্রাপ্তব্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে যন্নিমিত্ত তুমি এত দূরের পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ?) ; কা পরিতক্ম্যা—কিং পরিতকনম্ (রাত্রি তোমার কিরূপ গিয়াছে—পথে রাত্রি সুখে অতিবাহিত হইয়াছে তঁ ? পরিতক্ম্যা = পরিতকনম্ = রাত্রি)[১] ; পরিতক্ম্যা = রাত্রিঃ (পরিতক্ম্যা শব্দের অর্থ রাত্রি), পরিতঃ এনাং তক্ম (যেহেতু ইহার উভয়দিকে তক্ম অর্থাৎ উষ্ণতা—রাত্রির উভয় দিকেই দিন যাহা উষ্ণতাময়), তক্ম ইতি উষ্ণনাম তকতে ইতি সতঃ (তক্ম শব্দের অর্থ উষ্ণতা—গত্যর্থক 'তক্' ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন[২] ; উষ্ণতা চতুর্দ্দিকে গমন করে)।[৩]

কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসীতি রসা নদী রসতেঃ শব্দকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

কথং রসায়াঃ অতরঃ পয়াংসি ইতি রসা নদী (কথং রসায়াঃ····· এই বাক্যে রসা শব্দের অর্থ নদী) রসতেঃ শব্দকর্ম্মণঃ (শব্দার্থক 'রস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

রসা শব্দের অর্থ নদী—যে সে নদী নহে ; স্কন্দস্বামীর মতে—শতযোজনবিস্তীর্ণা এবং দুর্গাচার্য্যের মতে—অধ্যর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণা। শব্দার্থক 'রস্' ধাতু হইতে রসা শব্দ নিষ্পন্ন—নদী শব্দ করে।

কথং-রসানি তান্যুদকানীতি বা ॥ ৪ ॥

কথং-রসানি তানি উদকানি [যানি ত্বম্ অতরঃ] ইতি বা [অর্থঃ] (যে উদকরাশি তুমি পার হইয়া আসিয়াছ তাহা কিংবিধরসবিশিষ্ট, স্বাদু অথবা অস্বাদু—ইহাই বা কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি' এই বাক্যের অর্থ) ; কথং রসায়াঃ = কথং-রসানি।

দেবশুনীন্দ্রেণ প্রহিতা পণিভিরসুরৈঃ সমূদ ইত্যাখ্যানম্ ॥ ৫ ॥

দেবশুনী (দেবশুনী সরমা) ইন্দ্রেণ প্রহিতা (ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া) পাণিভিঃ অসুরৈঃ (পণিনামক অসুরগণের সহিত) সমূদে (সংবাদ বা কথোপকথন করিয়াছিল)[৪] ইতি আখ্যানম্ (এই আখ্যান প্রচলিত রহিয়াছে)।

১। অপি নাম সুখা রাত্রিঃ সুনস্থরা তবাসীৎ (দুঃ)।

২। ধাতুপাঠে 'তক্' ধাতু পরস্মৈপদী হসনার্থক ; স্কন্দস্বামীর পাঠ—তকতীতি সতঃ ; সতঃ পদের সার্থকতা সম্বন্ধে নিরু ১.৬।৩ দ্রষ্টব্য।

৩। সর্ব্বতো হি তক্ম গতং ভবতি (দুঃ)।

৪। সমূদে সমুদিতবতী সংবাদং কৃতবতীত্যর্থঃ (স্কঃ পাঃ)।

প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। আখ্যানবিৎ অর্থাৎ ঐতিহাসিকগণের মতে ঋকটীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নৈরুক্তগণের মতে অর্থাৎ সরমা শব্দের অর্থ মাধ্যমিকা বাক্ (মেঘগর্জন) এই মতে ব্যাখ্যা :—

বহুকাল বৃষ্টি হয় নাই ; হঠাৎ মেঘগর্জন শ্রবণ করিয়া বিস্মিতচিত্ত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যেন অসূয়া প্রকাশ করিয়াই বলিতেছেন—সরমা অর্থাৎ মাধ্যমিকা বাক্ বা মেঘধ্বনি কি ইচ্ছা করিয়া এতকাল পরে আমার কর্ণে আসিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিল (কিম্ ইচ্ছন্তী সরমা ইদং মে শ্রোত্রম্ প্রানট্ প্রাপ্তবতী)? দূরে হি অধ্বা—সরমা আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে—আমরা পরস্পর চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া আছি ; সরমা নিশ্চয়ই জগুরি অর্থাৎ অতিশয় দ্রুতগামিনী—পরাঙ্মুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দৃষ্টিবিরহিত গমনে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের নিকট ইহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহাও বুঝিতে পারি না। হে সরমে, আমরা তোমার কি করিয়াছি যাহার জন্য তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এতদূরে অবস্থান করিতেছিলে? কি কারণে তুমি এতদিন অন্যত্র পরিতক্ম্যা অর্থাৎ পরিতকন (পরিভ্রমণ) করিতেছিলে?[১] কি উপায়ে তুমি অন্তরিক্ষস্থ মহানদীর জলরাশি পার হইয়া আসিলে—তুমি অতিপ্রভূত জলরাশি সংক্ষোভিত করিয়া কিরূপে আত্মলাভ করিলে?[২]

১৮। সরস্বতী।

সরস্বতী ব্যাখ্যাতা ॥ ৬ ॥

সরস্বতী ব্যাখ্যাতা (সরস্বতী ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

নদীরূপা সরস্বতীর ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নিরু ২।২৩ দ্রষ্টব্য) ; এখন ব্যাখ্যা হইবে দেবতারূপা সরস্বতীর। দেবতা সরস্বতী—মাধ্যমিকা বাক্ (মেঘধ্বনি)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকটি দেবতাসরস্বতীসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পরিতক্ম্যা পরিতকনম্ অতীতে কালেঽস্মান্ মুক্ত্বা কাত্র পরিভ্রমণম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। কথমতিবহুদুস্তরকানি সংক্ষোভ্যাত্মানং প্রতিলব্ধবত্যসি (দুঃ)।

19—1846 B—IV

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৩।১০, শুক্ল-যজুঃ—২০।৮৪)

পাবকা (উদকক্ষরণকারিণী)[১] বাজেভিঃ (অন্ন বা বলের দ্বারা) বাজিনীবতী (অন্নবতী বা বলবতী) ধিয়াবসুঃ (বৃষ্টিরূপ কর্ম্মের দ্বারা বস্তুসমূহের আচ্ছাদনকারিণী)[২] সরস্বতী (মাধ্যমিকা বাক্) নঃ যজ্ঞং বষ্টু (আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন—আমাদের যজ্ঞে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন)।

বাজিনীবতী—বাজ শব্দের অর্থ অন্ন বা বল (নিঘ ২।৭এবং ২।৯ দ্রষ্টব্য)। সরস্বতী বৃষ্টি প্রদান করিয়া অন্ন উৎপন্ন করেন—তিনি অন্নবতী; তিনি আবার বলশালিনীও।

পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুঃ ॥ ২ ॥

বাজেভিঃ বাজিনীবতী=অন্নৈঃ অন্নবতী; ধিয়াবসুঃ=কর্ম্মবসুঃ (বর্ষণরূপ কর্ম্মের দ্বারা পদার্থসমূহের আচ্ছাদয়িত্রী; অথবা, যাগরূপ কর্ম্ম ধন যাঁহার)।[৩]

তস্যা এষা অপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (সেই সরস্বতীদেবতাসম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

বর্ষণ কর্ম্ম এবং বলবত্তা মাধ্যমিক দেবতার চিহ্ন। মন্ত্রে সরস্বতীর বিশেষণরূপে 'পাবকা' এই পদটী রহিয়াছে; ইহার অর্থ অবশ্য করা হইয়াছে—উদকক্ষরণকারিণী। কিন্তু ইহার অর্থ 'পবিত্রতাবিধায়িনী' ও হইতে পারে;[৪] কাজেই সরস্বতীর মাধ্যমিক দেবতাত্ব পক্ষে মন্ত্রে খুব স্পষ্ট প্রমাণ নাই। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে সরস্বতী যে মাধ্যমিক দেবতা তৎপক্ষে স্পষ্টতর প্রমাণ আছে।

॥ ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পাবকা পবতিরত্র নামর্থ্যাৎ ক্ষরণার্থো দ্রষ্টব্যঃ—ক্ষরিত্রী উদকানাম্ (স্কঃ স্বাঃ); প্রক্ষারয়িত্র্যুদকেন (দুঃ)।

২। ধবেরাচ্ছাদনার্থস্য বসুশব্দঃ, কর্ম্মণা বৃষ্টিলক্ষণেন ছাদয়িত্রী বা অর্থানাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ধীরিতি কর্ম্মনাম বসিতি ধননাম; কর্ম্ম যাগলক্ষণং বসু ধনং যস্যাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। পূর্ব্বস্মাৎ পাবকা পাবয়িত্রীত্যপি স্যাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৩।১২, শুক্ল-যজুঃ—২০।৮৬)

সরস্বতী (মাধ্যমিকা বাক্—মেঘধ্বনি) কেতুনা (স্বীয় কর্ম্ম বা প্রজ্ঞা দ্বারা) মহঃ অর্ণঃ (মেঘস্থ উদক) প্রচেতয়তি (প্রজ্ঞাপিত করে) [এবং] বিশ্বাঃ ধিয়ঃ (নিখিল প্রজ্ঞান) বিরাজতি (প্রদীপিত বা প্রকাশিত করে)।

সরস্বতী (মাধ্যামিকা বাক্) স্বীয় কর্ম্ম বা প্রজ্ঞা দ্বারা মেঘস্থ উদক প্রজ্ঞাপিত অর্থাৎ বৃষ্টিরূপে আবিষ্কৃত করে—অবলিষ্ঠ বা অপ্রজ্ঞান কেহই এইরূপ করিতে পারে না।[১] অথবা বলা যাইতে পারে—সরস্বতী (মাধ্যামিকা বাক) স্বীয় কর্ম্ম অর্থাৎ বর্ষণের দ্বারা প্রজ্ঞাপিত করে যে উদক মেঘে অন্তর্নিহিত আছে। সরস্বতী সর্ব্বপ্রজ্ঞান প্রদীপিত বা প্রকাশিত করে[২], সর্ব্বপ্রজ্ঞানের উপর ইহারই অধিকার—কারণ, সরস্বতীর অধীন বর্ষণ, বর্ষণ হইতে হয় অন্ন এবং অন্ন হইতে হয় প্রজ্ঞান বা বুদ্ধি; অন্নতৃপ্ত ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা উন্মেষিত হয়, যে সর্ব্বদা বুভুক্ষিত কোন বিষয়েই সে প্রজ্ঞালাভ করিতে পারেনা।[৩]

মহদর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজ্ঞাপয়তি কেতুনা কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানান্যভি বিরাজতি ॥ ২ ॥

মহঃ—মহৎ (প্রভূত); প্রচেতয়তি—প্রজ্ঞাপয়তি (প্রজ্ঞাপিত করে); কেতুনা—কর্ম্মণা অথবা কেতুনা—প্রজ্ঞয়া; বিশ্বাঃ ধিয়ঃ বিরাজতি—সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানি অভিবিরাজতি (সর্ব্বপ্রকার প্রজ্ঞান বিষয়ে বিরাজ করে অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক বুদ্ধি প্রজ্ঞাপিত বা উন্মেষিত করে)।

বাগর্থেষু বিধীয়তে তস্মান্মাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে ॥ ৩ ॥

বাগর্থেষু (মাধ্যমিকা বাগ্দেবতার সাধ্য কার্য্যসমূহে) [সরস্বতী] বিধীয়তে (সরস্বতী দেবতারূপে উদাহৃত হইয়া থাকে) তস্মাৎ মাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে (তন্নিমিত্ত সরস্বতীকে মাধ্যমিকা বাক্ বলিয়া মনে করা হয়)।

১। প্রজ্ঞাপয়তি আবিষ্করোতি বর্ষভাবেন। কেন পুনরাবিষ্করোতি? কেতুনা যেন কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বা—নহ্যপ্রজ্ঞানবত্যাবলিষ্ঠা বা চৈতস্যুক্তা কর্ত্তুম্ (দুঃ)।

২। বি রাজতি রাজতিরৈশ্বর্য্যে সামর্থ্যাচ্চাত্রাস্তর্ণীতণার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তৃপ্তস্যোন্মীলতি প্রজ্ঞায়ম্, বুভুক্ষিতস্য ন প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ (স্কঃ স্বাঃ); উদকাদন্নম্। অন্নাৎ প্রজ্ঞানমিত্যেবং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামসাবীষ্ট ইতি (দুঃ)।

সরস্বতী যে মধ্যস্থানা দেবতা মাধ্যমিকা বাক্ তাহা কিরূপে অবগত হওয়া যায় ? দেখা যায়—মাধ্যমিকা বাগ্দেবতারই নিষ্পাদনীয় বর্ষণাদি কার্য উল্লেখ করিয়া ঋষিগণ 'মহো অর্ণঃ সরস্বতী' ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি করিয়াছেন ; কাজেই নৈরুক্তগণের সিদ্ধান্ত এই যে সরস্বতী=মাধ্যমিকা বাক্।

১৯। বাক্।

বাগ্ ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

বাক্ ব্যাখ্যাতা (বাক্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

'বাক্' শব্দের নির্বচন পূর্বে করা হইয়াছে (নির্ ২।২৩ দ্রষ্টব্য); এইস্থলে বাক্=মাধ্যমিকা বাক্।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বাগ্ দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

যদ্বাগ্ বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।
চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি ক্ব স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম ॥ ১ ॥

(ঋ—৮।১০০।১০)

যৎ (যদা—যখন) মন্দ্রা (সর্বলোকের হর্ষদায়িনী) দেবানাং রাষ্ট্রী (মাধ্যমিক দেবগণের অধীশ্বরী বাগ্দেবতা) অবিচেতনানি বদন্তী সতী (অবিচেতন অর্থাৎ অজ্ঞাতার্থ শব্দ করিয়া) নিষসাদ (নিষণ্ণ হন অর্থাৎ বর্ষণকার্যে নিজেকে ব্যাপৃত করেন)[1] [তখন] চতস্রঃ (চতুর্দিকে) ঊর্জং পয়াংসি (অন্নের কারণভূত জলরাশি)[2] দুদুহে (ক্ষরণ করিতে থাকেন), অস্যাঃ পরমং (ইহার অর্থাৎ এই উদকরাশির শ্রেষ্ঠ বা অধিক অংশ) ক স্বিদ্ জগাম (কোনও স্থানে চলিয়া যায়)।

যদ্বাগ্ বদন্ত্যবিচেতনান্যবিজ্ঞাতানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ, মন্দ্রা মদনা, চতস্রোঽনু দিশ ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি, ক্বস্বিদস্যাঃ পরমং জগামেতি যৎ পৃথিবীং গচ্ছতীতি যদাদিত্যরশ্ময়ো হরন্তীতি বা ॥ ২ ॥

যৎ বাক্ বদন্তী অবিচেতনানি অবিজ্ঞাতানি (যখন মাধ্যমিকা বাক্ শব্দ করেন—যে শব্দ অবিচেতন অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বা অস্পষ্টার্থ; অবিচেতনানি=অবিজ্ঞাতানি); মন্দ্রা=মদনা (আনন্দপ্রদায়িনী; চতস্রঃ=চতস্রঃ অনু দিশঃ (চারি দিকেই);[3] ক্বস্বিৎ অস্যাঃ পরমং জগাম (ইহার শ্রেষ্ঠ বা অধিক অংশ কোথায় যায়—তাহা কেহ দেখিতে বা জানিতে পারেনা)—যৎ পৃথিবীং গচ্ছতি ইতি বা যৎ আদিত্যরশ্ময়ঃ হরন্তি ইতি বা (ইহা কি পৃথিবীতে যায় অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অথবা ইহাকে কি আদিত্যরশ্মিসমূহ হরণ করিয়া নেয়?)।

তস্যা এষা অপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই বাগ্দেবতা সম্বন্ধে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

এই মধ্যমস্থানা বাগ্দেবতা সর্ব প্রাণীতে অবস্থিতা এবং যথাযথাভিলষিতার্থ প্রকাশিকা—এই বিভূতি প্রদর্শনের নিমিত্তই উক্ত দেবতা সম্বন্ধে আর একটী ঋকের অবতারণা করা যাইতেছে।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নিষসাদ নিষীদতি বাগুপেতাভি আত্মানং বর্তমানি (দুঃ)।

২। কারণে চ কার্যশব্দঃ, ঊর্জোহন্নস্য কারণভূতানি পয়াংসি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। চতস্রঃ দিশঃ প্রতীতি শেষঃ অনুঃ প্রতিশব্দার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); দুর্গাচার্যের মতে—চতস্রো দিশঃ প্রতি অনুদিশশ্চ (চতুর্দিকে এবং অনুদিকে অর্থাৎ কোণসমূহে)।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু ॥ ১ ॥

(ঋ—৮।১০০।১১)

[যাং] দেবীং বাচং দেবাঃ অজনয়ন্ত (যে উদকদাত্রী মাধ্যমিকা বাক্‌কে দেবগণ সৃষ্টি করিয়াছেন) তাং (তাহাকেই—সেই বাক্‌কেই) বিশ্বরূপাঃ পশবঃ (সর্ব্ববিধ পশু অর্থাৎ জন্তুগণ) বদন্তি (বলিয়া থাকে বা উচ্চারণ করে), ইষম্ ঊর্জ্জং দুহানা (অন্ন এবং পয়োঘৃতাদিরূপ রসের প্রক্ষরণকারিণী) মন্দ্রা সা ধেনুঃ বাক্ (হর্ষদায়িনী সেই ধেনুস্থানীয়া বাক্[১]—মাধ্যমিকা দেবতা) সুষ্টুতা (সুন্দররূপে স্তুত হইয়া) নঃ এতু (আমাদের সমীপে আগমন করুন—বর্ষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন)।[২]

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং সর্ব্বরূপাঃ পশবো বদন্তি ব্যক্তবাচশ্চা-ব্যক্তবাচশ্চ, সা নো মদনান্নং চ রসং চ দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপৈতু সুষ্টুতা ॥ ২ ॥

বিশ্বরূপা পশবঃ বদন্তি সর্ব্বরূপাঃ পশবঃ বদন্তি (সর্ব্ববিধ পশু বা প্রাণিগণ বলে বা উচ্চারণ করে—যে বাণী বা শব্দ প্রাণিগণ উচ্চারণ করে তাহা মাধ্যমিকা বাক্); 'সর্ব্বরূপাঃ পশবঃ' ইহার ব্যাখ্যা—ব্যক্তবাচশ্চ অব্যক্তবাচশ্চ (ব্যক্ত বা পরিস্ফুট বাক্ যাহাদের ঈদৃশ মনুষ্যাদি এবং অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট বাক্ যাহাদের ঈদৃশ গবাদি)[৩]; মন্দ্রা—মদনা (হর্ষপ্রদায়িনী); ইষম্ ঊর্জ্জম্=অন্নং চ রসং চ ('ইষ্' শব্দের অর্থ অন্ন এবং 'ঊর্জ্জ্' শব্দের অর্থ রস; নিঘণ্টুতে উভয় শব্দই অন্নবাচী ২।৭); এতু—উপৈতু (আগমন করুন)।

অনুমতী রাকেতি দেবপত্ন্যাবিতি নৈরুক্তাঃ পৌর্ণমাস্যাবিতি যাজ্ঞিকাঃ, 'যা পূর্ব্বা পৌর্ণমাসী সাঽনুমতির্যোত্তরা সা রাকেতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৩ ॥

অনুমতিঃ রাকা ইতি দেবপত্ন্যৌ ইতি নৈরুক্তাঃ (অনুমতি এবং রাকা—ইহারা দেবপত্নীদ্বয়, নৈরুক্তগণের ইহাই অভিমত), পৌর্ণমাস্যৌ ইতি যাজ্ঞিকাঃ (ইহারা পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা তিথিদ্বয়—যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন)—যা পূর্ব্বা পৌর্ণমাসী সা অনুমতিঃ (পূর্ব্বা অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্তা যে পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা তাহার নাম অনুমতি) যা উত্তরা সা রাকা (উত্তরা

১। অর্থাৎ ধেনুর ন্যায় তর্পয়িত্রী বা তৃপ্তিবিধায়িনী—ধেনুস্তর্পয়িত্রী বাক্ (দুঃ)।

২। উপৈতু উপগচ্ছতু বর্ষিতুং প্রবর্ত্ততামিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ব্যক্তবাচো মনুষ্যাদয়ঃ অব্যক্তবাচো গবাদয়ঃ (দুঃ)।

অর্থাৎ প্রতিপদ্‌যুক্তা যে পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা তাহার নাম রাকা) ইতি বিজ্ঞায়তে (ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতে জানা যায়)।

অনুমতি এবং রাকা—ইহারা দেবপত্নী, মধ্যস্থান দেবতা, নৈরুক্তগণের ইহা অভিমত। ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রামাণ্যে যাজ্ঞিকগণ বলেন—চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা তিথি অনুমতি এবং প্রতিপদ্-যুক্তা পূর্ণিমা তিথি রাকা (ঐতঃ ব্রাঃ ৭।১০ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্র সহচারিত্বনিবন্ধন অনুমতি এবং রাকা মধ্যস্থানা—ইহারা কালাধিদেবতা (কালাধিদৈবতে চন্দ্রসহচারিণ্যাবিতি মধ্যস্থানা—দুর্গাচার্য)।

২০। অনুমতি।

অনুমতিরনুমননাৎ ॥ ৪ ॥

অনুমতিঃ অনুমননাৎ (অনুমতি শব্দ অনু+'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অনুমতি দেবগণের এবং ঋষিগণের অনুমতি)।[১]

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রটী অনুমতি সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অনুমতা ক্রিয়েয়ুর্ঋষিদেবৈশ্চ (দুঃ)।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্বিদনুমতে ত্বং মন্যাসৈ শং চ নস্কৃধি।
ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু প্র ণ আয়ূংষি তারিষঃ ॥ ১ ॥

(তৈঃ সং—৩,৩।১১, শুক্ল-যজুঃ (৩৪।৮)

অনুমতে (হে অনুমতে) ত্বম্ ইৎ[১] অনুমন্যাসৈ (ত্বম্ অনুমন্যস্ব—তুমি আমাদের উক্তি অনুমোদন কর অর্থাৎ আমাদের উক্তির মর্ম গ্রহণ কর),[২] শং চ নঃ কৃধি (এবং আমাদের মঙ্গল বা সুখ বিধান কর), ক্রত্বে (ক্রতবে—ক্রতু বা সংকল্পের নিমিত্ত)[৩] [এবং] দক্ষায় (সংকল্পসিদ্ধির নিমিত্ত)[৪] নঃ হিনু (আমাদিগকে পরিচালিত কর), নঃ আয়ূংষি (আমাদের আয়ু) প্রতারিষঃ (প্রবর্দ্ধিত কর)।

অনুমন্যস্বানুমতে ত্বম্, সুখং চ নঃ কুরু, অন্নং চ নোঽপত্যায় ধেহি, প্রবর্দ্ধয় চ ন আয়ুঃ ॥ ২ ॥

অনু ইৎ অনুমতে ত্বং মন্যাসৈ—অনুমতে অনুমন্যস্ব ত্বম্—'ইৎ' পদপূরণ নিপাত, ইহার কোনও অর্থ নাই। শং চ নঃ কৃধি—সুখং চ নঃ কুরু (আমাদের সুখবিধান কর—শম্—সুখম্ ; কৃধি—কুরু)। অন্নং চ নঃ অপত্যায় ধেহি (এবং আমাদের অপত্যকে অন্ন প্রদান কর); এই স্থলে একটী বিষয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। 'ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু'—এই স্থলে কাঠক সংহিতার পাঠ (১৩।১৬) হইতেছে 'ইষং তোকায় নো দধৎ' (আমাদের তোক অর্থাৎ অপত্যের নিমিত্ত[৫] অন্ন বিধান কর); এই পাঠেরই ব্যাখ্যা—অন্নং চ নোঽপত্যায় ধেহি। কাজেই কাঠকসংহিতার পাঠই যাস্কাচার্য্যের অভিমত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই এই পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলে যে তৈত্তিরীয় সংহিতার পাঠ (ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু) সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা মনে হয় অনবধানতাবশতঃ। প্রণ আয়ূংষি তারিষঃ—প্রবর্দ্ধয় চ নঃ আয়ুঃ (আমাদের আয়ু প্রবর্দ্ধিত কর, প্রতারিষঃ—প্রবর্দ্ধয়)।

১। ইৎ পদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ); ইদিতি নিপাতঃ পাদপূরণঃ (উবট)।

২। অনুমন্যস্বাস্মাকমুক্তং বুধ্যস্ব (মহীধর)।

৩। ক্রত্বে ক্রতবে সংকল্পায় (উবট)।

৪। দক্ষায় তৎসমৃদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধয়ে চ (উবট)।

৫। তোক শব্দ অপত্যবাচী (নিঘ ২।২)।

২১। রাকা।

রাকা রাতের্দানকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

রাকা রাতেঃ দানকর্ম্মণঃ (রাকা শব্দ দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'রাকা' শব্দের নিষ্পত্তি দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে (উ ৩২০)। রাকায় অর্থাৎ পৌর্ণমাসী তিথিতে দেবগণকে হবির্দান করা হয়।[১]

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি রাকাসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দীয়তে হি তস্যাং দেবেভ্যো হবিঃ (স্কঃ ধাঃ)।

20—1845 B—IV

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—২।৩২।৪)

অহং (আমি) সুহবাং (শোভনাহ্বানবিশিষ্টা অর্থাৎ সুন্দরভাবে আহ্বানযোগ্যা)[১] রাকাং (রাকা দেবীকে) সুষ্টুতী (উৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা) হুবে (আহ্বান করিতেছি), সুভগা (সুধনা রাকা দেবী) নঃ শৃণোতু (আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন) ত্মনা বোধতু (নিজেই আমাদের অভিপ্রায় অথবা স্বকর্ত্তব্য অবগত হউন), অচ্ছিদ্যমানয়া সূচ্যা (অবিচ্ছিন্ন সূচী অর্থাৎ (পুত্রপৌত্রাদিরূপ সন্ততি দ্বারা)[২] অপঃ সীব্যতু (কর্ম্ম বিস্তার করুন[৩] অর্থাৎ প্রজনন কর্ম্ম বা বংশবৃদ্ধি বিধান করুন), শতদায়ম্ (প্রভূত ধনপ্রদাতা) উক্থ্যম্ (অতিপ্রশংসনীয় বা অতুপক্ষীণকীর্ত্তি) বীরং দদাতু (পুত্র প্রদান করুন)।

রাকামহং সুহ্বানাং সুষ্টুত্যাহ্বয়ে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধত্বাত্মনা সীব্যত্বপঃ প্রজননকর্ম্ম সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া ॥ ২ ॥

সুহবাং—সুহ্বানাম্ (যাঁহাকে সুন্দররূপে আহ্বান করা যায়); সুষ্টুতী—সুষ্টুত্যা (সুন্দর স্তুতি দ্বারা); হুবে—আহ্বয়ে (আহ্বান করিতেছি); ত্মনা—আত্মনা (নিজেই) সীব্যতু অপঃ (অপঃ অর্থাৎ প্রজনন কর্ম্ম বিস্তার করুন অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি বিধান করুন ; অপঃ= প্রজনন কর্ম্ম—'অপস্' শব্দের অর্থ কর্ম্ম, নিঘ ২।১); সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া (অবিচ্ছিন্ন সূচী অর্থাৎ সন্ততিদ্বারা ; সূচী শব্দের অর্থ পুত্রপৌত্রাদিরূপ সন্ততি)।

সূচী সীব্যতেঃ, দদাতু বীরং শতপ্রদমুক্থ্যং বক্তব্যপ্রশংসম্ ॥ ৩ ॥

সূচী সীব্যতেঃ (সূচী শব্দ 'সিব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); শতদায়ং=শতপ্রদম্ (অজস্র ধন প্রদাতা); উক্থ্যং—বক্তব্যপ্রশংসম্ (যাঁহার প্রশংসা বক্তব্য বা বর্ণনীয় অর্থাৎ অক্ষয়কীর্ত্তি)।

তন্তুসন্তানার্থক অর্থাৎ সেলাই করা অর্থে বর্ত্তমান 'সিব্' ধাতু হইতে সূচী শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৫৩৩)—সূচী দ্বারা সেলাই করা হয়।

১। সুহবাং সুহ্বানাম্ (স্কঃ ষাঃ); যস্যাঃ শোভনমাহ্বানং তাম্ (দুঃ)।

২। সূচ্যা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিলক্ষণয়া (স্কঃ ষাঃ); অবিচ্ছিন্নেন প্রজাসন্তানেন (দুঃ)।

৩। সীব্যতু সন্তনোতু (স্কঃ ষাঃ)।

সিনীবালী কুহূরিতি দেবপত্ন্যাবিতি নৈরুক্তাঃ ; অমাবাস্যে ইতি যাজ্ঞিকাঃ, যা পূর্ব্বামাবাস্যা সা সিনীবালী যোত্তরা সা কুহূরিতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৪ ॥

সিনীবালী কুহূঃ ইতি দেবপত্ন্যৌ ইতি নৈরুক্তাঃ (সিনীবালী এবং কুহূ—ইহারা দেবপত্নীদ্বয়, নৈরুক্তগণের ইহাই অভিমত), অমাবাস্যে ইতি যাজ্ঞিকাঃ (ইহারা অমাবাস্যা তিথিদ্বয়—যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন), যা পূর্ব্বা অমাবাস্যা সা সিনীবালী (পূর্ব্বা অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্তা যে অমাবাস্যা তাহার নাম সিনীবালী), যা উত্তরা সা কুহূঃ (উত্তরা অর্থাৎ প্রতিপদ্‌যুক্তা যে অমাবাস্যা তাহার নাম কুহূ) ইতি বিজ্ঞায়তে (ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতে জানা যায়)।

সিনীবালী এবং কুহূ—ইহারা দেবপত্নী—মধ্যস্থান দেবতা, নৈরুক্তগণের ইহা অভিমত। ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রামাণ্যে যাজ্ঞিকগণ বলেন—চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবাস্যা তিথি সিনীবালী এবং প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবাস্যা তিথি কুহূ (ঐতঃ ব্রাঃ ৭।১০ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রসহচারিত্বনিবন্ধন সিনীবালী এবং কুহূ মধ্যস্থানা—ইহারা কালাধিদেবতা।

২২। সিনীবালী।

সিনীবালী সিনমন্নং ভবতি সিনাতি ভূতানি বালং পর্ব্ব বৃণোতেঃ, তস্মিন্নন্নবতী, বালিনী বা বালেনেবাস্যামণুত্বাচ্চন্দ্রমাঃ সেবিতব্যো ভবতীতি বা ॥ ৫ ॥

সিনীবালী (সিনীবালী শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন)—সিনম্ অন্নং ভবতি সিনাতি ভূতানি (সিন শব্দের অর্থ অন্ন—অন্ন প্রাণিসমূহকে বদ্ধ করে অর্থাৎ বিনাশ হইতে রক্ষা করে,[১] বন্ধনার্থক 'সি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বালং পর্ব্ব বৃণোতেঃ (বাল শব্দের অর্থ পর্ব্ব—বরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে বাল শব্দের নিষ্পত্তি ; পর্ব্বে দেবগণ হবি বরণ করেন[২] অর্থাৎ যজমানপ্রদত্ত হবি গ্রহণ করেন)—তস্মিন্ অন্নবতী (সিনীবালী—সেই পর্ব্বে সিনিনী বা অন্নবতী) ; বালিনী বা (অথবা উত্তর পদ বালিনী অর্থাৎ কেশসম্পন্না—সিনীবালী তিথিতে কেশশ্মশ্রু বপন করিতে হয় বলিয়া)[৩], বা (অথবা) অস্যাঃ (এই সিনীবালী তিথিতে) চন্দ্রমাঃ অণুত্বাৎ বালেন ইব সেবিতব্যঃ ভবতি ইতি (সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন চন্দ্রমা বাল বা একগাছা কেশের সহিত যেন সম্বন্ধবিশিষ্ট[৪] হয়)।

সিনীবালী শব্দের নির্ব্বচন তিন প্রকারে প্রদর্শিত হইতেছে। (১) বালে অর্থাৎ অমাবাস্যাখ্য পর্ব্বে সিনিনী অর্থাৎ হবিঃস্বরূপ অন্নের দ্বারা অন্নবতী—সিনীবালী শব্দ 'সিনিনী'

১। সিনাতি বধ্নাতি বিনশ্যন্তং ধারয়তীত্যর্থঃ (স্কঃ ধাঃ)।
২। বৃণ্বন্তি হি তত্র দেবতা হবীংষি (স্কঃ ধাঃ)।
৩। তস্যাং কেশশ্মশ্রু বপনক্রতের্বালৈরন্বিতা বালিনী (স্কঃ ধাঃ)।
৪। সেবিতব্যঃ সম্বদ্ধব্যঃ (স্কঃ ধাঃ)।

এবং বাল এই দুই শব্দের যোগে নিষ্পন্ন; সিনীবালী—দেবপত্নী। (২) সিনীবালী তিথি সিনিনী (অন্নবতী) এবং বালিনী (কেশসমৃদ্ধা)[১]—সিনীবালীতে দেবগণকে হবিঃস্বরূপ অন্ন প্রদান করা হয় এবং কেশশ্মশ্রু বপন করিতে হয়; সিনিনী এবং বালিনী এই দুই শব্দের যোগে নিষ্পন্ন। (৩) সেবন এবং বাল এই দুই শব্দের মিলনে সিনীবালী শব্দ নিষ্পন্ন—সিনীবালী তিথিতে চন্দ্রমা ঈষৎ দৃশ্য; সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন চন্দ্রমাকে বাল বা কেশের সহিত সেবিতব্য অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট বা উপমিত করা হয়।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সিনীবালী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সিনিনী চ সা বালিনী চেতি সিনীবালী (দুঃ)।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—২।৩২।৬, শুক্ল-যজুঃ—৩৪।১০)

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে (হে বিস্তীর্ণজঘনে সিনীবালি অর্থাৎ মধ্যস্থানদেবপত্নি বা পূর্ব্বামাবাস্যাধিদেবতে।) যা [ত্বং] দেবানাং স্বসা অসি (যে তুমি দেবগণের স্বসা বা ভগিনী হইতেছ) [সা ত্বং] (সেই তুমি) আহুতং হব্যং (আমাদিগকর্ত্তৃক যথাবিধানে হুত বা প্রদত্ত হবি) জুষস্ব (প্রীতিসহকারে গ্রহণ কর) দেবি (হে দেবি) নঃ প্রজাং দিদিড্ঢি (আমাদিগকে সন্তানসন্ততি প্রদান কর)।

দেবানাম্ অসি স্বসা—সিনীবালী মাধ্যমিক দেবগণের স্বসা অর্থাৎ সাহচর্য্যনিবন্ধন ভগিনীস্থানীয়া।[1]

সিনীবালি পৃথুজঘনে, স্তুকঃ স্ত্যায়তেঃ সংঘাতঃ পৃথুকেশস্তুকে পৃথুষ্টুতে বা, যা ত্বং দেবানামসি স্বসা, স্বসা সু অসা স্বেষু সীদতীতি বা, জুষস্ব হব্যমদনং প্রজাং চ দেবি দিশ নঃ ॥ ২ ॥

পৃথুষ্টুকে=পৃথুজঘনে—স্তুকঃ স্ত্যায়তেঃ সংঘাতঃ (স্তুক শব্দ সংঘাতার্থক 'স্ত্যৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইহার অর্থ সংঘাত অর্থাৎ নিবিড় ভাবে মিলিত বা জমাট বস্তু); পৃথুকেশস্তুকে পৃথুষ্টুতে বা (অথবা, পৃথুষ্টুকে—ইহার অর্থ হয় পৃথুকেশস্তুকে অর্থাৎ হে পৃথুকেশকলাপে, আর না হয় পৃথুষ্টুতে অর্থাৎ হে প্রভূতস্তুতিসম্পন্নে); স্তুক শব্দের অর্থ জঘন—জঘনে মাংসরাশি সংহত বা জমাট থাকে, অথবা স্তুক শব্দের অর্থ কেশকলাপ—কেশকলাপ সংহতবৎ প্রতীয়মান হয়; অথবা—স্তুক শব্দের অর্থ স্তুত ('স্তু' ধাতু হইতে স্তুক শব্দ নিষ্পন্ন)। স্বসা=সু+অসা (সু শব্দপূর্ব্বক ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—পতিকুলে সুষ্ঠু ক্ষেপণযোগ্যা;[2] বিদ্যমানতার্থে বর্ত্তমান 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পত্তি করিলে ব্যুৎপত্তি হইতে পারে—স্বসা (ভগিনী) ভ্রাতৃগণের মধ্যে মর্য্যাদা সহকারে বিদ্যমান থাকে; স্বেষু সীদতি ইতি বা (অথবা, 'স্বসৃ' শব্দ 'স্ব' শব্দপূর্ব্বক 'সদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্বসা স্বজনগণ মধ্যে অবস্থান করে); হব্যম্=অদনম্ (ভোজ্য বস্তু); দিদিড্ঢি—দিশ—দেহি (প্রদান কর)।

১। স্বসা সাহচর্য্যাদ্ ভগিনীস্থানীয়া (স্কঃ ভাঃ)।
২। সুষ্ঠু পতিকুলে ক্ষেপ্তব্যা (স্কঃ ভাঃ)—উণাদি ২৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৩। কুহূঃ।

কুহূর্গূহতেঃ ; কাভূদিতি বা, ক সতী হূয়ত ইতি বা, কাহুতং হবির্জুহোতীতি বা ॥ ৩ ॥

কুহূ শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন—(১) কুহূঃ গূহতেঃ (কুহূ শব্দ সংবরণার্থক অর্থাৎ গোপনার্থক বা আচ্ছাদনার্থক 'গুহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কুহূ অর্থাৎ উত্তরামাবাস্যা তিথি চন্দ্রমাকে সংবৃত বা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, চন্দ্র ঐ তিথিতে অদৃশ্য থাকে)। (২) ক অভূৎ ইতি বা (অথবা—চন্দ্রমা কুহূতে অপ্রত্যক্ষ বলিয়া 'কোথায় চন্দ্রমা ছিল' এবম্প্রকার বিতর্কের বিষয়ীভূত হয় ; ক শব্দ পূর্ব্বক 'ভূ' ধাতু হইতে কুহূ শব্দের নিষ্পত্তি)। (৩) ক সতী হূয়তে ইতি বা (অথবা দেবতারূপিণী কুহূ অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিতর্ক হয় 'কোথায় বর্ত্তমান থাকিয়া হুত হয়' ? ; 'ক' শব্দ পূর্ব্বক 'হু' ধাতু হইতে কুহূ শব্দের নিষ্পত্তি)। (৪) কাহুতং হবিঃ জুহোতি ইতি বা (অথবা—'আহুত অর্থাৎ আহবনীয় হবি কোথায় প্রক্ষেপ করে'—ঈদৃশ ব্যুৎপত্তি কুহূ শব্দের মূলে রহিয়াছে। 'ক অহুতম্'—এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে 'অহুত হবি কোথায় প্রক্ষেপ করে' ঈদৃশ বাক্য ; এই ব্যুৎপত্তিতেও 'ক+হু' হইতেই কুহূ শব্দের নিষ্পত্তি। দ্রষ্টব্য এই যে, শেষোক্ত নির্ব্বচনের ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামী কিংবা দুর্গাচার্য্য কেহই করেন নাই, ইহার ভাল অর্থও হয় না—মনে হয় এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। লক্ষ্মণ স্বরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—'or where does she sacrifice the offered ablation ?'

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী কুহূ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কুহূমহং সুকৃতং বিদ্মনাপসমস্মিন্ যজ্ঞে সুহবাং জোহবীমি।
সা নো দদাতু শ্রবণং পিতৃণাং তস্যৈ তে দেবি হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

(মৈত্রাসং—৪।১২।৬)

অহং (আমি) সুকৃতং (শোভনকর্ম্মকারিণী) বিদ্মনাপসং (বিদিতকর্ম্মা) সুহবাং (শোভনাহ্বানবিশিষ্টা—সুন্দর রূপে আহ্বানযোগ্যা) কুহূং (কুহূ দেবীকে) অস্মিন্ যজ্ঞে জোহবীমি (এই যজ্ঞে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি), সা (তিনি) নঃ (আমাদিগকে) পিতৃণাং শ্রবণং [ধনং অথবা যশঃ] (পিতৃগণের অর্থাৎ কুলোচিত ধন বা যশ) দদাতু (প্রদান করুন); দেবি (হে দেবি) তস্যৈ তে (তস্যৈ তুভ্যম্—তাদৃশ তোমাকে) হবিষা বিধেম (হবি প্রদান করিব); অথবা—তস্যৈ তে (তাং ত্বাং—তাদৃশ তোমাকে) হবিষা বিধেম (হবির দ্বারা সেবা করিব)।

কুহূমহং সুকৃতং বিদিতকর্ম্মাণমস্মিন্ যজ্ঞে সুহ্বানামাহ্বয়ে, সা নো দদাতু শ্রবণং পিতৃণাং—পিত্র্যং ধনমিতি বা পিত্র্যং যশ ইতি বা, তস্যৈ তে দেবি হবিষা বিধেমেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২ ॥

সুকৃতম্—শোভনানাং কর্ম্মণাং কর্ত্রীম্ (দুর্গাচার্য্য); 'সুবৃতং' এইরূপ পাঠও বহু স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। স্কন্দস্বামী এই পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সুবৃতং বর্ত্তনং সু শোভনং বর্ত্তনং যস্যাঃ, শোভনং বর্ত্ততে গচ্ছতীত্যর্থঃ শোভনং বৃণোতি তাম্ [ইতি বা] (যিনি মনোরম ভাবে গমন করেন, অথবা যিনি সুন্দর ভাবে আবরণ বা আচ্ছাদন করেন তাঁহাকে)। বিদ্মনাপসং—বিদিতকর্ম্মাণম্ (যাহার কর্ম্ম সর্ব্ববিদিত বা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ—'অপস্' শব্দের অর্থ কর্ম্ম; নিঘ ২।১) জোহবীমি=আহ্বয়ে; পিতৃণাং শ্রবণম্=পিত্র্যং ধনম্, অথবা পিতৃণাং শ্রবণম্ =পিত্র্যং যশঃ ('পিতৃণাং' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সম্বন্ধ 'শ্রবণম্' পদের সহিত);—শ্রবণ শব্দের অর্থ ধন বা যশ; তস্যৈ তে দেবি হবিষা বিধেম ইতি ব্যাখ্যাতম্—তস্যৈ তে দেবি··· ইত্যাদির অর্থ সুস্পষ্ট—ইহা ব্যাখ্যাতবৎ, পাঠমাত্রেই ইহার অর্থ প্রতীতি হয় (নিরু ১০।২৩।৬ দ্রষ্টব্য)।

২৪। যমী।

যমী ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

যমী ব্যাখ্যাতা (যমী শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—যম শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারাই; নিরু ১০।১৯ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী যমী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥

অন্যমূষু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ সংবিদং সুভদ্রাম্॥ ১॥

(ঋ—১০।১০।১৪)

যমি (হে যমি) অন্যম্ উ সু (অন্যম্ এব[১]—অন্যকেই) ত্বম্ [পরিষ্বঙ্ক্ষ্যসে] (তুমি আলিঙ্গন করিবে) অন্যঃ উ ত্বাং পরিষ্বজাতে (এবং অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করিবে) লিবুজা ইব বৃক্ষম্ (লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে) তস্য বা ত্বং মনঃ ইচ্ছা (এবং[২] তাহার মনে প্রবেশ করিতে তুমি অভিলাষ কর)[৩] স বা তব [মনঃ] (সেও তোমার মনে প্রবেশ করুক), অধা (অথ—অতঃপর) সুভদ্রাং সংবিদং কৃণুষ (অতি কল্যাণপ্রদ পরিভাষা অর্থাৎ পরস্পর সম্ভাষণ বা সংলাপ কর)।[৪]

যমী তাহার ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যম সেই পাপকার্য্যে অসম্মত হইয়া ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হে যমি'··· ইত্যাদি। "যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি; দিবা ও রাত্রি বিভিন্নই থাকে, তাহাদিগের সঙ্গমন হয় না। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এইরূপ বুঝিয়াছি।" (রমেশ চন্দ্র)।

অন্যমেব হি ত্বং যম্যন্যস্ত্বাং পরিষ্বক্ষ্যতে, লিবুজেব বৃক্ষম্, তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা, স বা তব, অধানেন কুরুষ সংবিদং সুভদ্রাং কল্যাণভদ্রাম্॥ ২॥

অন্যম্ এব হি ত্বং যমি [পরিষ্বক্ষ্যসে]—উসু=এব; অন্যঃ ত্বাং পরিষ্বক্ষ্যতে পরিষ্বজাতে=পরিষ্বঙ্ক্ষ্যতে—লিবুজেব বৃক্ষম্—ইহার সম্বন্ধ 'অন্যমেব হি ত্বং যমি পরিষ্বক্ষ্যসে' ইহার সহিত করিলেই সুসঙ্গত হয় (তুমি অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন করিবে, লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে—লিবুজা শব্দ সম্বন্ধে নিরু ৬।২৮ দ্রষ্টব্য); তস্য বা ত্বং মনঃ ইচ্ছা (তুমি তাহার মন ইচ্ছা কর অর্থাৎ তুমি তাহার মনোহরণ কর, ইচ্ছা—ইচ্ছ); অধা—অথ (তদনন্তর); অনেন কুরুষ সংবিদম্ (ইহার সহিত সংবিৎ বা সংলাপ কর); সুভদ্রাং=কল্যাণভদ্রাম্ (অত্যুত্তমকল্যাণকর)।

যমী যমং চকমে, তাং প্রত্যাচচক্ষ[৫] ইত্যাখ্যানম্॥ ৩॥

যমী যমং চকমে (যমী যমকে কামনা করিয়াছিল), তাং প্রত্যাচচক্ষে (যম যমীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন) ইতি আখ্যানম্ (ইহাই আখ্যান বা ইতিহাস)।

১। উসু পদপূরণে, এব শব্দস্যার্থে বা (স্কঃ স্বাঃ)।
২। বাশব্দস্যার্থে (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। তস্য চ ত্বং মনঃ প্রবেষ্টুমিচ্ছ (দুঃ)।
৪। সংবিদং পরিভাষাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। প্রত্যাচচক্ষেত্যাখ্যানম্—বহু পুস্তকেই এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

যে ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা আখ্যানবিদ্‌গণের মত অনুসরণ করিয়া। নৈরুক্ত পক্ষে ব্যাখ্যা হইবে—সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কালে যমীর (উষার) আলিঙ্গনবদ্ধ যম (সূর্য) যেন যমীকে স্বদেহ হইতে প্রবিভক্ত করিয়া বলিতেছেন—হে যমি, আমার সঙ্গে আলিঙ্গনকাল ব্যতীত হইয়াছে—এখন প্রভাতসময় ; দ্যুস্থানকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ কর, দ্যুস্থানের মনে অর্থাৎ প্রকাশে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট কর, দ্যুস্থান ও তোমার প্রকাশে অনুপ্রবিষ্ট হউক ; পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের উপকারার্থ সংবিৎ অর্থাৎ সংবিৎসাধন (জ্ঞাননিষ্পাদক প্রকাশ অর্থাৎ আলোকময়ত্ব সম্পাদন) কর।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

21—1815 B—IV

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

২৫। উর্বশী।

উর্বশী ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

উর্বশী ব্যাখ্যাতা (উর্বশী শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—নির্ ৫।১৩ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী উর্বশী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দবিদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৯৫।১০)

মে অপ্যা কাম্যানি (আমার প্রাপ্তব্য কাম্য উদকরাশি) ভরন্তী (হরন্তী—আহরণ করিয়া অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত করাইয়া[১] বা আমাকে প্রদান করিয়া) যা [উর্বশী] (যে উর্বশী—মেঘগর্জ্জনরূপ মাধ্যমিকা বাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)[২] পতন্তী বিদ্যুৎ ন (আকাশ হইতে পতিত বিদ্যুতের ন্যায়) দবিদ্যোৎ (দীপ্তি পাইয়াছেন), [ততঃ][৩] (সেই উর্বশী হইতে) [যদা] (যখন) অপঃ (অন্তরিক্ষোপরি) সুজাতঃ (অতিশোভন) নর্যঃ (শস্যোৎপাদনদ্বারা নরলোকের হিতকর উদক) জনিষ্ট উ (সঞ্জাত হইয়া থাকে); [অথ] (অতঃপর—তখনই) উর্বশী দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রতিরতে (উর্বশী দীর্ঘ আয়ু প্রবর্দ্ধিত করেন)।

বিদ্যুদিব যা পতন্ত্যদ্যোতত, হরন্তী মে অপ্যা কাম্যান্যুদকান্যন্তরিক্ষলোকস্য, যদা নূনময়ং জায়েতাদ্ভ্যোঽধ্যাপ ইতি ; নর্যো মনুষ্যো নৃভ্যো হিতো নরাপত্যমিতি বা ; সুজাতঃ সুজাততরঃ ; অথোর্বশী প্রবর্দ্ধয়তে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২ ॥

বিদ্যুৎ ন=বিদ্যুৎ ইব (বিদ্যুতের ন্যায়—ন=ইব), দবিদ্যোৎ=অদ্যোতত (দীপ্তি পাইয়াছেন বা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছেন ; ভরন্তী=হরন্তী); মে কাম্যানি উদকানি (আমার কাম্য বা অভিলষণীয় উদকরাশি), যা অন্তরিক্ষলোকস্য [অধিপত্নী] (অন্তরিক্ষলোকের অধিপত্নী বা অধীশ্বরী যে উর্বশী)[৪] ; যদা নূনম্ অয়ং জায়েত অদ্ভ্যঃ অধ্যাপঃ ইতি (যখন নিশ্চিতরূপে এই উদকরাশি অন্তরিক্ষ হইতে বা অন্তরিক্ষোপরি উৎপন্ন হয়); 'অপ্' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ (নিঘ ১।৩)—অপঃ পদ অপ্ শব্দেরই পঞ্চমী বা ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ—একবচন ছান্দস ;—পঞ্চমী বিভক্তির রূপ ধরিলে অর্থ হইবে অদ্ভ্যঃ (অন্তরিক্ষ হইতে) এবং ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ ধরিলে অর্থ হইবে অধ্যাপঃ=অপঃ অধি (অন্তরিক্ষের উপরি)—অপ ইত্যন্তরিক্ষনাম, বহুবচনস্য স্থানে ইদমেকবচনং পঞ্চম্যাঃ ষষ্ঠ্যা বা, যদা পঞ্চম্যাস্তদা অদ্ভ্যোঽন্তরিক্ষাদিত্যর্থঃ, যদা ষষ্ঠ্যাস্তদা অধীতি শেষঃ অন্তরিক্ষস্যোপরীত্যর্থঃ (স্কন্দস্বামী)। নর্যঃ=মনুষ্যঃ=মনুষ্যে হিতঃ মনুষ্যঃ অপত্যং বা (মানুষের পক্ষে হিতকর—অথবা মানুষের

১। ভরন্তী হরন্তী প্রাপয়ন্তী মাং প্রতি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। স্তনয়িত্নুলক্ষণায়া বাচোঽধিদেবতা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। যচ্ছব্দেন তচ্ছব্দস্যাধ্যাহারঃ তস্যাঃ সকাশাত্তত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য। স্কন্দস্বামী বলেন 'অন্তরিক্ষলোকস্য' ইহা অতিরিক্ত পদ—ইহার উপযোগিতা নাই।

অপত্য)[১]—এই অর্থই প্রকাশ করা হইতেছে 'নৃভ্যঃ হিতঃ নরাপত্যং বা'—এই বাক্যের দ্বারা ; নর্য শব্দ মানুষবাচক নৃ শব্দের উত্তর হিতার্থে বা অপত্যার্থে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন ; নরের অপত্য—এই ব্যুৎপত্তি ঐতিহাসিক পক্ষে—আয়ু নামক রাজা পুরুরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—নর্য = 'পুরুরবা' নামক মানুষের পুত্র, যাহার নাম আয়ু। সুজাতঃ = সুজাততরঃ (শোভন হইতেও শোভন অর্থাৎ অতি সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট); প্রতিরতে = প্রবর্দ্ধয়তে (প্রবর্দ্ধিত করেন)।

ঐতিহাসিকগণের পক্ষে উর্বশী অপ্সরা। ঐল (ইলাপুত্র) পুরুরবা উর্বশী হইতে বিযুক্ত হইয়া বলিতেছেন—যা উর্বশী (যে উর্বশী) বিদ্যুৎ ন পতন্তী (পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায়) দবিদ্যোৎ (দ্যুতি বা শোভা পাইয়া থাকে)—মে অপ্যা কাম্যানি ভরন্তী (রতিকালে আমার প্রাপ্তব্য কাম্যবস্তুসমূহ প্রদান করিয়া); [ততঃ] (সেই উর্বশী হইতে) [যদা] (যখন) সুজাতঃ (সম্পূর্ণাবয়ব) অপঃ (প্রাপ্তসর্ব্বাভীষ্ট)[২] নর্যঃ (নরের অর্থাৎ আমার অপত্য) জনিষ্ট উ (জন্মগ্রহণ করিবে) [তদা] (তখন) উর্বশী দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রতিরতে (পুত্রস্নেহে তাহার দীর্ঘ আয়ু প্রবর্দ্ধিত করিবে)।

২৬। পৃথিবী।

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা (পৃথিবী ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

পৃথিবী শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ১।১৪ দ্রষ্টব্য); এখানে পৃথিবী মাধ্যমিকা দেবতা—বিদ্যুৎ গর্জ্জন প্রভৃতিরূপ মাধ্যমিকা বাকের অধিষ্ঠাত্রী।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকটী পৃথিবী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নির্ ৩।৭ এবং ৮।৪ দ্রষ্টব্য ; স্কন্দস্বামী বলেন 'মনুষ্যঃ'—এই পদটি অতিরিক্ত, ইহার কোনও উপযোগিতা নাই।

২। অপঃ আপ্তোতেঃ—ছান্দসং রূপম (স্কঃ স্বাঃ)।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি ॥ ১ ॥

(ঋ—৫।৮৪।১)

পৃথিবি (হে মাধ্যমিকদেবতে পৃথিবি) বট্ (সত্যই) ইত্থা (অমুত্র—ঐ অন্তরিক্ষলোকে) পর্বতানাং (মেঘসমূহের) খিদ্রং (খেদনকর অর্থাৎ ভেদনসমর্থ বল) বিভর্ষি (তুমি ধারণ কর); প্রবত্বতি (হে প্রবণবতি—হে গমনবতি) মহিনি (হে মহত্বসম্পন্নে অথবা হে উদকবতি) যা [ত্বং] যে তুমি) মহ্না (প্রভূত উদকবর্ষণরূপ মাহাত্ম্যের দ্বারা)[1] ভূমিং প্রজিনোষি (ভূলোককে প্রকৃষ্টরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক)।

সত্যং ত্বং পর্বতানাং মেঘানাং খেদনং ছেদনং ভেদনং বলমমুত্র ধারয়সি, পৃথিবি, প্রজিন্বসি যা ভূমিং প্রবণবতি মহত্বেন মহতীত্যুদকবতীতি বা ॥ ২ ॥

বট্+ইত্থা=বলিত্থা ; 'বট্' শব্দের অর্থ সত্য (নিঘ ৩।১০) এবং ইত্থা—অমুত্র (অন্তরিক্ষলোকে)। পর্বতানাং=মেঘানাম্ (মেঘসমূহের—পর্ব্বত শব্দের অর্থ মেঘ—নিঘ ১।১০); খিদ্রং—খেদনং=ছেদনং—ভেদনম্ (খিদ্র শব্দের অর্থ খেদনকর অর্থাৎ ছেদনে বা ভেদনে সমর্থ)—উহা 'বলং' পদের বিশেষণ ; বিভর্ষি—ধারয়সি (ধারণ কর); প্রজিনোষি=প্রজিন্বসি (তৃপ্তিবিধান করিয়া থাক) ; প্রবত্বতি=প্রবণবতি (হে গমনশীলে) ; মহ্না=মহত্বেন (মাহাত্ম্যের বা মহিমার দ্বারা) ; মহিনি—মহতি ইতি, উদকবতি ইতি বা (মহিনি—ইহার অর্থ হে মহতি, অথবা হে উদকবতি)।[2]

২৭। ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীন্দ্রস্য পত্নী ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রাণী ইন্দ্রস্য পত্নী (ইন্দ্রাণী শব্দের অর্থ ইন্দ্রের পত্নী)।

ইন্দ্রাণী মাধ্যমিকা দেবতা—ইন্দ্রের বিভূতি ; অথবা ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের ভার্য্যা (পৌরাণিকগণের মতে)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে হইয়েছে)।

॥ সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মহ্না মহতা উদকেন (স্কঃ ভাঃ)।
২। মহো মহত্বমুদকং বা প্রভূতং তেন তদ্বতি (স্কঃ ভাঃ)।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু[1] সুভগামহমশ্রবম্।
ন হ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৮৬।১১)

আসু নারিষু (এই সকল নারীর মধ্যে) অহম্ (আমি) ইন্দ্রাণীং সুভগাম্ অশ্রবম্ (ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী[2] বলিয়া শুনিয়াছি), হি (যেহেতু) অস্যাঃ পতিঃ (ইহার পতি) অপরং চন (অপর সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়াও—বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলেও)[3] জরসা (জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যনিবন্ধন) ন মরতে (মৃত্যুমুখে পতিত হন না)[4], বিশ্বস্মাৎ (সকলের অপেক্ষা) ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ)।

ইন্দ্রাণীমাসু নারীষু সুভগামহমশৃণবম্, ন হ্যস্যা অপরামপি সমাং জরয়া ম্রিয়তে পতিঃ, সর্ব্বস্মাদ্ য ইন্দ্র উত্তরস্তমেতদ্ ব্রূমঃ ॥ ২ ॥

আসু নারিষু—আসু নারীষু ; অশ্রবম্=অশৃণবম্ (শ্রবণ করিয়াছি) ; অপরং চ ন—অপরাম্ অপি সমাং [প্রাপ্য ইতি শেষঃ] (অপর সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেও) ; জরসা—জরয়া ; মরতে—ম্রিয়তে। সর্ব্বস্মাৎ যঃ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (সকলের অপেক্ষা যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ ; বিশ্বস্মাৎ—সর্ব্বস্মাৎ) তম্ এতৎ ব্রূমঃ (তাঁহাকে বিষয় করিয়াই অর্থাৎ তাঁহার বিষয়েই ইহা বলিতেছি)—ইহা ভাষ্যকারের উক্তি।[5] 'ন অস্যাঃ মরতে পতিঃ' এবং 'বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ' এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন—যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র তাঁহাকেই পতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; এই ভাবেই সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

—

তস্যা এষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এই ইন্দ্রাণীসম্বন্ধেই অপর একটী ঋক উদ্ধৃত হইতেছে)।

বৃষাকপি ঋষি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। নৈরুক্তগণের মতে বৃষাকপি আদিত্য ; ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে।

॥ অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। কোন কোন পুস্তকের পাঠ—নারীষু।

২। পক্ষে উরুকল্যাণ ধনে ধনবতী (উরুকল্যাণেন ধনেন ধনবতীম্—স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অপরমপি সংবৎসরং প্রাপ্নোতি শেষঃ, যো যঃ সংবৎসরো বর্ত্ততে ততস্ততঃ সংবৎসরাদূর্দ্ধ্বমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)। চন ইত্যপ্যর্থে (দুঃ)।

৪। অথবা অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় ইন্দ্রকে মরিতে হয়না (অপরং চন অন্যদ্ভূতজাতমিব—সাঃ)।

৫। তমেতমিন্দ্রমধিকৃত্যৈতদ্‌ব্রূমঃ ইত্যাহ ভাষ্যকারঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; য ইন্দ্র উত্তরস্তমেতমিন্দ্রমধিকৃত্য ব্রূমঃ—ইত্যাচার্য্যো ব্রবীতি (দুঃ)।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নাহমিন্দ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপেঋর্তে।
যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি। বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥ ১॥
(ঋ—১০।৮৬।১২)

ইন্দ্রাণি (হে ইন্দ্রাণি) সখ্যুঃ বৃষাকপেঃ ঋতে (আমার সখা বৃষাকপি ব্যতিরেকে) ন রারণ (আমি প্রীতিলাভ করি না), যস্য (যে বৃষাকপির) ইদম্ অপ্যং প্রিয়ং হবিঃ (এই উদকসংস্কৃত প্রিয় হবি) দেবেষু গচ্ছতি (দেবতাদিগের নিকট যাইতেছে)। বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (সকলের অপেক্ষা ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ)।

ঐতিহাসিক পক্ষে—বৃষাকপি ইন্দ্রের বন্ধু, বৃষাকপি ব্যতিরেকে ইন্দ্র প্রীতিলাভ করিতে পারিতেছেন না; বৃষাকপিপ্রদত্ত হবি দেবগণের নিকট গমন করে। যস্য হবিঃ—যাঁহার (প্রদত্ত) হবি; হবির সহিত বৃষাকপির স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ। নৈরুক্ত পক্ষে—ইন্দ্রের সখা বৃষাকপি আদিত্যদেবতা; আদিত্যদেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হবি অন্য দেবগণের নিকট গমন করে। যস্য হবিঃ—যাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হবি।

নাহমিন্দ্রাণি রমে সখ্যুর্বৃষাকপেঋর্তে, যস্যেদমপ্যং হবিরপ্সু শৃতমদ্ভিঃ সংস্কৃতমিতি বা প্রিয়ং দেবেষু নিগচ্ছতি, সর্বস্মাদ্ য ইন্দ্র উত্তরস্তমেতদ্ ব্রূমঃ॥ ২॥

ন রারণ—ন রমে (প্রীতিলাভ করি না); অপ্যং হবিঃ—অপ্যম্ অপ্সু শৃতমিতি বা অদ্ভিঃ সংস্কৃতম্ ইতি বা (অপ্য শব্দের অর্থ জলে শৃত অর্থাৎ পক্ব—চরু পুরোডাশাদি; অথবা—জলের দ্বারা সংস্কৃত—সোমাখ্য হবি); গচ্ছতি—নিগচ্ছতি (নিতরাং গচ্ছতি বিশেষ ভাবে গমন করে)।[১] সর্ব্বস্মাৎ যঃ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ তম্ এতদ্ ব্রূমঃ (সকলের অপেক্ষা যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বিষয় করিয়াই ইহা বলিতেছি);[২] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ইন্দ্র, বৃষাকপি তাঁহারই বন্ধু, তিনিই বৃষাকপির বিচ্ছেদে প্রীতিবিরহিত হন—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই ভাবেই পূর্ব্ব বাক্যের সহিত 'বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ' এই বাক্যের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন—"যে আমি ইন্দ্র এবং সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই আমিই এইরূপ বলিতেছি।" "সোঽহমেতদ্ ব্রবীমি"—দুর্গস্বীকৃত পাঠ এইরূপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

১। বিশেষতো গচ্ছতি (দুঃ)।
২। সোঽহমিন্দ্রঃ উত্তরঃ উদ্গততরঃ সোঽপ্যাহমেবং ব্রবীমীতি।

২৮। গৌরী।

গৌরী রোচতেজ্বলতিকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

গৌরী জ্বলতিকর্ম্মণঃ রোচতেঃ (গৌরী শব্দ দীপ্ত্যর্থক 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

গৌরী—মেঘগর্জ্জনরূপ মাধ্যমিকা বা অন্তরিক্ষচারিণী বাক্ অথবা বিদ্যুৎ—দীপ্তিমতী।

অয়মপীতরো গৌরো বর্ণ এতস্মাদেব প্রশস্যো ভবতি ॥ ৪ ॥

অয়ম্ অপি ইতরঃ গৌরঃ বর্ণঃ এতস্মাৎ এব (আর এই যে অন্য গৌর শব্দ—যাহা গৌরবর্ণকে বোধ করায় তাহাও এই 'রুচ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন), প্রশস্যঃ ভবতি (কৃষ্ণাদি বর্ণ হইতে গৌরবর্ণ প্রশংসনীয় হয়)।

শুক্লবর্ণবাচক গৌরশব্দ ও 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; শুক্ল বা গৌরবর্ণ দীপ্তি পায় এবং দীপ্তিনিবন্ধনই প্রশংসনীয় হয়।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী গৌরী সম্বন্ধে হইতেছে)।

। একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।৪)

গৌরীঃ (গৌরী—মাধ্যমিকা বাক্) সলিলানি তক্ষতী (বৃষ্টিজল সৃষ্টি করিয়া) মিমায় (এই দৃশ্যমান জগৎ নির্ম্মাণ করেন)—পরমে ব্যোমন্ (উৎকৃষ্ট অন্তরিক্ষপ্রদেশে বিদ্যমানা)[১] সা (সেই গৌরী) একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী (একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী এবং নবপদী হইয়া)[২] সহস্রাক্ষরা (প্রভূতজলসম্পন্না) [ভবতি] (হন)।

গৌরী নির্মিমায় সলিলানি তক্ষতী কুর্ব্বতী, একপদী মধ্যমেন, দ্বিপদী মধ্যমেন চাদিত্যেন চ, চতুষ্পদী দিগ্‌ভিঃ, অষ্টাপদী দিগ্‌ভিশ্চাবান্তরদিগ্‌ভিশ্চ, নবপদী দিগ্‌ভিশ্চাবান্তরদিগ্‌ভিশ্চাদিত্যেন চ, সহস্রাক্ষরা বহূদকা পরমে ব্যবনে ॥ ২ ॥

গৌরীঃ মিমায়—গৌরী নির্মিমায় (সর্ব্বম্ ইদং নির্মিমীতে—পরিদৃশ্যমান সর্ব্ব জগৎ নির্ম্মাণ করেন ; গৌরীঃ—প্রথমার একবচনের রূপ, ছান্দসত্বাৎ) ; সলিলানি তক্ষতী কুর্ব্বতী (বৃষ্টিরূপ জলরাশি সৃষ্টি করিয়া—সর্ব্ব সৃষ্টির পুরোভাগে থাকে জল ; তক্ষতী—কুর্ব্বতী)। একপদী মধ্যমেন—মধ্যমের দ্বারা একপদী অর্থাৎ একাশ্রয়া ; বর্ষণকর্ম্ম সহকারী কারণের অপেক্ষা করে—গৌরী সহকারী কারণরূপে কখন কখন একমাত্র মধ্যমকেই আশ্রয় করে বা মধ্যমের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় ;[৩] পদ শব্দের অর্থ আশ্রয় বা অবলম্বন এবং মধ্যম শব্দে অন্তরিক্ষ লোক অথবা বায়ু অথবা মেঘ বুঝাইতে পারে। দ্বিপদী মধ্যমেন চ আদিত্যেন চ—গৌরী কখন কখন দ্বিপদী হয় অর্থাৎ সহকারী কারণরূপে মধ্যম এবং আদিত্যকে আশ্রয় করে অথবা এতদুভয়ের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। চতুষ্পদী দিগ্‌ভিঃ—গৌরী চতুষ্পদী বা চতুরাশ্রয়া হয় দিক্‌চতুষ্টয়ের দ্বারা ; দিক্‌সমূহও অবকাশ প্রদান করিয়া সহকারিকারণতা প্রাপ্ত হয়।[৪] অষ্টাপদী দিগ্‌ভিশ্চ অবান্তরদিগ্‌ভিশ্চ—গৌরী অষ্টাপদী হয় প্রধান দিক্‌চতুষ্টয়

১। পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ অন্তরিক্ষনাম লুক্‌সপ্তম্যাঃ ব্যোমকন্তরিক্ষে সপ্তমীস্থতেঃ স্থিতেতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বভূবুষী ভবন্তী (স্কঃ স্বাঃ), ভবতি (দুঃ)।

৩। একপদী পদমাশ্রয়ো বৃষ্টিকর্ম্মণি সহকারিকারণম্, একং পদমাশ্রয়ঃ সহকারিকারণত্বেনাঃ সা (স্কঃ স্বাঃ) ; একপদী ভবতি মধ্যমেন সহৈকত্বমাপন্না (দুঃ)।

৪। দিশোঽপি অবকাশদানেন সহকারিকারণত্বং প্রপদ্যন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

92—1845B—IV

এবং অবান্তর দিক্ চতুষ্টয় অর্থাৎ কোণসমূহের দ্বারা। নবপদী দিগ্‌ভিশ্চ অবান্তরদিগ্‌ভিশ্চ আদিত্যেন চ—গৌরী নবপদী হয় প্রধান দিক্ চতুষ্টয় অবান্তর দিক্ চতুষ্টয় (কোণচতুষ্টয়) এবং আদিত্যের দ্বারা। সহস্রাক্ষরা—বহূদকা (প্রভূত জলবিশিষ্টা—অক্ষর শব্দ উদকবাচী, নিঘ ১।১২)। পরমে ব্যোমন্=পরমে ব্যবনে (প্রকৃষ্ট অন্তরিক্ষ প্রদেশে); ব্যোমন্=ব্যবনে —ব্যোম শব্দের নির্ব্বচন করিতেছেন ব্যবন শব্দের দ্বারা—ব্যোমে ব্যবন অর্থাৎ বিবিধ অবন বা গতি আছে।

"মূলে গৌরী শব্দ আছে; সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন মেঘগর্জ্জনরূপ বাক্ বা শব্দ। কেহ বলেন গৌরী অর্থে ব্রহ্মাত্মক বাক্য। যখন শুদ্ধ মেঘে অধিষ্ঠান করেন তখন একপদী, যখন মেঘ ও অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করেন তখন দ্বিপদী, যখন দিক্ চতুষ্টয় অধিষ্ঠান করেন তখন চতুষ্পদী, এবং যখন চতুর্দ্দিক্ ও চতুষ্কোণে অবস্থিতি করেন তখন অষ্টাপদী, ইহার সহিত ঊর্দ্ধ দিক্ মিলিত হইলে নবপদী।" (রমেশ চন্দ্র)।

তস্যা এষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (সেই গৌরী দেবতা সম্বন্ধেই পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

গৌরী মধ্যমস্থানা দেবতা, গৌরী গৌরত্বগুণবিশিষ্টা অন্য কেহ নহেন—ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই অপর একটী ঋকের অবতারণা করিতেছেন।[১]

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মধ্যমৈব গৌরী ন গুণযোগাদন্যা কাচিদিত্যর্থঃ (স্কং.স্বাঃ)।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।৪২)

তস্যাঃ অধি (তাহার নিকট হইতে)[1] সমুদ্রাঃ (মেঘ সকল) বিক্ষরন্তি (বিবিধরূপে উদক বর্ষণ করে), তেন (তাহার দ্বারা) চতস্রঃ প্রদিশঃ (চতুর্দ্দিক্ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে আশ্রিত ভূতজাত) জীবন্তি (জীবিত থাকে) ততঃ অক্ষরং ক্ষরতি (সেই দেবতা হইতে জল ক্ষরিত হয়) তৎ বিশ্বম্ উপজীবতি (সর্ব্ব জগৎ এই জল আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে)।

তস্যাঃ সমুদ্রাঃ অধি বিক্ষরন্তি বর্ষন্তি মেঘাঃ, তেন জীবন্তি দিগাশ্রয়াণি ভূতানি, ততঃ ক্ষরত্যক্ষরমুদকং তৎসর্ব্বাণি ভূতান্যুপজীবন্তি ॥ ২ ॥

তস্যাঃ অধি (তাহার নিকট হইতে অর্থাৎ সেই গৌরী বা বিদ্যুৎ-দেবতার প্রভূত্বে); সমুদ্রাঃ=মেঘাঃ (সমুদ্র শব্দ অন্তরিক্ষবাচী—নিঘ ১।৩, কিন্তু এখানে অন্তরিক্ষস্থ মেঘকে বুঝাইতেছে)[2], বিক্ষরন্তি=বর্ষন্তি (বর্ষণ করে); চতস্রঃ প্রদিশঃ (প্রকৃষ্ট দিক্ চতুষ্টয়)—অর্থাৎ=দিগাশ্রয়াণি ভূতানি (চতুর্দ্দিকে আশ্রিত প্রাণিসমূহ); অক্ষরম্=উদকম্ (অক্ষর শব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২); বিশ্বং=সর্ব্বাণি ভূতানি (সম্পূর্ণ প্রাণিজগৎ)।

২৯। গো।

গৌর্ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

গৌঃ ব্যাখ্যাতা (গো ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।
গো শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ২।৫ দ্রষ্টব্য)।
এখানে গো শব্দে মাধ্যমিকা বাক্ অর্থাৎ বিদ্যুৎকে বুঝাইতেছে।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী গো দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তস্যাঃ গৌর্য্যাঃ অধি সকাশাৎ (দুঃ)।
২। সমুদ্র ইত্যন্তরিক্ষনাম, তাৎস্থ্যাত্ত তাচ্ছব্দ্যম্ সমুদ্রস্থা মেঘাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গৌরমীমেদনু বৎসং মিষন্তং মূর্দ্ধানং হিঙ্ঙকৃণোন্মাতবা উ।
সৃক্বাণং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।২৮)

গৌঃ (মধ্যস্থানা বাক্—বিদ্যুৎ বা মেঘ) মিষন্তং বৎসম্ (সর্ব্বজগৎ নিরীক্ষণকারী[১] বৎসকে অর্থাৎ আদিত্যকে) অমীমেদনু (অন্বমীমেৎ—লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিতেছে)[২] মাতবৈ উ (উদক সম্বন্ধে সর্ব্বলোকের জ্ঞানের নিমিত্ত)[৩] মূর্দ্ধানং (আদিত্যের মস্তকভূত—মধ্যস্থানে সমাগত রশ্মিসমূহকে) [প্রাপ্য] (প্রাপ্ত হইয়া) হিঙ্ঙকৃণোৎ (হিঙ্কার ধ্বনি করিতেছে), সৃক্বাণং (সরণশীল অর্থাৎ অনবস্থায়ী) [এবং] ঘর্মং (রসহরণকারী) [আদিত্যম্] অভি বাবশানা (আদিত্যের অভিমুখে পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতে অভ্যস্তা—গো দেবতা)[৪] মায়ুং মিমাতি (শব্দ করিতেছে) [এবং] পয়োভিঃ (জলের দ্বারা) পয়তে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে)।

গৌরন্বমীমেদ্ বৎসং নিমিষন্তমনিমিষন্তমাদিত্যমিতি বা ॥ ২ ॥

গৌঃ অন্বমীমেৎ বৎসম্ (মাধ্যমিকা বাক্ বা বিদ্যুৎ বৎসকে অর্থাৎ আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিতেছে); মিষন্তম্—নিমিষন্তম্ (সর্ব্ব জগতের নিরীক্ষণকারী), অথবা—মিষন্তম্=অনিমিষন্তম্ আদিত্যম্ (নিমেষরহিত অর্থাৎ জগতের কল্যাণার্থ সর্ব্বদা জাগরূক আদিত্যকে)—বৎস শব্দে আদিত্যকে বুঝাইতেছে; বৎসের ন্যায়ই আদিত্য পয়ঃ (রস) হরণ করিয়া থাকেন।

মূর্দ্ধানমস্যাভিহিঙ্ঙকরোন্মননায় ॥ ৩ ॥

অস্য (এই আদিত্যের মস্তককে অর্থাৎ মধ্যমস্থানে সমাগত মস্তকভূত আদিত্যরশ্মিকে)—'প্রাপ্য' এই উহ্য ক্রিয়ার কর্ম; হিঙ্ঙকৃণোৎ—হিঙ্ঙকরোৎ (হিঙ্কারধ্বনি করিতেছে), মাতবা উ=মাতবৈ—মননায় (উদক সম্বন্ধে সর্ব্বলোকের জ্ঞানের নিমিত্ত—মেঘগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সকলে মনে করে যে অবিলম্বে বৃষ্টিধারা পতিত হইবে)।

১। মিষন্তং পশ্যন্তং সর্ব্বং জগৎ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। মীমতিঃ শব্দকর্ম্মা (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। জ্ঞানায়োদকস্যেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। অভিবাবশানা অত্যর্থমভিশব্দয়ন্তী (স্কঃ স্বাঃ)।

স্বকাণং সরণং ঘর্ম্মং হরণম্ অভিবাবশানা মিমাতি মায়ুং প্রপ্যায়তে পয়োভিঃ, মায়ুমিবাদিত্যমিতি বা ॥ ৪ ॥

স্বক্কাণং—সরণম্ (সরণশীল বা চলনস্বভাব অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্টস্থানে অনবস্থিত—গত্যর্থক 'স্থ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ঘর্ম্মং—হরণম্ (রসহরণকারী—হরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); এই দুইটি পদ 'আদিত্যম্' এই উহ্য পদের বিশেষণ। অভিবাবশানা—অভিপূর্ব্বক শব্দার্থক যঙন্ত 'বাশ' ধাতুর শানচ্ প্রত্যয়ের রূপ; ইহার অর্থ—অত্যর্থ (অত্যধিক) শব্দকারিণী অথবা অত্যর্থ শব্দ করিতে অভ্যস্তা; অথবা, কান্ত্যর্থক (ইচ্ছার্থক) বশ্ ধাতু হইতে পদটী নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ—অত্যর্থ কাময়মানা বা অভিলাষিণী। মিমাতি মায়ুম্ (শব্দং করোতি—শব্দ করে; পয়তে—প্রপ্যায়তে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)।[১] মায়ুম্ ইব আদিত্যম্ ইতি বা (অথবা—মায়ু—মায়ুম্ ইব—আদিত্যের ন্যায়, মায়ু শব্দের অর্থ আদিত্য)। নিরুক্ত ২।৯ পরিচ্ছেদে গো শব্দের এবং 'মিমাতি মায়ুং মায়ুমিবাদিত্যমিতি বা' এই অংশের ব্যাখ্যা স্পষ্টরূপে করা হইয়াছে।

বাগেষা মাধ্যমিকা ॥ ৫ ॥

এষা (এই গো) মাধ্যমিকা বাক্ (মাধ্যমিকা বাক্—বিদ্যুৎ বা মেঘ)। নৈরুক্তগণের মতে গো শব্দের অর্থ মাধ্যমিকা বাক্।

ঘর্ম্মধুগিতি যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৬ ॥

ঘর্ম্মধুক্ ইতি যাজ্ঞিকাঃ (গো শব্দের অর্থ ঘর্ম্মধুক্—ইহা যাজ্ঞিকগণের মত)।

সোমযাগে অধিকার লাভার্থ তৎপূর্ব্বে তিন দিন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নাম প্রবর্গ্য কর্ম্ম; প্রবর্গ্য কর্ম্মে আহুতির জন্য মহাবীর নামক পাত্রে পক্ক দুগ্ধই—ঘর্ম্ম (রামেন্দ্রসুন্দর); যে গাভী ঘর্ম্মার্থ দোহন করা হয় তাহাই গোশব্দ বাচ্য—ইহা যাজ্ঞিকগণ বলেন। ঘর্ম্ম শব্দের অর্থ আবার যজ্ঞ এবং প্রবর্গ্যকর্ম্ম উভয়ই হয়; যজ্ঞ অথবা প্রবর্গ্যকর্ম্মের জন্য যে গাভী দোহন করা হয় তাহাই ঘর্ম্মধুক্—এইরূপও বলা যাইতে পারে। যাজ্ঞিকগণের মতে উদ্ধৃত মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইবে—

গৌঃ (গাভী) মিষন্তং বৎসং (উন্মুখ হইয়া নিরীক্ষণকারী বৎসকে উদ্দেশ করিয়া) অন্বমীমেৎ (হাম্বা হাম্বা রব করিতেছে) [অপি চ] (আর) মাতবৈ উ ('মা বলিয়া আমাকে যেন জানিতে পারে' এই জন্য)[২] [প্রাপ্য] (ইহার নিকট উপস্থিত হইয়া) মূর্দ্ধানম্ [উপঘ্রায়] (মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) হিঙ্ঙকৃণোৎ (হিঙ্কারধ্বনি করিতেছে); [গাভী]

১। বর্দ্ধতে (দুঃ); অথবা—বর্দ্ধিত করে; ভূতলস্থ লোক বর্দ্ধিত হয় জলের দ্বারা—প্রপ্যায়তে প্রবর্দ্ধয়তে চ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। কথং নামায়ং মাং জানীয়াৎ মমেয়মিতি (দুঃ)।

স্বক্বাণং ঘর্ম্মম্ (অভিমুখে সরণশীল এবং পয়োহরণকারী বৎসকে) অভিবাবশানা (পুনঃ পুন কামনা করিয়া) মায়ুং মিমাতি (শব্দ করে) [এবং] পয়োভিঃ পয়তে (দুগ্ধ দ্বারা বৎসকে অভিবর্দ্ধিত করে)।

৩০। ধেনু।

ধেনুর্ধয়তের্বা ধিনোতের্বা ॥ ৭ ॥

ধেনুঃ ধয়তের্বা ধিনোতের্বা (ধেনু শব্দ 'ধে' ধাতু হইতে অথবা 'ধিন্ব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

ধেনু শব্দ গো শব্দেরই সমানার্থক। নৈরুক্তগণের মতে ইহার অর্থ মাধ্যমিকা বাক্ এবং যাজ্ঞিকগণের মতে ঘর্ম্মধুক্। ধেনু শব্দ (১) পানার্থক 'ধে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মাধ্যমিকা বাক্ পীত হয় তৎপ্রদত্ত বৃষ্টিজলের মাধ্যমে[১] (২) প্রীণনার্থক 'ধিন্ব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মাধ্যমিকা বাক্ সর্ব্বজগৎকে বৃষ্টি প্রদান করিয়া প্রীতিসম্পন্ন করে। যাজ্ঞিক পক্ষে—(১) গাভী পীত হয় তৎপ্রদত্ত দুগ্ধের মাধ্যমে (২) গাভী দুগ্ধ প্রদান করিয়া সর্ব্বলোকের প্রীতি সম্পাদন করে।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ধেনু দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পীয়তে হি সা তৎপ্রসৃতবৃষ্ট্যুদকদ্বারেণ (স্কঃ খাঃ)।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্রবোচম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।২৬)

সুদুঘাম্ এতাং ধেনুম্ (কল্যাণকর উদকক্ষরণকারিণী এই ধেনুকে অর্থাৎ মাধ্যমিকা বাক্‌কে) উপহ্বয়ে (আমি আহ্বান করিতেছি), উত (আর) সুহস্তঃ (কুশলহস্ত অর্থাৎ দোহনকুশল) গোধুক্ (গোধুক্—ইন্দ্র) এনাং দোহৎ (এই ধেনুকে—মাধ্যমিকা বাক্‌কে দোহন করেন) সবিতা (আদিত্য) শ্রেষ্ঠং সবং (অতি প্রশস্ত ক্ষরণদ্রব্য—ক্ষরিত জল) নঃ সাবিষৎ (আমাদিগকে প্রদান করুন), [যঃ অয়ম্] অভীদ্ধঃ ঘর্মঃ (যিনি ঘর্ম অর্থাৎ অতিপ্রদীপ্ত বিদ্যুদাখ্য মধ্যস্থান দেবতা)[১] তৎ উ সু প্রবোচম্ (তৎ প্রব্রবীমি—তাঁহাকেই আমি জলপ্রদানার্থ উত্তমরূপে স্তব করিতেছি)।

ধেনু=মাধ্যমিকা বাক্ (বিদ্যুৎ বা মেঘ অথবা মেঘধ্বনি)। মাধ্যমিকা বাক্ রূপ ধেনুর দোহনকর্ত্তা ইন্দ্র (বায়ু বা আদিত্য)—বায়ু বা আদিত্য প্রেরিত হইয়াই অন্তরিক্ষস্থ বিদ্যুৎ বা মেঘ হইতে জলবর্ষণ হয়। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—সবিতা (সর্ব্বপ্রেরক আদিত্য বা বায়ু) বিদ্যুৎ অথবা মেঘের দ্বারা আমাদিগকে জল প্রদান করুন। এই বিদ্যুৎ মধ্যস্থান দেবতা। বিদ্যুৎ আবার আদিত্যরূপে দ্যুস্থানগত—রসহরণ করা ইহার কাজ। ঋষির প্রার্থনা কিন্তু এইস্থলে মধ্যস্থানস্থ (অন্তরিক্ষস্থ) অতিপ্রদীপ্ত বিদ্যুৎ দেবতার নিকটেই।

"সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে ধেনু শব্দের অর্থ মেঘ, গোধুক্ শব্দের অর্থ বায়ু বা আদিত্য। এই উপমা অনুসারে ইহার পরের তিন ঋকে বৎস অর্থে প্রাণিজগৎ। প্রাণিগণ দুগ্ধরূপ বৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে।" (রমেশ চন্দ্র)।

উপহ্বয়ে সুদোহনাং ধেনুমেতাম্, কল্যাণহস্তো গোধুক্ অপি চ দোগ্ধ্যেনাম্; শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সুনোতু ন ইত্যেষ হি শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষাং সবানাং যদুদকম্, যদ্বা পয়ো যজুষ্মদভীদ্ধো ঘর্ম্মস্তং সুপ্রব্রবীমি ॥ ২ ॥

সুদুঘাং—সুদোহনাম্ (কল্যাণকর উদক যাহা হইতে ক্ষরিত হয়—অথবা, যাহাকে সুখে দোহন করা যায়); সুহস্তঃ—কল্যাণহস্তঃ (কল্যাণকর বা কুশল হস্ত যাঁহার অর্থাৎ দোহনকার্য্যে নৈপুণ্যসম্পন্ন); উত=অপিচ (আর); দোহৎ—দোগ্ধি (দোহন করে);

১। ঘোঽয়মভীদ্ধো ঘর্ম্মঃ মধ্যস্থানো বিদ্যুদাখ্যঃ (দুঃ)।

সাবিষৎ = সুনোতু (প্রদান করুন);[1] এষঃ হি শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষাং সবানাং যৎ উদকম্—মূলে আছে 'শ্রেষ্ঠং সবম্'; শ্রেষ্ঠ সব কি? আচার্য্য বলিতেছেন—সকল প্রকার সব অর্থাৎ ক্ষরিত দ্রব্যের মধ্যে উদকরূপ যে সব (ক্ষরিত দ্রব্য) তাহাই শ্রেষ্ঠ; যৎ বা পয়ঃ যজুষ্মৎ (অথবা সব শব্দের অর্থ—যজুষ্মৎ বা যজ্ঞীয়মন্ত্রসংবলিত পয়ঃ অর্থাৎ যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে দুগ্ধ দোহন করা হয়—সবের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ);[2] সব শব্দের এই অর্থ খাটিবে ঘর্ম্মধুক্ পক্ষে; ঘর্ম্মধুক্ পক্ষে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে; তৎ উ সু প্রবোচম্ = তং সু প্রব্রবীমি (তাঁহাকেই সুষ্ঠুরূপে স্তব করিতেছি—উ শব্দ পদপূরণার্থ)।

ঘর্ম্মধুক্ পক্ষে ব্যাখ্যা—হোতা বলিতেছেন, এতাং সুদুঘাং ধেনুম্ উপহ্বয়ে (সুখে দোহনযোগ্যা এই ধেনুকে আমি প্রবর্গ্যকর্ম্মে আহ্বান করিতেছি); উত (আর) সুহস্তঃ গোধুক্ এনাং দোহৎ (দোহনকুশল গোধুক্ অর্থাৎ অধ্বর্য্যু আমাকর্ত্তৃক উপহূত এই গাভীকে দোহন করেন) সবিতা (যজমান)[3] শ্রেষ্ঠং (অতি প্রশংসনীয়) সবং (যজ্ঞীয়মন্ত্রসম্বলিত দুগ্ধ) সাবিষৎ (সুনোতু—অনুমোদন বা গ্রহণ করুন)[4]; অভীদ্ধঃ ঘর্ম্মঃ (মহাবীর পাত্র অতি সন্তপ্ত হইয়াছে)[5] তৎ উ সু প্রবোচম্ (তম্ অধিকৃত্য প্রব্রবীমি—তাহার সম্বন্ধেই বলিতেছি)—[আহর পয়ঃ এতস্মিন্ আসেচনায়] (জল আনয়ন কর—ইহাতে অসেচনের অর্থাৎ প্রক্ষেপের নিমিত্ত)।

দ্রষ্টব্য—ভাষ্যকারের মতে—সাবিষৎ = সুনোতু (অভিষবার্থ 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); স্কন্দস্বামী 'সাবিষৎ' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'সুবতু' পদের দ্বারা (প্রেরণার্থক 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। প্রেরণার্থক 'সু' ধাতুর পদ বলিয়া গণ্য করিলে 'সবিতা সবং সাবিষৎ'—ইহার অর্থ হইবে সবিতা (আদিত্য) সব অর্থাৎ যজুষ্মৎ পয়ঃ প্রেরণ করুন। দুর্গাচার্য্যও বলেন 'যাহা সবিতার দ্বারা প্রসূত (প্রেরিত) তাহা নির্দ্দোষ হয়—যদ্ধি সবিত্রা প্রসূতং ক্রিয়তে তদেব সাধু ভবতি।

বাগেষা মাধ্যমিকা। ঘর্ম্মধুগিতি যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৩ ॥

এষা (এই ধেনু মাধ্যমিকা বাক্—ইহা নৈরুক্তগণের অভিমত); ঘর্ম্মধুক্ ইতি যাজ্ঞিকাঃ (এই ধেনু ঘর্ম্মধুক্—যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন)।

১। সুনোতু নিত্যং দদাতু (দুঃ)।

২। প্রবর্গ্য কর্ম্মে যখন অধ্বর্য্যু ঘর্ম্মদুঘা গাভী দোহন করেন তখন হোতাকে অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করিতে হয়; যজুষ্মৎ পয়ঃ = যজ্ঞীয়মন্ত্রযুক্তঃ পয়ঃ (দুগ্ধ)—গোদুগ্ধ মহাবীর পাত্রে ঢালিয়া ঘর্ম্ম পাক করিবার সময়ও হোতার অভিষ্টব মন্ত্র পাঠের বিধান আছে।

৩। সবিতা যজমানঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সাবিষৎ সুনোতু অভ্যনুজানাতু (দুঃ)—যজমানের ও হুতাবশিষ্ট ঘর্ম্ম ভক্ষণের বিধি আছে।

৫। মহাবীর নামক পাত্র—যাহাতে দুগ্ধ পাক হয়, তাহার নামও ঘর্ম্ম এবং মহাবীর পাত্রে আহুতির জন্য যে দুগ্ধ পাক হয় তাহার নামও ঘর্ম্ম। "খর নামক বালুকানির্ম্মিত মণ্ডলের মধ্যে ঘৃতাক্ত মহাবীর স্থাপিত করিয়া নীচে উপরে জলন্ত অঙ্গার দিয়া মহাবীরকে উত্তপ্ত করিতে হয়।"

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৩১। অঘ্ন্যা।

অঘ্ন্যাঽহন্তব্যা ভবতি, অঘঘ্নীতি বা ॥ ৪ ॥

অঘ্ন্যা অহন্তব্যা ভবতি (অঘ্ন্যাদেবতা অহন্তব্যা হয়) অঘঘ্নী ইতি বা (অথবা—অঘ্ন্যা দেবতা অঘ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদির হন্ত্রী ; অথবা—অঘ্ন্যাদেবতা অঘ অর্থাৎ পাপের হন্ত্রী)।

অঘ্ন্যা শব্দের অর্থ—মাধ্যমিকা বাক্ এবং ঘর্ম্মধুক্ গাভী। (১) মাধ্যমিকা বাক্ এবং গাভী উভয়েই অহন্তব্য। মাধ্যমিকা বাক্ বৃষ্টি-প্রদায়িনী—এই দেবতাকে হিংসা করিলে রাষ্ট্রেরই হিংসা করা হয়, এইরূপ দুষ্কার্য্য কাহারও করা উচিত নহে ; গোহত্যাও মহাপাপ বলিয়াই পরিগণিত (অঘ্ন্যেতি গবাং নাম ক এতাং হন্তুমর্হতি—মহাভা. শান্তি প. ২৬১।৪৮ দ্রষ্টব্য)। (২) অথবা—অঘ্ন্যা শব্দ অঘ+'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৫৫১)—অঘ্ন্যা (মধ্যস্থানা বাক্) বৃষ্টি প্রদান করিয়া দুর্ভিক্ষাদি পাপ বিনষ্ট করে এবং অঘ্ন্যা (গাভী) পাপ বিনষ্ট করে স্পর্শ দান করিয়া—গাভীর স্পর্শে পাপ বিনষ্ট হয়।[১]

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী অঘ্ন্যা দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স্পর্শনেনাঘস্য পাপস্য হন্ত্রী (স্কঃ স্বাঃ)।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সূযবসাদ্ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।৪০)

সূযবসাৎ (সুযবস অর্থাৎ উত্তম উদকের পানকর্ত্রী অর্থাৎ ধারণকর্ত্রী)[১] [ত্বং] ভগবতী হি ভূয়াঃ (তুমি উদকাখ্য ধনে ধনবতী হও) অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম (অতঃপর ত্বৎপ্রদত্ত ধনের দ্বারা আমরাও যেন ধনবান্ হইতে পারি), অঘ্ন্যে (হে অঘ্ন্যে) আচরন্তী (মধ্যস্থানে বিচরণ-কারিণী তুমি) তৃণং (তর্দ্দনীয় মেঘ) অদ্ধি (সংচূর্ণিত কর) বিশ্বদানীং (সর্ব্বকাল ধরিয়া) শুদ্ধম্ উদকং পিব (সূর্য্যরশ্মি হইতে গৃহীত নির্ম্মল জল পান কর অর্থাৎ ধারণ কর)।

সুযবসাদিনী ভগবতী হি ভব, অথেদানীং বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম, অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে, সর্ব্বদা পিব চ শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ২ ॥

সুযবসাৎ = সুযবসাদিনী (সুযবসের অর্থাৎ উত্তম উদকের অত্ত্রী বা পানকর্ত্রী—মাধ্যমিকা বাক্ বশ্ম্যুপহৃত উদকের ধারয়িত্রী); ভগবতী হি....(তুমি উদকরূপে ধনে ধনবতী হও, উদকবর্ষণ কর, আমরাও উদকধনে যেন ধনবান্ হইতে পারি—ভূয়াঃ = ভব ; অথো = অথ ইদানীম্) বিশ্বদানীম্ = সর্ব্বদা (ছান্দসত্বাৎ সর্ব্বার্থক বিশ্বশব্দের উত্তর 'দানীম্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।

ঘর্ম্মধুক্ পক্ষে ব্যাখ্যা—

অঘ্ন্যে (হে অহননীয়া গাভী) সুযবসাৎ (সুযবস অর্থাৎ উত্তম শস্যতৃণাদি ভক্ষণ করিয়া) ভগবতী হি ভূয়াঃ (তুমি দুগ্ধবতী হও)অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম (তোমার প্রদত্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া আমরাও ধনবান্ হইব), আচরন্তী (বনে বনে বিচরণকারিণী তুমি) বিশ্বদানীং (সর্ব্বদা তৃণম্ অদ্ধি (তৃণ ভক্ষণ কর) পিব শুদ্ধম্ উদকম্ (এবং নির্ম্মল জল পান কর)।

তস্যা এষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (অঘ্ন্যা দেবতা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

যে ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতে অঘ্ন্যা গাভী বলিয়াই প্রতীত হয়—মাধ্যমিকা বাক্ দেবতার লক্ষণ খুব পরিস্ফুট ভাবে ইহাতে নাই। যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বসুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন অঘ্ন্যা যে মাধ্যমিকা বাক্ তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

। চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

১। স্থ—সাংহিতিকো দীর্ঘঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হিংকৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।২৭)

হিংকৃণ্বতী (হিঙ্কারশব্দকারিণী) বসুপত্নী (বৃষ্টিজলরূপ ধনের অধীশ্বরী) বসূনাং বৎসং মনসা ইচ্ছন্তী (বসুগণের অর্থাৎ আদিত্যরশ্মি অথবা মরুৎসমূহের বৎসভূত সূর্য্যকে মনে মনে কামনা করিয়া)[১] [অঘ্ন্যা] অভ্যাগাৎ (অঘ্ন্যা—মাধ্যমিকা বাক্ দেবতা অন্তরিক্ষে সমাগত হন), ইয়ম্ অঘ্ন্যা (এই অঘ্ন্যা দেবতা অশ্বিভ্যাং (দ্যুলোক এবং ভূলোকের নিমিত্ত)[২] পয়ঃ দুহাম্ (জল ক্ষরিত করুন) সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় (আমাদের মহাসৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত সেই দেবতা উদকের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হউন)।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই মন্ত্র পাঠের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল)।

মন্ত্রটী সুস্পষ্ট, পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়, ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না; ভাষ্যকার এই জন্যই ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

ঘর্ম্মধুক্ পক্ষে ব্যাখ্যা—বসুপত্নী (দুগ্ধরূপ ধনের অধীশ্বরী) হিংকৃণ্বতী (হিঙ্কার শব্দ করতঃ) বসূনাং বৎসং মনসা ইচ্ছন্তী (ঋত্বিক্ যজমানগণের বৎস অর্থাৎ আত্মীয়কে মনে মনে কামনা করিয়া)[৩] [অঘ্ন্যা] অভ্যাগাৎ (ঘর্ম্মধুক্ গাভী আগমন করিতেছেন), ইয়ম্ অঘ্ন্যা (এই অঘ্ন্যা) [প্রবর্গ্যে] (প্রবর্গ্যকর্ম্মে) অশ্বিভ্যাং পয়ঃ দুহাম্ (অশ্বিদ্বয়ের নিমিত্ত পয়ঃ প্রদান করে), সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় (আমাদের মহাসৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত অঘ্ন্যা দুগ্ধের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হউক)।

৩২। পথ্যা। ৩৩। স্বস্তি।

পথ্যা স্বস্তিঃ—পন্থা অন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ ॥ ৩ ॥

পন্থাঃ অন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ ('পথিন্' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ, তাহাতে নিবাস হেতু মাধ্যমিকা বাক্ দেবতার নাম পথ্যা)।

১। বসূনাম্ আদিত্যরশ্মীনাং মরুতাং বা (দুঃ); বৎসং রসহরণদ্বারা বৎসভূতম্ আদিত্যম্ (স্কঃ ভাঃ)।

২। অশ্বিনাবত্র দ্যাবাপৃথিব্যৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বা তয়োরশ্বিনোরর্থায়েত্যর্থঃ (স্কঃ ভাঃ)।

৩। বসবো হবির্ভিঃ স্তুতিভির্বা দেবানামাচ্ছাদয়িতার ঋত্বিগ্‌যজমানা ইহাভিমতাস্তেষাম্, যষ্ঠীপ্রত্যেঃ বন্ধুতং বৎসমাত্মীয়ম্······ (স্কঃ ভাঃ)।

নিঘণ্টুতে (৫।৫) পথ্যা এবং স্বস্তি এই দুই নাম পৃথক্ পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। সোমযাগে প্রায়ণীয়া নামক ইষ্টি অনুষ্ঠেয়; এই ইষ্টি অগ্নিষ্টোমের আরম্ভসূচক। 'পথ্যাং স্বস্তিং প্রথমাং প্রায়ণীয়ে যজতি' (কৌ. ব্রা. ৭।৮)—এই বাক্যে পৃথক্ পৃথক্ পদ দুইটী আছে বলিয়াই নিঘণ্টুতেও পৃথক্রূপে সমাম্নান হইয়াছে। প্রায়ণীয় কর্ম্মে "ইহাদের (দেবতাদের) মধ্যে পথ্যা ও স্বস্তি নাম্নী দেবতা দ্বারা যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করে, পথ্যা ও স্বস্তিকে লক্ষ্য করিয়া উদ্যাপন (সমাপন) করে; এতদ্দ্বারা এই কর্ম্ম স্বস্তিতেই আরম্ভ করা হয় এবং স্বস্তিতে সমাপন করা হয়।" "পথ্যার নামই স্বস্তি। প্রায়ণীয় কর্ম্মে পথ্যা বা স্বস্তি দেবতার প্রথমে যাগ করা হয়, উদয়নীয় কর্ম্মে উক্ত দেবতার শেষ যাগ করা হয়; স্বস্তি দেবতার আদ্যন্তে যাগ করায় যজমানের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়" (রামেন্দ্রসুন্দর ঐত ব্রা ১।২।৫)।

যাস্কাচার্য্য পথ্যা ও স্বস্তিকে একদেবতারূপে পরিগণিত করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বস্তি শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৩।২১ দ্রষ্টব্য); ইহার অর্থ কল্যাণ। 'পথ্যাস্বস্তি'র অর্থ হইবে—অন্তরিক্ষস্থা কল্যাণসারিণী মাধ্যমিকা বাক্ দেবতা।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টী পথ্যাস্বস্তি দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণস্বত্যভি যা বামমেতি।
সা নো অমা সো অরণে নি পাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৬৩।১৬)

স্বস্তিঃ ইৎ হি (স্বস্তি দেবতাই) প্রপথে (প্রকৃষ্ট পথ অন্তরিক্ষে)[১] শ্রেষ্ঠা (সর্ব্বদেবতা হইতে শ্রেষ্ঠা), রেক্ণস্বতী (উদকধনে ধনবতী) যা (যে স্বস্তি দেবতা) বামম্ (বননীয় অর্থাৎ সম্ভজনীয় উদকাখ্য ধন) অভ্যেতি (সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন), সা নঃ (তিনি আমাদিগকে) অমা (গৃহে) পাতু (রক্ষা করুন) সা উ (তিনিই) নি+অরণে (নির্গমনে অর্থাৎ গৃহবহির্দ্দেশে)[২] [পাতু] (রক্ষা করুন), স্বাবেশা ভবতু (সুখে উপসর্পণীয় বা অভিগম্য হউন)[৩] [সা] দেবগোপা (তিনি রক্ষাকর্ত্রী দেবী)।

স্বস্তিরেব হি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণস্বতী ধনবত্যভ্যেতি যা, বসূনি বননীয়ানি, সা নোঽমা গৃহে, সা নিরমণে নির্গমনে পাতু স্বাবেশা ভবতু, দেবী গোপ্ত্রী, দেবান গোপায়ত্বিতি দেবা এনাং গোপায়ন্ত্বিতি বা ॥ ২ ॥

স্বস্তিঃ ইৎ হি—স্বস্তিঃ এব হি (স্বস্তি দেবতাই ; ইৎ এবার্থে, হি বাক্যালঙ্কারে); রেক্ণস্বতী—ধনবতী (বৃষ্ট্যুদকাখ্য ধনে ধনবতী—রেক্ণস্=ধন—নিঘ ২।১০ ; উ ৬৩৮ সূত্র দ্রষ্টব্য); অমা—গৃহে (অমা শব্দ গৃহবাচক—নিঘ ৩।৪) সা উ অরণে নি—সা নিরমণে নির্গমনে (উকার পদপূরণার্থ ; নি+অরণ—নিরমণ—নিরমণ শব্দের অর্থ নির্গমন অর্থাৎ গৃহবহির্দেশ বা দেশান্তর); দেবগোপা—(১) দেবী গোপ্ত্রী (সেই দেবী আমাদের রক্ষাকারিণী)—অথবা (২) দেবান্ গোপায়তু ইতি (হবির্দানাদিগুণযুক্ত যজমানগণকে সেই দেবী রক্ষা করুন)[৪] (৩) দেবাঃ এনাং গোপায়ন্তু (দ্যুস্থানগত রশ্মিসমূহ এই দেবীকে জলহরণ কার্য্যের দ্বারা রক্ষা করুন)[৫]—ইহাই দেবগোপা শব্দের অর্থ।

১। প্রকৃষ্টঃ পন্থা অন্তরিক্ষম্ অস্মিন্ প্রপথে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। নিরমণে নির্গমনে—স্কন্দস্বামীর পাঠ (অর্বাগ্গতিকর্ম্মণঃ)।

৩। স্বাবেশা সুখোপসর্পণা ভবতু (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। দেবান্ দাতৃনস্মান্ (দুঃ)।

৫। দেবাঃ মাধ্যমিকা দ্যুস্থানা বা রশ্ময়ঃ এনাং গোপায়ন্ত্বিতি বা (দুঃ)।

৩৪। উষা।

উষা ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

উষাঃ ব্যাখ্যাতা (উষা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।
উষস্ শব্দের নির্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ২।১৮ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী উষার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অপোষা অনসঃ সরৎ সংপিষ্টাদহ বিভ্যুষী।
নি যৎ সীং শিশ্নথদ্ বৃষা ॥ ১ ॥

(ঋ—৪।৩০।১০)

যৎ (যখন) বৃষা (বর্ষণকর্তা বায়ু) সীং (সর্ব্বতোভাবে)[1] নি+শিশ্নথৎ (মেঘকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল), [তৎ] (তখন) উষাঃ (উষা—মেঘোদরবর্ত্তিনী বিদ্যুৎ) অনসঃ (বায়ু হইতে) বিভ্যুষী (ভয় প্রাপ্ত হইয়া) সংপিষ্টাৎ অহ[2] (চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত মেঘ হইতে) অপ+সরৎ (অপাসরৎ—দূরে চলিয়া গেল, পলায়ন করিল)।

বায়ু মেঘকে সংপিষ্ট বা বিদলিত করে; বায়ু হইতেই বৃষ্টি হয়। উষা (বিদ্যুৎ) মেঘ হইতে অপসৃত হইল—যখন মেঘ বায়ুবেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং তাহা হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইল।

অপাসরদুষা অনসঃ সংপিষ্টান্মেঘাদ্ বিভ্যুষী ॥ ২ ॥

অপ উষাঃ সরৎ=অপাসরৎ উষাঃ; অনসঃ বিভ্যুষী (বায়ু হইতে ভয় পাইয়া); সংপিষ্টাৎ—সংপিষ্টাৎ মেঘাৎ (সংচূর্ণিত মেঘ হইতে)।

অনো বায়ুরনিতেঃ, অপিবোপমার্থে স্যাদনস ইব শকটাদিব, অনঃ শকটম্ আনদ্ধমস্মিংশ্চীবরম্, অনিতের্বা স্যাজ্জীবনকর্ম্মণঃ, উপজীবন্ত্যেনৎ, মেঘোঽপ্যন এতস্মাদেব; যদিরশিশ্নথদ্ বৃষা বর্ষিতা মধ্যমঃ ॥ ৩ ॥

অনঃ—বায়ুঃ ('অনস্' শব্দের অর্থ বায়ু)—অনিতেঃ (প্রাণনার্থক বা জীবনার্থক অন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—প্রাণিজগৎ বায়ু দ্বারা জীবিত থাকে) অপি বা উপমার্থে স্যাৎ, অনসঃ=অনসঃ ইব=শকটাৎ ইব (অথবা এই স্থলে 'অনস্' শব্দ উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; সংপিষ্টাৎ অনসঃ ইব অর্থাৎ শকটাৎ ইব মেঘাৎ বিভ্যুষী—শকট কাহারও দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণিত হওয়া অবস্থায় যেরূপ তাহা হইতে শাকটিক পলায়ন করে, মেঘ হইতেও উষা বা বিদ্যুৎ সেইরূপ পলায়ন করিল); অনঃ—শকটম্ ('অনস্' শব্দের অর্থ শকট)—আনদ্ধম্ অস্মিন্ চীবরম্ (আ+বন্ধনার্থক 'নহ্' ধাতু হইতে অনস্ শব্দের নিষ্পত্তি—ইহাতে চীবর অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড বা লৌহ সম্যক্ বদ্ধ থাকে);[3] অনিতের্বা স্যাৎ জীবনকর্ম্মণঃ (অথবা

১। সীং সর্ব্বতঃ (দুঃ বাঃ)।

২। 'অহ' শব্দের ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্য করেন নাই, তাঁহার মতে এই অব্যয়টী পদপূরণার্থক; স্কন্দস্বামীর মতে 'অহ' বিনিগ্রহার্থীয়—এব।

৩। চীবরশব্দঃ লোহবচনঃ, চীবরং লোহমস্মিন্ সংনহ্যতে; অথবা চীবরং বস্ত্রম্ (দুঃ বাঃ)।

শকটবাচী 'অনস্' শব্দ জীবনার্থক 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—শকট উপজীবিকারূপে গৃহীত হয়) ; মেঘঃ অপি অনঃ এতস্মাৎ এব (মেঘবাচী 'অনস্' শব্দও জীবনার্থক এই 'অন্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—মেঘ ও উপজীবিকা, মেঘজাত বৃষ্টি দ্বারাই প্রাণিজগতের জীবন নির্ব্বাহ হয়)। যৎ নিরশিশ্নথৎ বৃষা বর্ষিতা মধ্যমঃ—নি যৎ সীং[1] শিশ্নথৎ বৃষা=যৎ নিরশিশ্নথৎ বৃষা (বৃষা অর্থাৎ বায়ু যখন মেঘ বিদলিত বা বিধ্বস্ত করিল ; নি+শিশ্নথৎ=নিরশিশ্নথৎ— 'শ্নথ্' ধাতু বধার্থক, নিঘ ২।১৯) ; বৃষা=বর্ষিতা মধ্যমঃ (বৃষ্টি সম্পাদক মধ্যমস্থানীয় বায়ু)।

তস্যা এষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (এই উষার সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

উষা সূর্য্যসংশ্রয়া দ্যুস্থানদেবতাও ; উষা যে মেঘসংশ্রয়া অন্তরিক্ষস্থানদেবতা—ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করার নিমিত্তই নূতন একটী ঋকের অবতারণা করিতেছেন।

॥ সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। 'সীম্' শব্দের অর্থ আচার্য্য করেন নাই ; মনে হয় তাঁহার মতে 'সীম্' পদপূরণার্থ অব্যয়।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এতদস্যা অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা।
সসার সীং পরাবতঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—৪।৩০।১১)

অস্যাঃ (উষাদেবীর) এতৎ অনঃ (আশ্রয়ভূত এই মেঘ) বিপাশি সুসংপিষ্টং (বন্ধনচ্যুত এবং সংচূর্ণিত হইয়া) আশয়ে (ভূতলে অবস্থিত রহিয়াছে), সীং (সর্ব্বতোভাবে) পরাবতঃ (বৃষ্টিপ্রেরক মেঘখণ্ড হইতে) সসার (উষাদেবী অপসৃত হইয়াছেন)।

মেঘ সংপিষ্ট (বিশীর্ণ বা সংচূর্ণিত) হইয়া বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। ভূতলে পতিত বৃষ্টির জল সংপিষ্ট মেঘখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভূতল প্লাবিত করিয়া অবস্থিত বৃষ্টির জল লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিতেছেন—এতদস্য অনঃ ·····ইত্যাদি। উষার (বিদ্যুতের) আশ্রয়স্থান মেঘ ; বৃষ্টিরূপে পরিণম্যমান মেঘখণ্ড হইতে উষা (বিদ্যুৎ) অপসৃত হয় বা পলায়ন করে।

এতদস্যা অন আশেতে, সুসংপিষ্টমিতরদিব, বিপাশি বিমুক্তপাশি, সসারোষাঃ পরাবতঃ প্রেরিতবতঃ পরাগতাদ্বা ॥ ২ ॥

অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা (বিপাশি+আ)=অনঃ আশয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশি= অনঃ আশেতে সুসংপিষ্টং বিপাশি ; আশেতে (ভূতলে অবস্থিত রহিয়াছে) ; সুসংপিষ্টম্ ইতরৎ [অনঃ] ইব (অন্য অনঃ অর্থাৎ শকট যেরূপ সংচূর্ণিত হইয়া ভূতলে অবস্থান করে মেঘও সেইরূপ সংচূর্ণিত হইয়া উদকরূপে ভূতলে অবস্থান করিতেছে) ; বিপাশি= বিমুক্তপাশি (বিমুক্তবন্ধন—পাশি শব্দের অর্থ বন্ধন)। সসার উষাঃ পরাবতঃ—পরাবতঃ= প্রেরিতবতঃ, অথবা=পরাগতাৎ ; প্রেরিতবতঃ [মেঘাৎ] সসার (উষা অর্থাৎ বিদ্যুৎ জলপ্রেরণকারী মেঘ হইতে অপসৃত হইল), অথবা—পরাগতাৎ [মেঘাৎ] সসার (অতিদূরবর্ত্তী মেঘ হইতে অপসৃত হইল) ; 'পরাবতঃ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নির্ ১২।৬।৯ দ্রষ্টব্য।

৩৫। ইলা।

ইলা ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

ইলা ব্যাখ্যাতা (ইলা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ইলা শব্দের নির্বচন সম্বন্ধে নির্ ৮।৭ দ্রষ্টব্য। ইলা—মাধ্যমিকা বাক্।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ইলাদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

অভি ন ইলা যূথস্য মাতা স্মন্নদীভিরুর্বশী বা গৃণাতু।
উর্বশী বা বৃহদ্দিবা গৃণানাভ্যূর্ণ্বানা প্রভৃথস্যায়োঃ॥
সিষক্তু ন ঊর্জব্যস্য পুষ্টেঃ॥ ১ ॥

(ঋ—৫।৪১।১৯, ২০)

যূথস্য মাতা উর্বশী বা ইলা (সকলের মাতৃভূতা এবং আকাশব্যাপিনী ইলা—মাধ্যমিকা বাক্)[১] নদীভিঃ স্মৎ (গঙ্গাদি নদীসমূহের সহিত)[২] নঃ অভিগৃণাতু (আমাদের উদ্দেশে অর্থাৎ আমাদের আনুকূল্যবিধানার্থ গর্জ্জন শব্দ করুন), বা (এবং) বৃহদ্দিবা (মহাদীপ্তি-শালিনী) গৃণানা (শব্দকারিণী) উর্বশী (মধ্যমস্থানা বিদ্যুৎ)[৩] প্রভৃথস্য আয়োঃ (সম্ভৃত অর্থাৎ সম্যক্‌পোষিত গতিশীল মনুষ্যের অথবা জ্যোতির অথবা জলরাশির) অভ্যূর্ণ্বানা (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা আচ্ছাদয়িত্রী হইয়া) ঊর্জব্যস্য পুষ্টেঃ (যবাদি অন্নের পুষ্টি অর্থাৎ বৃদ্ধির নিমিত্ত)[৪] নঃ সিষক্তু (আমাদিগকে সেবা করুন[৫]—আমাদের কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন—অনুগৃহীত করুন)।

উর্বশী বৃষ্টিপ্রদায়িনী; বৃষ্টি প্রদান করিয়া তিনি আমাদের অন্নবৃদ্ধি করুন, ইহাতেই আমরা সেবিত হইব, আমরা অনুগৃহীত হইব—ইহাই বক্তব্য।

অভিগৃণাতু ন ইলা যূথস্য মাতা সর্ব্বস্য মাতা॥ ২ ॥

যূথস্য মাতা—সর্ব্বস্য মাতা; ইলা বৃষ্টি প্রদান করিয়া সকলকে রক্ষা করেন—তিনি সকলেরই মাতৃস্বরূপা। যূথস্য মাতা—মেঘবৃন্দস্য নির্মাত্রী (মেঘমালার সৃষ্টিকারিণী)—এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে।[৬] অভিগৃণাতু—অভিস্তনয়তু বা অভিশব্দয়তু (দুর্গাচার্য্য)—আমাদের আনুকূল্য বিধানার্থ শব্দ করুন; অথবা—অভিষ্টৌতু—আমাদের অর্থাৎ আমাদের যাগাদির প্রশংসা করুন—তাহা গ্রহণ করুন, এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

স্মদভি নদীভিরুর্বশী বা গৃণাতু॥ ৩ ॥

স্মৎ নদীভিঃ উর্ব্বশী বা অভিগৃণাতু—'স্মৎ' শব্দের অর্থ সহ (স্কন্দস্বামী); ইহার অর্থ 'উত্তম'ও হয়। স্মৎ নদীভিঃ—গঙ্গাদি নদীর সহিত—স্কন্দস্বামীর মতে; দুর্গাচার্য্যের মতে

১। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, যূথস্য মাতেত্যেতদপেক্ষ্য সমুচ্চয়ঃ যূথস্য মাতা উর্বশীতি বা বহ্বাকাশব্যাপিনী চেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। স্মচ্ছব্দঃ সহার্থে—সহ নদীভির্গঙ্গাদ্যাভিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। উর্বশী মধ্যমস্থানা বিদ্যুৎ (স্কঃ স্বাঃ)—নিরু ৫।১৪ দ্রষ্টব্য।

৪। ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে পুষ্ট্যৈঃ অন্নরসস্য বৃদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); ঊর্জব্যস্য পুষ্টেঃ যবাদেরন্নস্য পোষণায় (দুঃ)।

৫। সিষক্তু সেবতাং সেবমান্ (দুঃ)।

৬। স্কন্দস্বামী ও দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

ইহার অর্থ নদমানাভিঃ অদ্ভিঃ (শব্দায়মান বারিরাশির সহিত)। 'উর্বশী' শব্দ ইলার বিশেষণ (স্কন্দস্বামীর মতে) এবং ইহার অর্থ বহুপ্রদেশব্যাপিনী—উরু+ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'বা' শব্দ সমুচ্চয়ার্থক—যে ইলা যূথের মাতা এবং বহুপ্রদেশব্যাপিনী, তিনি নদীগণের সহিত আমাদের উদ্দেশে (আমাদের আনুকূল্যবিধানার্থ) বৃষ্টিপাতসূচক শব্দ করুন, এইরূপ অর্থ হইবে। দুর্গাচার্যের মতে—উর্বশী বা উচ্চাতে ইলা বা সা গৃণাতু (যে মাধ্যমিকা দেবতা উর্বশী অথবা ইলা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তিনি আমাদের উদ্দেশে শব্দ করুন)।

উর্বশী বা বৃহদ্দিবা মহদ্দিবা গৃণানাভ্যূর্ণ্বানা প্রভৃথস্য প্রভৃতস্যায়োরয়নস্য মনুষ্যস্য জ্যোতিষো বোদকস্য বা, সেবতাং নোহন্নস্য পুষ্টেঃ ॥ ৪ ॥

উর্বশী বা বৃহদ্দিবা—দ্বিতীয় 'উর্বশী' শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ (নিরু ৫।১৪ দ্রষ্টব্য); 'বা' শব্দ এখানেও সমুচ্চয়ার্থক—ইলা এবং উর্বশী। বৃহদ্দিবা—মহদ্দিবা (মহাদীপ্তিসম্পন্না—স্কঃ স্বাঃ);[১] দুর্গাচার্য্যের মতে 'মহৎ' শব্দ ক্রিয়া বিশেষণ—'মহৎ গৃণাতু' (গম্ভীরভাবে শব্দ করুন)—দিবা (দীপ্তিযুক্ত উদকরাশির সহিত); প্রভৃথস্য—প্রভৃতস্য (প্রকৃষ্টরূপে ভৃত বা পোষিত) আয়োঃ—অয়নস্য—অর্থাৎ অয়নশীলস্য মনুষ্যস্য জ্যোতিষঃ বা উদকস্য বা (গতিশীল মানুষের অথবা জ্যোতির অথবা উদকের)—কর্ম্মে ষষ্ঠী—আচ্ছাদনার্থক 'উর্ণু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'অভ্যূর্ণ্বানা' পদের কর্ম্ম। সিষক্তু—সেবতাম্।

৩৬। রোদসী।

রোদসী রুদ্রস্য পত্নী ॥ ৫ ॥

রোদসী রুদ্রস্য পত্নী ('রোদসী' শব্দের অর্থ রুদ্রের পত্নী)।

'রুদ্রের পত্নী' ইহার অর্থ রুদ্রের বিভূতি—মাধ্যমিকা বাক্ (বায়ুসহচারিণী বিদ্যুৎ)। রুদ্র সম্বন্ধে নিরু ১০।৬ দ্রষ্টব্য।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী রোদসী-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বৃহদ্দিতি দীপ্তিবর্ত্তাঃ সা মহাদীপ্তিরত্যর্থঃ, দিবাশব্দো দীপ্তিবচনঃ।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

রথং নু মারুতং বয়ং শ্রবস্যুমা হুবামহে।
আ যস্মিন্ তস্থৌ সুরণানি বিভ্রতী সচা মরুৎসু রোদসী ॥ ১ ॥

বয়ং (আমরা) নু (ক্ষিপ্র—তাড়াতাড়ি) মারুতং (মরুৎ-প্রেরিত) শ্রবস্যুং (শ্রবণীয়—যশস্বী) রথম্ (মেঘরূপী রথকে) আহুবামহে (আহ্বান করিতেছি), যস্মিন্ (যে মেঘে) রোদসী (রোদসী দেবী—বিদ্যুৎ) সুরণানি বিভ্রতী (সুরমণীয় বারি ধারণপূর্ব্বক) মরুৎসু সচা (মরুদ্গণের সহিত)[১] আতস্থৌ (অবস্থান করেন)।

রথং ক্ষিপ্রং মারুতং মেঘং বয়ং শ্রবণীয়মাহ্বয়ামহে, আ যস্মিন্ তস্থৌ সুরমণীয়ান্যুদকানি বিভ্রতী সচা মরুদ্ভিঃ সহ রোদসী রোদসী ॥ ২ ॥

নু=ক্ষিপ্রম্ (অবিলম্বে, তাড়াতাড়ি) মারুতং (মরুৎসম্বন্ধী অথবা মরুৎসংযুক্ত অথবা মরুৎ অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত বা চালিত) রথং=মেঘম্ ('রথ' শব্দের অর্থ মেঘ—গত্যর্থক 'রংহ্' ধাতু হইতে 'রথ' শব্দের নিষ্পত্তি), শ্রবস্যুং=শ্রবণীয়ম্ (যশস্বী বা উত্তম; 'শ্রবস' শব্দের অর্থ যশ এবং অন্ন—'অন্নপূর্ণ' অর্থ করিলেও চলিতে পারে) আহুবামহে—আহ্বয়ামহে (আহ্বান করিতেছি); যস্মিন্ আতস্থৌ—আতস্থৌ—আতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন), সুরণানি—সুরমণীয়ানি (অতি রমণীয় বা সুস্বাদ) স চা মরুৎসু=মরুদ্ভিঃ সহ (মরুদ্গণের সহিত)। রোদসী রোদসী—দ্বিরুক্তি (রোদসী শব্দের দুইবার উল্লেখ) অধ্যায় পরিসমাপ্তি সূচনা করিতেছে।

॥ পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

১। মরুৎস্থ সপ্তমী তৃতীয়ার্থে মরুদ্ভিঃ সহ (স্বঃ ব্যাঃ)

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অথাতো দ্যুস্থানা দেবতাঃ ॥ ১ ॥

অথ অতঃ দ্যুস্থানাঃ দেবতাঃ [ব্যাখ্যাস্যন্তে] (দ্যুস্থান দেবতাগণের অধিকারবশতঃ অতঃপর দ্যুস্থানদেবতাগণ ব্যাখ্যাত হইবে)।

পৃথিবীস্থান দেবতা ও মধ্যস্থান দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে দ্যুস্থান দেবতার অধিকার বা প্রকরণ; দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্নামসমূহের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইতেছে।

তাসামশ্বিনৌ প্রথমাগামিনৌ ভবতঃ ॥ ২ ॥

তাসাং (সেই দ্যুস্থান দেবতাসমূহের মধ্যে) অশ্বিনৌ প্রথমাগামিনৌ ভবতঃ (অশ্বিদ্বয় প্রথমাগামী বা প্রথম সমাগত হয়)।

নিঘণ্টুকে পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে আছে দ্যুস্থানদেবতাসমূহের নাম এই নামসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই অশ্বিদ্বয়ের নাম পরিদৃষ্ট হয়।

১। অশ্বিদ্বয়।

অশ্বিনৌ যদ্ব্যশ্নুবাতে সর্ব্বং রসেনান্যো জ্যোতিষান্যঃ। অশ্বৈরশ্বিনাবিত্যৌর্ণবাভঃ ॥ ৩ ॥

তৎ কাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে, অহোরাত্রাবিত্যেকে,
সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে, রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যৈতিহাসিকাঃ ॥ ৪ ॥

যৎ ব্যশ্নুবাতে সর্ব্বং (যেহেতু বিশেষ করিয়া সর্ব্বজগৎকে পরিব্যাপ্ত করেন) তৎ অশ্বিনৌ (সেই নিমিত্ত অশ্বিদ্বয়ের অশ্বিত্ব)—রসেন অন্যঃ জ্যোতিষা অন্যঃ (অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন পরিব্যাপ্ত করেন রসের দ্বারা এবং অন্য একজন পরিব্যাপ্ত করেন জ্যোতির দ্বারা)। অশ্বৈঃ অশ্বিনম্ (অশ্বনিমিত্ত অশ্বিদ্বয়ের অশ্বিত্ব) ইতি ঔর্ণবাভঃ (আচার্য্য ঔর্ণবাভ ইহা মনে করেন)।

তৎ (তাহা হইলে) অশ্বিনৌ (অশ্বিদ্বয়) কৌ (কাহারা) ? কেহ কেহ বলেন ইহারা দ্যাবাপৃথিবী, কেহ কেহ বলেন ইহারা অহোরাত্র (দিন ও রাত্রি), কেহ কেহ বলেন ইহারা সূর্য্য ও চন্দ্র। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ (ইহারা পুণ্যকর্ম্মা নৃপতিদ্বয়—ঐতিহাসিকগণের এই মত)।

অশ্বিদ্বয়—(১)[1] দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষলোক' (২) অহোরাত্র (৩) সূর্য্য ও চন্দ্র (৪) পুণ্যকর্ম্মা নৃপতিদ্বয়। ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে 'অশ্বিন্' শব্দের নিষ্পত্তি—(১) দ্যুলোক জ্যোতির দ্বারা এবং অন্তরিক্ষলোক অনুরূপ রসের দ্বারা[2] পৃথিবী-লোককে পরিব্যাপ্ত করে (২) দিবস জ্যোতির দ্বারা এবং রাত্রি অবস্থায় রস অর্থাৎ শিশির বা হিমের দ্বারা পরিব্যাপ্ত রে (৩) সূর্য্য জ্যোতির দ্বারা এবং চন্দ্র আহ্লাদাখ্য রসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে। ব্যশ্নুবাতে (পরিব্যাপ্ত করে)—ইহার কর্ম্ম 'কৃৎস্নং জগৎ'। চতুর্থ পক্ষে ব্যুৎপত্তি হইবে—নৃপদ্বয় অশ্বী, যেহেতু তাঁহাদের বিশিষ্ট অশ্বসমূহ রহিয়াছে। প্রথম তিন পক্ষ নৈরুক্তগণের এবং চতুর্থ পক্ষ ঐতিহাসিকগণের।

অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন মধ্যম (মধ্যস্থান দেবতা) আর একজন উত্তম (দ্যুস্থান দেবতা)। ইঁহাদের স্তুতি হয় অবিযুক্তভাবে—পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি ইঁহাদের নাই, স্বতন্ত্রভাবে এক এক অশ্বীর স্তুতি কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। এই জন্যই যিনি মধ্যম তাঁহার অন্তরিক্ষস্থান দেবতার মধ্যে সমাম্নান (পাঠ) নাই।

অশ্বিদ্বয় অহোরাত্র—এই পক্ষই আচার্য্য যাস্কের অভিমত বলিয়া মনে হয়। অহোরাত্র বলিতে এখানে সারাদিন এবং সারারাত্রি নহে—কিন্তু অর্দ্ধরাত্রের পরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কাল তাহা। ইহা অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ—অন্ধকার অনুপ্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে, জ্যোতি অভিভূত হয়, অন্ধকারেরই প্রাধান্য ঘটে এবং জ্যোতি অনুপ্রবিষ্ট হয় অন্ধকারে, অন্ধকার অভিভূত হয়, জ্যোতিরই প্রাধান্য ঘটে। প্রধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম অর্থাৎ ইহাই মধ্যমের রূপ এবং প্রধানীভূত জ্যোতির্ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ।[3] মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে—অবশেষে দিবারাত্রির সন্ধিকালে (অতি প্রত্যূষে) মধ্যমের মধ্যমত্ব বিলীন হইয়া যায়, আদিত্যের রূপে তাহার পরিণতি ঘটে।[4] মধ্যম এবং উত্তম (অন্ধকারভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ)—ইহারাই অর্থাৎ ইহাদেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিশব্দ বাচ্য। পরবর্ত্তী কতিপয় সন্দর্ভ হইতে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

১। নির্ ১১।৩৭ দ্রষ্টব্য।

২। রসেনান্যঃকর্ণেন (স্ক: স্বা:) : অন্তরিক্ষ বা মধ্যমলোক বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা ভূলোককে অনুপরিব্যাপ্ত করে।

৩। তত্র যত্তমোঽনুপ্রবিষ্টঃ জ্যোতিষি তদ্ভাগো মধ্যমঃ তন্মধ্যমস্য রূপম্, যজ্জ্যোতিস্তমসি অনুপ্রবিষ্টং তদ্ভাগ তদ্রূপম্ আদিত্যঃ (দুঃ)।

৪। তৎকালেন মধ্যস্থানস্য হীয়মানরূপত্বাৎ দ্যুস্থানস্য চ বর্দ্ধমানরূপত্বাৎ, অতোঽনয়োঃ চ দ্যুস্থান-দেবতারূপান্তরসংস্থানাদিতি (দুঃ)।

তয়োঃ কাল উর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভাবস্যানুবিষ্টম্ভমনু, তমোভাগো হি মধ্যমঃ জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ ॥ ৫ ॥

তয়োঃ কালঃ (অশ্বিদ্বয়ের কাল) অর্দ্ধরাত্রাৎ উর্দ্ধম্ (অর্দ্ধরাত্রের পর) প্রকাশীভাবস্য (প্রকাশীভাবের অর্থাৎ জ্যোতির) অনুবিষ্টম্ভম্ অনু (অন্ধকারে অনুপ্রবেশের পরক্ষণেই); তমোভাগো হি মধ্যমঃ (অন্ধকারভাগই মধ্যম) জ্যোতির্ভাগঃ আদিত্যঃ (জ্যোতির্ভাগ আদিত্য)।

পূর্ব্ববর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী উদ্ধৃত ঋক্‌টী অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বসাতিষু স্ম চরথোঽসিতৌ পেত্বাবিব।
কদেদমশ্বিনা যুবমভি দেবাঁ আগচ্ছতম্ ॥ ১ ॥

বসাতিষু[১] (রাত্রিতে) অসিতৌ পেত্বৌ ইব (কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ডদ্বয়ের ন্যায়)[২] চরথঃ স্ম[৩] (বিচরণ করিয়া থাক), অশ্বিনৌ (হে অশ্বিদ্বয়), কদা (কখন) ইদং (আমাদের এই যজ্ঞকর্ম্মে)[৪] দেবান্ অভি আগচ্ছতম্ (সমাগত দেবগণের অভিমুখে তুমি সমাগত হইবে)?

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা—এই যে ঋক্‌টী, পাঠমাত্রেই ইহা ব্যাখ্যাত হইল।

মন্ত্রটী সহজবোধ্য—পাঠ করিলেই ইহার অর্থপ্রতীতি হয়; কাজেই ভাষ্যকার আর ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

[বসাতিষু স্ম চরথা বসাতয়ো রাতয়ো বসন্তে স্মা ইতরেতরা তয়োঃ। বক্তের্বা বহতের্বা সিতৌ পেত্বাবিব। অপেত্বা বুত্রহণঃ সুরাতয়োঃ।][৫]

তয়োঃ সমানকালয়োঃ সমানকর্ম্মণোঃ সংস্তুতপ্রায়য়োঃ অসংস্তবেনৈষোঽর্দ্ধর্চো ভবতি ॥ ৩ ॥

সমানকালয়োঃ সমানকর্ম্মণোঃ সংস্তুতপ্রায়য়োঃ তয়োঃ (সমানকাল সমানকর্ম্মা এবং প্রায়ই সহস্তুত এই অশ্বিদ্বয়ের) অসংস্তবেন (পৃথক্ স্তুতি প্রদর্শনার্থ) এষঃ অর্দ্ধর্চঃ ভবতি (বক্ষ্যমাণ মন্ত্রার্দ্ধ উদাহৃত হইতেছে)।

অশ্বিদ্বয় সমানকাল (পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদের ৪র্থ ও ৫ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); ইঁহারা তুল্যকর্ম্মা (হবিঃসাধন যাগকর্ম্ম উভয়ের পক্ষেই তুল্য[৬] এবং প্রায়ই ইঁহারা সহস্তুত—কচিৎ যে ইঁহাদের পৃথক্ স্তুতি পরিদৃষ্ট হয় তাহা ব্যভিচারমাত্র। ঈদৃশ ব্যভিচার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই একটী মন্ত্রার্দ্ধ উদ্ধৃত হইতেছে। ইঁহারা যে সমানকর্ম্মা, সমানকাল এবং সহস্তুত—তদ্বিষয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১। বসন্তি প্রাণিনো যাসু তা বসাতয়ো রাত্রয়স্তাসু (স্কঃ স্বাঃ)।

২। মেঘের বর্ণসাদৃশ্য নিবন্ধন অনুক্ত হইল—পেত্বশব্দো মেঘবচনঃ, মেঘাবিব বর্ণসারূপ্যেণ কেনচিদ দৃশ্যমানাবিতি ভাবঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। স্ম শব্দ পদপূরণার্থ—স্মশব্দঃ পূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। ইদমস্মৎকর্ম্ম (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। এই অংশ বহু পুস্তকেই পরিদৃষ্ট হয় না; স্কন্দস্বামী কিংবা দুর্গাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহার সুসঙ্গত অর্থও হয় না; ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

৬। হবিঃসাধনং যদ্ যাগকর্ম্ম তদপি সমানং যয়োঃ (স্কঃ স্বাঃ); রাত্রিতে অনুষ্ঠেয় অতিরাত্রসোমযাগে সোম এবং দ্বিকপাল পুরোডাশ উভয়ের জন্য তুল্যরূপে উদ্দিষ্ট হয়—উভয়োরপি তয়োরেকং কর্ম্ম—তিরো অহ্ন্যাঃ সোমঃ আশ্বিনশ্চ দ্বিকপালঃ (দুঃ)। অথবা সোমপান ইঁহাদের উভয়েরই তুল্যকর্ম্ম।

বাসাত্যোঽহন্য উচ্যত উষঃপুত্রস্তবান্য ইতি ॥ ৪ ॥

বাসাত্যঃ অন্য উচ্যতে (অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন বসাতির অর্থাৎ রাত্রির পুত্র বলিয়া কথিত হন) উষঃ পুত্রঃ তব অন্যঃ ইতি (উষসঃ তব পুত্রঃ অন্যঃ—এবং আর একজন কথিত হন তোমার—অর্থাৎ উষার পুত্র বলিয়া)।

রাত্রির পুত্র—মধ্যম, উষার পুত্র—উত্তম (আদিত্য)। এই মন্ত্রার্দ্ধে অশ্বিদ্বয়ের বিযুক্ত রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাদের যে স্তুতি বা প্রকথন হইয়াছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে, সংযুক্তরূপে নহে—অশ্বিনৌ (অশ্বিদ্বয়) বলিয়া নহে। উষার পরেই আদিত্যের জন্ম হয়—উষার পুত্র বলিতে আদিত্যকেই বুঝাইতেছে এবং তৎসমভিব্যাহারে কথিত হইয়াছে বলিয়া বসাতির বা রাত্রির পুত্র বলিতেও মধ্যমকেই বুঝাইবে। পুত্রস্তবান্যঃ—এই স্থলে 'পুত্রস্বন্যঃ', 'পুত্রস্তবন্যঃ' এইরূপ পাঠও পরিদৃষ্ট হয় ; 'উষঃপুত্রস্বন্যঃ'—এই পাঠ ভাল বলিয়া মনে হয়।

বসাতি জনপদবিশেষেরও নাম। 'বসাতিষু স্ম চরথঃ'—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকগণের অভিমত পক্ষ (অশ্বিদ্বয়—পুণ্যকর্ম্মা নৃপতিদ্বয়) অবলম্বন করিয়াও করা যাইতে পারে। যথা—বসাতি দেশাধিপতি পুণ্যকর্ম্মা কোনও নৃপতিদ্বয়কে যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া কেহ বলিতেছেন "হে অশ্বিদ্বয় (অশ্বসমৃদ্ধসম্পন্ন নৃপতিদ্বয়) যে তোমরা বসাতিদেশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় তুল্যবেশ ধারণপূর্ব্বক বিচরণ কর, সেই তোমরা এই দেবস্থানে বর্ত্তমান দেবগণের অভিমুখে কখন আগমন করিলে ?"

বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু মন্ত্রার্থ দেবতাবিষয়েই প্রযোজ্য, নৃপতিবিষয়ে নহে—ইহাও 'বাসাত্যোঽন্য উচ্যত উষঃপুত্রস্তবান্যঃ' এই মন্ত্রার্দ্ধদ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

তয়োরেষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তয়োঃ এষা অপরা ভবতি (এই অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

অশ্বিদ্বয় যে মধ্যমস্থান এবং উত্তমস্থান দেবতা তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই ঋক্মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহেহ জাতা সমবাবশীতামরেপসা তন্বা নামভিঃ স্বৈঃ।
জিষ্ণুর্বামন্যঃ সুমখস্য সূরির্দিবো অন্যঃ সুভগঃ পুত্র উহে ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৮১।৪)

[অশ্বিদ্বয়] ইহ ইহ জাতা (এই এই স্থানে অর্থাৎ মধ্যম ও উত্তম স্থানে জন্মিয়াছেন) অরেপসা তন্বা (পাপশূন্য শরীরহেতু) [এবং] স্বৈঃ নামভিঃ (অশ্বিনৌ, নাসত্যৌ, দস্রৌ —ইত্যাদি স্বীয় নামসমূহের দ্বারা) সমবাবশীতাম্ (পুনঃপুনঃ সংস্তুত হইয়া থাকেন);[১] [হে অশ্বিদ্বয়] বাম্ অন্যঃ (তোমাদের একজন) জিষ্ণুঃ (জয়শীল) [এবং] সুমখস্য সূরিঃ (শত্রুগণের প্রতি সুমহৎ বলের প্রেরক)[২], দিবঃ সুভগঃ পুত্রঃ (দ্যুলোকের সৌভাগ্যশালী বা শোভনধনবিশিষ্ট পুত্র)[৩], অন্যঃ (তোমাদের আর একজন) উহে (উহ্যতে— রথ অশ্ব অথবা বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে)।

ইহ চ ইহ চ জাতৌ ॥ ২ ॥

ইহেহ—ইহ চ ইহ চ (এই এই স্থানে অর্থাৎ মধ্যম ও উত্তম স্থানে—অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে) জাতা—জাতৌ (তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ)।

সংস্তূয়েতে পাপেনালিপ্যমানয়া তন্বা নামভিশ্চ স্বৈঃ ॥ ৩ ॥

সমবাবশীতাম্—সংস্তূয়েতে (সংস্তুত হন)—অরেপসা তন্বা—পাপেন অলিপ্যমানয়া তন্বা (পাপালিপ্ত অর্থাৎ পাপপরিশূন্য শরীর নিবন্ধন) নামভিশ্চ স্বৈঃ (এবং স্বীয় নাম-সমূহের দ্বারা)—অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি হইয়া থাকে তাঁহাদের নিষ্পাপ শরীর এবং নাসত্য দস্র প্রভৃতি নামসমূহের সমুল্লেখপূর্ব্বক।

জিষ্ণুর্বামন্যঃ সুমহতো বলস্যেরয়িতা মধ্যমো দিবো অন্যঃ সুভগঃ পুত্রঃ উহ্যত আদিত্যঃ ॥ ৪ ॥

জিষ্ণুঃ বাম্ অন্যঃ (তোমাদের মধ্যে একজন জয়শীল); [এবং] সুমখস্য সূরিঃ= সুমহতঃ বলস্য ঈরয়িতা মধ্যমঃ (শত্রুর প্রতি সুমহৎ বলপ্রেরক মধ্যমস্থান দেবতা প্রচণ্ড বলশালী), দিবঃ অন্যঃ সুভগঃ পুত্রঃ আদিত্যঃ (আর একজন দ্যুলোকের পুত্র—রশ্মি-রূপ ধনের অধিপতি উত্তমস্থানদেবতা আদিত্য), উহে—উহ্যতে (বায়ুর দ্বারা অথবা রথে

১। কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতুর রূপ—সমাসক্তার্থং পুন পুনর্বাবশেতে স্তূয়েতে ইত্যর্থঃ (স্কঃ খাঃ)।
২। সুমহতো বলস্যেরয়িতা শত্রূন্ (দুঃ)।
৩। সুভগঃ সুধনঃ (স্কঃ খাঃ।

বা অশ্বে পরিচালিত হয়—'বহ' ধাতুর লিট্ আত্মনেপদের রূপ 'ঊহে'; ইহারই ব্যাখ্যা 'উহ্যতে')।[১]

তয়োরেষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তয়োঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত অপর একটী ঋক্ অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধেই হইতেছে)।

উক্ত হইয়াছে যে অশ্বিদ্বয় প্রায়ই সহস্তুত এবং তাঁহারা সমানকর্ম্মা এবং সমানকাল; ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই অপর একটী ঋক্মন্ত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বহু পুস্তকে 'উহ্যতে' পাঠ আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাতর্যুজা বিবোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্।
অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১ ॥

(ঋ—১।২২।১)

[হে অধ্বর্যো] প্রাতর্যুজা অশ্বিনৌ (প্রাতঃকালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ যাঁদের হবি এবং স্তুতি প্রাতঃকালেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ঈদৃশ অশ্বিদ্বয়কে) বিবোধয় (যজমানের যজ্ঞে গমনার্থ বিস্পষ্ট স্তুতির দ্বারা জাগরিত কর); [তাঁহারা] অস্য সোমস্য পীতয়ে (এই সোম পান করিবার নিমিত্ত) আ+ইহ গচ্ছতাম্ (ইহ আগচ্ছতাম্—যজ্ঞগৃহে আগমন করুন)।

প্রাতর্যোগিনৌ বিবোধয়াশ্বিনাবিহাগচ্ছতামস্য সোমস্য পানায় ॥ ২ ॥

প্রাতর্যুজৌ—প্রাতর্যোগিনৌ (প্রাতঃকালের সহিত যোগসম্পঃ—মাত্র প্রাতঃকালেই যাঁহাদের উদ্দেশে হবিঃ-প্রদান এবং স্তুতি করা হয়), বিবোধয় অশ্বিনৌ ; আ ইহ গচ্ছতাম্—ইহ আগচ্ছতাম্ ; পীতয়ে=পানায় (পানের নিমিত্ত)।

তয়োরেষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তয়োঃ এষা অপরা ভবতি (সেই অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত করা হইতেছে)।

প্রাতঃকালেই মাত্র অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যাগ করা হইয়া থাকে—ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই অপর একটি ঋকের অবতারণা করা হইতেছে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাতর্যজধ্বমশ্বিনা হিনোত ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টম্।
উতান্যো অস্মদ্ যজতে বি চাবঃ পূর্বঃ পূর্বো যজমানো বনীয়ান্॥ ১ ॥

(ঋ—৫।৭৭।২)

[হে ঋত্বিক্‌গণ] অশ্বিনৌ প্রাতঃ যজধ্বম্ (প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর)—হিনোত (হবি এবং স্তুতি প্রেরণ কর);[১] ন সায়ম্ অস্তি দেবয়া (সায়ংকালে যজ্ঞের প্রতি অশ্বিদ্বয়ের গতি হয় না[২], অথবা—সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞ নাই) অজুষ্টম্ (যদিও বা সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়, তাহা অশ্বিদ্বয় কর্তৃক সেবিত হয় না—তাহা অশ্বিদ্বয়ের অপ্রিয়); উত অস্মৎ অন্যঃ যজতে (আর আমাদের ছাড়া অন্যেও যাগ করে) বি চ অবঃ (এবং হবির দ্বারা তর্পিত করে)[৩] পূর্বঃ পূর্বঃ যজমানঃ বনীয়ান্ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব যাগকর্ত্তা ফলভোক্তা হয়)।[৪]

প্রাতর্যজধ্বমশ্বিনৌ প্রহিণুত ন সায়মস্তি দেবেজ্যা ॥ ২ ॥

প্রাতঃ যজধ্বম্ অশ্বিনৌ; হিনোত=প্রহিণুত (প্রেরণ কর)—ইহার কর্ম্ম হবিঃ এবং স্তুতি—উহ্য। ন সায়ম্ অস্তি দেবয়া=ন সায়মস্তি দেবেজ্যা (সায়ংকালে দেবেজ্যা অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে নাই); দেবয়া=দেবযাগ=দেবেজ্যা।

অজুষ্টমেতৎ, অপ্যন্যো অস্মদ্ যজতে, বি চাবঃ, পূর্বঃ পূর্বো যজমানো বনীয়ান্ বনয়িতৃতমঃ ॥ ৩ ॥

অজুষ্টম্ এতৎ (সায়ংকালে যদি কেহও যজ্ঞ করে তাহা অশ্বিদ্বয় কর্তৃক অজুষ্ট হয় অর্থাৎ তাহা অশ্বিদ্বয় কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না)—এই ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামীর মতে; অজুষ্টম্=অজুষ্টা (অপ্রিয়)—'দেবয়া' পদের বিশেষণ।[৫] বি চ অবঃ=ব্যবয়তি চ (এবং হবির্দানাদি দ্বারা তর্পিত করে)—'অব' ধাতু এখানে তৃপ্ত্যর্থক; বনীয়ান্=বনয়িতৃতমঃ (নিরতিশয় ফলভোক্তা—সম্ভক্ত্যর্থক 'বন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)—যে যজমান পূর্ব্বে হবিঃপ্রদান করেন, অশ্বিদ্বয় তাঁহার প্রতিই সন্তুষ্ট হন, তাহারই হবিঃ গ্রহণ করেন এবং সেই যজমানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলভাগী হয়।

১। তৌ প্রতি স্তুতীর্হবীংষি চ গময় (দুঃ)।

২। দেবৌ অশ্বিনৌ তয়োর্যা যানং (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। বি চ অবঃ ব্যবয়তি চ তর্পয়তি হবির্ভিঃ (দুঃ)।

৪। বনীয়ান্ বনয়িতৃতমঃ সংভক্তৃতমঃ (দুঃ)।

৫। যদ্ অজুষ্টং লিঙ্গব্যত্যয়ঃ, অজুষ্টা অপ্রিয়াসাবশ্বিনোঃ।

তয়োঃ কালঃ সূর্যোদয়পর্যন্তস্তস্মিন্নন্যা দেবতা ওপ্যন্তে ॥ ৪ ॥

তয়োঃ কালঃ সূর্যোদয়পর্যন্তঃ (অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিকাল সূর্যোদয়পর্যন্ত), তস্মিন্ (সেই কালে) অন্যাঃ দেবতাঃ ওপ্যন্তে (অন্য কয়েকটী দেবতার আবাপ অর্থাৎ স্তুত্যরূপে সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়)।[১]

সূর্যোদয় পর্যন্ত অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিকাল ; সূর্যোদয়ের পর যাগকাল। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিকালে আশ্বিনশস্ত্রে স্তুত অন্য কয়েকটী দেবতার আবাপ হয়। এই দেবতাদের নাম —উষা, সূর্যা, সরণ্যু, ত্বষ্টা সবিতা এবং ভগ।

২। উষাঃ (উষস্)।

উষা বষ্টেঃ কান্তিকর্ম্মণ উচ্ছতেরিতরা মাধ্যমিকা ॥ ৫ ॥

উষাঃ ('উষস্' শব্দ) কান্তিকর্ম্মণঃ বষ্টেঃ (কান্ত্যর্থক অর্থাৎ ইচ্ছার্থে বর্তমান 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), ইতরা মাধ্যমিকা (মধ্যমস্থানদেবতা অন্য উষা) উচ্ছতেঃ (বিবাসনার্থক 'উচ্ছ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

দ্যুস্থানা উষা কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উষা কান্তা অর্থাৎ কমনীয়া বা অভীপ্সিতা ; মধ্যমস্থানা উষা—বিদ্যুৎ—বিবাসনার্থক উচ্ছ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; বিদ্যুৎ মেঘ হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাসিত) করে অথবা মেঘ হইতে ইন্দ্র কর্তৃক বিবাসিত বা নিষ্কাসিত হয়। নির্ ২।১৮ দ্রষ্টব্য।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী উষার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ওপ্যন্তে=আ+উপ্যন্তে—আবাপবিশিষ্ট করা হয় ; আবাপ শব্দের অর্থ— অনুক্তের সম্বন্ধন অর্থাৎ যাহারা অনুক্ত দেবতা তাহাদিগকে স্তুত্যরূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট করা। ওপ্যন্তে=স্তুত্যত্বেন সম্বধ্যন্তে স্তূয়ন্তে ইত্যর্থঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি।
যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৯২।১৩ ; শুক্ল-যজুঃ—৩৪।৩৩)

বাজিনীবতি **উষঃ** (হে অন্নবতি অথবা ধনসম্পন্নে উষা দেবি !) অস্মভ্যং (আমাদিগকে) **চিত্রম্** আভর (বিচিত্র ধন প্রদান কর), যেন (যে ধনের দ্বারা) তোকং চ তনয়ং চ (পুত্র পৌত্রকে) ধামহে (পালন করিতে পারি) ।

উষস্তচ্চিত্রং চায়নীয়ং মংহনীয়ং ধনমাহরাস্মভ্যমন্নবতি যেন পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ দধীমহি ॥ ২ ॥

চিত্রং—চায়নীয় (বিচিত্র বা আশ্চর্য্যকারী)[১] মংহনীয় (আদরনীয়—পূজনীয়), বাজিনীবতি—অন্নবতি (অন্নসমৃদ্ধিসম্পন্নে), তোকং চ তনয়ং চ—পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ (পুত্র পৌত্রগণকে)[২], ধামহে=দধীমহি (যেন পালন বা পোষণ করিতে পারি) ।

তস্যা এষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ উষার সম্বন্ধে উদ্ধৃত হইতেছে) ।

যে ঋক্‌টী ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতে উষা যে দ্যুস্থানা তদ্বিষয়ে স্পষ্ট কোনও প্রমাণ নাই। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা করা হইতেছে, তাহাতে উষার দ্যুস্থানত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। চিত্রং চায়নীয়মাশ্চর্যকারি (মহীধর)।

২। তোক শব্দ এবং তনয় শব্দ উভয়েই অপত্যবাচী ; কিন্তু এখানে তোক শব্দে পুত্রকে এবং তনয় শব্দে পৌত্রকে বুঝাইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্দ্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৯২।১)

এতাঃ উ ত্যাঃ উষসঃ (এই সেই বহুপরিচিতা উষা দেবী) কেতুম্ অক্রত (সর্ব্বলোকের প্রজ্ঞান উৎপন্ন করেন), রজসঃ পূর্বে অর্দ্ধে (অন্তরিক্ষলোকের পূর্বার্দ্ধে) ভানুং (ভানুনা—স্বীয় প্রকাশ বা দীপ্তিদ্বারা)[১] অঞ্জতে (সর্ব্বপদার্থ সুব্যক্ত করেন)—ধৃষ্ণবঃ আয়ুধানি নিষ্কৃণ্বানাঃ ইব (শত্রুর অভিভবকারী যোদ্ধৃগণ যেরূপ খড়্গাদি আয়ুধসমূহ কোশ হইতে সমাকর্ষণ করিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন);[২] গাবঃ (গতিস্বভাবা) অরুষীঃ (দীপ্তিমতী) মাতরঃ (প্রকাশ বা জ্যোতির জনয়িত্রী) [উষসঃ] (উষা দেবী) প্রতিযন্তি (আদিত্যের প্রতি গমন করেন)।

ধৃষ্ণবঃ আয়ুধানি নিষ্কৃণ্বানা ইব—যোদ্ধৃগণ যেরূপ আয়ুধসমূহের সংস্কার সাধন করেন অর্থাৎ মাজিয়া ঘষিয়া তাহা উজ্জ্বল করেন, উষাও সেইরূপ স্বীয় দীপ্তির দ্বারা জগতের ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন ; এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকারসম্মত (৫ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

এতাস্তা উষসঃ কেতুমকুষত প্রজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

এতা উ ত্যাঃ উষসঃ=এতাঃ তাঃ উষসঃ (এই সেই উষা যাহার সহিত আমরা প্রতিদিন পরিচিত ; ত্যাঃ=তাঃ, উকার পদপূরণার্থ); কেতুম্ অক্রত=কেতুম্ অকুষত (প্রজ্ঞান উৎপন্ন করেন ; উষার প্রকাশে সর্ব্ব পদার্থ প্রকাশিত হয়—সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান উষার আলোকের উপরই নির্ভর করে ; অকুষত=কুর্ব্বন্তি)। কেতুম্=প্রজ্ঞানম্।

একস্যা এব পূজনার্থে বহুবচনং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

একস্যাঃ এব ......(এক উষারই পূজনার্থে বহুবচন হইতে পারে)।

উষা বস্তুগত্যা এক হইলেও তাহার বহুবচনান্ত প্রয়োগ (উষসঃ) উপপন্ন হইতে পারে পূজ্যত্বনিবন্ধন—যেমন 'ভবন্তো মে গুরবঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ।

পূর্ব্বে অর্দ্ধে অন্তরিক্ষলোকস্য সমঞ্জতে ভানুনা ॥ ৪ ॥

রজসঃ=অন্তরিক্ষলোকস্য ; ভানুম্ অঞ্জতে=ভানুনা সমঞ্জতে (দীপ্তিদ্বারা সম্যক্ ব্যক্ত করেন ; ভানুং=ভানুনা—তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়া ; অঞ্জতে=সমঞ্জতে—'অঞ্জ' ধাতু ব্যক্ত্যর্থক)।

১। ভানুমিতি দ্বিতীয়া তৃতীয়ার্থে—ভানুনা ব্যঞ্জয়ন্তি স্বয়া ভাসা সর্ব্বং ব্যক্তীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ (সঃ ভাঃ)।

২। কৃণোতিরত্র সামর্থ্যাৎ কর্ষণার্থঃ। ধৃষ্ণবো ধর্ষয়িতারো যোদ্ধারঃ কোশেভ্যঃ খড়্গাদীনি কর্ষন্তো ব্যক্তীকুর্ব্বন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ (সঃ ভাঃ)।

নিষ্কৃথানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ, নিরিত্যেষ সমিত্যেতস্য স্থানে ॥ ৫ ॥

নিষ্কৃথানাঃ·········'নির্' ইত্যেষঃ 'সম্' ইত্যেতস্য স্থানে (নিষ্কৃথানাঃ'—এই 'পদে নির্, এই উপসর্গটা 'সম্' এই উপসর্গের স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে)।

নিষ্কৃথানাঃ = সংস্কর্ত্তারঃ—যোদ্ধৃগণ স্ব স্ব আয়ুধের সংস্কার সাধন করেন, ঘষিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করেন; উষাও স্বীয় দীপ্তির দ্বারা সর্ব্ব জগতের ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন।

'এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব' (ঋ—১০।৩৪।৫) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

এষাং নিষ্কৃতং (এই অক্ষসমূহের সংস্কৃত প্রদেশে অর্থাৎ দ্যূতস্থানে) এমি ইৎ (যাইবই) জারিণী ইব (দুশ্চরিত্রা ব্যভিচারিণী নারী যেরূপ সংকেতস্থানে গমন করে) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বৈদিক বাক্যও আছে)।

উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে নিষ্কৃত শব্দের অর্থ সংস্কৃত। নির্ = সম্—এতৎপ্রামাণ্যে বৈদিক বাক্যও উদ্ধৃত হইল।

প্রতি যন্তি গাবো গমনাৎ, অরুষীরারোচনাৎ, মাতরো ভাসো নির্মাত্র্যঃ ॥ ৭ ॥

প্রতি যন্তি (প্রতিগমন করে)—উষার উদ্ভব সূর্য্য হইতে, সূর্য্য হইতেই উষার আগমন; সূর্য্যের দিকেই উষার প্রতিগমন হয়, সূর্য্যেই উষার বিলয় সাধিত হয়।[১] গাবঃ গমনাৎ—গো শব্দ গমনার্থক 'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; গাবঃ = গমনস্বভাবা। অরুষীঃ আরোচনাৎ—অরুষী শব্দ আ + দীপ্ত্যর্থক 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অরুষীঃ = প্রকাশমানা উষা। মাতরঃ—নির্ম্মাণার্থক 'মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; মাতরঃ = ভাসঃ নির্মাত্র্যঃ (প্রকাশ বা জ্যোতির নির্ম্মাণকারিণী বা জনয়িত্রী)।

৩। সূর্য্যা।

সূর্য্যা সূর্য্যস্য পত্নী। এষৈবাভিসৃষ্টকালতমা ॥ ৮ ॥

সূর্য্যা সূর্য্যস্য পত্নী (সূর্য্যা শব্দের অর্থ সূর্য্যের পত্নী)। এষা এব অভিসৃষ্টকালতমা (এই উষাই কাল গত হইলে সূর্য্যোদয়কালের অতি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সূর্য্যারূপে পরিণত হন)।[২]

১। যত আগতাস্তত্রৈব প্রতিগচ্ছন্তি। যত আদিত্যাদুৎপন্নাস্তত্রৈব প্রলীয়ন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। যথা সূর্য্যস্যোদয়কালং প্রতি অভিসৃষ্টতমা ভবতি তথা তথা সৈষা উষাঃ সূর্য্যা সম্পদ্যতে (দুঃ); আদিত্যোদয়কালং প্রত্যভিসৃতকালতমা (স্কঃ স্বাঃ)।

উদয়প্রাক্‌ক্ষণবর্ত্তী আদিত্যের নাম সূর্য্য—তৎসহচারিণী উষঃ-প্রভা সূর্য্যা। কাজেই আচার্য্য বলিতেছেন—উষাই কালাতিক্রমে সূর্য্যোদয়ের অতিনিকটবর্ত্তিনী হইয়া সূর্য্যা নামে অভিহিতা হন। মোটের উপর অরুণোদয় পূর্ব্ববর্ত্তিনী অধিকতর প্রকাশসম্পন্না উষাই সূর্য্যা।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সূর্য্যাসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্য্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৮৫।২০)

সূর্য্যে (হে সূর্য্যে) সুকিংশুকং (ত্রিলোকাবভাসক) শল্মলিং (নির্ম্মল) বিশ্বরূপং (সর্ব্বরূপসম্পন্ন) হিরণ্যবর্ণং (হিরণ্যোপমবর্ণ অথবা হিরণ্যবৎ বরণীয়) সুবৃতং (শোভনগতি অথবা শোভনরশ্মিপরিবৃত)[1] সুচক্রম্ (সুদীপ্ত)[2] অমৃতস্য লোকম্ আরোহ (আদিত্যমণ্ডলে আরোহণ কর)[3], স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ (পতিভূত আদিত্যের নিমিত্ত সুখকে বহতু বা মাঙ্গলিক দ্রব্য[4] কর ; অথবা—সুখে সর্ব্বপালক আদিত্যে অনুপ্রবেশ কর—বহতু—বহন—অনুপ্রবেশ—একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, পত্যে সপ্তম্যর্থে চতুর্থী)।

সূর্য্যপ্রভাকে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋষি বলিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্যপ্রভা ও সূর্য্যমণ্ডলের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যপ্রভার অনুপ্রবেশ কল্পনামাত্র। নৈরুক্তগণের মতে মন্ত্রার্থ বিবৃত হইল।

সুকাশনং শন্নমলং সর্ব্বরূপম্, অপি বোপমার্থে স্যাৎ—সুকিংশুকমিব শল্মলিমিতি ; কিংশুকং ক্রংশতেঃ প্রকাশয়তিকর্ম্মণঃ ॥ ২ ॥

সুকিংশুকং—সুকাশনম্ (উত্তমরূপে প্রকাশসম্পাদক); শল্মলিং—শন্নমলম্ (মলনির্ম্মুক্ত বা নির্মল—বিশরণার্থক 'শদ' ধাতু হইতে শন্নশব্দ নিষ্পন্ন ; শন্ন+মল—শল্মলি); বিশ্বরূপং=সর্ব্বরূপম্ (সর্ব্বরূপসম্পন্ন)। অপি বা উপমার্থে স্যাৎ (অথবা 'সুকিংশুকং শল্মলিম্' উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে), সুকিংশুকং শল্মলিম্=সুকিংশুকম্ ইব শল্মলিম্ (উত্তমবর্ণ পলাশপুষ্পের ন্যায় সুদৃশ্য শল্মলিবিকার রথে অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত শল্মলিকাষ্ঠনির্ম্মিত রথে—শল্মলিশব্দঃ শল্মলিবিকারভূতে রথে বর্ত্ততে, বিচিত্রবর্ণাঙ্কণঃ

১। সুবৃতং সুবর্তনং সুগমনং সুগমনং শোভনগমনমিত্যর্থঃ (স্কঃ খাঃ) ; শোভনৈর্বা রশ্মিভির্বৃতম্ (দুঃ)।

২। সুচক্রং সুক্রমণং সুদীপ্তম্ (দুঃ)।

৩। অমৃতস্য লোকমাদিত্যম্ (স্কঃ খাঃ); আরোহ অনুপ্রবিশেত্যর্থঃ (স্কঃ খাঃ)।

৪। বহতু=বিবাহে মাঙ্গল্য দ্রব্য—বিবাহে মাঙ্গল্যার্থ বরের সম্মুখে যে হরিদ্রাগুড়াদি মঙ্গলদ্রব্য স্থাপিত হয়, তাহার নাম বহতু। প্রজাপতি সূর্য্যাকে সোমের উদ্দেশে সম্প্রদানার্থ উদ্যত হইয়া কন্ সহস্রকে সেই কন্যার 'বহতু' করিয়াছিলেন (ঐত ব্রা. ৪।১৭।১—রামেন্দ্রসুন্দর)। পত্যে পতিভূতায়াদিত্যায় (স্কঃ খাঃ)। স্যোন=সুখ (নিঘ ৩।৬)। সুখকে আদিত্যের বহতু বা মাঙ্গলিক দ্রব্য কর—সূর্য্যোদয়ে জগতের যে সুখ বা আনন্দ তাহাই সূর্য্যের মাঙ্গলিক দ্রব্য হউক, ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য্য।

নবম পরিচ্ছেদ

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে।

ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৮৬।১৩)

বৃষাকপায়ি (হে বৃষাকপায়ি) রেবতি (হে ধনবতি) সুপুত্রে (হে সুপুত্রে) আৎ উ সুস্নুষে (হে সুন্দর পুত্রবধূসমন্বিতে) ইন্দ্রঃ তে উক্ষণঃ ঘসৎ (ইন্দ্র অর্থাৎ আদিত্য[1] তোমার বৃষ্ট হিমকণাসমূহকে ভক্ষণ করুন—বিশোষিত করুন), প্রিয়ং কাচিৎকরং হবিঃ [কুরুষ] (ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রিয় এবং অতি সুখকর হিমকণারূপ উদক হবি নিষ্পন্ন কর)[2], বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (ইন্দ্র সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।[3]

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্রে মধ্যমেন, সুস্নুষে মাধ্যমিকয়া বাচা ॥ ২ ॥

বৃষাকপায়ি রেবতি (হে বৃষাকপায়ি, হে রেবতি। রেবতী শব্দের অর্থ রশ্মিমতী অর্থাৎ ধনবতী ; উষাকে বাজিনীবতী অর্থাৎ ধনবতী বা অন্নবতী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুপুত্রে মধ্যমেন (বৃষাকপায়ীকে সুপুত্রা বলা হইয়াছে—মধ্যম অর্থাৎ ইন্দ্রের দ্বারা); মধ্যম বা ইন্দ্রই বৃষাকপায়ীর পুত্র ; স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই বলেন—রসহরণ ধর্ম্ম ইন্দ্রের আছে। পুত্র যেরূপ মাতার রসহরণ (দুগ্ধ পান) করে, মধ্যমও সেইরূপ বৃষাকপায়ীর রস (শিশির কণা বা ওস) হরণ করে—বিশোষিত করে ; এবং এতদুভয়ের সহস্থানতা বা সাহচর্য্যও আছে ; কাজেই ইহাদের মধ্যে মাতা পুত্র সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে।[4] সুস্নুষে মাধ্যমিকয়া বাচা (বৃষাকপায়ীকে সুস্নুষা বা শোভন পুত্রবধূবিশিষ্টা বলা হইয়াছে মাধ্যমিকা বাকের দ্বারা); মাধ্যমিকা বাক্ ইন্দ্রের পত্নী, উভয়ের মধ্যে মিথুন সাধর্ম্ম্য আছে বলিয়া ;[5] কাজেই মাধ্যমিকা বাক্ বৃষাকপায়ীর পুত্রবধূ (দশম পরিচ্ছেদ ১ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

স্নুষা সাধুসাদিনীতি বা, সাধুসানিনীতি বা, স্বপত্যং তৎ সনোতীতি বা ॥ ৩ ॥

১। এষ ইন্দ্র আদিত্যঃ স হি তান্ অবশ্যায়সংস্ত্যায়ান্ উক্ষন্ পিবতি (দু)।

২। হবিঃ উদকনামৈতৎ, উদকমবশ্যায়াখ্যং দ্বিতীয়াক্ষেতেঃ কুরুষেতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; হবিরুদকং তৎ কুরুষাবশ্যায়লক্ষণং হবিঃ……(দুঃ)।

৩। ইন্দ্র শব্দের অর্থ আদিত্য—ইন্দ্রঃ আদিত্যঃ (দুঃ)।

৪। মধ্যমমস্যাঃ পুত্রমাহ সাহচর্য্যাদ্রসহরণাদ্বা (স্কঃ স্বাঃ) ; মধ্যমেনেন্দ্রেণ রসহরণসামান্যাৎ সহস্থানসামান্যাৎ (দুঃ)।

৫। মিথুনসামান্যাৎ (দুঃ)—দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

'স্নুষা' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) সাধু+'সদ' ধাতু হইতে স্নুষা শব্দ নিষ্পন্ন—স্নুষা সাধুসাদিনী (শ্বশুরের বংশবিস্তার অথবা পরিচর্য্যারূপ মনোজ্ঞ ব্যাপারে স্নুষা অবস্থিত বা ব্যাপৃত থাকে)। (২) সাধু+দানার্থক 'সন্' ধাতু হইতে স্নুষা শব্দ নিষ্পন্ন—স্নুষা সাধুসানিনী (স্নুষা শ্বশুরকে উত্তম সন্ততি প্রদান করে)। (৩) অথবা—'স্নু' অপত্যং তৎ সনোতি ইতি 'স্নু' শব্দের অর্থ অপত্য (স্নু=প্রসূত, এই ব্যুৎপত্তিতে), স্নুষা তাহা শ্বশুরকে দান করে (স্নু+দানার্থক 'সন' ধাতু হইতে স্নুষা শব্দ নিষ্পন্ন)।

প্রাশ্নাতু ত ইন্দ্র উক্ষণ এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্ত্যায়ান্ ॥ ৪ ॥

ঘসৎ তে ইন্দ্রঃ উক্ষণঃ—প্রাশ্নাতু তে ইন্দ্রঃ উক্ষণঃ (ইন্দ্র তোমার উক্ষসমূহকে ভক্ষণ করুন; ঘসৎ—প্রাশ্নাতু), উক্ষণঃ (উক্ষন্ শব্দের দ্বিতীয়া-বহুবচন)[১]—এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্ত্যায়ান্ (এই মাধ্যমিক অবশ্যায়াখ্য উদকসঙ্ঘাত অর্থাৎ যে শিশিরকণাসমূহ প্রত্যূষে পতিত হয়)।[২]

উক্ষণ উক্ষতের্বৃদ্ধিকর্ম্মণঃ, উক্ষন্ত্যুদকেনেতি বা ॥ ৫ ॥

উক্ষণঃ উক্ষতেঃ বৃদ্ধিকর্ম্মণঃ ('উক্ষন্' শব্দ বৃদ্ধ্যর্থক 'উক্ষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অবশ্যায় অর্থাৎ শিশিরকণা ধান্য কদলী প্রভৃতি ওষধিসমূহকে বর্দ্ধিত করে), উক্ষন্তি উদকেন ইতি বা (অথবা—অবশ্যায় উদকের দ্বারা পৃথিবীতল সিক্ত করে—সেচনার্থক 'উক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

প্রিয়ং কুরুষ্ব সুখাচয়করং হবিঃ সুখকরং হবিঃ, সর্ব্বস্মাদ্ য ইন্দ্র উত্তরস্তমেতদ্ ব্রূম আদিত্যম্ ॥ ৬ ॥

কাচিৎকরং হবিঃ—সুখাচয়করং হবিঃ—সুখকরং হবিঃ; 'কুরুষ' এই উহ্য ক্রিয়াপদের কর্ম্ম। কাচিৎকরং—কশব্দের অর্থ সুখ, তাহার আচিৎ অর্থাৎ আচয় বা সঞ্চয়; কাচিৎ=সুখাচিৎ বা সুখাচয়, কাচিৎকর—সুখাচয়কর অর্থাৎ প্রভূত সুখের উৎপাদক; ঋষি বলিতেছেন—হে বৃষাকপায়ি, তুমি প্রীতিকর এবং অতিসুখকর শিশিরকণারূপ হবি (উদক) নিষ্পাদন কর।[৩] সর্ব্বস্মাৎ যঃ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (সকলের অপেক্ষায় যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ) তম্ এতদ্ ব্রূমঃ আদিত্যম্ (সেই আদিত্যরূপী ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিতেছি); শিশিরকণারূপ উদকহবি নিষ্পাদিত হইবে কাহার উদ্দেশে? আচার্য্য বলিতেছেন—যে আদিত্যরূপী ইন্দ্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাঁহার নিমিত্তই উক্তরূপ হবি নিষ্পাদিত হউক—তিনি উদিত হইয়া উহা গ্রহণ করিবেন।[৪]

১। উক্ষণঃ চান্দসত্বাদলোপাভাবঃ উক্ষঃ (স্ক: স্বা:)।
২। মাধ্যমিকানুদকসঙ্ঘাতানবশ্যায়াখ্যান্, যে তু তৎকালেঽবশ্যায়কণাঃ পতন্তি তানিত্যর্থঃ (স্ক: স্বা:)।
৩। হবিঃ উদকং তৎ কুরুষ্বাবশ্যায়লক্ষণং হবিঃ (দুঃ)।
৪। কিমর্থম্—বিবস্বান্ য এষ ইন্দ্র আদিত্য উত্তরঃ তদর্থমিতি (দুঃ)।

৫। সরণ্যূঃ।

সরণ্যূঃ সরণাৎ ॥ ৭ ॥

সরণ্যূঃ সরণাৎ (সরণ্যূ শব্দ গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

উষঃপ্রভা যখন সূর্য্যের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়া সূর্য্যের সহিত অবিভক্ত ভাবে প্রতীত হয় তখনই তাহার নাম হয় সরণ্যূ। সরণ্যূ সূর্য্যসহচারিণী উষঃপ্রভা, বৃষাকপায়ীর পরবর্ত্তিনী; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্যূ।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সরণ্যূসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দশম পরিচ্ছেদ

অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্ যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১৭।২)

[রশ্ময়ঃ] (সূর্য্যরশ্মিসমূহ) অমৃতাং (মৃত্যুরহিত বৃষাকপায়ীকে অর্থাৎ অরুণোদয়-কালীন উষঃপ্রভাকে) মর্ত্ত্যেভ্যঃ (মনুষ্যগণের দৃষ্টিপথ হইতে) অপাগূহন্ (অন্তর্হিত করিল), সবর্ণাং কৃত্বী (তাহার তুল্যাকৃতি সরণ্যূকে অর্থাৎ অরুণোদয়োত্তরকালীন উষঃপ্রভাকে সৃষ্টি করিয়া)[১] বিবস্বতে অদদুঃ (উদীয়মান আদিত্যকে প্রদান করিল অর্থাৎ তাহার সন্নিকৃষ্ট করিল)[২], উত (আর) সরণ্যূঃ (সরণ্যূ) অশ্বিনৌ অভরৎ (অশ্বিদ্বয়কে অর্থাৎ তমোভাগ এবং জ্যোতির্ভাগকে নিজের মধ্যে ধারণ করিল)[৩], যৎ তদা আসীৎ (তখন বৃষাকপায়ীর নিজের যে রক্ত রূপ তাহা)[৪] [এবং] দ্বৌ মিথুনৌ (মিথুনদ্বয়কে—মিথুনীভূত যুগলকে মধ্যম বা তমোভাগ এবং তদন্তর্গত মাধ্যমিকা বাক্ অর্থাৎ নিস্তব্ধতাকে অজহাৎ (পরিত্যাগ করিল)।

অরুণোদয়কালীন উষা বৃষাকপায়ী এবং অরুণোদয়োত্তরকালীন উষা সরণ্যূ। উষার এই অবস্থাদ্বয় মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মিসমূহের দ্বারা বৃষাকপায়ী উষা মনুষ্যের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, আবির্ভাব হইল সরণ্যূ উষার—সরণ্যূ উষা আদিত্যের সন্নিহিতা হইল। সরণ্যূতে অন্তর্নিহিত হইল অশ্বিদ্বয়—তমোভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ (প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) এবং এই সময়েই মাত্র প্রাতঃকালসম্পাদ্য অশ্বিদ্বয়ের যাগও নিষ্পন্ন হইল। সরণ্যূ এবার বৃষাকপায়ীর রক্ত রূপ এবং মিথুনীভূত অর্থাৎ মধ্যম বা তমোভাগ এবং তদন্তর্গত মাধ্যমিকা বাক্‌কে পরিত্যাগ করিল। যখন সরণ্যূ আদিত্যমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হয়—আদিত্য যখন পূর্ণভাবে উদিত হন, তখন মধ্যম এবং তদন্তর্বর্ত্তী মাধ্যমিকা বাকের কাল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—ইহাই সরণ্যূকর্ত্তৃক মিথুন পরিত্যাগ।[৫]

১। কৃত্বা চান্যাং তৎসবর্ণাং সরণ্যূনাম্নীমুষিতেঽরুণে…(স্কঃ স্বাঃ); তৎসবর্ণামেতাং কৃত্বা সরণ্যূম্ (দুঃ)।

২। আদিত্যস্য সন্নিকৃষ্টতরাং কুরু স্বীকার্য্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অশ্বিনাবাত্মনি ধারয়তি তমোভাগং জ্যোতির্ভাগং চেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। যত্তদাসীদ্ বৃষাকপায্যা রক্তং রূপং তচ্চ…(স্কঃ স্বাঃ)।

৫। যদা হি সরণ্যূঃ আদিত্যস্য সকাশং মণ্ডলমনুপ্রবিষ্টা ভবত্যবিভাগেন, তদোদিতে আদিত্যে বিচ্ছিদ্যতে মধ্যমস্য মাধ্যমিকায়াশ্চ বাচঃ কাল ইতি, এষ তয়োস্ত্যাগঃ (দুঃ)

97—1645B—IV

অপ্যগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতেঽপ্যশ্বিনাবভরদ্ যত্তদাসীদজহাদ্ দ্বৌ মিথুনৌ সরণ্যূঃ মধ্যমঞ্চ মাধ্যমিকাঞ্চ বাচমিতি নৈরুক্তাঃ ॥ ২ ॥

অপ্যগূহন্ (আর, গুপ্ত বা লোকচক্ষুর অন্তরাল করিল—বহুপুস্তকে 'অপাগূহন্' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়); অমৃতাং—মরণধর্মবর্জিতাং বৃষাকপায়ীম্ (মৃত্যুরহিত বা অবিনাশী বৃষাকপায়ীকে 'অগূহন্' ক্রিয়ার কর্ম); সবর্ণাং—সবর্ণাং সরণ্যূম্ (তুল্যবর্ণবিশিষ্টা সরণ্যূকে) কৃত্বী—কৃত্বা (সৃষ্ট করিয়া) বিবস্বতে অদদুঃ (বিবস্বান্ অর্থাৎ আদিত্যকে প্রদান করিল—আদিত্যের সন্নিকৃষ্ট করিল); অপি অশ্বিনৌ অভরৎ (আর অশ্বিদ্বয়কে নিজের মধ্যে ধারণ করিল, উত=অপি) যৎ তদা আসীৎ (সেই সময় যাহা ছিল অর্থাৎ বৃষাকপায়ীর বা নিজের যে স্বরূপ ছিল) [তৎ] (তাহা) অজহাৎ দ্বৌ মিথুনৌ সরণ্যূঃ মধ্যমঞ্চ মাধ্যমিকাঞ্চ বাচম্ (এবং মিথুনদ্বয়কে অর্থাৎ মধ্যম এবং মাধ্যমিকা বাক্‌কে সরণ্যূ পরিত্যাগ করিল) ইতি নৈরুক্তাঃ (ইহা নৈরুক্তগণের ব্যাখ্যা)।

যমঞ্চ যমী চেত্যৈতিহাসিকাঃ ॥ ৩ ॥

যমং চ যমী চ ইতি ঐতিহাসিকাঃ (মিথুনদ্বয়=যম ও যমী—ঐতিহাসিকগণের ইহাই অভিমত)।

তত্রেতিহাসমাচক্ষতে—ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার, সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব, স বিবস্বান্ আদিত্য আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব, ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে, সবর্ণায়াং মনুঃ ॥ ৪ ॥

তত্র ইতিহাসম্ আচক্ষতে (এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ ঈদৃশ ইতিহাস বর্ণনা করেন) —ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূঃ বিবস্বতঃ আদিত্যাৎ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার (ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যূ আদিত্য হইতে যমজ মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা যমযমীকে প্রসব করিলেন), সা সবর্ণাম্ অন্যাং প্রতিনিধায় আশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব (তিনি স্বসদৃশী অন্য একটী নারীকে প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করিয়া অশ্বীরূপ ধারণপূর্বক পলায়ন করিলেন) স বিবস্বান্ আদিত্যঃ আশ্বম্ এব রূপং কৃত্বা তাম্ অনুসৃত্য সম্বভূব (সেই তেজস্বান্ আদিত্যও অশ্বেরই রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করত তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন), ততঃ অশ্বিনৌ জজ্ঞাতে (সরণ্যূ হইতে অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করিলেন)-সবর্ণায়াং মনুঃ (তৎসবর্ণা নারীতে জন্মগ্রহণ করিলেন মনু)।

ঐতিহাসিকগণের মতে উক্ত ঋকের অর্থ হইবে—

অপাগূহন্ অমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ (দেবতাভাবপ্রাপ্ত রশ্মিসমূহ সরণ্যূ হইতে অশ্বিদ্বয়ের ভবিষ্যৎ জন্ম দর্শন করিয়া সেই অমরণধর্মিণীকে লোকহিত কামনায় মনুষ্যগণের দৃষ্টিপথ

হইতে অন্তর্হিত করিল—তাঁহাকে উত্তরকুরুপ্রদেশে লইয়া গেল) কৃত্বী সবর্ণাম্ অদদুঃ বিবস্বতে (তৎসদৃশী অন্য একটী নারীকে সৃষ্টি করিয়া আদিত্যকে প্রদান করিল), উত অশ্বিনৌ অভরৎ যৎ তদা আসীৎ (আর, সেই সময়ে সরণ্যুর যে অশ্বীরূপ ছিল সেইরূপে তিনি অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিলেন)[১] অজহাৎ দ্বা মিথুনা সরণ্যুঃ (তৎপরে সরণ্যু আদিত্য হইতে লব্ধ যমজ দুইটী সন্তানকে—যম ও যমীকে ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ যম ও যমীকে প্রসব করিয়া অন্তর্হিত হইলেন)।

Maxmuller-এর মতে—'বিবস্বান্ অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে উষা, অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয়সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা, যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি' (রমেশচন্দ্র দ্রষ্টব্য)।

তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি ॥ ৫ ॥

তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি (তদর্থপ্রকাশক এই ঋক্‌টী হইতেছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে সরণ্যুর ঐতিহাসিকপক্ষে ব্যাখ্যা সমর্থিত হইবে।[২] ঐতিহাসিকপক্ষে সরণ্যু ত্বষ্টার দুহিতা।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যৎ আশ্বং তস্যা রূপমাসীৎ তেন সা সরণ্যুরশ্বিনৌ অভরৎ অজনয়ৎ (দুঃ)।

২। ইতিহাসদর্শনাভিবাদিনী এষা ঋগ্ ভবতি (স্কঃ খাঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

৬। ত্বষ্টা।

> ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
> যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ১ ॥
>
> (ঋ—১০।১৭।১)

ত্বষ্টা (ত্বষ্টা—যাঁহাকে পুরাণবিদ্‌গণ বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া জানেন) দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি (দুহিতার বিবাহ নিষ্পন্ন করেন), ইতি (এই নিমিত্ত) ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি (এই বিশ্ব সংসার আসিয়া সমবেত হইল), যমস্য মাতা মহঃ বিবস্বতঃ জায়া (যমের মাতা এবং মহান্ আদিত্যের জায়া) পর্য্যুহ্যমানা (বিবাহিতা হইয়া) ননাশ (অন্তর্ধান করিলেন)।

ত্বষ্টা কন্যা সরণ্যূকে সূর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন ; নিখিল বিশ্ব সমবেত হইয়া এই বিবাহ দর্শন করিল। যমজননী সূর্য্যপত্নী সরণ্যূ যম ও যমীকে প্রসব করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ত্বষ্টা দুহিতুর্বহনং করোতি, ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতীমানি চ সর্ব্বাণি ভূতান্যভিসমাগচ্ছন্তি, যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহতো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ২ ॥

ত্বষ্টা দুহিতুঃ বহনং করোতি (ত্বষ্টা দুহিতার বিবাহ নিষ্পন্ন করিতেছেন—দুহিত্রে—দুহিতুঃ, কৃণোতি—করোতি) ; ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি—ইমানি চ সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসমাগচ্ছন্তি (আর, বিবাহ দর্শন বাসনায় এই নিখিল ভূতনিচয় আসিয়া সমুপস্থিত হইল) ; যমস্য মাতা—যমের ভবিষ্যজ্জন্ম লক্ষ্য করিয়া সরণ্যূকে যমমাতা বলা হইয়াছে ; মহঃ—মহতঃ।

রাত্রিরাদিত্যস্যাদিত্যোদয়েঽন্তর্ধীয়তে ॥ ৩ ॥

রাত্রিঃ আদিত্যস্য, আদিত্যোদয়ে অন্তর্ধীয়তে (রাত্রি অর্থাৎ রাত্রির একদেশ বা অংশ উষাই আদিত্যের পত্নী, আদিত্যের উদয়ে উষা অন্তর্হিত হয়)।[১]

নৈরুক্তপক্ষে—সরণ্যূ শব্দের অর্থ রাত্রির একাংশ উষা ; উষাই আদিত্য-পত্নী—আদিত্যোদয়ে বিলীন হইয়া যায়। নৈরুক্তপক্ষে উদ্ধৃত ঋকের ব্যাখ্যা হইবে—

১। রাত্রিরাদিত্যস্যেতি চ রাত্রিশব্দেন রাত্রেরেকদেশস্তাদুষা এবোচ্যতে সম্বন্ধাৎ (স্কঃ স্বাঃ)। রাত্রিরাদিত্যস্য উষা জায়া (দুঃ)।

ত্বষ্টা (মধ্যম—তমোভাগ) দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি (দুহিতার অর্থাৎ দূরে স্থিত উষার বহতু বা বহন অর্থাৎ আদিত্যে অনুপ্রবেশ নিষ্পন্ন করে)[১] ইতি ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি (প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া নিখিল প্রাণিবর্গ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে সমেত বা সংবদ্ধ হয়) যমস্য মাতা (আদিত্যের মাতা)[২] [এবং] মহঃ বিবস্বতঃ জায়া (মহান্ আদিত্যেরই জায়া) [উষা] পর্য্যুহ্যমানা (সমুৎসারিত হইয়া) ননাশ (অন্তর্হিত হয়)।

রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর উষার উদয় হয় এবং উষা ক্রমে আদিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রভাত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণী স্ব স্ব কর্ত্তব্যে অবহিত হয়। উষা আদিত্যের মাতৃভূতা—সহস্থানতানিবন্ধন উষা আদিত্যের সহচারিণী এবং উষার রসহরণ করেন আদিত্য, সন্তান যেরূপ মাতার স্তন্য হরণ করে ; উষা আবার আদিত্যের জায়া—জায়াতে যেরূপ পতি অভিগত হয়, উষাতেও আদিত্য সেইরূপ অভিগত হইয়া থাকেন।[৩] আদিত্যের প্রকাশে উষা প্রোৎসারিত হয় এবং তাহার অন্তর্ধান ঘটে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দুহিতুর্দূরে স্থিতায়াঃ (দুঃ) ; উষার জন্ম ত্বষ্টা অর্থাৎ মধ্যম বা তমোভাগ হইতে—উষা মধ্যমের দুহিতা। বহতু বহনং প্রাপণমনুপ্রবেশ আদিত্যে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। যম আদিত্যস্তস্য মাতা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। মাতা সাহচর্য্যাৎ রসহরণাদ্বা ; অভিগমনসামান্যাজ্জায়াভূতা (স্কঃ স্বাঃ)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

৭। সবিতা।

সবিতা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

সবিতা ব্যাখ্যাতঃ (সবিতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

সবিতৃ শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—নিরু ১০।৩১ দ্রষ্টব্য। সবিতৃ শব্দ এইস্থানে আদিত্যবাচক।

তস্য কালো যদা দ্যৌরপহততমস্কা কীর্ণরশ্মির্ভবতি। ২ ॥

তস্য কালঃ (সবিতার কাল) যদা দ্যৌঃ অপহততমস্কা কীর্ণরশ্মিঃ ভবতি (যখন অন্তরিক্ষ অন্ধকারবিনির্মুক্ত এবং আদিত্যকিরণে পরিব্যাপ্ত হয়)।

যখন পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে কিন্তু অন্তরিক্ষলোক তমঃপরিশূন্য এবং সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হয় তখনই সবিতার কাল—সেই কালেই আদিত্য সবিতা বলিয়া কথিত হন। সায়ণের মতে উদয়ের পূর্ব্বে আদিত্যের যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি তাহা সূর্য্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'সবিতা' সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ প্রাসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যোঽনুপ্রয়াণমুষসো বিরাজতি ॥ ১ ॥

(ঋ—৫।৮১।২, শুক্ল-যজুঃ ১২।৩)

কবিঃ (ক্রান্তদর্শন বা অবিশ্রান্তগতি[১] সবিতা) বিশ্বা রূপাণি (সর্ব্বপ্রকার রূপ) প্রতিমুঞ্চতে (রূপবান্ দ্রব্যে প্রতিবদ্ধ করিতেছেন অর্থাৎ সর্ব্বদ্রব্য অন্ধকারনির্মুক্ত করিয়া সুপ্রকাশিত করিতেছেন)[২], দ্বিপদে চতুষ্পদে (দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের নিমিত্ত) ভদ্রাণি (সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ) প্রাসাবীৎ (প্রসূত বা প্রেরিত অর্থাৎ উৎপন্ন করিতেছেন), বরেণ্যঃ সবিতা (পূজনীয় সবিতা) নাকং (দ্যুলোককে) বি+অখ্যৎ (ব্যখ্যৎ—উদ্ভাসিত করিতেছেন)[৩], উষসঃ অনুপ্রয়াণং (প্রয়াণম্ অনু—উষার প্রয়াণের পরে অর্থাৎ উষা অপগত হওয়ার পরে) বিরাজতি (দীপ্তি পাইতেছেন)।

সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানি প্রতিমুঞ্চতে, মেধাবী কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতি, কবতের্বা ॥ ২ ॥

বিশ্বা = বিশ্বানি = সর্ব্বাণি ; রূপাণি—[রূপবিষয়ক]-প্রজ্ঞানানি ; প্রতিমুঞ্চতে—আবদ্ধ বা প্রতিবদ্ধ করেন ; ঘটপটাদি যে সকল দ্রব্য রূপবান্, তাহাদের রূপ প্রকট হয় আদিত্যোদয়ে—আদিত্যোদয়ই রূপবিষয়ক প্রজ্ঞান দ্রব্যসমূহে প্রতিবদ্ধ করে অর্থাৎ নৈশ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দ্রব্যের রূপবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।[৪] কবিঃ—মেধাবী অর্থাৎ জ্ঞানী—প্রকাশরূপজ্ঞানবিশিষ্ট ; কবিঃ ক্রান্তদর্শনঃ ভবতি—আদিত্য কবি, কারণ তিনি ক্রান্তদর্শন অর্থাৎ তাঁহার দর্শন বা প্রকাশরূপ জ্ঞান দূরপ্রসারী ;[৫] কবতের্বা অথবা গত্যর্থক 'কু' ধাতু হইতে কবিশব্দ নিষ্পন্ন—আদিত্য সর্ব্বদা গতিস্বভাব।

প্রসুবতি ভদ্রং দ্বিপাদ্ভ্যশ্চ চতুষ্পাদ্ভ্যশ্চ ব্যচিখ্যপন্নাকং সবিতা বরণীয়ঃ, প্রয়াণমনুষসো বিরাজতি। ৩ ॥

১। কবিঃ ক্রান্তদর্শনঃ অথবা কবতের্গত্যর্থস্য কবিঃ কবতি গচ্ছত্যসৌ নিত্যম্ (দুঃ)।

২। বিশ্বানি রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে দ্রব্যেষু প্রতিবধ্নাতি রাত্রিতমোঽপহত্য রূপাণি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ (মহীধর); যঃ বিশ্বানি সর্ব্বাণি রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে প্রতিবধ্নাতি দ্রব্যেষপহত্য শার্বরং তমঃ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ (উবট)।

৩। ব্যখ্যৎ বিখ্যাপয়তি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানীতি ঘটপটাদিরূপাবিষ্কৃতেস্তদ্বিষয়াণি প্রজ্ঞানানি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। ক্রান্তং দূরং গতং দর্শনং প্রকাশরূপং বিজ্ঞানমস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

প্রাসাবীৎ ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে—প্রসুবতি ভদ্রং দ্বিপাদ্ভ্যশ্চ চতুষ্পাদ্ভ্যশ্চ (দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ প্রাণিবর্গের নিমিত্ত ভদ্র অর্থাৎ কল্যাণনিবহ প্রসব বা প্রেরণ করেন—সবিতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ প্রাণী স্ব স্ব কল্যাণকর কার্য্যসমূহে ব্যাপৃত হয়); প্রাসাবীৎ = প্রসুবতি = জনয়তি—প্রেরণার্থক 'সু' ধাতুর রূপ ; দ্বিপদে = দ্বিপাদ্ভ্যঃ, চতুষ্পদে = চতুষ্পাদ্ভ্যঃ। বিনাকমখ্যৎ—নাকং ব্যখ্যৎ ; ব্যখ্যৎ = ব্যচিখ্যপৎ = বিখ্যাপয়তি (প্রকট বা উদ্ভাসিত করেন) ; বরেণ্যঃ—বরণীয়ঃ (শ্রেষ্ঠ বা পূজনীয়)। অনুপ্রয়াণম্ উষসঃ বিরাজতি—উষসঃ প্রয়াণম্ অনু বিরাজতি (উষার প্রয়াণের পরে অর্থাৎ উষার অপগমে সবিতা বিশেষভাবে দীপ্তি পাইয়া থাকেন)।

অধোরামঃ সাবিত্র ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্ঞায়তে, কস্মাৎ সামান্যাদিত্যধস্তাত্তদ্বেলায়াং তমো ভবত্যেতস্মাৎ সামান্যাৎ, অধস্তাদ্রামোঽধস্তাৎ কৃষ্ণঃ, কস্মাৎ সামান্যাদিত্যগ্নিং চিত্বা ন রামামুপেয়াৎ, রামা রমণায়োপেয়তে ন ধর্ম্মায় কৃষ্ণজাতীয়ৈতস্মাৎ সামান্যাৎ ॥ ৪ ॥

অধোরামঃ সাবিত্রঃ (নিম্নপ্রদেশে কৃষ্ণবর্ণ ছাগপশু সবিতৃদেবতার জন্য বিহিত)[1] ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্ঞায়তে (ইহা পশুসমাম্নায়ে অর্থাৎ কোন্ দেবতার জন্য কোন্ পশু বিহিত ইহা যেখানে অভিহিত হইয়াছে তথায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়)[2], কস্মাৎ সামান্যাৎ ইতি (ইহা কোন্ সমানতাবশতঃ ?), [উত্তর] অধস্তাৎ তদ্বেলায়াং তমঃ ভবতি এতস্মাৎ সামান্যাৎ (সবিতার আবির্ভাবকালে নিম্নদেশে অর্থাৎ পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে—পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণে আবৃত থাকে, এই সমানতা নিবন্ধন), অধস্তাৎ রামঃ—অধস্তাৎ কৃষ্ণঃ (অধোদেশে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট), কস্মাৎ সামান্যাৎ ইতি (রামশব্দের অর্থ যে কৃষ্ণবর্ণ—ইহা কোন সমানতা নিবন্ধন ?) [উত্তর] অগ্নিং চিত্বা ন রামাম্ উপেয়াৎ (অগ্নি চয়ন করিয়া রামাতে অর্থাৎ শূদ্রা স্ত্রীতে উপগত হইবে না) রামা রমণায় উপেয়তে ন ধর্ম্মায় (শূদ্রা স্ত্রী উপগতা হয় রমণের নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত নহে), কৃষ্ণজাতীয়া এতস্মাৎ সামান্যাৎ (শূদ্রা স্ত্রী কৃষ্ণজাতীয়া—এই সমানতা নিবন্ধন)।

'অধোরামঃ সাবিত্রঃ' (সবিতৃদেবতার জন্য অধোদেশে কৃষ্ণবর্ণ ছাগপশু বিহিত)—এই বিধান পরিদৃষ্ট হয় পশুসমাম্নায়ে অর্থাৎ কোন্ দেবতার উদ্দেশে কোন্ পশু বিহিত, ইহা যেখানে উক্ত হইয়াছে তথায়—শুক্ল-যজুর্ব্বেদ ২৯।৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য। এই বিধানের পশ্চাতে কোন সমানতা বা সৌসাদৃশ্য (analogy) আছে কিনা ? উত্তর প্রদান করিতেছেন—সবিতার কালে অধঃ প্রদেশ (পৃথিবী লোক) থাকে তমসাচ্ছন্ন হইয়া, কৃষ্ণবর্ণে আবৃত হইয়া (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—২য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); কাজেই সবিতৃদেবতার উদ্দিষ্ট পশুও

১। শুক্লযজুঃ ২৯।১ (উবট ও মহীধর দ্রষ্টব্য) ; রামঃ কৃষ্ণো বর্ণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। পশুবিধানার্থঃ সমাম্নায়ঃ পশুসমাম্নায়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

হইবে অধোদেশে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। রাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। কেন? এখানে সমানতা বা সৌসাদৃশ্য কোথায়? রাম শব্দের সহিত কৃষ্ণবর্ণের সম্বন্ধ কোথায়? ভাষ্যকার বলিতেছেন—অগ্নিং চিত্বা ন রামাম্ উপেয়াৎ (প্রথম অগ্নি চয়ন করিয়া রামাতে অর্থাৎ শূদ্রায় বা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে[1] উপগত হইবে না), ঈদৃশ বিধি পরিদৃষ্ট হয় (কাঠস০ ২২।৭, বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র ১৮।১৭ দ্রষ্টব্য); [যতঃ] রামা রমণায় উপেয়তে ন ধর্ম্মায় (যেহেতু শূদ্রা স্ত্রী রমণের নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত নহে)। রামা=শূদ্রা স্ত্রী; শূদ্রা স্ত্রী আবার কৃষ্ণজাতীয়া বা কৃষ্ণবর্ণা—এই সমানতানিবন্ধন রামশব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ।

কৃকবাকুঃ সাবিত্র ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্ঞায়তে, কস্মাৎ সামান্যাদিতি কালানুবাদং পরীত্য; কৃকবাকোঃ পূর্ব্বং শব্দানুকরণং বচেরুত্তরম্ ॥ ৫ ॥

কৃকবাকুঃ সাবিত্রঃ ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্ঞায়তে (কৃকবাকু অর্থাৎ কুক্কুট সবিতৃদেবতার জন্য বিহিত) ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্ঞায়তে (ইহা পশুসমাম্নায়ে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়) কস্মাৎ সামান্যাৎ ইতি (ইহা কোন্ সমানতাবশতঃ?) [উত্তর] কালানুবাদং পরীত্য (সবিতার কাল ঘোষণা করে ইহা জানিয়া); কৃকবাকোঃ পূর্ব্বং শব্দানুকরণং (কৃকবাকুশব্দের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ কৃক শব্দ শব্দানুকরণ নিমিত্ত) বচেঃ উত্তরম্ (পরবর্ত্তী ভাগ অর্থাৎ বাকু শব্দ 'বচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

সবিতার জন্য কৃকবাকুও বিহিত (শুক্ল-যজুঃ ২৪।৩৫ দ্রষ্টব্য)। কোন্ সমানতা নিবন্ধন? সবিতার সহিত কৃকবাকুর সম্বন্ধ কি? ভাষ্যকার বলিতেছেন—কৃকবাকু (কুক্কুট) সবিতার কাল ঘোষণা করে, কৃকবাকুর ডাক শুনিলেই বুঝা যায় সবিতার কাল সমাগত হইয়াছে। ইহাই সবিতার সহিত কৃকবাকুর সম্বন্ধ—এই নিমিত্তই কৃকবাকু সবিতৃদেবতার উদ্দিষ্ট পশু। কৃকবাকু শব্দে 'কৃক' এবং 'বাকু' এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কৃক শব্দ শব্দানুকরণনিমিত্ত অর্থাৎ কৃকবাকু পক্ষীর উচ্চারিত 'কৃক' 'কৃক' শব্দই কৃক শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছে—ইহার আর কোন ব্যুৎপত্তি নাই; বাকু শব্দ 'বচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃক' 'কৃক' এইরূপ শব্দ যে পক্ষী বলে বা উচ্চারণ করে সেই পক্ষীর নাম কৃকবাকু (উণাদি ষষ্ঠসূত্র দ্রষ্টব্য)।

৮। ভগ।

ভগো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৬ ॥

ভগঃ ব্যাখ্যাতঃ (ভগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ভগ শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ৩।১৬ দ্রষ্টব্য)।

১। রামেতি শূদ্রোচ্যতে (দুঃ)।

তস্ত কালঃ প্রাগুৎসর্পণাৎ ॥ ৭ ॥

তস্ত কালঃ প্রাক্ উৎসর্পণাৎ (ভগদেবতার কাল উদয়ের পূর্ব্বে)।

সবিতার পরবর্ত্তী এবং উদিত স্থর্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অনাবিষ্কৃতমণ্ডল জ্যোতির্বিশেষ বা আদিত্যই ভগশব্দবাচ্য।[১]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্ত এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকৃটি ভগদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সাবিত্রাৎ কালাদনন্তরবর্ত্তী জ্যোতির্বিশেষো ভগাখ্যঃ……অনাবির্ভূতমণ্ডলঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্ত্তা।
আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজাচিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ॥

(ঋ—৭।৪১।২)

বয়ং (আমরা) প্রাতর্জিতং (প্রাতঃকালে তমোবিজয়ী) অদিতেঃ পুত্রম্ (অদিতির অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যার পুত্র) উগ্রং ভগং হুবেম (উদ্‌গূর্ণ অর্থাৎ উদয়ার্থ সমুদ্যত [১] বা উদিতপ্রায় ভগকে আহ্বান করিতেছি), যঃ বিধর্ত্তা (যিনি সর্ব্বজগতের ধারণকর্ত্তা) আধ্রশ্চিৎ তুরশ্চিৎ রাজাচিৎ (ধনস্পৃহাযুক্ত দরিদ্র, তূর্ণগতি যম এবং রাজা) যঃ ভগং মন্যমানঃ (যে ভগকে কামনা করিয়া) ভক্ষি ইতি• আহ (উদয় ভজনা কর অর্থাৎ উদিত হও—ইহা বলিয়া থাকেন)।

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হ্বয়েম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধারয়িতা সর্ব্বস্য ॥ ২ ॥

প্রাতর্জিতম্ ('প্রাতর্জিৎ' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন)—প্রাতঃকালে অন্ধকার ধ্বংসকারী; [২] হুবেম=হ্বয়েম (আহ্বান করিতেছি)। অদিতেঃ পুত্রম্—অদিতি শব্দের অর্থ প্রাতঃসন্ধ্যা; [৩] ভগ অদিতির পুত্র—প্রাতঃসন্ধ্যা হইতেই ভগের আবির্ভাব। যঃ বিধর্ত্তা—যঃ সর্ব্বস্য বিধারয়িতা (যিনি নিজ অনুগ্রহে সর্ব্বজগতের ধারণকর্ত্তা)।

আধ্রশ্চিদ্ যং মন্যমান আঢ্যাদ্দরিদ্রস্তুরশ্চিৎ তুর ইতি যম নাম তরতের্বা ত্বরতের্বা, ত্বরয়া তূর্ণগতির্যমো রাজাচিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ৩ ॥

আধ্রশ্চিৎ তুরশ্চিৎ রাজাচিৎ=আধ্রশ্চ তুরশ্চ রাজা চ (আধ্র, তুর এবং রাজা—তিন স্থলেই 'চিৎ' শব্দ চকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে)। [৪] যং মন্যমানঃ—যাঁহাকে কামনা করিয়া ('মন্' ধাতুর অর্থ এখানে কান্তি বা কামনা)। [৫] আধ্রঃ—আঢ্যাদ্ দরিদ্রঃ (সমৃদ্ধিকাম দরিদ্র); তুরশ্চিৎ—তুরঃ ইতি যম নাম (তুর শব্দের অর্থ যম) তরতের্বা ত্বরতের্বা ত্বরয়া তূর্ণগতিঃ যমঃ (যম শব্দ তরণার্থক 'তৃ' ধাতু হইতে [৬] অথবা সম্ভ্রম বা শীঘ্রচলনার্থক 'ত্বর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—লোকসংক্ষয়ে প্রবৃত্ত যম স্বভাবশতঃ শীঘ্রগতি হইয়া থাকেন); রাজাচিৎ

১। উদ্‌গূর্ণমভ্যুদ্যতমুদয়ায় (দুঃ)

২। প্রাতস্তমাংসি যো জয়তি স ভবতি প্রাতর্জিৎ তং প্রাতর্জিতম্ (দুঃ)।

৩। অদিতেঃ প্রাতঃসন্ধ্যায়াঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। চিচ্চার্থে (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। মন্যতিঃ কান্তিকর্ম্মা যঃ কাময়মানঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। যম ইহলোক হইতে সকলের তরণকর্ত্তা।

যং ভগং ভক্ষি ইতি আহ—আঢ্যত্বকাম দরিদ্র, যম এবং রাজা তিনই ভগকে বলিয়া থাকেন 'তুমি উদয় ভজনা কর—অর্থাৎ উদিত হও'। ভগোদয়ে দরিদ্র ব্যক্তি অন্নার্থ এবং ধনার্থ পর্য্যটন করিতে পারেন; ভগোদয়ে কাল অতিক্রান্ত হইলে যম জীবক্ষয় করিতে পারেন; রাজাও ভগোদয়ে অথিবৃন্দের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন। ভগোদয় বলিতে ভগের সূর্য্যরূপতাপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

অন্ধো ভগ ইত্যাহুরনুৎসৃপ্তো ন দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

অন্ধঃ ভগঃ ইত্যাহুঃ (ভগ অন্ধ ইহা বলা হইয়া থাকে) অনুৎসৃপ্তঃ ন দৃশ্যতে (সূর্য্যভাব প্রাপ্ত না হইলে দৃষ্টিগোচর হন না)।

ভগ অন্ধ বলিয়া বর্ণিত হন। ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি নিজেই দৃষ্টিহীন; ইহার অর্থ এই যে—লোক ইঁহাকে মণ্ডলাকারে দেখিতে পায় না যতক্ষণ না ইনি সূর্য্যরূপে প্রকট হন; অনুৎসৃপ্তঃ—সূর্য্যভাবম্ অনাগতঃ (স্বঃ স্বাঃ)। এই ব্যাখ্যা নৈরুক্তপক্ষে।

প্রাশিত্রমস্যাক্ষিণী নির্জঘানেতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥

প্রাশিত্রম্ অস্য অক্ষিণী নির্জঘান ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (প্রাশিত্র ইহার চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট করিয়াছিল—এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে)।

ঐতিহাসিকপক্ষে ভগের অন্ধত্ব সিদ্ধ—প্রাশিত্র এই অন্ধত্ব ঘটাইয়াছিল (শত. প. ব্রা ১।৭।৪।৬, তৈঃ সং ২।৬।৮, কৌষী ব্রা. ৬।১৩ এবং গোপথ ব্রা. ২।১।২ দ্রষ্টব্য)। প্রাশিত্র—যজ্ঞে ব্রহ্মার গ্রাহ্য হবির্ভাগ—"the portion of *havis* eaten by the Brahman at a sacrifice." প্রাশিত্র ভগের জন্য আহৃত হইয়াছিল, ভগ তাহা অবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগ অন্ধ হইয়া পড়েন—শতপথ ব্রাহ্মণে এই আখ্যানই আছে। দুর্গাচার্য্য বলেন—প্রাশিত্রভাগ দর্শন করিবে না, এতৎপক্ষে ইহা একটী অর্থবাদ মাত্র।[1]

জনং ভগো গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞায়তে, জনং গচ্ছত্যাদিত্য উদয়েন ॥ ৬ ॥

জনং ভগঃ গচ্ছতি ইতি বা বিজ্ঞায়তে (ভগ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়—ইহাও বা বিজ্ঞাত হইয়া থাকে); [ইহার অর্থ]—জনং গচ্ছতি আদিত্যঃ উদয়েন (আদিত্য উদিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়)।

ভগ শব্দের অর্থ অনুদিত আদিত্য, কিন্তু 'জনং ভগো গচ্ছতি' এই বাক্যে (মৈত্রা. সং ১।৬।১২) ভগ শব্দে অনুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না—বুঝাইতেছে সূর্য্যরূপতাপন্ন ভগকে অর্থাৎ উদয়াবস্থ আদিত্যকে।

৯। সূর্য্য।

১। প্রাশিত্রভাগস্থানবীক্ষণস্তুত্যর্থম্ ঐতিহাসিকপক্ষাভিপ্রায়োঽয়মর্থবাদঃ।

সূর্য্যঃ সর্ত্তের্বা, সুবতের্বা স্বীর্য্যতের্বা ॥ ৭ ॥

সূর্য্যঃ সর্ত্তের্বা, সুবতের্বা স্বীর্য্যতের্বা (সূর্য্যশব্দ 'সৃ' ধাতু হইতে, অথবা—'সূ' ধাতু হইতে অথবা—সু+'ঈর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

সূর্য্যশব্দ (১) গমনার্থ 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ভগকাল হইতে সৃত (অপসৃত বা অপগত) হইয়াই আদিত্য সূর্য্যরূপতা প্রাপ্ত হন (২) প্রেরণার্থক 'সূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সূর্য্যই সর্ব্বজগৎকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন (৩) সু+গত্যার্থক 'ঈর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সূর্য্য বায়ু দ্বারা সুষ্ঠু প্রেরিত বা চালিত হন।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সূর্য্য সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥ ১॥

(ঋ—১।৫০।১)

কেতবঃ (রশ্মিসমূহ অথবা অশ্বসমূহ) ত্যং (তং—সেই) জাতবেদসং (প্রাণিমাত্রেরই জ্ঞাতা অথবা জাতপ্রজ্ঞান) দেবং (দানাদিগুণযুক্ত বা দীপ্তিমান্) সূর্য্যং (সূর্য্যকে) বিশ্বায় দৃশে (বিশ্বস্য দর্শনায়—সর্ব্বজগতের অর্থাৎ ভূতনিবহের দর্শনের নিমিত্ত)[1] উৎ উ বহন্তি (উদ্বহন্তি—ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে)।

উদ্বহন্তি তং জাতবেদসং রশ্ময়ঃ কেতবঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং দর্শনায় সূর্য্যমিতি॥ ২॥

উৎ উ বহন্তি—উদ্বহন্তি; ত্যং—তম্; কেতবঃ—রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ; কেতুশব্দের অর্থ অশ্বও হইতে পারে—ঋগ্বেদে অনেকস্থলে কিরণসমূহকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে); দৃশে বিশ্বায়—সর্ব্বেষাং ভূতানাং দর্শনায় (সর্ব্বভূতের দর্শনের নিমিত্ত—সর্ব্বপ্রাণী যাহাতে পদার্থ দর্শন করিতে পারে তন্নিমিত্ত; সূর্য্যোদয়েই সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষে বস্তুদর্শন সম্ভবপর হয়)।

কমন্যমাদিত্যাদেবমবক্ষ্যৎ॥ ৩॥

কম্ অন্যম্ আদিত্যাৎ এবম্ অবক্ষ্যৎ (আদিত্যব্যতিরেকে অন্য কাহাকে এইরূপ বলা যাইতে পারে)?

মন্ত্রে 'জাতবেদস' শব্দ রহিয়াছে; 'জাতবেদস' শব্দের অর্থ অগ্নিও হইতে পারে। সূর্য্যশব্দের অর্থ সরণশীল করিয়া—সূর্য্যং জাতবেদসম্—সরণশীলম্ অগ্নিম্ এইরূপ ব্যাখ্যা করতঃ সম্পূর্ণমন্ত্রটী অগ্নিপর, এইরূপ আশঙ্কা করা অসম্ভব নহে। ভাষ্যকার বলিতেছেন—এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য সূর্য্য ব্যতিরেকে আর কোন দেবতাই হইতে পারেন না; সর্ব্বপ্রাণীর যুগপৎ পদার্থদর্শনানুকূল্যবিধান সূর্য্যের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, অন্যের দ্বারা নহে।

১। বিশ্বায় তাদর্থ্যেহত্র চতুর্থী। সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য। উদিতে হি সূর্য্যে সর্ব্বং ভূতজাতং দ্রষ্টুং সমর্থং ভবতি নাস্তমিতে (ঋঃ ভাঃ)।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (সূর্য্য সম্বন্ধে অপর একটী ঋক্ পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে)।

'উদু ত্যং জাতবেদসম্'—এই মন্ত্রটীতে সূর্য্য দেবতা কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা যে সূর্য্য, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১১৫।১)

চিত্রং দেবানাম্ অনীকং (পূজনীয় রশ্মিদিগের সমূহ অর্থাৎ পূজনীয়রশ্মিসমষ্টিরূপ সূর্য) উদগাৎ (উদিত হইয়াছেন) [এতস্মিন্] (এই সূর্যে), মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ (মিত্র বরুণ এবং অগ্নির) চক্ষুঃ (খ্যান বা জ্ঞান হইয়া থাকে), [সূর্যঃ] (সূর্য) দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্ (দ্যুলোক ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ) আপ্রাঃ (স্বীয় মহত্ত্বে পূর্ণ করিয়াছেন), সূর্যঃ জগতঃ তস্থুষশ্চ আত্মা (সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মা)।

চায়নীয়ং দেবানামুদগমদনীকম্ ॥ ২ ॥

চিত্রং—চায়নীয়ম্ (পূজনীয়) দেবানাম্ অনীকম্ (রশ্মিদিগের সমষ্টি অর্থাৎ রশ্মিসমূহরূপ সূর্য) উদগাৎ—উদগমৎ (উদগত বা উদিত হইয়াছেন)।

খ্যানং মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেশ্চ ॥ ৩ ॥

[এতস্মিন্ সূর্যে] (এই সূর্যে) মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেশ্চ (মিত্র বরুণ এবং অগ্নির) চক্ষুঃ—খ্যানম্ (খ্যান বা জ্ঞান হইয়া থাকে)।

'চক্ষুস্' শব্দের অর্থ খ্যান বা জ্ঞান; মিত্র বরুণ এবং অগ্নি শব্দ সর্বদেবতা সর্বমনুষ্য এবং অন্যান্য সর্ববিধ প্রাণীর বোধ করাইতেছে।[১] সূর্যই একমাত্র সত্য; মিত্রবরুণাদিদেবতা এবং মনুষ্যাদি প্রাণী কিংবা অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ—ইহাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা সূর্যেই হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ সূর্যেরই জ্ঞান। তাৎপর্য এই যে, সূর্যের সহিত মিত্রবরুণাদি অভিন্ন; কাজেই মিত্রবরুণাদিকে যিনি সূর্যস্বরূপে দর্শন করেন, মিত্রবরুণাদিকে সূর্য হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না—তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।[২]

অন্যপক্ষে ব্যাখ্যা হইবে—সূর্য মিত্রবরুণাদিদেবতা এবং মনুষ্যাদিপ্রাণিসকলের চক্ষুঃস্বরূপ; সূর্যই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণীভূত।[৩]

১। মিত্রাদিশব্দাঃ সর্বদেবার্থাঃ দৈবানাং মনুষ্যাণামন্যেষাং প্রাণিনামপি চার্থাঃ (স্কঃ ভাঃ)।

২। এতস্মিন্ মিত্রবরুণাদ্যাত্মনীনাং দেবতানাং খ্যানম্, অনেন সূর্যাত্মনা য এতান্ মিত্রাদ্যনুক্তীন্ পশ্যতি স সাধু পশ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

৩। অন্যপক্ষে তু মিত্রাদ্যনুক্তীনামেবপর্যাপ্তিঃ—চক্ষুষা তে পশ্যন্তীতি (দুঃ)।

আপূপুরদ্ দ্যাবাপৃথিব্যৌ চান্তরিক্ষং চ মহত্বেন ॥ ৪ ॥

আপ্রাঃ—আপূপুরৎ (পরিপূর্ণ করিয়াছেন) দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং—দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ অন্তরিক্ষং চ (দ্যুলোক ভূলোক এবং অন্তরিক্ষলোককে); লোকত্রয় পরিপূর্ণ করিয়াছেন—মহত্বেন (স্বীয় মহত্বের দ্বারা)।

তেন সূর্য্য আত্মা জগতস্ত চ স্থাবরস্ত চ ॥ ৫ ॥

[যেহেতু তিনি লোকত্রয় পূর্ণ করিয়াছেন—সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন] তেন (সেই কারণে) সূর্য্যঃ জগতঃ স্থাবরস্ত চ আত্মা (সূর্য্য জঙ্গম এবং স্থাবর পদার্থনিচয়ের আত্মস্বরূপ)। বহুপুস্তকে 'তেন' এই পদটী নাই।

১০। পূষা।

অথ যদ্রশ্মিপোষং পুষ্যতি তৎ পূষা ভবতি ॥ ৬ ॥

অথ (অতঃপর) যৎ (যখন) [সূর্য্যঃ] (সূর্য্য) রশ্মিপোষং পুষ্যতি (রশ্মিসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হন) তৎ (তখন) পূষা ভবতি (তাঁহার নাম হয় পূষা)।

রশ্মিপোষং পুষ্যতি—রশ্মিভিঃ পুষ্যতি। যদা রশ্মিভিঃ পরিপুষ্টো ভবতি তদা পূষা (যখন রশ্মিসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হন, তখনই সূর্য্য হন পূষা)—দেবরাজযজ্বা এই ব্যুৎপত্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন; উ ১৪৭ দ্রষ্টব্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী পূষার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শুক্রং ত অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ॥ ১ ॥

(ঋ—৬।৫৮।১)

[হে পূষন্] শুক্রং তে অন্যৎ (লোহিত তোমার অন্যরূপ), যজতং তে অন্যৎ (যজ্ঞিয় অর্থাৎ যজ্ঞার্হ বা যষ্টব্য তোমার অন্যরূপ), বিষুরূপে অহনী (বিভিন্নরূপ অহর্দ্বয় অর্থাৎ দিন ও রাত্রি তোমার কর্ম), দ্যৌঃ ইব অসি (অন্তরিক্ষের ন্যায় তুমি সর্ব্বব্যাপী হইতেছ), স্বধাবঃ (হে অন্নবন্) বিশ্বাঃ হি মায়াঃ অবসি (আর, তুমি সর্ব্বপ্রকার প্রজ্ঞান রক্ষা করিতেছ), পূষন্ (হে পূষন্) ইহ (এই যজ্ঞকর্ম্মে) ভদ্রা তে রাতিঃ অস্তু (নানাবিধভাজনসম্বলিত দান ত্বৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হউক)।

পূষার দুইরূপ—একরূপ লোহিতবর্ণমণ্ডল, অন্যরূপ যজ্ঞার্হ মণ্ডলাধিষ্ঠায়কদেবতা।[১] মায়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞান; সর্ব্বপ্রজ্ঞানহেতুভূতপ্রকাশদায়ক বলিয়া পূষা সর্ব্ববিধ প্রজ্ঞানের পালয়িতা।[২] বিশ্বা হি মায়াঃ—এখানে 'হি' শব্দ চার্থে।[৩]

শুক্রং তে অন্যল্লোহিতং তে অন্যৎ, যজতং তে অন্যৎ যজ্ঞিয়ং
তে অন্যৎ ॥ ২ ॥

শুক্রং তে অন্যৎ = লোহিতং তে অন্যৎ—পূষার একরূপ লোহিতবর্ণ মণ্ডল; যজতং তে অন্যৎ = যজ্ঞিয়ং তে অন্যৎ—পূষার অন্যরূপ মণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী যষ্টব্য দেবতা।

বিষমরূপে তে অহনী কর্ম্ম ॥ ৩ ॥

বিষমরূপে অহনী তে কর্ম্ম (বিষমরূপ অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ অহর্দ্বয় অর্থাৎ দিন ও রাত্রি তোমার কর্ম্ম)—উদয়ের দ্বারা শুক্ল দিবাভাগ এবং অস্তগমনের দ্বারা কৃষ্ণা রাত্রি তুমি নিষ্পাদন কর।[৪]

দ্যৌরিব চাসি ॥ ৪ ॥

দ্যৌঃ ইব চ অসি (আর তুমি দ্যুলোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষের ন্যায় হইতেছ—দ্যুলোক বা অন্তরিক্ষ যেরূপ সর্ব্বাবরক বা সর্ব্বব্যাপী তুমিও সেইরূপ)।

১। তবৈকং রূপং মণ্ডলাখ্যম্, যজতং যষ্টব্যমন্যন্মণ্ডলস্যাধিষ্ঠায়কম্ (সাঃ ভাঃ)।
২। প্রজ্ঞানহেতুপ্রকাশদানেন ত্বং পালয়সি (সাঃ ভাঃ)।
৩। হিরত্র চার্থে সর্ব্বাশ্চ মায়াঃ (সাঃ ভাঃ)।
৪। বিষুরূপে ভবতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে রূপে, অহনী অহোরাত্রে, কর্ম্মণা—উদয়েন শুক্লমহঃ করোষি, অস্তময়েন কৃষ্ণম্ (দুঃ)।

সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানান্যবস্যন্নবন্ ॥ ৫ ॥

বিশ্বা হি মায়াঃ = সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানি; অবসি (পালন বা রক্ষা করিয়া থাক); স্বধাবঃ—অন্নবন্ (হে অন্নসমৃদ্ধিবিশিষ্ট)—পূষার উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হইয়া থাকে, হবিঃস্বরূপ অন্নের দ্বারা পূষা অন্নবান্।

ভাজনবতী তে পূষন্নিহ দত্তিরস্তু ॥ ৬ ॥

ভদ্রা = ভাজনবতী (নানাবিধপাত্রসম্বলিত); রাতিঃ = দত্তিঃ (দান)—হে পূষন্, আমরা যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছি, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া এই যজ্ঞকর্ম্মে আমাদিগকে দান কর—দেয় বস্তুর মধ্যে যেন নানাবিধ ভাজন বা পাত্র থাকে। 'ভদ্রা' শব্দের অর্থ স্তুত্য অথবা কল্যাণদায়িনীও হইতে পারে।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে পূষার সম্বন্ধে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

পূষা পথের অধিপতি, পথে রক্ষা করিবার অধিকার পূষার—ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ঋক্‌টির অবতারণা করা হইতেছে।[১]

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পথি রক্ষিতৃত্বে পূষ্ণোঽধিকারঃ, তৎপরিপ্রখ্যাপনার্থম্ (দুঃ)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডর্কম্।
স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ং ধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা ॥ ১ ॥

(ঋ—৬।৪৯।৮ ; শুক্ল-যজুঃ—৩৪।৪২)

কামেন কৃতঃ (কামনাপ্রেরিত) [স্তোতা] পথস্পথঃ (সর্ব্বপথের) পরিপতিম্ অর্কং (অধিপতি পূষাকে)[1] বচস্যা (স্তুতিরূপ বচনের দ্বারা) অভ্যানট্ (অভিব্যাপ্নোতি—অভিব্যাপ্ত করেন), সঃ (সেই পূষা) নঃ (আমাদিগকে) চন্দ্রাগ্রাঃ (অভিপূজিতাগম অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে অর্জ্জনীয়) শুরুধঃ (ধনসমূহ) রাসৎ (প্রদান করুন), পূষা (পূষা) ধিয়ং ধিয়ং (আমাদের সকল প্রকার কর্ম্ম) প্রসীষধাতি (প্রকৃষ্টরূপে সাধিত করুন)।

পথস্পথোঽধিপতিং বচনেন কামেন কৃতোঽভ্যানডর্কম্, অভ্যাপন্নোঽর্কমিতি বা ॥ ২ ॥

পথস্পথঃ—মার্গস্য মার্গস্য সর্ব্বেষাং মার্গাণাম্ (মহীধর)—মার্গসমূহের ; পরিপতিম্—অধিপতিম্ ; বচস্যা—বচনেন (স্তুতিরূপ বচনের দ্বারা) ; কামেন কৃতঃ (কামনার দ্বারা প্রেরিত বা প্রবর্ত্তিত—'কৃ' ধাতু এখানে প্রেরণার্থক) ;[2] [স্তোতা] অভ্যানট্ অর্কম্ (স্তোতা অর্ককে অর্থাৎ পূষাকে অভিব্যাপ্ত করেন—পূষার সম্যক্ স্তুতি সম্পাদন করেন) ; অভ্যাপন্নঃ অর্কম্ ইতি বা (অথবা, 'অভ্যানট্ অর্কম্' ইহার অর্থ অভ্যাপন্নঃ অর্কম্—অর্ককে অর্থাৎ পূষাকে প্রাপ্ত হন)।

স নো দদাতু চায়নীয়াগ্রাণি ধনানি ॥ ৩ ॥

রাসৎ=দদাতু (প্রদান করুন—'রাস' ধাতু দানার্থক, নিঘ ৩।২০)। চন্দ্রাগ্রাণি—চায়নীয়াগ্রাণি (চায়নীয় অর্থাৎ পূজনীয় অগ্র আগম বা অর্জ্জন যাহার—যাহার অর্জ্জন ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে হইতে পারে) ;[3] শুরুধঃ—ধনানি ('শুরুধ' শব্দের অর্থ ধন—অভাবজনিত শুক্ অর্থাৎ মনোদুঃখ রোধ করে, এই ব্যুৎপত্তিতে)।

কর্ম কর্ম চ নঃ প্রসাধয়তু পূষেতি ॥ ৪ ॥

ধিয়ং ধিয়ং=কর্ম কর্ম (সকল প্রকার কর্ম) ; সীষধাতি প্রপূষা—প্রসাধয়তু:পূষা। ইষ্টি পশু সোম প্রভৃতির সংগ্রহরূপ কর্ম যজ্ঞের নিমিত্ত নির্বিঘ্নে সাধিত করুন—ইহাই অর্থ।

১। অর্কং দেবং পূষণম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। কামেন কৃতঃ করোতিঃ ক্রিয়াসামান্যবচনঃ সামর্থ্যাদিহ প্রেরণে বর্ত্ততে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অভিপূজিতাগমানি ধর্ম্ম্যা আগমো যেষাম্ (দুঃ) ; স্কন্দস্বামীর মতে—চন্দ্র শব্দের অর্থ কমনীয় বা প্রিয় (চন্দতেঃ কান্তিকর্মণঃ)—কমনীয় অগ্র বা উত্তরকাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যাহার, তাহাই চন্দ্রাগ্র।

১১। বিষ্ণু।

অথ যদ্বিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণুর্ভবতি, বিষ্ণুর্বিশতের্বা ব্যশ্নোতের্বা ॥ ৫ ॥

অথ (অতঃপর) যৎ (যখন) বিষিতঃ ভবতি (আদিত্য রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত হন) তৎ বিষ্ণুঃ ভবতি (তখন তাঁহার নাম হয় বিষ্ণু); বিষ্ণুঃ বিশতের্বা ব্যশ্নোতের্বা (বিষ্ণু শব্দ 'বিশ্' ধাতু হইতে, অথবা বি+'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

পূর্বাবস্থা অতিক্রম করিয়া আদিত্য বিষ্ণু হন—রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত আদিত্যই বিষ্ণু। বিষ্ণু শব্দ প্রবেশনার্থক 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বিপূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—(১) বিষ্ণু তীব্র রশ্মিসমূহের দ্বারা সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন (২) রশ্মিসমূহের দ্বারা সর্ব পদার্থ ব্যাপ্ত করেন, অথবা—রশ্মিসমূহের দ্বারা নিজেই অত্যধিক পরিব্যাপ্ত হন।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বিষ্ণুসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
সমূল্‌হমস্য পাংসুরে ॥ ১ ॥

(ঋ—১।২২।১৭)

বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) ইদং (এই জগৎ) বিচক্রমে (পরিক্রমণ করেন) ত্রেধা পদং নিদধে (তিন প্রকারে পদ নিহিত বা স্থাপিত করেন); পাংসুরে (অন্তরিক্ষে) অস্য [পদং] (ইঁহার পদ) সমূল্‌হম্ (নিগূঢ় বা অন্তর্হিত অর্থাৎ অনিত্যদর্শন)[১]—৪র্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ ॥ ২ ॥

যদিদং কিঞ্চ (এই সমস্ত যাহা কিছু আছে) তৎ (তাহা) বিক্রমতে বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু প্রতিদিন পরিক্রমণ করেন); ইদং—যদিদং কিঞ্চ, বিচক্রমে—বিক্রমতে। ত্রেধা নিদধে পদং= ত্রিধা নিধত্তে পদম্ (তিন প্রকারে পদন্যাস বা পদস্থাপন করেন)। পদন্যাসের যে প্রকার ভেদ তাহা স্থানভেদের বিবেচনায় অর্থাৎ তিনস্থানে পদন্যাস করেন বলিয়া পদন্যাসের ত্রিপ্রকারত্ব উক্ত হইয়াছে; ভাষ্যকার ইহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাম্ অন্তরিক্ষে দিবি (তিনপ্রকার ভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ ত্রিপ্রকার সত্তা বা অস্তিত্বলাভের উদ্দেশ্যে—'for threefold existence'—বিষ্ণু পদন্যাস করেন পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে)। একই জ্যোতি পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ-রূপে এবং দ্যুলোকে আদিত্যরূপে নিজেকে বিভক্ত করিয়া যাবতীয় পদার্থের অধিষ্ঠাতৃত্ব করেন—ইহাই তাৎপর্য্য; ইতি শাকপূণিঃ (ইহা শাকপূণির ব্যাখ্যা)।

সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণনাভঃ ॥ ৩ ॥

সমারোহণে (উদয়াচলে) বিষ্ণুপদে (অন্তরিক্ষে) গয়শিরসি (অস্তাচলে) ইতি ঔর্ণনাভঃ (ইহা আচার্য্য ঔর্ণনাভের মত)।

বিষ্ণু যে তিন স্থানে পদন্যাস করেন, ঔর্ণনাভের মতে সেই তিন স্থান হইতেছে—উদয়াচল, অন্তরিক্ষ এবং অস্তাচল। প্রাতঃকালে উদয়াচলে বিষ্ণু (আদিত্য) উদিত হন, মধ্যাহ্নে অন্তরিক্ষে প্রদীপ্ত হন এবং সায়াহ্নে অস্তাচলে অস্তগত হন—ইহাই বিষ্ণুর ত্রিধা পদন্যাস।

১। সমূল্‌হম্ অন্তর্হিতং ন নিত্যং দৃশ্যতে (দুঃ)।

সমুলহমস্ত পাংসুরে—প্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

সমুলহম্ অস্ত পাংসুরে=প্যায়নে অন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে (সর্ব্বপদার্থের বৃদ্ধিজনক অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপ পদ সমুলহ বা অন্তর্হিত থাকে—সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না) ; পাংসুর শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ, বৃদ্ধ্যর্থক 'প্যায়' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অন্তরিক্ষ বৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বভূতের বৃদ্ধির হেতুভূত ;[1] বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষস্থ—কিন্তু অগ্নি ও আদিত্যের ন্যায় সর্ব্বদা দৃশ্য নহে।

অপি বোপমার্থে স্যাৎ সমুলহমস্ত পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি ॥ ৫ ॥

অপি বা উপমার্থে স্যাৎ (অথবা বাক্যটী উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে) ; বাক্যটীর অর্থ হইবে—সমুলহম্ অস্ত পদং পাংসুলে ইব ন দৃশ্যতে ইতি (ধূলিপূর্ণ প্রদেশে ন্যস্ত পদের ন্যায় ইহার বিদ্যুৎস্বরূপ পদ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ ধূলিসমাকীর্ণ প্রদেশে যেরূপ পদ ন্যস্ত করিয়া উৎক্ষেপণ করিবামাত্রই দেখা যায় যে পদচিহ্ন নাই, ধূলির দ্বারাই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে—সেইরূপ বিদ্যুর বিদ্যুৎস্বরূপ পদ ও আবির্ভূত হইয়াই বিনষ্ট হয়, মুহূর্ত্তকালও অবস্থিতি করে না, সহসাই দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায়। পাংসুর—পাংসুল।

পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা, পিংশনীয়া ভবন্তীতি বা ॥ ৬ ॥

পাংসুর শব্দ 'পাংসু' শব্দের উত্তর মত্বর্থে 'র' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। পাংসু শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহাই প্রসঙ্গতঃ প্রদর্শন করিতেছেন। (১) পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্তে (পাদসমূহের দ্বারা ভূমি আহত হইলে পাংসু প্রসূত বা উৎপন্ন হয়)—পাদ+প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; পাদসু=পাংসু (২) পন্নাঃ শেরতে ইতি বা (অথবা—পন্ন অর্থাৎ দলিত হইয়া পতিত থাকে)—পন্ন (পদ্+ক্ত)+শয়নার্থক 'শী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; পন্নশু=পাংসু (৩) পিংশনীয়া ভবন্তি ইতি বা (অথবা—পিংশনীয় অর্থাৎ ধ্বংসনীয়[2] হয়—সকলেই ধূলি নাশ করিতে চায়) —'পিন্‌শ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'পিন্‌শ' ধাতুর অর্থ কিন্তু নাশ করা নহে। অনেক পুস্তকে পাঠ আছে 'পংসনীয়া ভবন্তি' ; এই পাঠই ভাল—'পংস' ধাতুর অর্থ নাশ করা।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। প্যায়নে এতস্মিন্ অন্তরিক্ষে সর্ব্বভূতবৃদ্ধিহেতৌ (দুঃ)।

২। পিংশনীয়া ধ্বংসনীয়া ধ্বংসনার্হাঃ (দুঃ)।

বিংশ পরিচ্ছেদ

১২। বিশ্বানর।

বিশ্বানরো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বানরঃ ব্যাখ্যাতঃ (বিশ্বানর ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

বিশ্বানর শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৭।২১ দ্রষ্টব্য)। এই স্থলে বিশ্বানর দ্যুস্থান দেবতা—প্রখরকিরণশালী মধ্যাহ্নোত্তরকালীন আদিত্য।

তস্যৈষ নিপাতো ভবত্যৈন্দ্র্যামৃচি ॥ ২ ॥

তস্য এষ নিপাতঃ ভবতি ঐন্দ্র্যাম্ ঋচি (ইন্দ্র দেবতাক মন্ত্রে তাঁহার এই নিপাত বা নিপতন হইতেছে)।

যে ঋক্‌টী পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বানরেরও স্তুতি হইতেছে—গৌণ বা আনুষঙ্গিক ভাবে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বানরস্য বস্পতিমনানতস্য শবসঃ।
এবৈশ্চ চর্ষণীনামূতী হুবে রথানাম্‌॥ ১॥

(ঋ—৮।৬৮।৪)

[মরুতঃ] (হে মরুদ্গণ) বঃ বিশ্বানরস্য অনানতস্য শবসঃ পতিং (তোমাদিগের, বিশ্বানরের অর্থাৎ আদিত্যের এবং দুর্দ্দমনীয় সেনালক্ষণ [১] বলের অর্থাৎ সর্ব্বজগতের পতি বা অধিপতি) [ইন্দ্রং] (ইন্দ্রকে), চর্ষণীনাম্‌ এবৈঃ (জনগণের কামনা অর্থাৎ কাম্য বস্তুর লাভ অথবা তৎকর্ত্তৃক রক্ষণের নিমিত্ত) রথানাম্‌ উতী (রশ্মিসমূহের পথে) হুবে (আহ্বান করিতেছি)।

ইন্দ্র সকলেরই পতি। বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা যাগ নির্ব্বাহের সহায়তা করিয়া ইন্দ্র সকলের স্থিতিহেতু—কাজেই তিনি পতি বা পালক। বিশ্বানরাদির পতি বলিতে এখানে সর্ব্বজগতের পতি বুঝিতে হইবে।

বিশ্বানরস্যাদিত্যস্যানানতস্য শবসো মহতো বলস্য ॥ ২ ॥

বিশ্বানরস্য=আদিত্যস্য; অনানতস্য শবসঃ—মহতঃ বলস্য (অতিপ্রকৃত বলের)—'শবস্‌' শব্দ বলবাচী (নিঘ ২।৯); অনানত শব্দের অর্থ যাহা আনত হয় না, দুর্দ্দমনীয়।

এবৈশ্চ কামৈরয়নৈরবনৈর্বা, চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাম্‌, উত্যা চ পথা রথানাম্‌ ইন্দ্রমস্মিন্‌ যজ্ঞে হ্বয়ামি ॥ ৩ ॥

এবৈশ্চ কামৈঃ অয়নৈঃ অবনৈর্বা চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাম্‌—চর্ষণীনাং = মনুষ্যাণাম্‌ (চর্ষণি শব্দের অর্থ মনুষ্য—নিঘ ২।৩); এবৈশ্চ কামৈঃ অয়নৈঃ অবনৈর্বা ('এব' শব্দের অর্থ কাম, অয়ন অর্থাৎ গমন, অথবা অবন অর্থাৎ রক্ষণ)—মনুষ্যগণ (যজমানগণ) যাহাতে তাহাদের কাম্য বস্তু পাইতে পারে, যাহাতে তাহারা ইন্দ্রের প্রতি গমন করিতে পারে অর্থাৎ তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, অথবা যাহাতে তাহারা ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে তন্নিমিত্ত; [২] উত্যা চ পথা রথানাম্‌—রশ্মিসমূহের পথে (উতী—উত্যা=পথা; উতি শব্দের অর্থ পথ; রথ শব্দের অর্থ রশ্মি) ইন্দ্রম্‌ অস্মিন্‌ যজ্ঞে হ্বয়ামি (ইন্দ্রকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি—হুবে—হ্বয়ামি)।

১। শবসঃ সেনালক্ষণস্য বলস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অবত্তেঃ কান্তিকর্ম্মণো রক্ষণকর্ম্মণো বা গতিকর্ম্মণো বা; এবাঃ কাম্যানি পালনানি গমনানি বা তৈরেতৈর্নিমিত্তভূতৈঃ (স্কঃ স্বাঃ); গমনৈঃ তং প্রতি নিমিত্তভূতৈঃ (দুঃ)।

১৩। বরুণ।

বরুণো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪ ॥

বরুণঃ ব্যাখ্যাতঃ (বরুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

বরুণ শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ১০।৩ দ্রষ্টব্য)। এখানে বরুণ দ্যুস্থান—রশ্মিজালসমাবৃত আদিত্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বরুণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৫০।৬)

বরুণ (হে বরুণ), পাবক (হে পবিত্রতাবিধায়ক) ত্বং (তুমি) যেনা চক্ষসা (যে অনুগ্রহদৃষ্টিতে) জনান্ অনু (জনগণমধ্যে অবস্থিত)[1] ভুরণ্যন্তং [যজমানং] (পুণ্যানুষ্ঠাতাদিগের মার্গে ক্ষিপ্র গমনকারী অথবা ক্ষিপ্র স্তুতিকারী যজমানকে) পশ্যসি (দর্শন করিয়া থাক), [তোমার সেই দৃষ্টির স্তুতি আমরা করিতেছি]।

ভুরণ্যুরিতি ক্ষিপ্রনাম, ভুরণ্যুঃ শকুনির্ভূরিমধ্বানং নয়তি, স্বর্গস্য লোকস্যাভিবোল্হা, তৎসম্পাতী ভুরণ্যুঃ ॥ ২ ॥

ভুরণ্যুঃ ইতি ক্ষিপ্রনাম (ভুরণ্যু শব্দ ক্ষিপ্রবাচী—নিঘ ২।১৫); ভুরণ্যুঃ শকুনিঃ (ভুরণ্যু শব্দ শকুনিকেও বোধ করাইয়া থাকে)। ভূরিম্ অধ্বানং নয়তি (প্রভূত পথ চলিয়া থাকে—ভূরি+নী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); স্বর্গস্য লোকস্য অভিবোল্হা অভিবোঢ়া বা (স্বর্গ লোকে বহনকারী অথবা গন্তা)—শকুনি শব্দের অর্থ স্বর্গকাম যজমানের জন্য যজ্ঞে যে সুপর্ণনামক অগ্নি চয়ন করা হয় সেই অগ্নি; এই অগ্নি যজমানকে স্বর্গে লইয়া যায়—কাজেই শকুনি স্বর্গলোকে অভিবোল্হা বা অভিবাহক।[2] অথবা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।১৩।১-২) পরিদৃষ্ট হয় যে রাজা সোম পুরাকালে স্বর্গলোকে ছিলেন; গায়ত্রীছন্দ সুপর্ণরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গিয়া তথা হইতে সোম আহরণ করেন; কাজেই শকুনি (সুপর্ণ) স্বর্গলোকে অভিবোল্হা বা গন্তা।[3] তৎসম্পাতী ভুরণ্যুঃ (সেই যজ্ঞাগ্নিসমন্বিত যজমানও ভুরণ্য বলিয়া কথিত হন;[4] অথবা যে যজমান সেই সুপর্ণের ন্যায় স্বর্গগমনেচ্ছু তিনিও ভুরণ্যু)[5]—ভুরণ্যু শব্দে যজমানকে বুঝাইয়া থাকে, কারণ যজমান যজ্ঞাগ্নিসমন্বিত অথবা সুপর্ণের ন্যায় স্বর্গগমনাভিলাষী। তৎসম্পাতী—তেন যজ্ঞাগ্নিনা সম্পাতী যুক্তঃ অথবা স ইব সুপর্ণ ইব সম্পাতী সম্পতনশীলঃ;

১। জনানন্বনুষ্যান্ প্রতি বর্তমানমিতি শেষঃ, মনুষ্যাণাং মধ্যে স্থিতমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। যোঽয়ং স্বর্গকামস্য সুপর্ণনামাগ্নিশ্চীয়তে সোঽত্র শকুনিশব্দেনোচ্যতে। স হি স্বর্গকামস্য বিধানাৎ ক্ষিপ্রং যজমানং স্বর্গলোকমভিবহতি, অতঃ স্বর্গলোকস্যাভিবোঢ়া ইত্যুচ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। 'অমুতো লোকাদ্ গায়ত্রী সুপর্ণো ভূত্বা সোমমাহরৎ' ইতি শ্রুতেঃ স্বর্গস্য লোকস্য গন্তা (স্কঃ স্বাঃ); শত. পথ. ব্রা ১।৮।২।১০ দ্রষ্টব্য।

৪। তেন যুক্তোঽগ্নিচিৎ (দুঃ)।

৫। স্বর্গং লোকং প্রতি তথৈব শীঘ্রং যঃ পততি গন্তুমিচ্ছতি (দুঃ)।

সম্পতন শব্দের অর্থ গমন। মন্ত্রে 'ভুরণ্যন্তম্' পদ আছে—শীঘ্রকরণার্থক 'ভুরণ্য' ধাতুর শতৃ প্রত্যয়ের রূপ ভুরণ্যৎ (২য়ার একবচনে 'ভুরণ্যন্তম্')। 'ভুরণ্যৎ' শব্দের অর্থ শীঘ্রকারী—সন্মার্গে শীঘ্রগমনকারী অথবা শীঘ্রস্তুতিকারী।[1] 'ভুরণ্যু' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে 'ভুরণ্যৎ'-শব্দের প্রসঙ্গেই। বস্তুগত্যা উভয় শব্দ একার্থক বলিলেও দোষ হয় না।

অনেন পাবক খ্যানেন 'ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি' তত্তে বয়ং স্তুম ইতি বাক্যশেষঃ ॥ ৩ ॥

হে পাবক [যেন] অনেন খ্যানেন (যে এই দৃষ্টির দ্বারা) ভুরণ্যন্তং জনান্ অনু······ ; তৎ তে বয়ং স্তুমঃ (আমরা তোমার সেই দৃষ্টির স্তব করিতেছি) ইতি বাক্যশেষঃ (এইরূপে বাক্য পরিসমাপ্তি করিতে হইবে)। চক্ষসা—খ্যানেন (দৃষ্টির দ্বারা)।

মন্ত্রে 'যেন'—এই যৎ-শব্দের প্রয়োগ থাকায় আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ণ অর্থের প্রতীতি করিতে হইবে তৎ-শব্দের কোনও পদের প্রয়োগ দ্বারা।[2] ভাষ্যকার বলিতেছেন—'যেন চক্ষসা পশ্যসি তৎ [চক্ষঃ] বয়ং স্তুমঃ' এইরূপ অন্বয় করিয়া বাক্য সমাপ্তি করিলেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইতে পারে।

অপি বোত্তরস্যাম্ ॥ ৪ ॥

অপি বা উত্তরস্যাম্ (অথবা পরবর্তী ঋকে ইহার অন্বয় সাধন করিতে হইবে)।

যে ঋক্‌টী আলোচিত হইল তৎপরবর্তী ঋকের (ঋ ১।৫০।৭) সহিত অন্বয় করিলেও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি অর্থাৎ পূর্ণ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে। পরবর্তী ঋক্‌টী উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ক্ষিপ্রং বানং স্তুতীশ্চ কুর্বন্তম্ (স্কঃ ধাঃ)।

২। যেনেতি যচ্ছব্দেঃ সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ তত্তে বয়ং স্তুম ইতি বাক্যশেষঃ (স্কঃ ধাঃ)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৫০।৬)

বিদ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য্য ॥ ২ ॥

(ঋ—১।৫০।৭)

যেনা পাবক চক্ষসা……পশ্যসি (হে পাবক, যে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে তুমি……দর্শন করিয়া থাক) [সেই অনুগ্রহ দৃষ্টি নিয়াই] সূর্য্য (হে সূর্য্য) অক্তুভিঃ অহা মিমানঃ (রাত্রির সহিত দিবসকে সৃষ্টি করিয়া) [এবং] জন্মানি পশ্যন্ (জাত প্রাণিসমূহকে অবলোকন করিয়া) দ্যাম্ (দ্যুলোক) [এবং] পৃথু রজঃ (মহান্ অন্তরিক্ষ লোক) বি+এষি (ব্যেষি—বিবিধরূপে পরিভ্রমণ কর)।

ব্যেষি দ্যাং রজশ্চ পৃথু মহান্তং লোকম্, অহানি চ মিমানো অক্তুভী রাত্রিভিঃ সহ, পশ্যঞ্জন্মানি জাতানি সূর্য্য ॥ ৩ ॥

বি দ্যাম্ এষি—ব্যেষি দ্যাম্ ; রজঃ পৃথু=মহান্তং লোকম্ (মহান্ লোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষ; 'রজস্' শব্দের অর্থ লোক); অহা—অহানি (দিবস সমূহকে) অক্তুভিঃ=রাত্রিভিঃ সহ (রাত্রিসমূহের সহিত) মিমানঃ (নির্ম্মাণ বা সৃষ্টি করতঃ); জন্মানি=জাতানি (জাত প্রাণিবর্গকে)।

অপি বা পূর্ব্বস্যাম্ ॥ ৪ ॥

অপি বা পূর্ব্বস্যাম্ (অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে উহার অন্বয় করিতে হইবে)।

'যেনা পাবকা চক্ষসা'…… এই ঋকের অন্বয় এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের (ঋ—১।৫০।৫) সহিত করিয়াও একবাক্যতা সম্পাদন করা যাইতে পারে—পূর্ণ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ। অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৫০।৬)

প্রত্যঙ্‌ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্‌ঙুদেষি মানুষান্‌।
প্রত্যঙ্‌ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ২ ॥

(ঋ—১।৫০।৫)

যেনা পাবক চক্ষসা……পশ্যসি (হে পাবক, যে অনুগ্রহদৃষ্টিতে তুমি……দর্শন করিয়া থাক) [সেই অনুগ্রহ দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াই] স্বঃ (হে সূর্য্য) দেবানাং বিশঃ দৃশে (দেবগণের স্বভূত প্রজাবৃন্দকে দেখিবার নিমিত্ত)[1] প্রত্যঙ্‌ উদেষি (পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হও)[2] মানুষান্‌ [দৃশে] (মানুষ দিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত) প্রত্যঙ্‌ উদেষি (পূর্ব্বদিকে পশ্চিম মুখ হইয়া উদিত হও) বিশ্বং [দৃশে] প্রত্যঙ্‌ উদেষি (সর্ব্ব জগৎকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হও)।

প্রত্যঙ্‌ উদেষি—পূর্ব্বদিকে উদিত হও—পশ্চিমমুখ হইয়া। দেববিট্‌ (দেবগণের স্বীয় প্রজাবৃন্দ) মানুষ এবং সর্ব্বজগৎকে সম্মুখে রাখিয়া সূর্য্য পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হন—যাহাতে তিনি সকলকেই দেখিতে পান, সকলের প্রতিই অনুগ্রহ করিতে পারেন তজ্জন্য।

প্রত্যঙ্‌ঙিদং সর্ব্বমুদেষি, প্রত্যঙ্‌ঙিদং জ্যোতিরুচ্যতে,[3]
প্রত্যঙ্‌ঙিদং সর্ব্বমভিবিপশ্যসীতি ॥ ৩ ॥

প্রত্যঙ্‌ ইদং সর্ব্বং [পুরস্তাৎ কৃত্বা][4] উদেষি (এই সকলকে অর্থাৎ দেববিট্‌ মানুষ এবং সর্ব্বজগৎকে সম্মুখে রাখিয়া তুমি পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হও), প্রত্যঙ্‌ ইদং জ্যোতিঃ উচ্যতে (এই জ্যোতি অর্থাৎ আদিত্য পশ্চিমমুখ বলিয়া অভিহিত হন) প্রত্যঙ্‌ ইদং সর্ব্বম্‌ অভিবিপশ্যসি ইতি (পশ্চিমমুখ হইয়া এই সকলকে অর্থাৎ সর্ব্বজগৎকে দর্শন করিয়া থাক)। প্রত্যঙ্‌—পুংলিঙ্গ, সূর্য্যের বিশেষণ—ক্রিয়াবিশেষণ নহে।

১। দেবানাং স্বভূতা যা বিশস্তা দ্রষ্টুম্‌, দৃশেশব্দশ্চ দ্রষ্টুমিত্যস্তার্থে বর্ত্ততে (স্কঃ স্বাঃ)—পাঃ ৩।৪।১১ দ্রষ্টব্য।

২। প্রাচ্যাং দিশি প্রত্যঙ্‌মুখঃ স্থিত্বা সমুদেষীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। 'প্রত্যঙ্‌ ইদং জ্যোতিরুচ্যতে'—এই অংশ বহু পুস্তকে নাই।

৪। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

অপি বৈতস্যামেব ॥ ৪ ॥

অপি বা এতস্যাম্ এব (অথবা এই ঋকের মধ্যেই ইহার পূর্ণ অন্বয় প্রদর্শিত হইতে পারে)।

অথবা—'যেনা পাবক চক্ষসা....' এই ঋকের অন্বয় অন্য কোনও ঋকের সাহায্যে করিতে হইবে না ; কতিপয় পদ অধ্যাহার করিয়া ঋকের সহিত যোজনা করিলেই পূর্ণ অন্বয় সাধিত হইতে পারে—একবাক্যতা বা পূর্ণার্থতা প্রকট হইতে পারে।

॥ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৫০।৬)

তেন নো জনানভিবিপশ্যসি ॥ ২ ॥

যেনা পাবক চক্ষসা···পশ্যসি (হে পাবক, যে অনুগ্রহদৃষ্টিতে তুমি····দর্শন করিয়া থাক) [তেন নঃ জনান্ অভিবিপশ্যসি] (সেই অনুগ্রহ দৃষ্টি নিয়াই তুমি আমাদের স্বজনবর্গকে দর্শন কর)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে ঋক্‌টির যে অন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সহিত পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত অন্বয়ের প্রকার ভেদ না থাকিলেও অর্থতঃ ভেদ আছে—পূর্ব্বত্র বাক্যসমাপ্তি ঘটিয়াছে স্তুতিতে, এই স্থলে বাক্য সমাপ্তি ঘটিয়াছে অশীর্ব্বাদভিক্ষায়। ইহা দুর্গাচার্য্যের কথা। মনে হয় দুর্গাচার্য্যস্বীকৃত পাঠ 'অভিবিপশ্য'। দুর্গাচার্য্যটীকায় বহু পুস্তকে এই পাঠই পরিদৃষ্ট হয়।

১৪। কেশী।

কেশী কেশা রশ্ময়স্তৈস্তদ্বান্ ভবতি, কাশনাদ্বা প্রকাশনাদ্বা [১] ॥ ৩ ॥

'কেশিন্' শব্দের প্রথমার একবচনে কেশী ; কেশাঃ রশ্ময়ঃ (কেশ শব্দ রশ্মিবোধক) তৈঃ তদ্বান্ ভবতি (কেশসমূহের দ্বারা কেশী কেশবিশিষ্ট হয়—'কেশিন্' এই নাম কেশসমূহ আছে বলিয়াই) ; কাশনাৎ বা প্রকাশনাৎ বা (অথবা—আদিত্য— কেশী, দীপ্তিকারক বা প্রকাশকারক বলিয়া)।[২]

কেশী=নভোমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী প্রদীপ্ত আদিত্য। কেশ অর্থাৎ কেশস্থানীয় রশ্মিসমূহ আছে বলিয়াই আদিত্যের নাম কেশী। অথবা—'কেশিন্' নাম হইয়াছে আদিত্য দীপ্তিকারক বা প্রকাশকারক বলিয়া। কাশ শব্দ দীপ্ত্যর্থক 'কাশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কাশ অর্থাৎ দীপ্তি যাঁহার আছে তিনি কাশী ; কাশী=কেশী—আদিত্য দীপ্তিসম্পন্ন, এইরূপ ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে। রশ্মিব্যঞ্জক কেশ শব্দও দীপ্ত্যর্থক 'কাশ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন।[৩]

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী কেশী দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বহুপুস্তকে 'প্রকাশনাদ্বা' এই অংশ নাই। ২। কাশনাদ্বা প্রকাশনাদিত্যর্থঃ (দুঃ)।
৩। রশ্ময়োঽপি কেশাঃ কাশনাদেব (দুঃ)।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্ত্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১৩৬।১)

কেশী অগ্নিং কেশী বিষং কেশী রোদসী বিভর্ত্তি (কেশী অগ্নিকে কেশী জলকে এবং কেশীই দ্যুলোককে ও ভূলোককে ধারণ করেন), কেশী বিশ্বং স্বঃ দৃশে (কেশী সর্ব্ব জগৎকে[1] অনুগ্রহবুদ্ধিতে দর্শন করেন), ইদং জ্যোতিঃ কেশী উচ্যতে (পরিদৃশ্যমান আদিত্যাখ্য জ্যোতি কেশী বলিয়া অভিহিত হন)।

আদিত্য অগ্নির ধারক ও পোষক—আদিত্য হইতে হয় বৃষ্টি। বৃষ্টি হইতে হয় শস্যাদির নিষ্পত্তি, তাহা হইতে হয় যাগানুষ্ঠান, যাগে প্রদান করা হয় আহুতি—আহুতির দ্বারা হয় অগ্নি পুষ্ট; এইভাবে আদিত্যই অগ্নিপুষ্টির মুখ্য কারণ।[2] আদিত্য জলের ধারক—আদিত্য-রশ্মিদ্বারাই জল ভূলোক হইতে আহৃত হয়।[3] আদিত্য দ্যুলোক ও ভূলোকের ধারক—আদিত্যের অনুগ্রহেই তত্রস্থ ভূতনিবহ প্রাণধারণ করে।

কেশ্যগ্নিং চ বিষং চ বিষমিত্যুদকনাম বিষ্ণাতের্বিপূর্ব্বস্য স্নাতেঃ শুদ্ধ্যর্থস্য, বি-পূর্ব্বস্য বা সচতেঃ ॥ ২ ॥

কেশী অগ্নিং কেশী বিষম্—কেশী অগ্নিং চ বিষং চ—কেশী অগ্নিকে ও জলকে [ধারণ করেন]; বিষম্ ইতি উদকনাম (বিষ শব্দ উদকবাচী)—বিষ্ণাতেঃ=বিপূর্ব্বস্য স্নাতেঃ শুদ্ধ্যর্থস্য (বিষ্ণা অর্থাৎ বিপূর্ব্বক শুদ্ধ্যর্থক বা শৌচার্থক 'স্না' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); বিপূর্ব্বস্য বা সচতেঃ (অথবা—বিপূর্ব্বক 'সচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

বিষ—বি+শৌচার্থক 'স্না' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (জলের দ্বারা শারীরিক শুদ্ধি সাধিত হয়); অথবা বি+সেবনার্থক 'সচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (স্নানপানার্থী জনকর্তৃক জল বিশেষভাবে সেবিত হয়)।[4]

দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ ধারয়তি, কেশীদং সর্ব্বমিদমভিবিপশ্যতি, কেশীদং জ্যোতি-রুচ্যত ইত্যাদিত্যমাহ ॥ ৩ ॥

বিভর্ত্তি রোদসী=দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ ধারয়তি (এবং দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন); কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে—কেশী ইদং [বিশ্বং] সর্ব্বম্ ইদম্ অভিবিপশ্যতি

১। স্বঃ শব্দ সর্ব্বপর্য্যায়ঃ কেশ্যেব সর্ব্বং জগৎ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। বর্দ্ধেণোদকেনৌষধীরভিনিষ্পাদ্যগ্রাহুতিদ্বারেণ (দুঃ)।
৩। রশ্মিভিরাহৃতং সৎ (স্কঃ স্বাঃ)।   ৪। তদ্ধি স্নানপানাবগাহাদিভিঃ সেব্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

(কেশী এই বিশ্বকে অর্থাৎ এই সর্ব্ব জগৎকে অনুগ্রহবুদ্ধিতে দর্শন করেন—দৃশে= অভিবিপশ্যতি)। 'স্বঃ' শব্দের অর্থ দুর্গাচার্য্যের মতে আদিত্য—স্বঃ কেশী=আদিত্য কেশী; স্কন্দস্বামী বলেন—এখানে স্বঃ=সর্ব্ব। স্কন্দস্বামী আরও বলেন 'সর্ব্বমভিদ্রষ্টুমিতি পাঠঃ, সর্ব্বমভিবিপশ্যতীত্যপপাঠঃ'; তাঁহার মতে দৃশে=অভিদ্রষ্টুম্; কেশী ইদং সর্ব্বং বিশ্বম্ অভিদ্রষ্টুং [বিভর্ত্তি] (কেশী সর্ব্বজগৎকে দর্শন অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে ধারণ করেন)। 'কেশী ইদং জ্যোতিরুচ্যতে' ইতি আদিত্যম্ আহ—'ইদং জ্যোতিঃ' বলিতে এখানে আদিত্যকে বুঝাইতেছে (এই পরিদৃশ্যমান জ্যোতি অর্থাৎ আদিত্য কেশী নামে আখ্যাত হন)।

অথাপ্যেতে ইতরে জ্যোতিষী কেশিনী উচ্যেতে, ধূমেনাগ্নী রজসা চ মধ্যমঃ ॥ ৪ ॥

অথাপি (আর) এতে ইতরে জ্যোতিষী (এই অন্য জ্যোতির্দ্বয়) কেশিনী উচ্যেতে (কেশী বলিয়া আখ্যাত হয়), ধূমেন অগ্নিঃ রজসা চ মধ্যমঃ [প্রকাশ্যেতে] (ধূমের দ্বারা পার্থিবাগ্নি এবং রজের দ্বারা মধ্যম অর্থাৎ বায়ু প্রকাশিত হয়)।

ইতরে জ্যোতিষী (অপর জ্যোতির্দ্বয়) বলিতে পার্থিবাগ্নি এবং বায়ু বুঝিতে হইবে। আদিত্যের কেশ যেরূপ রশ্মি, পার্থিবাগ্নির কেশ (প্রকাশক) সেইরূপ ধূম এবং বায়ুর কেশ (প্রকাশক) সেইরূপ রজঃ। অগ্নি নিগূঢ় থাকিলেও ধূমই তাহার প্রকাশ বা অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়।[১] বায়ু অদৃশ্য কিন্তু রজঃকণা উত্থিত হইলেই বুঝা যায় বায়ু আসিতেছে—রজঃকণা বায়ুর প্রকাশক বা অস্তিত্বের জ্ঞাপক; নিগূঢ় বৈদ্যুতিক যে বায়ু তাহারও প্রকাশক রজঃ অর্থাৎ বৃষ্টিরূপ উদক—বৃষ্টি দ্বারাই বৈদ্যুতিক বায়ুর অস্তিত্ব বুদ্ধিগোচর হয়।[২]

১৫। কেশিনঃ।

তেষামেষা সাধারণা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এষা সাধারণা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ইহাদের অর্থাৎ কেশিত্রয়ের পক্ষে সাধারণ)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে কেশিত্রয়ের—আদিত্যের, অগ্নির এবং বায়ুর স্তুতি তুল্যভাবে আছে।

॥ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ধূমেন কেশস্থানীয়েন পার্থিবোঽগ্নিঃ। তেনৈব হ্যসৌ প্রকাশ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। রজসা চ মধ্যমঃ অসাবপামূর্ত্তত্বাৎ অপ্রকাশঃ সন্ রজসোদ্ধূতেন প্রকাশ্যতে অসৌ বায়ুরাগচ্ছতীতি—উদকেন চ বৈদ্যুতঃ (দুঃ)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্‌।
বিশ্বমেকো অভিচষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্‌ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।৪৪)

ত্রয়ঃ কেশিনঃ (তিন কেশী) ঋতুথা (ঋতুতে ঋতুতে—নিজ নিজ সময়ে) বিচক্ষতে (এই জগৎকে অনুগ্রহ বুদ্ধিতে দর্শন করেন), এষাম্‌ একঃ (ইঁহাদের একজন—অগ্নি) সংবৎসরে (বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্মকালে)[১] বপতে (পৃথিবীর রোমস্থানীয় তৃণসমূহ দগ্ধ করেন), একঃ (একজন—আদিত্য) শচীভিঃ (প্রকাশ-বৃষ্টিদানাদি কর্ম্মের দ্বারা)[২] বিশ্বম্‌ অভিচষ্টে (জগৎকে অনুগৃহীত করেন),[৩] একস্য (একজনের—বায়ুর) ধ্রাজিঃ (গতি) দদৃশে (দৃষ্ট বা উপলব্ধ হয়) ন রূপম্‌ (রূপ দৃষ্ট হয় না)।

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে কালে কালেঽভিবিপশ্যন্তি ॥ ২ ॥

ঋতুথা = ঋতৌ ঋতৌ = কালে কালে—যথাকালে অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্ম করিবার সময় উপস্থিত হইলে ; বিচক্ষতে = অভিবিপশ্যন্তি (অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দর্শন করেন — অনুগৃহীত করেন)।

সংবৎসরে বপত এক এষামিত্যগ্নিঃ পৃথিবীং দহতি ॥ ৩ ॥

এষাম্‌ একঃ সংবৎসরে বপতে ইতি (ইহার অর্থ)—অগ্নিঃ পৃথিবীং দহতি (অগ্নি পৃথিবীকে অর্থাৎ পৃথিবীস্থ তৃণসমূহকে দগ্ধ করেন)।

তৃণসমূহ দগ্ধ হইলে পৃথিবীর শস্যোৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায়—লোকের মঙ্গল সাধিত হয়।

সর্ব্বমেকোঽভিবিপশ্যতি কর্ম্মভিরাদিত্যঃ ॥ ৪ ॥

বিশ্বম্‌ একঃ অভিচষ্টে শচীভিঃ = সর্ব্বম্‌ একঃ অভিবিপশ্যতি কর্ম্মভিঃ—একঃ = আদিত্যঃ (আর একজন অর্থাৎ আদিত্য প্রকাশনাদি কর্ম্মের দ্বারা নিখিল জগৎ অনুগৃহীত করেন)—বিশ্বম্‌ = সর্ব্বম্‌ ; অভিচষ্টে = অভিবিপশ্যতি ; শচীভিঃ = কর্ম্মভিঃ (শচী শব্দ কর্ম্মবাচক—নিঘ ২।১)।

১। সংবৎসরে গ্রীষ্মকালে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। প্রকাশনরসাদানাদিভিঃ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অভিচষ্টে অভিবিপশ্যত্যনুগৃহ্ণাতি (স্কঃ স্বাঃ)।

গতিরেকস্য দৃশ্যতে ন রূপং মধ্যমস্য ॥ ৫ ॥

ধ্রাজিঃ একস্য দদৃশে ন রূপম্—গতিঃ একস্য দৃশ্যতে ন রূপম্—একস্য—মধ্যমস্য (একজনের অর্থাৎ মধ্যমের বা বায়ুর গতি দৃষ্ট বা উপলব্ধ হয়—রূপ দৃষ্ট হয় না); ধ্রাজিঃ= গতিঃ; দদৃশে=দৃশ্যতে।

১৬। বৃষাকপি।

অথ যদ্রশ্মিভিরভিপ্রকম্পয়ন্নেতি তদ্‌বৃষাকপির্ভবতি বৃষাকম্পনঃ ॥ ৬ ॥

অথ (অতঃপর) যৎ (যখন) রশ্মিভিঃ (রশ্মিসমূহসম্বলিত হইয়া) অভিপ্রকম্পয়ন্ (দিবাচারী ভূতনিবহকে বিকম্পিত করিয়া) এতি (সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন) তৎ (তখন) বৃষাকপিঃ ভবতি (তিনি হন বৃষাকপি), বৃষাকম্পনঃ (বৃষাকপি—অবশ্যায় অর্থাৎ ওসের বর্ষণ কর্ত্তা এবং ভূতসমূহের কম্পকারক)।

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যই বৃষাকপি—বৃষভিঃ রশ্মিভিঃ [উপলক্ষিতঃ] অভিপ্রকম্পয়ন্ এতি অস্তাচলং গচ্ছতি (উপসংহৃতপ্রায়রশ্মিসমূহসমন্বিত হইয়া প্রাণিবর্গের কম্প উৎপাদন পূর্ব্বক সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন)—সূর্য্যাস্ত হইতেছে দেখিয়া দিবাচারী প্রাণিসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়। অথবা—বৃষা শব্দের অর্থ বর্ষণকারী এবং কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারক—অস্তাচলগামী সূর্য্য অবশ্যায় (ওস বা হিমকণা) বর্ষণ করেন এবং রাত্রিভীত প্রাণিবর্গকে বিকম্পিত করেন।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বৃষাকপি সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১ ॥
(ঋ—১০।৮৬।২১)

বৃষাকপে (হে বৃষাকপে) পুনঃ এহি (পুনরায় আগমন করিও—উদিত হইও), সুবিতা (সুবিতানি—বিহিত যাগাদি কর্ম্ম) কল্পয়াবহৈ (তুমি এবং আমি সম্পন্ন করিব); যঃ এষঃ [ত্বং] স্বপ্ননংশনঃ (যে তুমি স্বপ্ননাশন অর্থাৎ উদয়ের দ্বারা নিদ্রাবিঘাতক) স [ত্বং] পুনঃ পথা অস্তম্ এষি (সেই তুমি নিয়ত পথে পুনরায় অস্ত গমন করিতেছ), [যঃ] ইন্দ্রঃ বিশ্বস্মাৎ উত্তরঃ (যে ইন্দ্র অর্থাৎ আদিত্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) [তম্ এতদ্ ব্রূমঃ]:(তাঁহাকেই ইহা বলিতেছি)।

যজ্ঞ অর্দ্ধসমাপ্ত হইয়াছে—এই অবস্থায় অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া ঋষি উক্তরূপ বলিতেছেন।

পুনরেহি বৃষাকপে সুপ্রসূতানি বঃ কর্ম্মাণি কল্পয়াবহৈ ॥ ২ ॥

সুবিতানি = সুপ্রসূতানি কর্ম্মাণি—সুপ্রবৃত্ত (সাধু উদ্দেশ্যে সমারব্ধ) অথবা অভ্যনুজ্ঞাত অর্থাৎ বিহিত যাগাদিক্রিয়া সমূহ।[1] বঃ কল্পয়াবহৈ = আবাং কল্পয়াবহৈ (তুমি এবং আমি সুসম্পন্ন করিব—তুমি করিবে উদয়ের দ্বারা, আমি করিব অনুষ্ঠানের দ্বারা)।[2]

য এষ স্বপ্ননংশনঃ স্বপ্নান্নাশয়ত্যাদিত্য উদয়েন সোঽস্তমেষি পথা পুনঃ ॥ ৩ ॥

যঃ এষঃ স্বপ্ননংশন = যঃ এষঃ [ত্বং] স্বপ্ননাশনঃ (যে তুমি স্বপ্ননাশয়িতা)—স্বপ্নান্ নাশয়তি আদিত্যঃ উদয়েন (আদিত্যকে স্বপ্ননাশন বলা হয় এই জন্য যে আদিত্য স্বীয় উদয়ের দ্বারা প্রাণিবর্গের স্বপ্ন বা নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া থাকেন); সঃ অস্তম্ এষি পথা পুনঃ (সেই তুমি আবার অস্তগমন করিতেছ তোমার নিয়ত পথে)।

সর্ব্বস্মাত্ত ইন্দ্র উত্তরস্তমেতদ্ ব্রূম আদিত্যম্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বস্মাৎ = সর্ব্বস্মাৎ; যঃ ইন্দ্রঃ (যে ইন্দ্র অর্থাৎ আদিত্য) সর্ব্বস্মাৎ উত্তরঃ (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ), তম্ এতদ্ ব্রূমঃ আদিত্যম্ (সেই আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিতেছি)।

১। সুবিতানি সুপ্রসূতান্যভ্যনুজ্ঞাতানি বিহিতানীত্যর্থঃ (ষঃ ভাঃ); সুপ্রসূতানি (দুঃ)।

২। ত্বমুদয়েনাহমনুষ্ঠানেনেতি (দুঃ)।

১৭। যম।

যমো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥

যমঃ ব্যাখ্যাতঃ (যম ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

যম শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ১০।১৯ দ্রষ্টব্য। এই স্থলে যম শব্দে অস্তগমনাবস্থ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী যমের সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্পতিঃ পিতা পুরাণাননুবেনতি ॥ ১ ॥
(ঋ—১০।১৩৫।১)

যস্মিন্ সুপলাশে বৃক্ষে (যে সুদীপ্ত আদিত্যমণ্ডলে) যমঃ (আদিত্য) দেবৈঃ সংপিবতে (রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত বা সম্পিণ্ডিত হয়) অত্র (তত্র—সেই আদিত্যমণ্ডলে) বিশ্পতিঃ পিতা (সর্ব্বরক্ষক বা সর্ব্বপালক পিতৃস্থানীয় আদিত্য) পুরাণান্ নঃ (জীর্ণ বিষয়বিতৃষ্ণ আমাদিগকে) অনুবেনতি (কামনা করুন)।

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে, স্থানে বৃতক্ষয়ে বা, অপিবোপমার্থে স্যাদ্ বৃক্ষ ইব সুপলাশ ইতি, বৃক্ষো ব্রশ্চনাৎ, পলাশং পলাশনাৎ, দেবৈঃ সঙ্গচ্ছতে যমো রশ্মিভিরাদিত্যস্তত্র নঃ সর্ব্বস্য পাতা বা, পালয়িতা বা, পুরাণাননুকাময়েত ॥ ২ ॥

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে, স্থানে বৃতক্ষয়ে বা, অপি বা উপমার্থে স্যাৎ বৃক্ষে ইব সুপলাশে ইতি—'যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে' ইহার অর্থ—বৃতক্ষয়ে স্থানে (পুণ্যাত্মা জনগণ যেখানে ক্ষয় বা নিবাস বরণ করেন সেই স্থানে—আদিত্যমণ্ডলাখ্য স্থানে,)[১] অপি বা উপমার্থে স্যাৎ (অথবা—ইহা উপমার্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে) বৃক্ষ ইব সুপলাশে (শোভন পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষে যেরূপ এক শকুনি অন্য শকুনির সঙ্গে মিলিত হয়, সেইরূপ আদিত্যমণ্ডলাখ্য স্থানে যম বা আদিত্য রশ্মিসমূহের সহিত মিলিত বা সংপিণ্ডিত হন)। 'বৃতক্ষয়' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বৃক্ষ; বৃক্ষ শব্দের অর্থ আদিত্যমণ্ডল—আদিত্যমণ্ডলনিবাস পুণ্যাত্মা জনগণের বৃত বা অভীপ্সিত; উপমার্থ ধরিলে বলিতে হইবে—বৃক্ষঃ ব্রশ্চনাৎ (বৃক্ষ শব্দ ছেদনার্থক 'ব্রশ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বৃক্ষ ছেদন করা হয়); 'ব্রশ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বৃক্ষ শব্দ ও আদিত্যমণ্ডলকে বুঝাইতে পারে—আদিত্যমণ্ডল স্বগতিতে অর্থাৎ উদয়াস্তময়ের দ্বারা কাল অতিক্রম করিয়া সর্ব্বভূতের আয়ুশ্ছেদন করেন। পলাশং পলাশনাৎ (পলাশ শব্দ চ্যুত্যর্থক 'পলাশ্' ধাতু[২] হইতে নিষ্পন্ন—পলাশ বা পত্র চ্যুত হয়); আদিত্যমণ্ডলার্থক বৃক্ষ শব্দের বিশেষণ বলিয়া ধরিলে পলাশ শব্দ পরা+শদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে—শদ্ ধাতুর অর্থ শাতন বা বিশরণ; পলাশ শব্দের অর্থ হইবে—পরাশীর্ণমল (পরাশীর্ণ বা অপগত হইয়াছে মল বা মলিনতা যাহা হইতে—সমুজ্জ্বল বা প্রদীপ্ত)। দেবৈঃ সংপিবতে

১। পুণ্যকৃদ্ভির্বৃতনিবাসে (দুঃ)।
২। নৈরুক্ত ধাতু।

যমঃ=রশ্মিভিঃ আদিত্যঃ সঙ্গচ্ছতে (আদিত্য আদিত্যমণ্ডলে রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত বা সম্পিণ্ডিত হন—যমঃ=আদিত্যঃ, দেবৈঃ=রশ্মিভিঃ, সংপিবতে=সঙ্গচ্ছতে)। বিশ্‌পতিঃ= সর্ব্বত্র পাতা বা পালয়িতা বা (সকলের রক্ষক অথবা পালনকর্ত্তা); অত্র=তত্র (সেই আদিত্যমণ্ডলে) নঃ পুরাণান্‌ অনুবেনতি=নঃ পুরাণান্‌ অনুকাময়েত (পুরাণ অর্থাৎ জীর্ণ বা বিগততৃষ্ণ আমাদিগকে কামনা করুন অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে নিবাস প্রদান করিয়া আমাদিগকে সম্প্রীত করুন;[1] অনুবেনতি=অনুকাময়েত—'বেন' ধাতু কান্ত্যর্থক)।

১৮। অজ একপাৎ।

অজ একপাদজন একঃ পাদঃ।
একেন পাদেন পাতীতি বা।
একেন পাদেন পিবতীতি বা।
একোঽস্য পাদ ইতি বা।
'একং পাদং নোৎখিদতী'ত্যপি[2] নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

অজঃ একপাৎ=অস্তমিত আদিত্য।

(ক) অজঃ একপাৎ=অজনঃ একঃ পাদঃ (আদিত্য অজন অর্থাৎ চলনশীল এবং ব্রহ্মের এক পাদ; চতুষ্পাদ্‌ ব্রহ্মের এক পাদ অগ্নি, একপাদ বায়ু, এক পাদ আদিত্য এবং আর এক পাদ দিক্‌সমূহ—ছান্দো ৩।১৮।২); গত্যর্থক 'অজ্‌' ধাতু হইতে 'অজ' শব্দ নিষ্পন্ন।

(খ) একেন পাদেন পাতি ইতি বা (অথবা—এক পাদের দ্বারা রক্ষা করেন—ইহাই 'একপাৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—এক+পা+ক্বিপ্‌; সূর্য্য একপাদে অর্থাৎ একাংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব জগৎ রক্ষা করেন। অজঃ=অজনঃ (গতিশীল বা চলনবিশিষ্ট)।

(গ) একেন পাদেন পিবতি ইতি বা (অথবা—এক পাদের দ্বারা পান করেন—ইহাই 'একপাৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—এক+পা+ক্বিপ্‌; সূর্য্য একপাদে অর্থাৎ একাংশে সর্ব্ব জগতের উদক পান করেন। অজঃ=অজনঃ (গতিশীল বা চলনবিশিষ্ট)।

(ঘ) অজঃ (অজনঃ)+একপাৎ; একপাৎ=একঃ অস্য পাদঃ ইতি বা (অথবা— সূর্য্যের পাদসংখ্যা এক)—জীবভূত একপাদ (একাংশ) সর্ব্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আদিত্যের (ব্রহ্মের) যে একই পাদ এবং তাহা যে জীব, তৎপ্রদর্শনার্থ নিগম অর্থাৎ বৈদিক বাক্য

১। কাময়েত কামরতু সম্প্রাণয়বিতার্থঃ (দুঃ)।

২। মূল অনবগত—অথর্ববেদ ১১।৪।২১ দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত করিতেছেন—'একং পাদং নোৎখিদতি'। ইহা একটী মন্ত্রের অংশ (অথর্ব্ববেদ ১১।৪।২১ দ্রষ্টব্য)। সম্পূর্ণ মন্ত্রটী এই—

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
স চেত্তমুৎখিদেদঙ্গ ন মৃত্যুর্নামৃতং ভবেৎ ॥

"একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্। যদঙ্গ স তমুৎখিদেৎ নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন রাত্রী নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন ॥"

উচ্চরন্ (প্রতিদিন উদয়শীল) হংসঃ (তমোহন্তা আদিত্য) সলিলাৎ (এই জগৎ হইতে)[১] একং পাদং (তাঁহার জীবভূত একই পাদ) ন উৎখিদতি (উদ্ধৃত করেন না), স চেৎ তম্ উৎখিদেৎ (যদি তিনি সেই এক পাদ উদ্ধৃত করেন) [তাহা হইলে] অঙ্গ (ক্ষিপ্র—তৎক্ষণাৎ)[২] ন মৃত্যুঃ ন অমৃতং ভবেৎ (মৃত্যু এবং অমৃত্যু সংসার হইতে লোপ পাইত)। এই জগৎ হইত তাঁহার জীবভূত একাংশ যদি উদ্ধৃত করিতেন, জগৎ যদি জীবশূন্য হইত, তাহা হইলে জীবের অভাবে মৃত্যু বা অমৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারিত না—সর্ব্ব পদার্থ অবর্ণনীয় হইত; যৎ অঙ্গ স তমুৎখিদেৎ……(তিনি জীবভূত পাদ উঠাইয়া নিলে অর্থাৎ সংসারকে জীবচ্যুত করিলে অদ্য কল্য দিবা রাত্রি উষা প্রভৃতি বলিয়া কোন কথা থাকিত না)—আদিত্যের একই পাদ, সেই পাদ জীবনিবহ; জগৎ হইতে জীবই যদি অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে মৃত্যু বা অমৃত্যু হইবে কাহার? অদ্য কল্য দিন রাত্রি উষা রূপে কাল বিভাগ করিবে কে? মন্ত্রে আদিত্যের এক পাদেরই উল্লেখ আছে—আদিত্য এক পাদবিশিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হন।

তস্যৈষ নিপাতো ভবতি বৈশ্বদেব্যামৃচি ॥ ৪ ॥

তস্য এষঃ নিপাতঃ ভবতি বৈশ্বদেব্যাম্ ঋচি (তাঁহার এই নিপাত বা সহস্তুতি হইতেছে বিশ্বেদেব-দেবতাক ঋকে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা বিশ্বেদেবগণ; এই ঋকে 'অজ একপাৎ' দেবতার স্তুতি আছে—বিশ্বেদেব দেবতার সঙ্গে সাধারণ্যে অর্থাৎ তুল্যভাবে (নিরু ৭।১৩।৮ দ্রষ্টব্য)।

॥ উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সলিলাৎ সম্ভাব্রে ব্রহ্মণি লীনাবেন তস্মাৎ জগতঃ (দুঃ)।
২। অঙ্গ ক্ষিপ্রম্ (দুঃ)।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্ত্তা সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ।
বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্ বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৬৫।১৩)

তন্যতুঃ (বিস্তারকারিণী) পাবীরবী (দৈবী বাণী বা মাধ্যমিকা বাক্) দিবঃ ধর্ত্তা (দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা) একপাৎ অজঃ (একপাৎ অজ) সিন্ধুঃ (স্বর্গঙ্গাদি নদী) সমুদ্রিয়ঃ আপঃ (অন্তরিক্ষস্থ জলরাশি) বিশ্বেদেবাসঃ (এবং বিশ্বেদেবগণ) ধীভিঃ সহ মে বচাংসি (যাগাদিকর্ম্মসংবলিত আমার স্তুতিবাক্যসমূহ) শৃণবন্ (শৃণ্বন্=শৃণ্বন্তু—শ্রবণ করুন), পুরন্ধ্যা সহ সরস্বতী [অপি শৃণোতু] (পুরন্ধি অর্থাৎ উষার সহিত সরস্বতীও আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন)।

পবিঃ শল্যো ভবতি যদ্বিপুনাতি কায়ং তদ্বৎপবীরমায়ুধং তদ্বানিন্দ্রঃ পবীরবান্। 'অতিতস্থৌ পবীরবান্' ইত্যপি নিগমো ভবতি; তদ্দেবতা বাক্ পাবীরবী, পাবীরবী চ দিব্যা বাক্ ॥ ২ ॥

'পাবীরবী' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। পবিঃ শল্যঃ ভবতি—'পবি'শব্দের অর্থ শল্য ; যৎ বিপুনাতি কায়ম্—যে হেতু শরীরকে বিপাটিত বা বিদীর্ণ করে—বিপাটনার্থক 'পূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (নির্ ৫।৫ দ্রষ্টব্য) ; তদ্বৎ পবীরম্ আয়ুধম্—পবীর=পবিযুক্ত (মত্বর্থীয় র প্রত্যয়, ইকারের দীর্ঘত্ব)—পবিযুক্ত অর্থাৎ শল্যসমন্বিত আয়ুধের নাম পবীর ; তদ্বান্ ইন্দ্রঃ পবীরবান্—ইন্দ্রকেই পবীরবান্ বলা হয়, কারণ, তিনি সেই পবীরায়ুধসমন্বিত। 'অতিতস্থৌ পবীরবান্' ইত্যপি নিগমঃ ভবতি—ইন্দ্র যে পবীরবান্ তৎপক্ষে অতিতস্থৌ পবীরবান্ (ইন্দ্র অসুরগণকে বলে অতিক্রম করেন) এই নিগম বা বৈদিকবাক্যও (ঋ—১০।৬০।৩) আছে। তদ্দেবতা বাক্ পাবীরবী—যে বাক্যের দেবতা ইন্দ্র, তাহার নাম পাবীরবী ; পাবীরবী চ দিব্যা বাক্—পাবীরবী=দিব্যা বাক্ (দৈবী বাণী বা স্তনয়িত্নু অর্থাৎ মেঘগর্জ্জন)।

তন্যতুস্তনিত্রী বাচোঽন্যস্যা, অজশ্চৈকপাদ্দিবো ধারয়িতা চ, সিন্ধুশ্চাপশ্চ সমুদ্রিয়াশ্চ, সর্ব্বে চ দেবাঃ সরস্বতী চ সহ পুরন্ধ্যা, স্তুত্যা প্রযুক্তানি ধীভিঃ কর্ম্মভির্যুক্তানি শৃণ্বন্তু বচনানীমানীতি ॥ ৩ ॥

তন্যতুঃ=তনিত্রী অন্যস্যাঃ বাচঃ ('তন্যতু' শব্দের অর্থ তনিত্রী অর্থাৎ অন্যান্য বাক্যের বা শব্দের বিস্তারয়িত্রী)—মনুষ্য, পশু প্রভৃতি যে সকল শব্দ উচ্চারণ করে তাহা মাধ্যমিকা

বাক্যেরই বিস্তার (নির্ ১১।২৯ দ্রষ্টব্য)।[১] অশ্চ একপাৎ দিবঃ ধারয়িতা চ (এবং অজ একপাৎ—যিনি দ্যুলোকের ধারয়িতা ; ধর্তা = ধারয়িতা, অজ একপাৎ যে দ্যুস্থানদেবতা তাহা বলা হইল), সিন্ধবঃ আপঃ সমুদ্রিয়াঃ = সিন্ধবশ্চ আপশ্চ সমুদ্রিয়াশ্চ (গঙ্গাদি স্বর্ণদী এবং সমুদ্রস্থ অর্থাৎ অন্তরিক্ষে স্থিত বারিরাশি) ; বিশ্বেদেবাসঃ = সর্ব্বে চ দেবাঃ (এবং সর্ব্ব দেবগণ) সরস্বতী চ সহ পুরন্ধ্যা (এবং সরস্বতী দেবী পুরন্ধি বা উষার সহিত) ;[২] স্তুত্যা প্রযুক্তানি ধীভিঃ কর্ম্মভিঃ যুক্তানি শৃণ্বন্তু বচনানি ইমানি ইতি (স্তুত্যর্থ প্রযুক্ত এবং যাগাদিকর্ম্মসম্বলিত এই বচনসমূহ শ্রবণ করুন)—বচাংসি = স্তুত্যা প্রযুক্তানি বচনানি ; সহ ধীভিঃ = কর্ম্মভিঃ যুক্তানি—মাত্র শুষ্ক বচনই নহে, যাগাদিকর্ম্মসহকৃত বচন—'ধী' শব্দ কর্ম্মবাচী (নিঘ ২।১) ; শৃণবন্ = শৃণ্বন্তু।

১৯। পৃথিবী।

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা (পৃথিবী ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

'পৃথিবী' শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ১।১৩-১৪, ৯।৩১, ১১।৩৬ দ্রষ্টব্য)। এখানে 'পৃথিবী' শব্দের অর্থ—দ্যুলোক।

তস্যা এষ নিপাতো ভবত্যৈন্দ্রাগ্ন্যামৃচি ॥ ৫ ॥

তস্যা এষ নিপাতঃ ভবতি ঐন্দ্রাগ্ন্যাম্ ঋচি (তাঁহার এই নিপাত ইন্দ্রাগ্নিদেবতাক ঋকে হইতেছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে, তাহার দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। এই ঋকে পৃথিবীর নিপাত বা সহকথন হইয়াছে স্তুত্যরূপে নহে, কিন্তু নৈঘণ্টুক বা আনুষঙ্গিক ভাবে।[৩]

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অথবা লৌকিক বাক্যের বা শব্দের বিস্তারয়িত্রী—বর্দ্ধনের দ্বারা (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বহুপ্রজ্ঞয়োষসা। (স্কঃ স্বাঃ)

৩। ন স্তুত্যর্থেন কিং তর্হি নৈঘণ্টুকত্বেন কেবলম্ (দুঃ

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যদিন্দ্রাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যামবমস্যামুত স্থঃ।
অতঃ প৹র বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১০৮।১০)

ইন্দ্রাগ্নী (হে ইন্দ্র এবং অগ্নি) বৃষণৌ (কামাবস্তুপ্রদাতা তোমরা)[1] যৎ (যদি) পরমস্যা পৃথিব্যাং (উর্দ্ধস্থান পৃথিবীতে অর্থাৎ দ্যুলোকে) উত (অথবা) মধ্যমস্যাং পৃথিব্যাং (মধ্যম পৃথিবীতে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে [উত] (অথবা) অবমস্যাং পৃথিব্যাং (নিম্ন পৃথিবীতে অর্থাৎ ভূলোকে) স্থঃ (অবস্থান করিয়া থাক) অতঃ (সেই সকল স্থান হইতে) পরি আযাতং হি (তোমরা আমাদের যজ্ঞে চলিয়া আইস) অথা (অথ—অতঃপর) সুতস্য সোমস্য পিবতম্ (অভিষুত সোমের স্ব স্ব ভাগ পান কর)।[2]

ইন্দ্রাগ্নি দ্যুলোকে ধনঞ্জয় বায়ু ও আদিত্যাগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বায়ু ও বিদ্যুদগ্নিরূপে এবং ভূলোকে বায়ু ও পার্থিবাগ্নিরূপে অবস্থান করেন। ঋষি সকল স্থান হইতেই তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই যে ঋক্‌টী, ইহা পাঠমাত্রেই ব্যাখ্যাত হইল)।

উদ্ধৃত ঋক্‌টী সহজ—পাঠমাত্রেই ইহার অর্থপ্রতীতি হয়; কাজেই ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

২০। সমুদ্র।

সমুদ্রো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

সমুদ্রঃ ব্যাখ্যাতঃ (সমুদ্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

সমুদ্র শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ২।১০ দ্রষ্টব্য)। এখানে ইহার অর্থ আদিত্য—সমুদ্রবন্তি অস্মাদ্ রশ্ময়ঃ (ইহা হইতে রশ্মিসমূহ সমুদ্গত হয়, এই ব্যুৎপত্তিতে)।

১। বৃষণৌ কামানাং বর্ষিতারৌ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সোমস্য পিবতং সুতস্য দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী সোমং পিবতং সুতম্। ষষ্ঠীশ্রুতেরৈকদেশমিতি শেষঃ। সোমস্য সুতস্যাভিষুতস্যৈকদেশং স্বাংশলক্ষণমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

তস্যৈষ নিপাতো ভবতি পাবমান্যামৃচি ॥ ৪ ॥

তস্য এষ নিপাতঃ ভবতি পাবমান্যাম্ ঋচি (তাহার এই নিপাত হইতেছে: পাবমানী ঋকে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা একটী পাবমানী ঋক্ (পবমান সোম এই ঋকের দেবতা)—নির্ ১১।২।৮ দ্রষ্টব্য। এই ঋকে সমুদ্রের নিপাত বা সহকথন হইয়াছে—স্বতন্ত্ররূপে নহে, কিন্তু নৈঘণ্টুক বা আনুষঙ্গিকভাবে।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পবিত্রবন্তঃ পরি বাচমাসতে পিতৈষাং প্রত্নো অভিরক্ষতি ব্রতম্।
মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরোদধে ধীরা ইচ্ছেকুর্ধরুণেষ্বারভম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—৯।৭৩।৩)

পবিত্রবন্তঃ (রশ্মিসমন্বিত মাধ্যমিক দেবগণ) বাচং পরি আসতে (স্তনয়িত্নু অর্থাৎ বিদ্যুৎ বা মেঘধ্বনিকে পরিবৃত করিয়া বর্ত্তমান আছেন), এবং প্রত্নঃ পিতা (মরুৎপ্রভৃতি দেবগণের পুরাতন সংরক্ষক বরুণ) ব্রতম্ অভিরক্ষতি (বৃষ্টিদানরূপ কর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন), [যদা] (যখন) মহঃ বরুণঃ (মহান্ বরুণ) সমুদ্রং তিরোদধে (আদিত্যমণ্ডলকে মেঘজালে সমাচ্ছাদিত করেন) [তদা] ইৎ (তখনই) ধরুণেষু (জলবর্ষিত হইতে থাকিলে) ধীরাঃ আরভং শেকুঃ (ধীরগণ কৃষ্যাদি কর্ম্ম অথবা বেদবিহিত যাগাদি কর্ম্ম আরম্ভ করিতে সমর্থ হন)।

পবিত্রবন্তো রশ্মিবন্তো মাধ্যমিকা দেবগণাঃ ॥ ২ ॥

পবিত্রবন্তঃ—রশ্মিবন্তঃ মাধ্যমিকাঃ দেবগণাঃ (রশ্মিসংযুক্ত মাধ্যমিক দেবগণ)। পবিত্রবন্তঃ—পবিত্র শব্দের অর্থ রশ্মি ; প্রস্তুত সূর্য্যরশ্মি মাধ্যমিক দেবগণের সহিত সংযুক্ত হয়—সূর্যরশ্মিতে তাঁহারা রশ্মিবান্।

পর্য্যাসতে মাধ্যমিকাং বাচম্ ॥ ৩ ॥

পরি বাচম্ আসতে—পর্য্যাসতে মাধ্যমিকাং বাচম্ (মাধ্যমিক বাক্ অর্থাৎ বিদ্যুৎ বা মেঘধ্বনিকে পরিবৃত করিয়া তাঁহারা উপবিষ্ট আছেন বা অবস্থান করেন)।

মধ্যমঃ পিতৈষাং প্রত্নঃ পুরাণোঽভিরক্ষতি ব্রতং কর্ম্ম ॥ ৪ ॥

এবাং পিতা (এই মরুৎপ্রভৃতি মাধ্যমিক দেবগণের সংরক্ষক) প্রত্নঃ—পুরাণঃ (পুরাতন) মধ্যমঃ (মধ্যমস্থানদেবতা বরুণ) ব্রতং কর্ম্ম অভিরক্ষতি (ব্রত অর্থাৎ বৃষ্টিপাত রূপ কর্ম্ম রক্ষা করেন—বৃষ্টিদানকর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়া থাকেন ; ব্রতং—কর্ম্ম)।

মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরোঽন্তর্দধাতি, অথ ধীরাঃ শক্নুবন্তি ধরুণেষূদকেষু কর্ম্মণ আরম্ভমারব্ধুম্ ॥ ৫ ॥

মহঃ বরুণঃ (মহান্ বরুণ) সমুদ্রং (আদিত্যকে) তিরোদধে—তিরঃ অন্তর্দধাতি (তিরোহিত অর্থাৎ মেঘজালে অন্তর্হিত করেন) অথ ধীরাঃ শক্নুবন্তি ধরুণেষু উদকেষু

কর্ষণঃ আরভম্ আরব্ধুম্—অতঃপর ধীরগণ ধরুণ অর্থাৎ উদক বর্ষিত হইতে থাকিলে কৃষ্যাদি কর্ম অথবা যাগাদি কর্ম আরম্ভ করিতে সমর্থ হন ; শেকুঃ—শক্নুবন্তি ; ধরুণেষু=উদকেষু (ধরুণশব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২) ; কর্ষণঃ আরভম্ আরব্ধুম্=কর্ষণঃ প্রারব্ধং কর্তুম্।

অজ একপাদ্ব্যাখ্যাতঃ, পৃথিবী ব্যাখ্যাতা, সমুদ্রো ব্যাখ্যাতঃ ; তেষামেষ নিপাতো ভবত্যপরস্মাং বহুদেবতায়ামৃচি ॥ ৬ ॥

অজঃ একপাৎ ব্যাখ্যাতঃ, পৃথিবী ব্যাখ্যাতা, সমুদ্রঃ ব্যাখ্যাতঃ (অজ একপাৎ, পৃথিবী এবং সমুদ্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। তেষাম্ এষঃ নিপাতঃ ভবতি অপরস্মাং বহুদেবতায়াম্ ঋচি (তাঁহাদের এই নিপাত হইতেছে অপর একটী ঋকে যাহার দেবতা বহু)।

যে ঋকৃটী পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা বহু ; এই ঋকে অন্যান্য দেবতার সহিত অজ একপাৎ, পৃথিবী এবং সমুদ্র—ইহাদেরও স্তুতি আছে সাধারণ্যে অর্থাৎ তুল্যভাবে।

॥ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উত নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোত্বজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ।
বিশ্বেদেবা ঋতাবৃধো হুবানাঃ স্তুতা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্তু ॥ ১ ॥

(ঋ-৬।৫০।১৪, শুক্ল-যজুঃ—৩৪।৫৩)

উত অহির্বুধ্ন্যঃ নঃ শৃণোতু (আর অহির্বুধ্ন্য আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন); অজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ বিশ্বেদবাঃ (অজ একপাৎ, পৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক, সমুদ্র অর্থাৎ আদিত্য এবং বিশ্বেদেবগণ)—ঋতাবৃধঃ [এতে দেবাঃ] (সত্যবিবর্দ্ধক অথবা যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক এই সকল দেবতা) হুবানাঃ স্তুতাঃ (আহূয়মান এবং স্তুত হইয়া) অবন্তু (আমাদিগকে রক্ষা করুন). কবিশস্তাঃ মন্ত্রাশ্চ (মেধাবিগণ-কর্ত্তৃক সমুচ্চারিত মন্ত্র-সমূহও) [অবন্তু] (আমাদিগকে রক্ষা করুক)।

অপি চ নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোতু ; অজশ্চৈকপাৎ পৃথিবী চ সমুদ্রশ্চ সর্ব্বে চ দেবাঃ সত্যবৃধো বা যজ্ঞবৃধো বা হূয়মানা, মন্ত্রৈঃ স্তুতাঃ ; মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্তু মেধাবিশস্তাঃ ॥ ২ ॥

উত=অপিচ (আরও) ; অহির্বুধ্ন্যঃ নঃ শৃণোতু—অহির্বুধ্ন্যঃ অস্মাকং স্তুতীঃ শৃণোতু (অহির্বুধ্ন্য আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন) ; অজশ্চ একপাৎ....সর্ব্বে চ দেবাঃ (অজ একপাৎ, পৃথিবী, সমুদ্র ও বিশ্বেদেবগণ[1]) অবন্তু (আমাদিগকে রক্ষা করুন)—এই সকল দেবতার বিশেষণ ঋতাবৃধঃ ; ঋতাবৃধঃ=সত্যবৃধো বা যজ্ঞবৃধো বা (সত্যধর্ম্মের অথবা যজ্ঞের বিবৃদ্ধি-কারক) ; হুবানাঃ—হূয়মানাঃ (যজুর্মন্ত্রের দ্বারা আহূয়মান হইয়া), স্তুতাঃ=মন্ত্রৈঃ স্তুতাঃ (সাম মন্ত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া)। কবিশস্তাঃ মন্ত্রাঃ=মেধাবিশস্তাঃ মন্ত্রাঃ (মেধাবী অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের মুখে সম্যক উচ্চারিত মন্ত্র-সমূহ) [অবন্তু] (আমাদিগকে রক্ষা করুক)।

(২১) দধ্যঙ্ (২২) অথর্বা (২৩) মনু।

দধ্যঙ্ প্রত্যক্তো ধ্যানমিতি বা, প্রত্যক্তমস্মিন্ ধ্যানমিতি বা ॥ ৩ ॥

অথর্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪ ॥

মনুর্মননাৎ ॥ ৫ ॥

দধ্যঙ্ অথর্বা এবং মনু—ইহারা ত্রিত্ব পক্ষে (দেবতার সংখ্যা তিন—এই মতানুসারে) তিনের অন্যতম আদিত্য অর্থাৎ ইহারা আদিত্যেরই অবস্থাবিশেষ; দ্যুস্থানে ইহাদের সমাম্নান বা পাঠ আছে। পৃথক্ত্ব পক্ষে ইহারা আদিত্য সহচারী তিন জন দ্যুস্থান ঋষি।[2]

১। ভাষ্যের 'সর্ব্বে চ দেবাঃ'—'বিশ্বে দেবাঃ' পদের অর্থ (নিরু ১২।৪০ দ্রষ্টব্য)।

২। ত্রিত্বপক্ষে আদিত্য এবৈতে...দ্যুস্থানে সমাম্নানাৎ, পৃথক্ত্বে পুনর্দ্যুস্থানাঃ তৎসহচারিণ এতে ঋষয়ঃ (দুঃ)।

দধ্যঙ্ ('দধ্যচ্' শব্দের প্রথমার একবচন)—ধ্যান + 'অক্' (গত্যর্থক) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কর্তৃবাচ্যে অথবা অধিকরণ বাচ্যে ; ধ্যানং প্রত্যক্তঃ—লোকপালত্বনিবন্ধন লোকের কৃত্যাকৃত্য বিষয়ে আদিত্য ধ্যানগত অর্থাৎ লব্ধজ্ঞান ;[১] প্রত্যক্তম্ অস্মিন্ ধ্যানম্ ইতি বা—অথবা, আদিত্যে উক্তপ্রকার ধ্যান (জ্ঞান) প্রতিগত বা সুলগ্ন। ঋষিত্বপক্ষে—দধ্যঙ্ ধ্যানগত বা ধ্যানরত, বিষয়ব্যাবৃত্ত ; অথবা—ধ্যান তাঁহাতে প্রতিগত বা সুলগ্ন।

অথর্বা ব্যাখ্যাতঃ ('অথর্বন্' শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে—নিরু ১১।১৮ দ্রষ্টব্য)। ন + চরণার্থক (গমনার্থক) 'থর্ব' ধাতু হইতে শব্দটী নিষ্পন্ন—আদিত্য রসাদানাদি স্বীয় কর্ম্ম হইতে কখনও বিচলিত হন না।[২] ঋষিত্বপক্ষে—অথর্বা শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদিতে অবিচলিত-প্রকৃতি।

মনুর্মননাৎ—মনুশব্দ মননার্থক বা অর্চ্চনার্থক 'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; আদিত্য স্বাধিকারাদি মনন (চিন্তা) করেন অথবা অর্চ্চিত হন।[৩] ঋষিত্বপক্ষে—মনু মননশীল।

তেষামেব নিপাতো ভবত্যৈন্দ্র্যামৃচি ॥ ৬ ॥

তেষাম্ এব নিপাতঃ ভবতি ঐন্দ্র্যাম্ ঋচি (তাঁহাদের এই নিপাত হইতেছে ইন্দ্র-দেবতাক ঋকে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে, তাহার দেবতা ইন্দ্র ; এই ঋকে দধ্যঙ্ অথর্বা এবং মনুর স্তুতি আছে—ইন্দ্রের সহিত তুল্যভাবে।[৪]

॥ ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ধ্যানং জ্ঞানং লোককৃত্যাকৃত্যবিষয়ং লোকপালত্বাৎ (দেবরাজ)।

২। ন স্বস্থঃ স্বাধিকারং ত্যজিতবতি রসাদানাদিকং নিত্যমনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। মননাৎ স্বাধিকারাদেঃ, অর্চ্চ্যত ইতি বা মনুরাদিত্যঃ (দেবরাজ)।

৪। তেষাং দধ্যঙাদীনামেব স্তুতিসাধারণ্যেন নিপাত ঐন্দ্র্যামৃচি (স্কঃ স্বাঃ)।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যামথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।
তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্থা সমগ্মতার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৮০।১৬)

অথর্বা মনুঃ পিতা দধ্যঙ্ (অথর্বা, অপত্যভূত মানববৃন্দের পালয়িতা মনু এবং দধ্যঙ্—আদিত্যের এই ত্রিরূপ) যাং ধিয়ম্ অত্নত (দিবসনিষ্পাদনরূপ যে কর্ম করিয়া থাকেন)[১] তস্মিন্ [সতি][২] (তাহা হইয়া গেলে অর্থাৎ দিবস নিষ্পন্ন হইলে) ইন্দ্রে (ইন্দ্রে) পূর্বথা (পূর্ব-পূর্ব দিনের ন্যায়) ব্রহ্মাণি (হবির্দান কর্ম) উক্থা (উক্থানি চ—এবং স্তোত্রসমূহ) সমগ্মতা (সংগত সমাগত হউক), যঃ (যিনি) স্বরাজ্যম্ (স্বারাজ্যম্—স্বীয় আধিপত্যকে) অর্চন্ (অর্চনা করতঃ) [তৎ] (তাহা) অনু—অনু+উপাস্তে (যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান বা সেবা করেন)।

যামথর্বা চ মনুশ্চ পিতা মানবানাং দধ্যঙ্ চ ধিয়মতনিষত, তস্মিন্ ব্রহ্মাণি কর্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্থানি চ সংগচ্ছন্তাম্, অর্চন্ যোঽনুপাস্তে স্বারাজ্যম্ ॥ ২ ॥

অথর্বা চ মনুশ্চ পিতা মানবানাং দধ্যঙ্ চ যাং ধিয়ম্ অতনিষত (অথর্বা, মানববৃন্দের পিতা মনু এবং দধ্যঙ্ উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা দিবস নিষ্পত্তিরূপ যে কর্মের বিস্তার করেন অর্থাৎ যে কর্ম করিয়া থাকেন ; অত্নত=অতনিষত—বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতুর রূপ); তস্মিন্ [সতি] (তাহা অর্থাৎ দিবসনিষ্পত্তি হইয়া গেলে), ব্রহ্মাণি কর্মাণি পূর্বথা ইন্দ্রে উক্থানি চ সংগচ্ছতাম্ (ব্রহ্ম অর্থাৎ হবির্দানরূপ কর্ম এবং উক্থ অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ পূর্ব-পূর্ব দিনের ন্যায় ইন্দ্রে সঙ্গত বা সমাগত হউক—ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞে অর্পিত হউক ; ব্রহ্মাণি—কর্মাণি ; সমগ্মত=সংগচ্ছন্তাম্)। অর্চন্ যঃ অনুপাস্তে স্বারাজ্যম্—যে ইন্দ্র অর্চনা পূর্বক যথাশাস্ত্র স্বারাজ্যের অর্থাৎ আধিপত্যের অনুষ্ঠান বা সেবা করেন ; আশ্রিতের উপকার সাধন করাই স্বারাজ্যের বা আধিপত্যের পূজা[৩]—যে আশ্রিত জনের উপকার করে না তাহার আধিপত্য অপূজিত—বৃথা, সে আত্মম্ভরি মাত্র ; অনু=অনু+উপাস্তে=অনূপাস্তে (অনুষ্ঠান বা সেবা করেন) ; স্বরাজ্যম্=স্বারাজ্যম্।

পৃথকত্ব বা ভেদ পক্ষে ব্যাখ্যা হইবে :—অথর্বা মনু এবং দধ্যঙ্—আদিত্য সহচারী এই ঋষিত্রয়—যাং ধিয়ং অত্নত (যে যাগাখ্য কর্ম সম্পাদন করেন) সেই কর্মে ব্রহ্ম (অন্ন) এবং উক্থ ইন্দ্রে সংগত বা সমাগত হয়, ইত্যাদি।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যত্তৎকর্মাহোনির্বৃত্ত্যাদিলক্ষণং তনোতি (দুঃ)।
২। তস্মিন্ সতি (দুঃ)।
৩। কা পুনরাধিপত্যস্য পূজা ? আশ্রিতোপকারক্রিয়া (স্কঃ স্বাঃ)।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অথাতো দ্যুস্থানা দেবগণাঃ ॥ ১ ॥

অথ অতঃ দ্যুস্থানাঃ দৈবগণাঃ (দ্যুস্থান দেবগণের অধিকারবশতঃ অতঃপর দ্যুস্থান দেবগণ ব্যাখ্যাত হইবেন)।

দ্বাদশাধ্যায়ে দ্যুস্থান দেবতার ব্যাখ্যা চলিতেছে। এই পর্য্যন্ত যে সকল দ্যুস্থান দেবতার ব্যাখ্যা হইয়াছে অশ্বিদ্বয় ব্যতীত তাহারা সকলেই একক; এক্ষণে যাঁহাদের কথা বলা হইবে তাঁহারা দেবগণ বা দেবসমষ্টি—আদিত্যগণ সপ্তর্ষিগণ ইত্যাদি।

তেষামাদিত্যাঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি ॥ ২ ॥

তেষাম্ আদিত্যাঃ প্রথমাগামিনঃ ভবন্তি (এই সমস্ত দেবগণ বা দেবসমুদায়ের মধ্যে আদিত্যগণ প্রথম সমাগত হন)।

নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে যে সমস্ত দেবগণের বা দেবসমুদায়ের নাম আছে তাহার মধ্যে আদিত্যগণই প্রথম।

২৪। আদিত্যগণ।

আদিত্যাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৩ ॥

আদিত্যাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—আদিত্য শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ২।১৩)। এখানে শব্দটী বহুবচনান্ত—এইমাত্র বিশেষ।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী আদিত্যগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—২।২৭।১, শুক্ল-যজুঃ—৩৪।৫৪)

সনাৎ রাজভ্যঃ আদিত্যেভ্যঃ (চিরপ্রদীপ্ত আদিত্যগণের উদ্দেশে) ঘৃতস্নূঃ [আহুতীঃ] (ঘৃতস্রাবী আহুতিসমূহ) জুহ্বা (জুহূ দ্বারা) জুহোমি (অর্পণ করিতেছি), মিত্রঃ অর্যমা, ভগঃ, তুবিজাতঃ, বরুণঃ, দক্ষঃ, অংশঃ (মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুপ্রজ ধাতা, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ) নঃ ইমাঃ গিরঃ শৃণোতু (আমাদের এই স্তুতি শ্রবণ করুন)।

ঘৃতস্নূঃ ঘৃতপ্রস্নাবিন্যঃ, ঘৃতপ্রস্রাবিণ্যঃ, ঘৃতসারিণ্যঃ, ঘৃতসানিন্য ইতি বা ॥ ২ ॥

ঘৃতস্নূঃ—'ঘৃতস্নু' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন—'আহুতীঃ' এই উহ্য কর্মপদের বিশেষণ; প্রথমান্ত পদের দ্বারা ভাষ্যকার অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন—(১) ঘৃতপ্রস্নাবিন্যঃ—ঘৃত+প্র+প্রস্রবণার্থক 'স্নু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঘৃতপ্রস্রবণকারিণী অর্থাৎ দেবতাগণের উদ্দেশে যাহা ঘৃত প্রক্ষরণ করে (২) ঘৃতপ্রস্রাবিণ্যঃ—ঘৃ+প্র+গত্যর্থক 'স্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঘৃত চালনাকারিণী অর্থাৎ দেবতাগণের উদ্দেশে যাহা ঘৃত চালিত করে (৩) ঘৃতসারিণ্যঃ—ঘৃত+গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঘৃতপ্রাপ্তি-সাধিকা অর্থাৎ যাহা দেবতাগণের সমীপে ঘৃত লইয়া যায়[১] (৪) ঘৃতসানিন্যঃ—ঘৃত+সম্ভজনার্থক 'সন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঘৃতসম্ভজন-কারিণী অর্থাৎ যাহা দেবতাদিগের মধ্যে ঘৃত বিভাগ করিয়া দেয়।

আহুতীরাদিত্যেভ্যশ্চিরং জুহ্বা জুহোমি চিরং জীবনায় চিরং রাজভ্য ইতি বা ॥ ৩ ॥

ঘৃতস্নূঃ আহুতীঃ আদিত্যেভ্যঃ চিরং জুহ্বা জুহোমি (ঘৃতস্নু আহুতীসমূহ আদিত্যগণের উদ্দেশে দীর্ঘজীবনলাভের নিমিত্ত জুহূ দ্বারা অর্পণ করিতেছি)—সনাৎ=চিরং=চিরং জীবনায় (দীর্ঘ জীবনলাভের নিমিত্ত); চিরং রাজভ্যঃ ইতি বা (অথবা—'সনাৎ' শব্দের সম্বন্ধ 'রাজভ্যঃ' পদের সহিত—সনাৎ রাজভ্যঃ=চিরং রাজভ্যঃ (চিরকাল ধরিয়া প্রদীপ্ত)—রাজভ্যঃ—'আদিত্যেভ্যঃ' পদের বিশেষণ।

শৃণোতু ন ইমা গিরো মিত্রশ্চার্য্যমা ভগশ্চ বহুজাতশ্চ ধাতা দক্ষো বরুণোঽংশশ্চ ॥ ৪ ॥

মিত্রশ্চ অর্য্যমা চ ভগশ্চ (মিত্র অর্য্যমা এবং ভগ) বহুজাতশ্চ ধাতা (এবং বহুপ্রজ ধাতা) দক্ষঃ বরুণঃ অংশশ্চ (এবং দক্ষ বরুণ ও অংশ) নঃ ইমাঃ গিরঃ শৃণোতু (আমাদের

১। তিনপ্রকার নির্বচনে একই অর্থ—ধাতুর ভিন্নতামাত্র।

এই সকল স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন) ; তুবিজাতঃ=বহুজাতঃ—বহুপ্রজঃ ধাতা (প্রভূতং জাতং যস্ত)—তুবি শব্দ বহুবাচী (নিঘ ৩।১)—বিধাতা সর্ব্বস্রষ্টা, কাজেই বহুপ্রজ।

অংশোঽংশুনা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥

অংশঃ অংশুনা ব্যাখ্যাতঃ (অংশ শব্দ অংশু শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

অংশ—আদিত্য ; অংশ শব্দের নির্ব্বচন অংশুশব্দবৎ—নিরু ২।৫ দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রোক্ত মিত্র প্রভৃতি দেবতা সকলেই দ্যুস্থান—গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়েই দ্যুস্থান দেবতারূপে ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ সমাম্নান হয় নাই।

২৫। সপ্ত ঋষি।

সপ্ত ঋষয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৬ ॥

সপ্ত ঋষয়ঃ ব্যাখ্যাতাঃ (সপ্ত ঋষি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

সপ্তশব্দের নির্ব্বচন সম্বন্ধে নিরু ৪।২৬ এবং ঋষি শব্দের নির্ব্বচন সম্বন্ধে নিরু ২।১১ দ্রষ্টব্য। এখানে সপ্ত ঋষি=সপ্তসংখ্যক সূর্য্যরশ্মি অথবা—ষড়িন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'সপ্তঋষি' সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদম্।
সপ্তাপঃ স্বপতো লোকমীয়ুস্তত্র জাগৃতো অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ ॥ ১ ॥

(শুক্ল-যজুঃ—৩৪।৫৫)

সপ্ত ঋষয়ঃ শরীরে প্রতিহিতাঃ (সপ্ত সংখ্যক রশ্মি তমোবিনাশক আদিত্য মণ্ডলে[1] প্রতিনিহিত বা ব্যবস্থিত[2]), সপ্ত (এই সাত রশ্মি) সদম্ (সদা)[3] অপ্রমাদং (প্রমাদরহিত হইয়া) রক্ষন্তি [সংবৎসরম্] (সংবৎসরস্রষ্টা মণ্ডলান্তর্বর্তী পুরুষকে রক্ষা করিতেছে)[4], সপ্ত আপঃ (ব্যাপনশীল এই সপ্ত রশ্মি) স্বপতঃ (অস্তগত আদিত্যের) লোকম্ (লোককে অর্থাৎ মণ্ডলকে) ঈয়ুঃ (প্রাপ্ত হয়), তত্র (সেই মণ্ডলে) অস্বপ্নজৌ (স্বপ্নজন্মরহিত)[5] সত্রসদৌ চ দেবৌ (এবং জীবপ্রাণে অবস্থিত অর্থাৎ জীবনদাতা দেবদ্বয়—বায়ু ও আদিত্য)[6] জাগৃতঃ (জাগরূক রহিয়াছেন অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন)।[7]

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে রশ্ময় আদিত্যে, সপ্ত রক্ষন্তি সদম্ অপ্রমাদং সংবৎসরমপ্রমাদ্যন্তঃ, সপ্তাপনাস্ত এব স্বপতো লোকমস্তমিতমাদিত্যং যন্ত্যত্র জাগৃতো অস্বপ্নজৌ স্বপ্নসদৌ চ দেবৌ বায়্বাদিত্যৌ—ইত্যধিদৈবতম্। ২ ॥

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে—ঋষয়ঃ=রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ), শরীরে—আদিত্যে—সপ্তসংখ্যক রশ্মি আদিত্যে প্রতিহিত অর্থাৎ নিহিত বা স্থাপিত। সপ্ত রক্ষন্তি সদম্ অপ্রমাদম্—রক্ষন্তি অপ্রমাদম্=রক্ষন্তি সংবৎসরম্ অপ্রমাদ্যন্তঃ (সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরের স্রষ্টা আদিত্যকে প্রমাদরহিত হইয়া—স্বকর্ম কোনও সময় পরিত্যাগ না করিয়া—রক্ষা করে)। সপ্তাপনাঃ তে এব স্বপতঃ লোকম্ আদিত্যং যন্তি—সপ্ত আপঃ=সপ্ত আপনাঃ, তে এব স্বপতঃ লোকম্—আদিত্যম্, ঈয়ুঃ—যন্তি (সপ্ত ব্যাপনশীল সেই রশ্মি সমূহই অস্তগত আদিত্য-মণ্ডলকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাতে গিয়া অনুপ্রবিষ্ট বা লীন হয়)। অত্র জাগৃতঃ অস্বপ্নজৌ

১। 'ঋ' হিংসায়ামিত্যস্য রূপম্ ; হিংসিতারং তমসামাদিত্যমণ্ডলমিত্যর্থঃ (স্বঃ ভাঃ)।

২। প্রতিহিতাঃ প্রতিনিহিতাঃ (স্বঃ ভাঃ) ; প্রতিহিতা ব্যবস্থিতাঃ (মহীধর)।

৩। সদং সদৈব (স্বঃ ভাঃ) সদাকালম্ (উবট)।

৪। 'রক্ষন্তি' ক্রিয়ার কর্ম 'সংবৎসরম্'—সংবৎসর=সংবৎসরস্রষ্টা আদিত্য ; "কিং রক্ষন্তি তাহকার আহ সংবৎসরমিতি সংবৎসরকারিণমাদিত্যমিত্যভিপ্রায়ঃ (স্বঃ ভাঃ)।

৫। অস্বপ্নজৌ=অস্বপ্ন+অজ ; অবিদ্যমানঃ স্বপ্নো জন্ম চ যয়োস্তৌ স্বপ্নজন্মরহিতৌ (স্বঃ ভাঃ)।

৬। সত্রে সতাং প্রাণে কৃতাবস্থানৌ দেবৌ জীবনদাতারৌ (উবট) ; সতাং জীবানাং প্রাণং রক্ষণং সত্রং তত্র সীদতঃ সত্রসদৌ, জীবনদাতারাবিত্যর্থঃ (মহীধর)।

৭। স্বব্যাপারসংযুক্তৌ (স্বঃ ভাঃ)।

সত্রসদৌ চ দেবৌ বায়্বাদিত্যৌ (এই আদিত্যমণ্ডলে জাগরূক রহিয়াছেন স্বপ্ন ও জন্মরহিত জীবনরক্ষক দেবদ্বয় অর্থাৎ বায়ু ও আদিত্য)। ইতি অধিদৈবতম্—এই ব্যাখ্যা দেবতাধিকারে বা দেবতাবিষয়ে অর্থাৎ সপ্ত ঋষিকে দ্যুস্থান দেবতা গণ্য করিয়া।

অথাধ্যাত্মম্—

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে ষড়িন্দ্রিয়াণি বিদ্যা সপ্তম্যাত্মনি, সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদং শরীরমপ্রমাদন্তি, সপ্তাপনানীমান্যেব স্বপতো লোকমস্তমিতমাত্মানং যন্ত্যত্র জাগৃতো অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ প্রাজ্ঞশ্চাত্মা তৈজসশ্চেত্যাত্মগতিমাচষ্টে ॥ ৩ ॥

অথ অধ্যাত্মম্—অতঃপর অধ্যাত্ম; মন্ত্রের এখন যে ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা আত্মাধিকারে অর্থাৎ সপ্ত ঋষিকে আত্মপক্ষে যোজনা করিয়া।

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে ষট্ ইন্দ্রিয়াণি বিদ্যা সপ্তমী আত্মনি—সপ্ত ঋষয়ঃ=ষট্ ইন্দ্রিয়াণি+বিদ্যা সপ্তমী (ত্বক্ চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ রসনা ও মন—এই ছয় ইন্দ্রিয় এবং সপ্তম—বিদ্যা অর্থাৎ বুদ্ধি)[1]—ইহারা শরীরে অর্থাৎ জীবাত্মায় প্রতিহিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত আছে; শরীরে=আত্মনি—শরীর শব্দের অর্থ আত্মা (জীবাত্মা); সপ্ত রক্ষন্তি সদম্ অপ্রমাদম্ শরীরম্ অপ্রমাদন্তি—সদম্=শরীরম্ (আত্মাকে)—জীবাত্মাকে এই সপ্ত ঋষি (ষড়িন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি) অপ্রমাদে অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রমাদ বর্জিত হইয়া রক্ষা করে, স্বস্ববিষয়প্রকাশনের দ্বারা। সপ্ত আপনানি ইমানি এব স্বপতঃ লোকম্ অস্তমিতম্ আত্মানং যন্তি—স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপনশীল এই সপ্ত ঋষিই সুপ্ত বা অস্তমিত লোককে—নিদ্রিত জীবাত্মাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ষড়িন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি স্ব স্ব বিষয় হইতে উপরত হইয়া নিদ্রাবস্থ জীবাত্মায় অনুপ্রবিষ্ট বা লীন হয়; স্বপতঃ লোকম্=অস্তমিতম্ আত্মানম্ (নিদ্রাবস্থাপন্ন জীবাত্মাকে)। অত্র জাগৃতঃ অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ প্রাজ্ঞশ্চ আত্মা তৈজসশ্চ—অত্র=এই জীবাত্মায়[2] অস্বপ্নজ (স্বপ্ন জন্ম রহিত) চ (এবং) সত্রসদৌ (সদাবস্থিত) দেবৌ (দেবদ্বয়) [অর্থাৎ] প্রাজ্ঞশ্চ আত্মা তৈজসশ্চ জাগৃতঃ (প্রাজ্ঞ এবং তৈজস আত্মা জাগরিত থাকেন)—প্রাজ্ঞ=পরমাত্মা—চিদ্রূপে যিনি শরীর ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান থাকেন; তৈজস আত্মা=প্রাণ (তেজোবায়ুবৃত্তি)—অন্নপানাদির পচনকর্তা। ইতি আত্মগতিম্ আচষ্টে (এইভাবে জীবাত্মার গতি বলিতেছেন)—জীবাত্মার গতি বর্ণিত হইল, ষড়িন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সহিত তাহার সম্বন্ধ

১। ইন্দ্রিয় পক্ষে ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি হইবে—অর্ষন্তি স্বং স্বং বিষয়ং গচ্ছন্তি; বিদ্যা বিজ্ঞানং তৎসম্বন্ধানি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অত্র জাগৃতস্বপ্নেতি শরীরাত্মনা সম্বধ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

নির্ণয় করিয়া। আত্মগতি শব্দের অর্থ স্কন্দস্বামী করিয়াছেন আত্মাবগমন (৩৮ পরিচ্ছেদ টীকা দ্রষ্টব্য)।

তেষামেষা অপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এষা অপরা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটী ঋক্ সপ্তঋষিসম্বন্ধে উদাহৃত হইতেছে)।

যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা হইতে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে যে—সপ্তঋষি=সপ্তরশ্মি।

॥ সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তির্য্যগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নো যস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্।
অত্রাসত ঋষয়ঃ সপ্ত সাকং যে অস্য গোপা মহতো বভূবুঃ॥ ১॥

(অথর্ব্ব—১০।৮।৯)

তির্য্যগ্বিলঃ (পার্শ্বদেশে রশ্মিরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট) ঊর্দ্ধবুধ্নঃ (ঊর্দ্ধবন্ধন) চমসঃ (উদকবর্ষী আদিত্যমণ্ডল) [রহিয়াছে], যস্মিন্ (যাহাতে) বিশ্বরূপং যশঃ (সর্ব্বপ্রকার ভৌমরসরূপ উদক) নিহিতং (নিহিত), অত্র সপ্ত ঋষয়ঃ সাকম্ আসতে (এইস্থানে সপ্তসংখ্যক রশ্মি একীভূত হইয়া অবস্থান করে), যে অস্য মহতঃ (যে রশ্মিসমূহ এই বিশাল জগতের) গোপাঃ বভূবুঃ[১] (রক্ষকরূপে বর্ত্তমান আছে)।

তির্য্যগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবন্ধন ঊর্দ্ধবোধনো বা, যস্মিন্ যশো নিহিতং সর্ব্বরূপম্॥ ২॥

তির্য্যগ্বিলঃ—তির্য্যঞ্চি অস্য মণ্ডলস্য রশ্মিচ্ছিদ্রাণি (আদিত্যমণ্ডলের রশ্মিরূপ ছিদ্রসমূহ তিরশ্চীন অর্থাৎ নোয়ান বা আড়ভাবে স্থিত; তির্য্যক্‌শব্দে পার্শ্বদেশও বুঝাইতে পারে——having its opening on the side—Monier Williams. চমসঃ—আদিত্যমণ্ডল—চমন+দানার্থক 'সন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আদিত্যমণ্ডল চমন বা উদক দান করে। ঊর্দ্ধবুধ্ন—ঊর্দ্ধবন্ধনঃ (ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দ্যুলোকে বদ্ধ—চিরকাল দ্যুলোকেই অবস্থিত, কোন কালেই ইহার পতন নাই; অথবা—ঊর্দ্ধে বন্ধন যাহার অর্থাৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়াই সর্ব্বদা জগৎপালনরূপ স্বীয় কর্ম্ম যে নিষ্পন্ন করে);[২] ঊর্দ্ধবোধনো বা (অথবা ঊর্দ্ধবুধ্ন=ঊর্দ্ধবোধন—ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া জগৎকে প্রবোধিত বা জাগরিত করে)।[৩] যস্মিন্ যশঃ নিহিতং বিশ্বরূপম্ (বিশ্বরূপং=সর্ব্বরূপম্—যাহাতে অর্থাৎ যে আদিত্যমণ্ডলে সর্ব্বপ্রকার উদক অবস্থাপিত হয়; 'যশস্' শব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২)।

অত্রাসত ঋষয়ঃ সপ্ত সহাদিত্যরশ্ময়ো যে অস্য গোপা মহতো বভূবুরিত্যধিদৈবতম্॥ ৩॥

অত্র আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত সহ আদিত্যরশ্ময়ঃ (সাকং=সহ; ঋষয়ঃ=আদিত্যরশ্ময়ঃ; এই মণ্ডলে সপ্তসংখ্যক আদিত্যরশ্মি একসঙ্গে অবস্থান করে); যে অস্য গোপাঃ মহতঃ [জগতঃ] বভূবুঃ (যে রশ্মিসমূহ এই বিশাল জগতের সংরক্ষকরূপে বর্ত্তমান আছে)।

১। বভূবুঃ ভবন্তি (দুঃ)।
২। ঊর্দ্ধ্বং দিবি বুধ্নং বন্ধনং পালনাত্মলক্ষণং কর্ম্ম যস্য (সাঃ ভাঃ)।
৩। ঊর্দ্ধ্বো বোধিতো বোধয়তি ভুবনানি (সাঃ ভাঃ)।

34—1845B—IV

ইতি অধিদৈবতম্—এই ব্যাখ্যা দেবতাধিকারে (সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

অথাধ্যাত্মম্—তির্য্যগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবন্ধন ঊর্দ্ধবোধনো বা যস্মিন্ যশো নিহিতং সর্ব্বরূপম্, অত্রাসত ঋষয়ঃ সপ্ত সহেন্দ্রিয়াণি, যান্যস্য গোপ্তৃণি মহতো বভূবুরিত্যাত্মগতিমাচষ্টে ॥ ৪ ॥

অথ অধ্যাত্মম্—অতঃপর অধ্যাত্ম; মন্ত্রের এখন যে ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা আত্মাধিকারে অর্থাৎ সপ্ত ঋষিকে আত্মপক্ষে যোজনা করিয়া।

তির্য্যগ্‌বিলঃ চমসঃ ঊর্দ্ধবন্ধনঃ ঊর্দ্ধবোধনো বা—তির্য্যগ্বিলঃ—তিরশ্চীন হইয়াছে বিল-সমূহ অর্থাৎ চক্ষুঃপ্রভৃতি ছিদ্র যাহাতে (শিরোবোধক চমস শব্দের বিশেষণ); চমসঃ—শিরঃ; শির ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানের চমন বা গ্রহণ করে,[1] চমসঃ (শিরঃ) ঊর্দ্ধবুধ্নঃ অর্থাৎ ঊর্দ্ধবন্ধনঃ—শরীরের ঊর্দ্ধস্থ বন্ধন শির, শিরোবিয়োগে শরীরপাত অবশ্যম্ভাবী; ঊর্দ্ধবোধনো বা—অথবা ঊর্দ্ধবুধ্নঃ—ঊর্দ্ধবোধনঃ—শির ঊর্দ্ধস্থ বোধক অর্থাৎ জ্ঞানসম্পাদক চক্ষুরাদি দ্বারা সমৃদ্ধ (ঊর্দ্ধং চ বোধকং চক্ষুরাদি যস্মিন্—স্কঃ স্বাঃ)। যস্মিন্ যশঃ নিহিতং সর্ব্বরূপম্—যাহাতে সর্ব্বপ্রকার যশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য বিজ্ঞান নিহিত আছে। অত্র আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত সহ ইন্দ্রিয়াণি—এই শিরোদেশে সপ্তসংখ্যক ঋষি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ একত্র অবস্থিত আছে—সপ্ত ঋষয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি। যানি অস্য গোপ্তৃণি মহতঃ বভূবুঃ (ভবন্তি)—যে ইন্দ্রিয়-সমূহ এই মহৎ শরীরের রক্ষাকারী হইয়া থাকে। ইতি আত্মগতিম্ আচষ্টে—এইভাবে জীবাত্মার গতি বলিতেছেন; আত্মগতি শব্দের অর্থ আত্মাবগমন।[2] চমস অথবা শির বলিতে বস্তুগত্যা জীবাত্মাকেই বুঝাইতেছে; এই জীবাত্মার গতি বর্ণিত হইল—ইহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া।

২৬। দেবগণ।

দেবা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—দেবশব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৭।১৫ দ্রষ্টব্য); এই স্থলে বহুবচনের দ্বারা দেবশব্দ রশ্মির বোধক।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী দেবগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তির্য্যক্‌ছিদ্রবিলমেব শিরশ্চমসঃ চম্যতে হ্যনেন রসা ইতি (দুঃ)।
২। আত্মগতিমাত্মাবগমনম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজূয়তাং দেবানাং রাতিরভি নো নিবর্ত্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে ॥ ১ ॥

(ঋ—১৷৮৯৷২, শুক্ল-যজুঃ—২৫৷১৫)

ঋজূয়তাং দেবানাং (ঋজুগামী দেবগণের) ভদ্রা সুমতিঃ (ভদ্রায়াং সুমতৌ—কল্যাণদায়িনী সুমতিতে) [বয়ং স্যাম] (আমরা যেন বর্ত্তমান থাকি), দেবানাং রাতিঃ অভি নঃ নিবর্ত্ততাম্ (দেবগণের দান আমাদের অভিমুখে নিয়ত প্রবর্ত্তিত হউক),[1] দেবানাং সখ্যং বয়ম্ উপসেদিম (আমরা যেন দেবগণের বন্ধুত্ব লাভ করি), দেবা নঃ আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে (আমরা যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি তন্নিমিত্ত দেবগণ আমাদের আয়ু প্রবর্দ্ধিত করুন)।

দেবানাং বয়ং সুমতৌ কল্যাণ্যাং মত্যাবৃজুগামিনামৃতুগামিনামিতি বা ॥ ২ ॥

দেবানাং বয়ং সুমতৌ—কল্যাণ্যাং মতৌ স্যাম (দেবগণের কল্যাণকর অনুগ্রহবুদ্ধিতে যেন আমরা বর্ত্তমান থাকি); 'দেবানাম্' পদের বিশেষণ ঋজূয়তাম্—ঋজুগামিনাম্ (ঋজুগামী দেবগণের—অন্তরিক্ষ আবরণ শূন্য বলিয়া রশ্মিসমূহ আদিত্যমণ্ডল হইতে ঋজুভাবেই সর্বত্র গমন করিতে পারে)[2], অথবা—ঋজূয়তাম্—ঋতুগামিনাম্ (ঋতুগামী দেবগণের—রশ্মিসমূহ আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রত্যেক ঋতুতে যথাকালে গমন করে)।[3]

দেবানাং দানমভি নো নিবর্ত্ততাম্, দেবানাং সখ্যমুপসীদেম বয়ম্, দেবা ন আয়ুঃ প্রবর্দ্ধয়ন্তু চিরঞ্জীবনায় ॥ ৩ ॥

দেবানাং দানম্ অভি নঃ নিবর্ত্ততাম্ (রাতিঃ—দানম্; দেবগণের দান আমাদের প্রতি নিয়তরূপে প্রবর্ত্তিত হউক বা আগমন করুক—নিবর্ত্ততাং—নিয়মেন বর্ত্ততাম্)। দেবানাং সখ্যম্ উপসীদেম বয়ম্ (আমরা যেন দেবগণের সখা প্রাপ্ত হই; উপসেদিমা—উপসীদেম)। দেবাঃ নঃ আয়ুঃ প্রবর্দ্ধয়ন্তু চিরঞ্জীবনায় (দীর্ঘ জীবন লাভ যাহাতে করিতে পারি তন্নিমিত্ত দেবগণ আমাদের আয়ু প্রবর্দ্ধিত করুন—জীবসে—জীবনায়—চিরঞ্জীবনায়; প্রতিরন্তু—প্রবর্দ্ধয়ন্তু)।[4]

১। নির্বর্ত্ততাং নিয়মেন বর্ত্ততাম্ (দুঃ)।
২। নিত্যং হ্যেষ মণ্ডলাদনাবরণত্বাদন্তরিক্ষস্য সর্বতো যাতি (দুঃ)।
৩। ঋতাবৃতৌ যথাকালমাদিত্যমণ্ডলাৎ গচ্ছতাম্ (দুঃ)।
৪। তিরতির্ স্বার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২৭। বিশ্বেদেবগণ।

বিশ্বেদেবাঃ সর্ব্বে দেবাঃ ॥ ৪ ॥

বিশ্বে দেবাঃ সর্ব্বে দেবাঃ—বিশ্বেদেবাঃ = সর্ব্বে দেবাঃ (সর্ব্ব দেবগণ)।
রশ্মিসমূহই 'বিশ্ব' বিশেষণে বিশেষিত হইয়া 'বিশ্বেদেবাঃ' বলিয়া কথিত হন।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী 'বিশ্বেদেবগণ' সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আ গত।
দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৩।৭ ; শুক্ল যজুঃ—৭।৩৩)

[হে] ওমাসঃ (সর্ব্বসংরক্ষক) চর্ষণীধৃতঃ (মনুষ্যগণের স্থিতিবিধায়ক)[1] দাশ্বাংসঃ (ধনাদিপ্রদাতা) বিশ্বেদেবাসঃ (বিশ্বেদেবগণ) দাশুষঃ (হবিঃপ্রদানকারী যজমানের) সুতং অভিষুত সোম) [পাতুম্] (পান করিতে) আগত (আগমন কর)।

অবিতারো বাবনীয়া বা, মনুষ্যধৃতঃ সর্ব্বে চ দেবা ইহাগচ্ছত, দত্তবন্তো দত্তবতঃ সুতমিতি ॥ ২ ॥

'ওমাসঃ চর্ষণীধৃতঃ' এবং 'দাশ্বাংসঃ'—ইহারা সম্বোধনান্ত 'বিশ্বেদেবাসঃ' পদের বিশেষণ। ওমাসঃ অবিতারো বা অবনীয়াঃ বা—ওমাসঃ (ওম শব্দের বহুবচন)—অবিতারঃ (রক্ষাকর্ত্তা—রক্ষণার্থক 'অব্' ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন) বা (অথবা)—অবনীয়াঃ (তর্পণীয়া—তৃপ্ত্যর্থক 'অব' ধাতু হইতে কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন)। মনুষ্যধৃতঃ সর্ব্বে চ দেবাঃ[2] ইহ আগচ্ছত দত্তবন্তঃ দত্তবতঃ সুতম্ ইতি—চর্ষণীধৃতঃ বিশ্বেদেবাসঃ=মনুষ্যধৃতঃ সর্ব্বে দেবাঃ, দাশ্বাংসঃ—দত্তবন্তঃ (হে মনুষ্যবিধারক অর্থাৎ মনুষ্যগণের স্থিতিবিধায়ক সর্ব্বদেবগণ—যে তোমরা যজমানদিগকে প্রভূত পরিমাণে ধনাদি দান করিয়া থাক বা দান করিয়াছ ; বিশ্বেদেবাসঃ—সর্ব্বে দেবাঃ, চর্ষণি শব্দের অর্থ মনুষ্য—নিঘ ২।৩) [সেই তোমরা] দত্তবতঃ [যজমানস্য] সুতং [সোমং প্রতি] ইহ আগচ্ছত—এই যজ্ঞে হবিঃপ্রদাতা যজমানের অভিষুত সোমের অভিমুখে আগমন কর অর্থাৎ যজ্ঞে আসিয়া যজমানপ্রদত্ত সোম পান কর ; দাশুষঃ—দত্তবতঃ, আ গত=আগচ্ছত।

তদেতদেকমেব বৈশ্বদেবং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে, যত্তু কিঞ্চিদ্বহুদৈবতং তদ্ বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যতে ॥ ৩ ॥

তৎ এতৎ একম্ এব বৈশ্বদেবং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে—অতঃপর, গায়ত্রীচ্ছন্দো-বিশিষ্ট এই একটী তৃচই (ঋক্‌ত্রয় সমষ্টি) সমগ্র ঋগ্বেদে আছে যাহা বৈশ্বদেব অর্থাৎ যাহার দেবতা বিশ্বেদেবগণ। যত্তু কিঞ্চিৎ বহুদৈবতং (কিন্তু যে কোন মন্ত্রজাত বহুদেবতাক)

১। চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধৃতঃ ধারয়িতারশ্চ স্থিতিকর্ত্তারঃ (দুঃ) ; চর্ষণি শব্দ নিঘণ্টুতে দ্রষ্টব্য।
২। মনুষ্যধৃতঃ সর্ব্বে চ দেবাঃ=মনুষ্যধৃতশ্চ সর্ব্বে দেবাঃ।

তৎ বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যাতে (তাহা বিশ্বেদেবদেবতাক মন্ত্রসমূহের স্থানে যোজনা করিতে হইবে)।

সমগ্র ঋগ্বেদে গায়ত্রীচ্ছন্দের মাত্র তিনটী ঋক্ আছে যাহার দেবতা 'বিশ্বেদেবাঃ'; এই তিনটী ঋক্ হইতেছে ১।৩ সূক্তের সপ্তম অষ্টম ও নবম ঋক্। অথচ যজ্ঞে গায়ত্রী-চ্ছন্দোযুক্ত বহু 'বিশ্বেদেব'দেবতাক মন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যাস্ক বলিতেছেন—এইরূপ স্থলে গায়ত্রীচ্ছন্দের যে কোন বহুদেবতাক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে যাস্কের মতে 'বিশ্বেদেবাঃ' কোনও বিশেষ শ্রেণীর দেবগণ নহেন; কিন্তু সামান্যতঃ বহু দেবতার বোধক মাত্র। তাহা না হইলে বৈশ্বদেব মন্ত্রের স্থলে বহুদেবতাক মন্ত্রের প্রয়োগ অভিপ্রেত হইত না। বহুদেবতাক মন্ত্রই বৈশ্বদেব মন্ত্র—ইহাই যাস্কমতের তাৎপর্য্য।

যদেব বিশ্বলিঙ্গমিতি শাকপূণিঃ ॥ ৪ ॥

যৎ এব বিশ্বলিঙ্গম্ (যে মন্ত্র 'বিশ্ব'শব্দোপেত মাত্র সেই মন্ত্রই প্রয়োগ করিতে হইবে) ইতি শাকপূণিঃ (আচার্য্য শাকপূণি ইহা মনে করেন)।

শাকপূণির মতে বিশ্বশব্দবিশিষ্ট মন্ত্রজাত (মন্ত্রসমূহ) বৈশ্বদেব (বিশ্বেদেবদেবতাক) মন্ত্রের স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে, মাত্র বহুদেবতাক মন্ত্রের প্রয়োগে চলিবে না। শাকপূণির অভিপ্রায় এই যে, যে মন্ত্রের যে দেবতা, সেই মন্ত্রে সেই দেবতার নাম থাকা চাই; কাজেই বিশ্বশব্দশূন্য মন্ত্র বৈশ্বদেব বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অনত্যন্তগতস্ত্বেষ উদ্দেশো ভবতি, বভ্রুরেক ইতি দশ দ্বিপদা অলিঙ্গাঃ, ভূতাংশঃ কাশ্যপ আশ্বিনমেকলিঙ্গম্, অভিতষ্টীয়ং সূক্তমেকলিঙ্গম্ ॥ ৫ ॥

অনত্যন্তগতস্তু এষঃ উদ্দেশঃ ভবতি (এই উদ্দেশ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারদোষদুষ্ট), বভ্রুরেক ইতি ('বভ্রুরেকঃ' ইত্যাদি) দশ দ্বিপদাঃ অলিঙ্গাঃ (দশটী দ্বিপাদ বিশিষ্ট ঋক্ অলিঙ্গ অর্থাৎ দেবতানামশূন্য); ভূতাংশঃ কাশ্যপঃ আশ্বিনম্ একলিঙ্গম্ (কশ্যপ-পুত্র ভূতাংশ আশ্বিনসূক্ত দর্শন করেন—যে আশ্বিনসূক্ত একলিঙ্গ অর্থাৎ যে সূক্তে একটী মাত্র মন্ত্র দেবতানামযুক্ত); অভিতষ্টীয়ং সূক্তম্ একলিঙ্গম্ (অভিতষ্টীয় সূক্ত একলিঙ্গ—ইহার একটী মাত্র মন্ত্র দেবতানামযুক্ত)।

শাকপূণির মত ব্যভিচারদুষ্ট—সকল ক্ষেত্রে খাটে না। দেখা যায় বহু মন্ত্র দেবতা-নামপরিশূন্য—যেমন,

(১) 'বভ্রুরেকঃ' ইত্যাদি দশটী ঋকের (ঋগ্বেদ—৮।২৯ সূক্ত) দেবতা বিশ্বেদেবগণ—ইহার কোনও ঋকে দেবতার নাম নাই।

(২) ঋগ্বেদ—১০।১০৬ সূক্তের দ্রষ্টা কশ্যপ পুত্র ভূতাংশ ঋষি; এই—সূক্তে এগারটী ঋক্ আছে এবং ইহার দেবতা অশ্বিদ্বয়। মাত্র একটী ঋকে (একাদশ ঋকে) দেবতার নাম আছে, অন্য কোন ঋকে নাই।

(৩) ঋগ্বেদের ৩।৩৮ সূক্ত অভিতষ্টীয় সূক্ত—কারণ ইহার আরম্ভ হইয়াছে 'অভিতষ্টেব দীধয়া'—এইরূপে। ইহার দেবতা ইন্দ্র ; ইহাতে দশটী ঋক্ আছে। মাত্র একটী ঋকেই (দশম ঋকে) ইন্দ্রের নাম আছে—অন্যকোন ঋকে ইন্দ্রের নাম পরিদৃষ্ট হয় না।

২৮। সাধ্যগণ।

সাধ্যা দেবাঃ সাধনাৎ ॥ ৬ ॥

সাধ্যাঃ—দেবাঃ (রশ্মিসমূহ)—সাধনাৎ (সংসিদ্ধ্যর্থক 'সাধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অন্যের অসাধ্য কর্ম্মসমূহ সাধন করেন—কর্ত্তরি কৃত্য প্রত্যয়)। ঐতিহাসিক পক্ষে—সাধ্যগণ ঋষি ; তাঁহারা বিশ্বস্রষ্টা—সহস্র সংবৎসরে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী সাধ্যগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।৫০ ; শুক্ল-যজুঃ—৩১।১৬)

দেবাঃ (হবির্দাতা যজমানগণ)[১] যজ্ঞেন (পশুরূপ অগ্নির দ্বারা) যজ্ঞম্ অযজন্ত (অগ্নিদেবতার যজ্ঞ করিয়াছিলেন), তানি ধর্ম্মাণি (ঈদৃশ যজ্ঞকর্ম্মসমূহ)[২] প্রথমানি আসন্ (চিরন্তন বা মুখ্য ছিল),[৩] মহিমানঃ তে হ (আর, মহত্ত্বশালী তাঁহারা)[৪] নাকং সচন্ত (দ্যুলোক ভজনা করিয়াছিলেন) যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ দেবাঃ সন্তি (যেখানে পূর্ব্বতন সাধ্যদেবগণ—অর্থাৎ প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মিসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে)।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ, অগ্নিনাগ্নিমযজন্ত দেবাঃ, 'অগ্নিঃ পশুরাসীত্তমালভন্ত, তেনাযজন্ত' ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ২ ॥

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ—অগ্নিনা অগ্নিম্ অযজন্ত দেবাঃ (দেবগণ অর্থাৎ যজমানগণ অগ্নিদ্বারা অগ্নির যজ্ঞ করিয়াছিলেন—যজ্ঞ শব্দের অর্থ অগ্নি), অগ্নিদ্বারা—পশুরূপ অগ্নির দ্বারা ; অগ্নি শব্দে যে পশু বুঝাইতে পারে তৎপক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—অগ্নিঃ পশুঃ আসীৎ তম্ আলভন্ত, তেন অযজন্ত (অগ্নি পশুরূপী হইয়াছিলেন, তাহাকে অর্থাৎ অগ্নিরূপী পশুকে বধ করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হইয়াছিল) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে)।

তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্, তে হ নাকং মহিমানঃ সমসেবন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ সাধনাঃ—দ্যুস্থানো দেবগণ ইতি নৈরুক্তা পূর্ব্বং দেবযুগম্ ইত্যাখ্যানম্ ॥ ৩ ॥

তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্—এই যজ্ঞকর্ম্মসমূহ চিরন্তন বা চিরপ্রচলিত ছিল—ইহা কাহারও দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই ; অথবা—প্রথম শব্দের অর্থ মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা অবশ্য-করণীয়। তে হ নাকং মহিমানঃ সমসেবন্ত—আর, মাহাত্ম্যবিশিষ্ট তাঁহারা নাক (দ্যুলোক অথবা আদিত্যলোক)[৫] ভজনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ পুণ্যবলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;[৬]

১। দাতারো হবিষাং যজমানাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। প্রথমানি চিরন্তনান্যেবাসন্, ন কেনচিদিদানীমেব প্রবর্ত্তিতানি (স্কঃ স্বাঃ) ; মুখ্যানি (দুঃ)।
৪। 'হ'শব্দশ্চার্থে তে চ ; মহিমানঃ মহিমা মহত্ত্বং, পুণ্যমহর্থশ্চায়ম্, মহত্ত্ববন্তো মহান্ত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। নাকং দিবমাদিত্যং বেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৬। সচন্ত সেবিতবন্তঃ প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

সচন্ত=সমসেবন্ত। যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ সাধনাঃ—যে নাকে পূর্ব্বতন বা পুরাকালীন অর্থাৎ চিরপুরাতন সাধ্যদেবগণ (দীপ্তিশালী রশ্মিসমূহ) বৃষ্টিদানাদিরূপ স্বকার্য্যসাধন করতঃ বর্ত্তমান আছেন। দ্যুস্থানঃ দেবগণঃ ইতি নৈরুক্তাঃ—সাধ্যাঃ=দ্যুস্থান দেবগণ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি-সমূহ, ইহা নৈরুক্তগণের অভিমত। পূর্ব্বং দেবযুগম্ ইতি আখ্যানম্—পূর্ব্বে সাধ্যাঃ=পূর্ব্ব (পুরাকালীন) দেবযুগ বা দেবসমূহ,[1] ইহাই আখ্যান; আখ্যানবিৎ বা ঐতিহাসিকগণের মত এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে সাধ্যনামক যে সকল বিশ্বস্রষ্টা ঋষি যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া দেবত্বলাভপূর্ব্বক স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহারাই 'সাধ্যা দেবাঃ'।

২৯। বসুগণ।

বসবো যদ্বিবসতে সর্ব্বমগ্নির্বসুভির্বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ। ইন্দ্রো বসুভির্বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মান্মধ্যস্থানাঃ। বসব আদিত্যরশ্ময়ো বিবাসনাত্তস্মাদ্দ্যুস্থানাঃ ॥ ৪ ॥

বসবঃ যৎ বিবসতে সর্ব্বম্ ('বসু' নামের ব্যুৎপত্তি এই যে—বিভক্তরূপে অবস্থিত সর্ব্ববস্তু আচ্ছাদিত করে); অগ্নিঃ বসুভিঃ বাসবঃ ইতি সমাখ্যা (বসুগণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অগ্নি বাসব—এই সমাখ্যা বা প্রসিদ্ধি আছে), তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ (এই নিমিত্ত বসুগণ পৃথিবীস্থান); ইন্দ্রঃ বসুভিঃ বাসবঃ ইতি সমাখ্যা (বসুগণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ইন্দ্র বাসব—এই সমাখ্যা বা প্রসিদ্ধি আছে), তস্মাৎ মধ্যস্থানাঃ (এই নিমিত্ত বসুগণ অন্তরিক্ষস্থান); বসবঃ আদিত্যরশ্ময়ঃ (বসু শব্দে আদিত্যরশ্মিসমূহকে বোধ করায়) বিবাসনাৎ (অন্ধকার দূরীভূত করে বলিয়া), তস্মাৎ দ্যুস্থানাঃ (এই নিমিত্ত বসুগণ দ্যুস্থান)।

আচ্ছাদনার্থক 'বস্' ধাতু হইতে বসু শব্দের নিষ্পত্তি (উ ১০ দ্রষ্টব্য)—বসু সর্ব্বাচ্ছাদক। অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়েই বাসব বলিয়া অভিহিত হন—বসুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন। অগ্নি পৃথিবীস্থান, কাজেই অগ্নির সহিত সম্বন্ধ বসুগণ পৃথিবীস্থান হইবেন এবং ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান, কাজেই ইন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ বসুগণ অন্তরিক্ষস্থান হইবেন। যে সকল পদার্থ অগ্নিভক্তি (অগ্নির ভাগ) তাহারাই পৃথিবীস্থান বসু এবং যে সকল পদার্থ ইন্দ্রভক্তি (ইন্দ্রের ভাগ) তাহারাই অন্তরিক্ষস্থান বসু।[2] অন্ধকারের বিবাসন বা তিরোভাব ঘটায় বলিয়া সূর্য্যরশ্মি-সমূহও বসুনামে অভিহিত হয়; কাজেই বসুগণ দ্যুস্থান দেবতা বলিয়াও পরিগণিত।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী দ্যুস্থান বসুগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

। একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

১। দেবযুগমিতি পূর্ব্বোক্তদেবসমূহঃ ; ঐতিহাসিকানাং তু কর্ম্মভিরাত্মনঃ সাধনাৎ পূর্ব্বে দেবসমূহঃ ; তে চ কিল বিশ্বসৃজো নাম ঋষয়ঃ সহস্রসংবৎসরেণেষ্ট্বা বিশ্বমসৃজন্ত (স্কঃ স্বাঃ)।

২। নিরু ৭.৮, নিরু ৭।১০ দ্রষ্টব্য ; অগ্নি এবং ইন্দ্রের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া সকল বসুরই বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর আচ্ছাদকত্ব ধর্ম্ম কল্পনা করা যায়।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্বগা বো দেবাঃ সুপথা অকর্ম্ম য আজগ্মুঃ সবনমিদং জুষাণাঃ।
জক্ষিবাংসঃ পপিবাংসশ্চ বিশ্বে অস্মে ধত্ত বসবো বসূনি ॥ ১ ॥
(শুক্ল-যজুঃ—৮।১৮-১৯, তৈ সং—১।৪।৪৪, মৈ সং—১।৩।৩৮ দ্রষ্টব্য)

দেবাঃ (হে দেবগণ) বঃ (তোমাদের) স্বগাঃ (সুখে আগমনযোগ্য) সুপথা (সুপথানি—সুন্দর পথসমূহ) অকর্ম (আমরা নির্ম্মাণ করিয়াছি)[১]; যে [যূয়ম্] (যে তোমরা) জুষাণাঃ (আমাদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া)[২] সবনম্ ইদম্ আজগ্মুঃ (আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছ);[৩] তে বিশ্বে যূয়ং বসবঃ (সেই তোমরা সকলে, হে বসুগণ!) জক্ষিবাংসঃ (হবির্ভক্ষণ করিয়া) পপিবাংসশ্চ (এবং সোমপান করিয়া) অস্মে বসূনি ধত্ত (আমাদিগেতে ধনসমূহ স্থাপন কর অর্থাৎ আমাদিগকে ধনসমূহ প্রদান কর)।[৪]

স্বাগমনানি বো দেবাঃ সুপথান্যকর্ম্ম ॥ ২ ॥

স্বগাঃ—স্বাগমনানি (সুখে আগমন করা যায় যাহা দিয়া) [ঈদৃশানি] সুপথানি বঃ অকর্ম (ঈদৃশ সুপথসমূহ তোমাদের নিমিত্ত আমরা নির্ম্মাণ করিয়াছি)।

য আগচ্ছত সবনানীমানি জুষাণাঃ ॥ ৩ ॥

যে আগচ্ছত সবনানি ইমানি জুষাণাঃ (যে তোমরা আমাদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া এই সকল যজ্ঞে আগমন করিয়াছ; আজগ্মুঃ—আগচ্ছত—লঙ্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন; সবনম্ ইদম্—ইমানি সবনানি—সবনশব্দের অর্থ যজ্ঞ)।

খাদিতবন্তঃ পীতবন্তশ্চ সর্ব্বেঽস্মাসু ধত্ত বসবো বসূনি ॥ ৪ ॥

জক্ষিবাংসঃ=খাদিতবন্তঃ, পপিবাংসশ্চ—পীতবন্তশ্চ, বিশ্বে=সর্ব্বে, অস্মে—অস্মাসু; হে বসবঃ তে সর্ব্বে যূয়ম্……বসূনি ধত্ত (হে বসুগণ, সেই তোমরা সকলে হবির্ভক্ষণ এবং সোমপান সমাপন করত আমাদিগকে ধনরাশি প্রদান কর)।

১। অকর্ম কৃতবন্তো বয়ম্ (উবট), অকর্ম অকার্ষ্ম কৃতবন্তঃ (মহীধর)।
২। জুষাণাঃ প্রীয়মাণাঃ (স্কঃ)।
৩। য আজগ্মুর্যে যূয়মাগতবন্তঃ স্থ (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। অস্মাসু ধত্ত অস্মভ্যং দত্তেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

এই মন্ত্রের বিনিয়োগ তৃতীয় সবনে—যাহার দেবতা 'বিশ্বে দেবাঃ'—দ্যুস্থান ; তৃতীয় সবনও আদিত্যভক্তি বলিয়া নিজেই দ্যুস্থান (নিরু ৭।১১ দ্রষ্টব্য)। কাজেই এখানে বসুগণকে দ্যুস্থান বলিয়াই বুঝিতে হইবে।[১] বিশ্বে দেবগণ এবং বসুগণ, ইহারা সকলেই সূর্যরশ্মি—পরস্পর অভিন্ন।

তেষামেষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ বসুগণ সম্বন্ধে উদ্ধৃত হইতেছে)।

যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বসুগণের পৃথিবীস্থানত্ব এবং অন্তরিক্ষস্থানত্বও প্রতিপাদিত হইবে।

॥ দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সমিষ্টযজুঃষু তৃতীয়সবনে বিনিয়োগাদেব দ্যুস্থানা বসবঃ (দুঃ)।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জ্ময়া অত্র বসবো রন্ত দেবা উরাবন্তরিক্ষে মর্জয়ন্ত শুভ্রাঃ।
অর্বাক্ পথঃ উরুজ্রয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দূতস্য জগ্মুষো নো অস্য ॥ ১ ॥
(ঋ—৭।৩৯।৩)

জ্ময়াঃ বসবঃ দেবা (পৃথিবীভব বসুদেবগণ) অত্র রন্ত (এই পৃথিবীতে রমণ করিয়াছেন) উরৌ অন্তরিক্ষে (বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে) [অবস্থিতাঃ] (অবস্থিত) শুভ্রাঃ [বসবঃ] (শোভমান বসুগণ) মর্জয়ন্ত (বৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন)[১] উরুজ্রয়ঃ (হে প্রভূতবেগসম্পন্ন ত্রিস্থানস্থিত বসুগণ)[২] পথঃ (তোমাদের আগমনপথসমূহ) অর্বাক্ কৃণুধ্বম্ (আমাদের অভিমুখ কর), জগ্মুষঃ অস্য নঃ দূতস্য (তোমাদের অভিমুখে প্রস্থিত আমাদের এই দূতের অর্থাৎ অগ্নির) [বাক্যং] শ্রোতা (বাক্য শ্রবণ কর)।

জ্ময়া অত্র বসবোঽরমন্ত দেবাঃ, জ্মা পৃথিবী তস্যাং ভবাঃ; উরৌ চান্তরিক্ষে মর্জয়ন্ত গময়ন্ত শুভ্রাঃ শোভমানাঃ; অর্বাচ এনান্ পথো বহুজবাঃ কুরুধ্বম্, শৃণুত দূতস্য জগ্মুষো নোঽস্যাগ্নেঃ ॥ ২ ॥

জ্ময়াঃ অত্র বসবঃ অরমন্ত দেবাঃ—জ্মা = পৃথিবী (নিঘ—১।১), তস্যাং পৃথিব্যাং ভবাঃ = জ্ময়াঃ (পৃথিবীস্থানোদ্ভব); রন্ত = অরমন্ত (রমণ করিয়াছিলেন)। উরৌ চান্তরিক্ষে [স্থিতাঃ] মর্জয়ন্ত গময়ন্ত শুভ্রাঃ শোভমানাঃ—মর্জয়ন্ত = গময়ন্ত (গময়ন্তি)—'মৃজ' ধাতু গত্যর্থক (নিঘ—২।১৪)—বসুগণ অন্তরিক্ষে অবস্থিত থাকিয়া বৃষ্ট্যুদক গমিত বা প্রেরিত করেন; শুভ্রাঃ = শোভমানাঃ। উরুজ্রয়ঃ অর্বাক্ পথঃ কৃণুধ্বম্ = বহুজবাঃ এনান্ পথঃ অর্বাচঃ কুরুধ্বম্ (হে প্রভূতবেগ বসুগণ! এই পথসমূহ অর্থাৎ তোমাদের আগমনপথসমূহ আমাদের অভিমুখ কর, আমাদের অভিমুখে তোমরা আগমন কর)—উরুজ্রয়াঃ = বহুজবাঃ—সম্বোধনান্ত পদ; অর্বাক্ = অর্বাচঃ—অভিমুখ ('পথঃ' পদের বিশেষণ), কৃণুধ্বং = কুরুধ্বম্। শ্রোতা = শৃণুত; দূতস্য নঃ অস্য অগ্নেঃ (আমাদের দূত যে এই অগ্নি তাহার—অগ্নির মাধ্যমেই যজমানগণ দেবতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন); অগ্নি-দেবতার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর—ইহাই তাৎপর্য্য (দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য)।

১। মর্জয়ন্ত মার্ষ্টি গতিকর্ম্মা—বৃষ্টিলক্ষণা অপো গময়ন্তি (স্ক: ভাঃ)।

২। এবমনয়োঃ স্থানয়োর্বসূন্ বিভজ্যাধুনা ত্রিস্থানাংস্তান্ কৃত্বা ব্রবীতি (দুঃ)।

বাজিনো ব্যাখ্যাতাঃ, তেষামেষা ভবতি ॥ ৩ ॥

বাজিনঃ ব্যাখ্যাতাঃ (বাজিগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে), তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বাজিগণসম্বন্ধে হইতেছে)।

'বাজিন্' শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—নির্ ২।২৮ দ্রষ্টব্য ; সেইস্থানে শব্দটি একবচনান্ত, এইস্থানে বহুবচনান্ত—এইমাত্র বিশেষ। বাজিনঃ—রশ্মিসমূহ অথবা দেবাশ্বগণ।

॥ ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ।
জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্ যুযবন্নমীবাঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—৭।৩৮।৭, শুক্ল-যজু—৯।১৬, ২১।১০)

বাজিনঃ (রশ্মিসমূহ অথবা দেবাশ্বগণ) শং নঃ ভবন্তু (আমাদের পক্ষে সুখকর হউন); দেবতাতা (যজ্ঞে) হবেষু (আমরা আহ্বান করিলে) মিতদ্রবঃ (পরিমিতগামী) স্বর্কাঃ (সুস্তুত) [বাজিনঃ] (বাজিগণ) সনেমি (ক্ষিপ্র) অহিং বৃকং রক্ষাংসি (সর্প বৃক অর্থাৎ তস্কর[১] এবং রাক্ষসসমূহকে) জম্ভয়ন্তঃ (বিনাশ করিয়া) অস্মৎ (আমাদের নিকট হইতে) অমীবাঃ (রোগসকল) যুযবন্ (পৃথক্ করুন—অপনীত করুন)।

সুখা নো ভবন্তু বাজিনো হ্বানেষু দেবতাতা যজ্ঞে মিতদ্রবঃ সমিতদ্রবঃ, স্বর্কাঃ স্বঞ্চনা ইতি বা স্বর্চনা ইতি বা স্বর্চিষ ইতি বা, জম্ভয়ন্তো অহিং চ বৃকং চ রক্ষাংসি চ, ক্ষিপ্রমস্মদ্ যাবয়ন্ত্বমীবাঃ; দেবাশ্বা ইতি বা ॥ ২ ॥

শং নঃ ভবন্তু বাজিনঃ—সুখা নঃ ভবন্তু বাজিনঃ (বাজিগণ আমাদের সুখজনক হউন ; শং=সুখাঃ—সুখকর, সুখপ্রাপক বা সুখজনক); হ্বানেষু দেবতাতা যজ্ঞে মিতদ্রবঃ সমিতদ্রবঃ—হবেষু=হ্বানেষু (আমরা আহ্বান করিলে), দেবতাতা=যজ্ঞে ('দেবতাতি' শব্দের সপ্তমীর রূপ), মিতদ্রবঃ=সমিতদ্রবঃ (পরিমিতগামী—'দ্রু' ধাতুর অর্থ গমন, মিতং পরিমিতং যে দ্রবন্তি); (ক) স্বর্কাঃ=স্বঞ্চনাঃ—শোভনগতি (সু+গমনার্থক 'অঞ্চ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); (খ) স্বর্কাঃ=স্বর্চনাঃ—সু-অর্চিত বা সুস্তুত (সু+পূজার্থক 'অর্চ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), অথবা (গ) স্বর্কাঃ=স্বর্চিষঃ—সুদীপ্তি (শোভনানি অর্চীংষি যেষাম্); জম্ভয়ন্তঃ অহিং বৃকং রক্ষাংসি—জম্ভয়ন্তঃ অহিং চ বৃকং চ রক্ষাংসি চ (অহি বৃক অর্থাৎ তস্কর এবং রাক্ষসদিগকে হিংসিত বা বিনাশিত করিয়া—'জম্ভ' ধাতু হিংসার্থক[২]); ক্ষিপ্রম্ অস্মৎ যাবয়ন্তু অমীবাঃ—সনেমি=ক্ষিপ্রম্ ('সনেমি' শব্দ ক্ষিপ্রবাচী), অস্মৎ (পঞ্চমীর বহু-বচন—আমাদের নিকট হইতে) যুযবন্ যাবয়ন্তু=অপযাবয়ন্তু (অপমিশ্রিত অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত করুন—অন্তর্গতণ্যর্থ মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর রূপ);[৩] অমীবাঃ (রোগজাতি[৪] বা নানাবিধ

১। বৃক বৃকস্তস্করো মুলাতি (দুঃ)।

২। হিংসাকর্ম্মা বা জম্ভয়ন্তো হিংসন্তো বিনাশয়ন্তঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। সামর্থ্যাৎ অপেত্যাধ্যাহৃত্য অপযাবয়ন্ত অপনিশ্রয়ন্ত্বিত্যর্থঃ (দুঃ); পৃথক্‌পৃথগ্‌ভাবয়ন্তু, অস্মৎসকাশাদপ-ন যন্ত্বিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশো জাত্যভিপ্রায়ঃ রোগজাতীশ্চ (স্কঃ স্বাঃ)।

রোগ ; 'অমীবা' শব্দের অর্থ রোগ)। দেবাশ্বাঃ ইতি বা ('বাজিনঃ' পদে দেবাশ্বগণকেও বা বুঝাইতে পারে। 'রশ্মি'-পক্ষেই অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে ; 'দেবাশ্ব'-পক্ষেও ঋকের অর্থ করা যাইতে পারে—উপরি উক্ত অর্থই 'দেবাশ্ব'-পক্ষেও খাটিবে)।

৩১। দেবপত্নীগণ।

দেবপত্ন্যো দেবানাং পত্ন্যঃ ॥ ৩ ॥

দেবপত্ন্যঃ—দেবানাং পত্ন্যঃ (দেবগণের পালয়িত্রী অথবা দেবগণের পালনীয় স্ত্রীদেবতাগণ)।

দেবপত্নীগণ বস্তুগত্যা দেবগণের বিভূতি।

তাসামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

পত্নীসংযাজ নামক যাগের[১] দেবতা দেবপত্নীগণ। দেবপত্নীগণ আদিত্যভক্তি (নির্ ৭।১১ দ্রষ্টব্য)—কাজেই দ্যুস্থান।

॥ চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। হবির্ভক্ষণ ও বেদীতে আরোহণের পর যজমানপত্নীর অনুষ্ঠেয় যাগচতুষ্টয়ের নাম পত্নীসংযাজ ; দেবপত্নীগণের উদ্দেশে গার্হপত্য অগ্নিতে এই যাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (রামেন্দ্রসুন্দর—ঐত. ব্রা. দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেবানাং পত্নীরুশতীরবন্তু নঃ প্রাবন্তু নস্তুজয়ে বাজসাতয়ে।
যাঃ পার্থিবাসো যা অপামপি ব্রতে তা নো দেবীঃ সুহবাঃ শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ১ ॥
•(ঋ—৫।৪৬।৭)

দেবানাং পত্নীঃ (দেবপত্নীগণ) উশতীঃ (হবি ও স্তুতি কামনা করিয়া) নঃ অবন্তু (আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন); তুজয়ে (অপত্যজন্মের নিমিত্ত) [এবং] বাজসাতয়ে (অন্নসম্ভোগের নিমিত্ত) নঃ প্রাবন্তু (আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন); যাঃ পার্থিবাসঃ (পৃথিবীস্থানোদ্ভব, যাঁহারা) যাঃ অপাম্ অপি ব্রতে (এবং যাঁহারা জলবর্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন) তাঃ দেবীঃ (সেই দেবীগণ) সুহবাঃ (উত্তমরূপে আহূত হইয়া) নঃ শর্ম যচ্ছত (আমাদিগকে শরণ অর্থাৎ গৃহ—অথবা সুখ প্রদান করুন)।

দেবানাং পত্ন্য উশত্যোঽবন্তু নঃ, প্রাবন্তু নস্তুজয়েঽপত্যজননায় চান্নসংসননায় চ, যাঃ পার্থিবাসো যা অপামপি কর্ম্মণি ব্রতে তা নো দেব্যঃ সুহবাঃ শর্ম্ম যচ্ছন্তু শরণম্ ॥ ২ ॥

দেবানাং পত্নীঃ—দেবানাং পত্ন্যঃ, উশতীঃ=উশত্যঃ (হবি এবং স্তুতির অভিলাষিণী হইয়া)—প্রথমার্থে দ্বিতীয়া; অবন্তু নঃ (আমাদের অভিমুখে—আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন—'অব্' ধাতু গত্যর্থক)।[১] প্রাবন্তু নঃ তুজয়ে অপত্যলাভায় চ অন্নসংসননায় চ—প্রাবন্তু নঃ (আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন—'অব' ধাতু রক্ষণার্থক) তুজয়ে=অপত্যলাভায় (অপত্যলাভের নিমিত্ত—অপত্যবাচক 'তুক্' শব্দ এবং 'জন্' ধাতুর যোগে তুজি শব্দের নিষ্পত্তি[২]—যাহাতে আমাদের অপত্য জন্মগ্রহণ করে, যাহাতে আমরা অপত্যলাভ করিতে পারি তন্নিমিত্ত); বাজসাতয়ে=অন্নসংসননায় (অন্নসম্ভোগের নিমিত্ত—যাহাতে আমরা অন্নের সম্ভোগ করিতে পারি তন্নিমিত্ত; সম্ভজনার্থক 'সন্' ধাতু হইতে সাতি এবং সনন শব্দ নিষ্পন্ন)। যাঃ পার্থিবাসঃ যাঃ অপাম্ অপি ব্রতে কর্ম্মণি [স্থিতাঃ] (যাঁহারা পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীস্থানোদ্ভব এবং যাঁহারা জলবর্ষণ কার্য্যে অন্তরিক্ষে ব্যাপৃত আছেন; ব্রতে=কর্ম্মণি)[৩], তা নো দেব্যঃ সুহবাঃ শর্ম্ম যচ্ছন্তু শরণম্ (সেই দেবীগণ

১। অবতির্গতিকর্ম্মা (স্কঃ বাঃ)।

২। 'তুক্' শব্দস্যাপত্যনামো জনেশ্চ রূপমিদম্ (স্কঃ বাঃ)।

৩। এই উক্তির দ্বারা প্রতীত হয় যে দেবপত্নীগণ ত্রিস্থানদেবতা; পার্থিবাসঃ পৃথিব্যাং ভবাঃ (স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য)

সুন্দররূপে আহূত হইয়া আমাদিগকে শর্ম অর্থাৎ শরণ বা গৃহ প্রদান করুন ; দেবীঃ—দেব্যঃ—প্রথমার্থে দ্বিতীয়া, শর্ম—শরণ—গৃহ, যচ্ছত—যচ্ছন্তু)।

তাসামেষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তাসাম্ এষা অপরা ভবতি (সেই দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

ব্যাখ্যাত ঋকে দেবপত্নীগণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সামান্যভাবে ; পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইবে।[১]

॥ পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সামান্যোক্তানাং বিশেষাভিধিৎসয়া পরাহসমর্থয়া (স্কঃ স্বাঃ)।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উত গ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনীরাট্।
আ রোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম্॥ ১ ॥
(ঋ—৫।৪৬।৮)

উত (আর) গ্নাঃ দেবপত্নীঃ (স্ত্রীদেবতাগণ—দেবপত্নীগণ) ব্যন্তু (হবি কামনা করুন)—ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, অশ্বিনীরাট্, রোদসী, বরুণানী দেবীঃ আশৃণোতু ব্যন্তু (ইন্দ্রাণী অগ্নায়ী দীপ্তিমতী অশ্বিনী রোদসী বরুণানী—এই সকল দেবী আমাদের স্তোত্র সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করুন এবং হবি কামনা করুন)—যঃ ঋতুঃ জনীনাম্ (দেবপত্নীগণের যোগ্য যে কাল, তৎকালে দীয়মান হবি)।

অপি চ গ্না ব্যন্তু দেবপত্ন্যঃ ॥ ২ ॥

অপি চ গ্নাঃ ব্যন্তু দেবপত্ন্যঃ (আর, অগ্ন্যাদি দেবগণের হবির্ভোজনের পর স্ত্রীদেবতাগণ অর্থাৎ দেবপত্নীগণ হবি কামনা করুন; 'গ্না'শব্দ সাধারণ স্ত্রীবাচী'—'ব্যন্তু' ক্রিয়া পদের কর্ম 'হবিঃ'—উহ্য)।[২]

ইন্দ্রাণীন্দ্রস্য পত্ন্যগ্নায্যগ্নেঃ পত্ন্যশ্বিন্যশ্বিনোঃ পত্নী, রাড্ রাজতেঃ, রোদসী রুদ্রস্য পত্নী, বরুণানী চ বরুণস্য পত্নী, ব্যন্তু দেব্যঃ কাময়ন্তাম্, য ঋতুঃ কালো জায়ানাং য ঋতুঃ কালো জায়ানাম্॥ ৩ ॥

দেবপত্নীগণ কাহারা? [উত্তর] ইন্দ্রাণী ইন্দ্রস্য পত্নী (ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের পত্নী) অগ্নায়ী অগ্নেঃ পত্নী (অগ্নায়ী—অগ্নির পত্নী) অশ্বিনী অশ্বিনোঃ পত্নী রাট্ রাজতেঃ (অশ্বিনী, যিনি দীপ্তিমতী—অশ্বিদ্বয়ের পত্নী; 'রাট্' শব্দ দীপ্ত্যর্থক 'রাজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), রোদসী রুদ্রস্য পত্নী (রোদসী—রুদ্রের পত্নী)[৩], বরুণানী চ বরুণস্য পত্নী (এবং বরুণানী—বরুণের

১। পুরুষৈঃ পীতম্ অগ্ন্যাদিভিঃ, উত অপি (দুঃ); গ্নাশব্দঃ স্ত্রীবচনঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ব্যন্তু কাময়ন্তাম্, কিম্? সামর্থ্যাদ্ধবিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অথর্বসংহিতায় 'রোদসী' একবচনান্ত—দ্বিবচনান্ত নহে; ইহা দেখিয়াই ভাষ্যকার একবচনান্তরূপে পদটীর ব্যবহার করিয়াছেন। স্কন্দস্বামী বলেন—'রোদসী' এখানে আদ্যুদাত্ত; আদ্যুদাত্ত 'রোদসী' পদের অর্থ সর্বত্রই দ্যাবাপৃথিবী; রুদ্রপত্নী অর্থে পদটী অন্তোদাত্ত (ঋ—১।১৬৭।৫, ৬।৫০।৫ দ্রষ্টব্য); ভাষ্যকার প্রকরণানুরোধেই এখানে 'রোদসী'='রুদ্রস্য পত্নী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পত্নী)—ব্যন্তু দেব্যঃ কাময়ন্তাম্ (দেবীঃ—দেব্যঃ, ব্যন্তু—কাময়ন্তাম্—এই সকল দেবী হবি কামনা করুন), যঃ ঋতুঃ কালঃ জায়ানাম্ [তত্র কালে দীয়মানং হবিঃ কাময়ন্তাম্] (ঋতুঃ—কালঃ, জনীনাং—জায়ানাম্ ; দেবপত্নীগণের পক্ষে হবির্ভোজনের যোগ্য যে কাল, সেই কালে দীয়মান হবি তাঁহারা কামনা করুন)।[১] 'যঃ ঋতুঃ কালো জায়ানাম্'—এই অংশের দ্বিরুক্তি হইয়াছে অধ্যায়পরিসমাপ্তিসূচনার্থ।

॥ ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ নিরুক্ত সম্পূর্ণ ॥

১। পুরুষদেবতাগণের হবির্ভোজনের পর স্ত্রীদেবতাগণের হবির্ভোজনকাল উপস্থিত হয়—ঋঃ কালো ভোজনকালো জায়ানাম্, তস্মিন্ কালে দীয়মানম্। কল্পাদৌ—ভুক্তবৎসু পুরুষেষিতি (দুঃ)।

নিঘণ্টুকোশ

প্রথম অধ্যায়

গৌঃ । গ্মা । জ্মা । ক্ষ্মা । ক্ষা । ক্ষেমা । ক্ষোণিঃ । ক্ষিতিঃ । অবনিঃ । উর্বী । পৃথ্বী । মহী । রিপঃ । অদিতিঃ । ইলা । নির্ঋতিঃ । ভূঃ । ভূমিঃ । পূষা । গাতুঃ । গোত্রা—ইত্যেকবিংশতিঃ পৃথিবীনামধেয়ানি ॥ ১ ॥

হেম । চন্দ্রম্ । রুক্মম্ । অয়ঃ । হিরণ্যম্ । পেশঃ । কৃশনম্ । লোহম্ । কনকম্ । কাঞ্চনম্ । ভর্ম্ম । অমৃতম্ । মরুৎ । দত্রম্ । জাতরূপমিতি পঞ্চদশ হিরণ্যনামানি ॥ ২ ॥

অম্বরম্ । বিয়ৎ । ব্যোম । বর্হিঃ । ধন্ব । অন্তরিক্ষম্ । আকাশম্ । আপঃ । পৃথিবী । ভূঃ । স্বয়ম্ভূঃ । অধ্বা । পুষ্করম্ । সগরঃ । সমুদ্রঃ । অধ্বরম্—ইতি ষোড়শান্তরিক্ষনামানি ॥ ৩ ॥

স্বঃ । পৃশ্নিঃ । নাকঃ । গৌঃ । বিষ্টপ্ । নভঃ—ইতি ষট্ সাধারণানি ॥ ৪ ॥

খেদয়ঃ । কিরণাঃ । গাবঃ । রশ্ময়ঃ । অভীশবঃ । দীধিতয়ঃ । গভস্তয়ঃ । বনম্ । উস্রাঃ । বসবঃ । মরীচিপাঃ । ময়ূখাঃ । সপ্তঋষয়ঃ । সাধ্যাঃ । সুপর্ণাঃ—ইতি পঞ্চদশ রশ্মিনামানি ॥ ৫ ॥

আতাঃ । আশাঃ । উপরাঃ । আষ্ঠাঃ । কাষ্ঠাঃ । ব্যোম । ককুভঃ । হরিতঃ—ইত্যষ্টৌ দিঙ্নামানি ॥ ৬ ॥

শ্যাবী । ক্ষপা । শর্বরী । অক্তুঃ । ঊর্ম্যা । রাম্যা । যম্যা । নম্যা । দোষা । নক্তা । তমঃ । রজঃ । অসিক্নী । পয়স্বতী । তমস্বতী । ঘৃতাচী । শিরিণা । মোকী । শোকী । ঊধঃ । পয়ঃ । হিমা । বস্বী—ইতি ত্রয়োবিংশতী রাত্রিনামানি ॥ ৭ ॥

বিভাবরী | সূনরী | ভাস্বতী | ওদতী | চিত্রামঘা | অর্জুনী | বাজিনী | বাজিনীবতী | সুম্নাবরী | অহনা | দ্যোতনা | শ্বেত্যা | অরুষী | সূনৃতা | সূনৃতাবতী | সূনৃতাবরী—ইতি ষোড়শোষোনামানি ॥ ৮ ॥

বস্তোঃ | দ্যুঃ | ভানুঃ | বাসরম্ | স্বসরাণি | ঘ্রংসঃ | ঘর্মঃ | ঘৃণঃ | দিনম্ | দিবা | দিবেদিবে | দ্যবিদ্যবি—ইতি দ্বাদশাহর্নামানি ॥ ৯ ॥

অদ্রিঃ | গ্রাবা | গোত্রঃ | বলঃ | অশ্নঃ | পুরুভোজাঃ | বলিশানঃ | অশ্মা | পর্বতঃ | গিরিঃ | ব্রজঃ | চরুঃ | বরাহঃ | শম্বরঃ | রৌহিণঃ | রৈবতঃ | ফলিগঃ | উপরঃ | উপলঃ | চমসঃ | অহিঃ | অভ্রম্ | বলাহকঃ | মেঘঃ | দৃতিঃ | ওদনঃ | বৃষন্ধিঃ | বৃত্রঃ | অসুরঃ | কোশঃ—ইতি ত্রিংশন্মেঘনামানি ॥ ১০ ॥

শ্লোকঃ | ধারা | ইলা | গৌঃ | গৌরী | গান্ধর্বী | গভীরা | গম্ভীরা | মন্দ্রা | মন্দ্রাজনী | বাশী | বাণী | বাণীচী | বাণঃ | পবিঃ | ভারতী | ধমনিঃ | নালীঃ | মেলিঃ | মেনা | সূর্যা | সরস্বতী | নিবিৎ | স্বাহা | বগ্নুঃ | উপব্দিঃ | মায়ুঃ | কাকুৎ | জিহ্বা | ঘোষঃ | স্বরঃ | শব্দঃ | স্বনঃ | ঋক্ | হোত্রা | গীঃ | গাথা | গণঃ | ধেনা | গ্নাঃ | বিপা | ননা | কশা | ধিষণা | নৌঃ | অক্ষরম্ | মহী | অদিতিঃ | শচী | বাক্ | অনুষ্টুপ্ | ধেনুঃ | বল্গুঃ | গল্দা | সরঃ | সুপর্ণী | বেকুরা—ইতি সপ্তপঞ্চাশদ্ বাঙ্নামানি ॥ ১১ ॥

অর্ণঃ | ক্ষোদঃ | ক্ষদ্ম | নভঃ | অম্ভঃ | কবন্ধম্ | সলিলম্ | বাঃ | বনম্ | ঘৃতম্ | মধু | পুরীষম্ | পিপ্পলম্ | ক্ষীরম্ | বিষম্ | রেতঃ | কশঃ | জন্ম | বৃবূকম্ | বুসম্ | তুগ্র্যা | বর্বুরম্ | সুক্ষেম | ধরুণম্ | সিরা | অররিন্দানি | ধ্বস্মন্বৎ | জামি | আয়ুধানি | ক্ষপঃ | অহিঃ | অক্ষরম্ | স্রোতঃ | তৃপ্তিঃ | রসঃ | উদকম্ | প্রয়ঃ | সরঃ | ভেষজম্ | সহঃ | শবঃ | যহঃ | ওজঃ | সুখম্ | ক্ষত্রম্ | আবয়াঃ | শুভম্ | যাদুঃ | ভূতম্ | ভুবনম্ | ভবিষ্যৎ | মহৎ | আপঃ | ব্যোম | যশঃ | মহঃ | সর্ণীকম্ | স্বৃতীকম্ | সতীনম্ | গহনম্ | গভীরম্ |

গম্ভরম্ | ঈম্ | অন্নম্ | হবিঃ | সদ্ম ! সদনম্ | ঋতম্ | যোনিঃ | ঋতস্যযোনিঃ | সত্যম্ | নীরম্ | রয়িঃ ! সৎ | পূর্ণম্ | সর্বম্ | অক্ষিতম্ | বর্হিঃ | নাম | সর্পিঃ | অপঃ | পবিত্রম্ | অমৃতম্ | ইন্দুঃ | হেম | স্বঃ | সর্গাঃ | শম্বরম্ | অভ্বম্ | বপুঃ | অম্বু | তোয়ম্ | তূয়ম্ | কৃপীটম্ | শুক্রম্ | তেজঃ | স্বধা | বারি | জলম্ | জলাষম্ | ইদম্—ইত্যেকশতমুদকনামানি ॥ ১২ ॥

অবনয়ঃ | যব্যাঃ | খাঃ ! সীরাঃ ! স্রোত্যাঃ | এন্যঃ | ধুনয়ঃ | রুজানাঃ | বক্ষণাঃ | খাদো অর্ণাঃ | রোধচক্রাঃ | হরিতঃ | সরিতঃ | অগ্রুবঃ | নভন্বঃ | বধ্বঃ | হিরণ্যবর্ণাঃ | রোহিতঃ | সস্রুতঃ | অর্ণাঃ | সিন্ধবঃ | কুল্যাঃ | বর্যঃ | উর্ব্যঃ | ইরাবত্যঃ | পার্বত্যঃ | স্রবন্ত্যঃ | উর্জস্বত্যঃ | পয়স্বত্যঃ | সরস্বত্যঃ | তরস্বত্যঃ | হরস্বত্যঃ | রোধস্বত্যঃ | ভাস্বত্যঃ | অজিরাঃ | মাতরঃ ! নদ্যঃ—ইতি সপ্তত্রিংশন্নদীনামানি ॥ ১৩ ॥

অত্যঃ | হয়ঃ | অর্বা | বাজী | সপ্তিঃ | বহ্নিঃ | দধিক্রাঃ | দধিক্রাবা | এতগ্বঃ | এতশঃ | পৈদ্বঃ | দৌর্গহঃ | ঔচ্চৈশ্রবসঃ | তার্ক্ষ্যঃ | আশুঃ | ব্রধ্নঃ | অরুষঃ | মাংশ্চত্বঃ | অব্যথয়ঃ | শ্যেনাসঃ | সুপর্ণাঃ | পতঙ্গাঃ | নরঃ | হ্বার্যাণাম্ | হংসাসঃ | অশ্বাঃ—ইতি ষড়্বিংশতিরশ্বনামানি ॥ ১৪ ॥

হরী ইন্দ্রস্য | রোহিতোঽগ্নেঃ ! হরিত আদিত্যস্য | রাসভাবশ্বিনোঃ | অজাঃ পূষ্ণঃ | পৃষত্যো মরুতাম্ ! অরুণ্যো গাব উষসাম্ ! শ্যাবাঃ সবিতুঃ | বিশ্বরূপা বৃহস্পতেঃ | নিযুতো বায়োঃ—ইতি দশাঽহদিষ্টোপযোজনানি ॥ ১৫ ॥

ভ্রাজতে | ভ্রাশতে | ভ্রাশ্যতি | দীদয়তি | শোচতি | মন্দতে ! ভন্দতে | রোচতে | দ্যোততে | জ্যোততে | দ্যুমৎ—ইত্যেকাদশ জ্বলতিকর্মাণঃ ॥ ১৬ ॥

জমৎ | কল্মলীকিনম্ | জঞ্জণাভবন্ | মল্মলাভবন্ | অর্চিঃ | শোচিঃ | তপঃ ¦ তেজঃ | হরঃ | হৃণিঃ | শৃঙ্গাণি | শৃঙ্গাণি—ইত্যেকাদশ জ্বলতো নামধেয়ানি ॥ ১৭ ॥

গৌ হেঁমাস্বরং স্বঃ খেদয় আতাঃ শ্যাবী বিভাবরী বস্তো রত্রিঃ শ্লোকোঽর্ণোঽবনয়োঽত্যো হরীইন্দ্রস্য ভ্রাজতে জমদিতি সপ্তদশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপঃ | অপ্নঃ | দংসঃ | বেপঃ | বেষঃ | বিষ্টী | ব্রতম্ | কর্বরম্ | শক্ম | ক্রতুঃ | করুণম্ | করণানি | করাংসি | করন্তী | করিক্রৎ | চক্রৎ | কর্ত্বম্ | কর্ত্তোঃ | কর্ত্তবৈ | কৃত্বী | ধীঃ | শচী | শমী | শিমী | শক্তিঃ | শিল্পম্—ইতি ষড়্বিংশতিঃ কর্মনামানি। ১ ॥

তুক্ | তোকম্ | তনয়ঃ | তোক্ম | তক্ম | শেষঃ | অপ্নঃ | গয়ঃ | জাঃ | অপত্যম্ | যহুঃ | সূনুঃ | নপাৎ | প্রজা | বীজম্—ইতি পঞ্চদশাপত্যনামানি ॥ ২ ॥

মনুষ্যাঃ | নরঃ | ধবাঃ | জন্তবঃ | বিশঃ | ক্ষিতয়ঃ | কৃষ্টয়ঃ | চর্ষণয়ঃ | নহুষঃ | হরয়ঃ | মর্যাঃ | মর্ত্ত্যাঃ | মর্ত্তাঃ | ব্রাতাঃ | তুর্বশাঃ | দ্রুহ্যবঃ | আয়বঃ | যদবঃ | অনবঃ | পূরবঃ | জগতঃ | তস্থুষঃ | পঞ্চজনাঃ | বিবস্বন্তঃ | পৃতনাঃ—ইতি পঞ্চবিংশতির্মনুষ্যনামানি ॥ ৩ ॥

আয়তী | চ্যবানা | অভীশূ | অপ্নবানা | বিনঙ্গৃসৌ | গভস্তী | করস্নৌ | বাহূ | ভুরিজৌ | ক্ষিপস্তী | শক্বরী | ভরিত্রে—ইতি দ্বাদশ বাহুনামানি ॥ ৪ ॥

অগ্রুবঃ | অণ্বাঃ | ব্রিশঃ | ক্ষিপঃ | শর্যাঃ | রশনাঃ | ধীতয়ঃ | অথর্যঃ | বিপঃ | কক্ষ্যাঃ | অবনয়ঃ | হরিতঃ | স্বসারঃ | জাময়ঃ | সনাভয়ঃ | যোক্ত্রাণি | যোজনানি | ধুরঃ | শাখাঃ | অভীশবঃ | দীধিতয়ঃ | গভস্তয়ঃ—ইতি দ্বাবিংশতিরঙ্গুলিনামানি ॥ ৫ ॥

বশ্মি | উশ্মসি | বেতি | বেনতি | বেনতি | বাঞ্ছতি | বষ্টি | বনোতি | জুষতে | হর্যতি | আচকে | উশিক্ | মন্যতে | ছন্দৎসৎ | চাকনৎ | চকমানঃ | কনতি | কানিষৎ—ইত্যষ্টাদশ কান্তিকর্মাণঃ ॥ ৬ ॥

অন্ধঃ | বাজঃ | পয়ঃ | প্রয়ঃ | পৃক্ষঃ | পিতুঃ | সুতঃ | সিনম্ | অবঃ | ক্ষু | ধাসিঃ | ইরা | ইলা | ইষম্ | উর্ক্ | রসঃ | স্বধা | অর্কঃ | ক্ষদ্ম | নেমঃ | সসম্ | নমঃ | আয়ুঃ | সূনৃতা | ব্রহ্ম | বর্চঃ | কীলালম্ | যশঃ—ইত্যষ্টাবিংশতিরন্ননামানি ॥ ৭ ॥

আবয়তি | ভর্বতি | বভস্তি | বেতি | বেবেষ্টি | অবিষ্যন্ | বপ্সতি | ভসথঃ | বব্ধাম্ | হ্বরতি—ইতি দশাত্তিকর্মাণঃ ॥ ৮ ॥

ওজঃ | পাজঃ | শবঃ | তরঃ | তবঃ | ত্বক্ষঃ | শর্দ্ধঃ | বাধঃ | নৃম্ণম্ | তবিষী | শুষ্মম্ | শুষ্ণম্ | শূষম্ | দক্ষঃ | বীলুঃ | চ্যৌত্নম্ | সহঃ | যহঃ | বধঃ | বর্গঃ | বৃজনম্ | বৃক্ | মজ্মনা | পৌংস্যানি | ধর্ণসিঃ | দ্রবিণম্ | স্যন্দ্রাসঃ | শম্বরম্—ইত্যষ্টাবিংশতির্বলনামানি ॥ ৯ ॥

মঘম্ | রেক্ণঃ | রিক্থম্ | বেদঃ | বরিবঃ | শ্বাত্রম্ | রত্নম্ | রয়িঃ | ক্ষত্রম্ | ভগঃ | মীঢুম্ | গয়ঃ | নৃম্ণম্ | দ্যুম্নম্ | তনা | বন্ধুঃ | ইন্দ্রিয়ম্ | বসু | রায়ঃ | রাধঃ | ভোজনম্ | মেধা | যশঃ | ব্রহ্ম | দ্রবিণম্ | শ্রবঃ | বৃত্রম্ | বৃতম্—ইত্যষ্টাবিংশতিরেব ধননামানি ॥ ১০ ॥

অঘ্ন্যা | উস্রা | উস্রিয়া | অহী | মহী | অদিতিঃ | ইলা | জগতী | শক্বরী—ইতি নব গোনামানি ॥ ১১ ॥

রেলতে | হেলতে | ভামতে | হৃণীয়তে | ভ্রীণাতি | ভ্রেষতি | দোধতি | বন্মুষ্যতি | কম্পতে | ভোজতে—ইতি দশ ক্রুদ্ধতিকর্মাণঃ ॥ ১২ ॥

হেলঃ | হরঃ | হৃণিঃ | ত্যজঃ | ভামঃ | এহঃ | হ্বরঃ | তপুষী | জূর্ণিঃ | মন্যুঃ | ব্যথিঃ—ইত্যেকাদশ ক্রোধনামানি ॥ ১৩ ॥

বর্ততে | অয়তে | লোটতে | লোঠতে | স্যন্দতে | কসতি | সর্পতি | স্যমতি | স্রবতি | স্রংসতি | অবতি | শ্চোততি | ধ্বংসতি | বেনতি | মাষ্টি | ভুরণ্যতি | শবতি | কালয়তি | পেলয়তি | কণ্টতি | পিস্যতি | বিস্যতি | মিস্যতি | প্রবতে | প্লবতে | চ্যবতে | কবতে |

গবতে | নবতে | ক্ষোদতি | নক্ষতি | সক্ষতি | ম্যক্ষতি | সচতি | ঋচ্ছতি | তুরীয়তি | চততি | অততি | গাতি | ইয়ক্ষতি | সশ্চতি | ৎসরতি | রংহতি | যততে | ভ্রমতি | ধ্রজতি | রজতি | লজতি | ক্ষিয়তি | ধমতি | মিনাতি | ঋথতি | ঋণোতি | স্বরতি | সিসর্ত্তি | বিষিষ্টি | যোষিষ্টি | রিণাতি | রীয়তে | রেজতি | দধ্যাতি | দভ্নোতি | যুধ্যাতি | ধ্বতি | অরুষতি | আর্যতি | সীয়তে | তকতি | দীয়তি | ঈষতি | ফণতি | হনতি | অর্দতি | মর্দতি | সর্স্র্তে | নসতে | হর্যতি | হয়তি | ঈর্ত্তে | ঈক্ষতে | জ্রয়তি | খাত্রতি | গন্তি | আগনীগন্তি | জঙ্গন্তি | জিয়তি | জসতি | গমতি | ধ্রতি | ধ্রাতি | ধ্রয়তি | বহতে | রথর্যতি | জেহতে | স্বঃকতি | স্কুম্পতি | প্সাতি | বাতি | যাতি | ইষতি | দ্রাতি | জ্বলতি | এজতি | জমতি | জবতি | বকতি | অনিতি | পবতে | হস্তি | সেধতি | অগন্ | অজগন্ | জিগাতি | পততি | ইষতি | দ্রমতি | দ্রবতি | বেতি | হয়ন্তাৎ | এতি | জগায়াৎ | অযথুঃ—ইতি দ্বাবিংশশতং গতিকর্মাণঃ ॥ ১৪ ॥

শু | মক্ষু | দ্রবৎ | ওষম্ | জীরাঃ | জূর্ণিঃ | শূর্ত্তাঃ | শূঘনাসঃ | শোভম্ | তৃষু | তূয়ম্ | তূর্ণিঃ | অজিরম্ | ভুরণ্যুঃ | শু | আশু | প্রাশুঃ | তূতুজিঃ | তূতুজানঃ | তুজ্যমানাসঃ | অজ্রাঃ | সাচিবিৎ | দ্যুগৎ | তাজৎ | তরণিঃ | বাতরংহাঃ—ইতি ষড়্‌বিংশতিঃ ক্ষিপ্রনামানি ॥ ১৫ ॥

তলিৎ | আসাৎ | অম্বরম্ | তুর্বশে | অস্তমীকে | আকে | উপাকে | অর্বাকে | অন্তমানাম্ | অবমে | উপমে—ইত্যেকাদশান্তিক-নামানি ॥ ১৬ ॥

রণঃ | বিবাক্ | বিখাদঃ | নদনুঃ | ভরে | আক্রন্দে | আহবে | আজৌ | পৃতনাজ্যম্ | অভীকে | সমীকে | মমসত্যম্ | নেমধিতা | সঙ্কাঃ | সমিতিঃ | সমনম্ | মীলহে | পৃতনাঃ | স্পৃধঃ | মৃধঃ | পৃৎসু | সমৎসু | সমর্যে | সমরণে | সমোহে | সমিথে | সখ্যে | সঙ্গে | সংযুগে | সঙ্গথে | সঙ্গমে | বৃত্রতূর্যে | পৃক্ষে | আণৌ | শূরসাতৌ | বাজসাতৌ | সমনীকে | খলে | খজে | পৌংস্যে |

মহাধনে | বাজে | অজ্ম | সদ্ম | সংযৎ | সম্বতঃ—ইতি ষট্চত্বারিংশৎ সংগ্রামনামানি ॥ ১৭ ॥

ইয়তি | নক্ষতি | আক্ষাণঃ | আনট্ | আষ্ট | আপানঃ | অশৎ | নশৎ | আনশে | অশ্নুতে—ইতি দশ ব্যাপ্তিকর্মাণঃ ॥ ১৮ ॥

দভ্নোতি | শ্নথতি | ধ্বরতি | ধূর্বতি | বৃণক্তি | বৃশ্চতি | কৃথতি | কৃন্ততি | শসিতি | নভতে | অর্দয়তি | স্তৃণাতি | স্নেহয়তি | যাতয়তি | ক্ষুরতি | ক্ষুলতি | নিবপন্ত | অবতিরতি | বিযাতঃ | আতিরৎ | তলিৎ | আখণ্ডল | জ্রণাতি | ম্র্যাতি | শৃণাতি | শম্নাতি | তৃণেঢি | তাঢি | নিতোশতে | নিবর্হয়তি | মিনাতি | মিনোতি | ধমতি—ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বধকর্মাণঃ ॥ ১৯ ॥

দিদ্যুৎ | নেমিঃ | হেতিঃ | নমঃ | পবিঃ | স্ৃকঃ | বৃকঃ | বধঃ | বজ্রঃ | অর্কঃ | কুৎসঃ | কুলিশঃ | তুঞ্জঃ | তিগ্মম্ | মেনিঃ | স্বধিতিঃ | সায়কঃ | পরশুঃ—ইত্যষ্টাদশ বজ্রনামানি ॥ ২০ ॥

ইরজ্যতি | পত্যতে | ক্ষয়তি | রাজতি | ইতি চত্বার ঐশ্বর্যকর্মাণঃ ॥ ২১ ॥

রাষ্ট্রী | অর্যঃ | নিযুত্বান্ | ইনঃ | ইনঃ—ইতি চত্বারীশ্বরনামানি ॥ ২২ ॥

অপস্বন্নম্নুষ্যা ধায়ত্যগ্রুবো বশ্যান্ধ আবয়ত্যো জো মযমম্যা রেলতে হেলো বর্ত্ততে স্নু তলিদ্ রণ ইযতি দভ্নোতি দিদ্যুদ্ ইরজ্যতি রাষ্ট্রী—ইতি দ্বাবিংশতিঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

উরু | তুবি | পুরু | ভূরি | শশ্বৎ | বিশ্বম্ | পরীণসা | ব্যানশিঃ | শতম্ | সহস্রম্ | সলিলম্ | কুবিৎ—ইতি দ্বাদশ বহুনামানি ॥ ১ ॥

ঋহন্ | হ্রস্বঃ | নিম্বঃ | মায়ুকঃ | প্রতিষ্ঠা | কৃধু | বস্রকঃ | দভ্রম্ | অর্ভকঃ | ক্ষুল্লকঃ | অল্পঃ—ইত্যেকাদশ হ্রস্বনামানি ॥ ২ ॥

মহৎ | ব্রধ্নঃ | ঋম্বঃ | বৃহৎ | উক্ষিতঃ | তবসঃ | তবিষঃ | মহিষঃ | অভ্বঃ | ঋভুক্ষাঃ | উক্ষাঃ | বিহায়াঃ | যহ্বঃ | ববক্ষিথঃ | বিবক্ষসে | অম্ভৃণঃ | মাহিনঃ | গভীরঃ | ককুহঃ | রভসঃ | ব্রাধন্ | বিরপ্শী | অদ্ভুতম্ | বংহিষ্ঠঃ | বর্হিষৎ—ইতি পঞ্চবিংশতির্মহন্নামানি। ৩॥

গয়ঃ | কৃদরঃ | গর্ত্তঃ | হর্ম্ম্যম্ | অস্তম্ | পস্ত্যম্ | দুরোণে | নীলম্ | দুর্য্যাঃ | স্বসরাণি | অমা | দমে | কৃত্তিঃ | যোনিঃ | সদ্ম | শরণম্ | বরূথম্ | ছর্দিঃ | ছদিঃ | ছায়া | শর্ম্ম | অজ্ম—ইতি দ্বাবিংশতির্গৃহনামানি॥ ৪॥

ইরজ্যতি | বিধেম | সপর্যতি | নমস্যতি | *দুবস্যতি | ঋধ্নোতি | ঋণদ্ধি | ঋচ্ছতি | সপতি | বিবাসতি—ইতি দশ পরিচরণকর্মাণঃ॥ ৫॥

শিম্বাতা | শতরা | শাতপন্তা | শর্ম | স্যমকম্ | শেবৃধম্ | ময়ঃ | সুগ্ম্যম্ | সুদিনম্ | শূষম্ | শুনম্ | শগ্মম্ | ভেষজম্ | জলাষম্ | স্যোনম্ | সুম্নম্ | শেবম্ | শিবম্ | শম্ | কম্—ইতি বিংশতিঃ সুখনামানি॥ ৬॥

নির্ণিক্ | বব্রিঃ | বর্পঃ | বপুঃ | অমতিঃ | অপ্সঃ | প্সুঃ | অপ্নঃ | পিষ্টম্ | পেশঃ | কৃশনম্ | মরুৎ | অর্জুনম্ | তাম্রম্ | অরুষম্ | শিল্পম্—ইতি ষোড়শ রূপনামানি॥ ৭॥

অস্রেমাঃ | অনেমাঃ | অনেদ্যঃ | অনবদ্যঃ | অনভিশস্তাঃ | উক্থ্যঃ | সুনীথঃ | পাকঃ | বামঃ | বয়ুনম্—ইতি দশ প্রশস্যনামানি॥ ৮॥

কেতঃ | কেতুঃ | চেতঃ | চিত্তম্ | ক্রতুঃ | অসুঃ | ধীঃ | শচীঃ | মায়া | বয়ুনম্ | অভিখ্যা—ইত্যেকাদশ প্রজ্ঞানামানি॥ ৯॥

বট্ | অৎ | সত্রা | অদ্ধা | ইত্থা | ঋতম্—ইতি ষট্ সত্যনামানি॥ ১০॥

চিক্যৎ | চাকনৎ | আচক্ষম | চষ্টে | বিচষ্টে | বিচর্ষণিঃ | বিশ্বচর্ষণিঃ | অবচাকশৎ—ইত্যষ্টৌ পশ্যতিকর্মাণঃ॥ ১১॥

হিকম্ | নুকম্ | সুকম্ | আহিকম্ | আকীম্ | নকিঃ | মাকিঃ | নকীম্ | আকুতম্—ইতি নবোত্তরাণি পদানি সর্বপদসমাম্নানায় ॥ ১২ ॥

ইদমিব | ইদংযথা | অগ্নির্ন যে | চতুরশ্চিদ্দদমানাৎ | ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ | বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়াঃ | জার আ ভগম্ | মেষো ভূতোঽভিয়ন্নয়ঃ | তদ্রূপঃ | তদ্বর্ণঃ | তদ্বৎ | তথা—ইত্যুপমাঃ ॥ ১৩ ॥

অর্চতি | গায়তি | রেভতি | স্তোভতি | গূর্দ্ধয়তি | গৃণাতি | জরতে | হ্বয়তে | নদতি | পৃচ্ছতি | রিহতি | ধমতি | কৃপায়তি | কৃপণ্যতি | পনস্যতি | পনায়তে | বল্গূয়তি | মন্দতে | ভন্দতে | ছন্দতি | ছদয়তে | শশমানঃ | রঞ্জয়তি | রজয়তি | শংসতি | স্তৌতি | যৌতি | রৌতি | নৌতি | ভনতি | পণায়তি | পণতে | সপতি | পপৃক্ষাঃ | মহয়তি | বাজয়তি | পূজয়তি | মন্যতে | মদতি | রসতি | স্বরতি | বেনতি | মন্দ্রয়তে | জল্পতি—ইতি চতুশ্চত্বারিংশদর্চতি-কর্মাণঃ ॥ ১৪ ॥

বিপ্রঃ | বিগ্রঃ | গৃৎসঃ | ধীরঃ | বেনঃ | বেধাঃ | কণ্বঃ | ঋভুঃ | নবেদাঃ | কবিঃ | মনীষী | মন্ধাতা | বিধাতা | বিপঃ | মনশ্চিৎ | বিপশ্চিৎ | বিপন্যবঃ | আকেনিপঃ | উশিজঃ | কীস্তাসঃ | অদ্ধাতয়ঃ | মতয়ঃ | মতুথাঃ | বাঘতঃ—ইতি চতুর্বিংশতির্মেধাবিনামানি ॥ ১৫ ॥

রেভঃ | জরিতা | কারুঃ | নদঃ | স্তামুঃ | কীরিঃ | গৌঃ | সূরিঃ | নাদঃ | ছন্দঃ | স্তুপ্ | রুদ্রঃ | কৃপণ্যুঃ—ইতি ত্রয়োদশ স্তোতৃনামানি ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞঃ | বেনঃ | অধ্বরঃ | মেধঃ | বিদথঃ | নার্যঃ | সবনম্ | হোত্রা | ইষ্টিঃ | দেবতাতা | মখঃ | বিষ্ণুঃ | ইন্দুঃ | প্রজাপতিঃ | ঘর্ম—ইতি পঞ্চদশ যজ্ঞনামানি ॥ ১৭ ॥

ভরতাঃ | কুরবঃ | বাঘতঃ | বৃক্তবর্হিষঃ | যতস্রুচঃ | মরুতঃ | সবাধঃ | দেবয়বঃ—ইত্যষ্টাবৃত্বিঙ্নামানি ॥ ১৮ ॥

ঈমহে। যামি। মন্মহে। দদ্ধি। শদ্ধি। পূর্দ্ধি। মিমিড়্টি। মিমীহি। রিরিড়্টি। রিরীহি। পীপরৎ। যন্তারঃ। যন্ধি। ইষুধ্যতি। মদেমহি। মনামহে। মায়তে—ইতি সপ্তদশ যাজ্ঞাকর্মাণঃ॥ ১৯॥

দাতি। দাশতি। দাসতি। রাতি। রাসতি। পৃণক্ষি। পৃণাতি। শিক্ষতি। তুঞ্জতি। মংহতে—ইতি দশ দানকর্মাণঃ॥ ২০॥

পরিস্রব। পবস্ব। অভ্যর্ষ। আশিষঃ—ইতি চত্বারোঽধ্যেষণা-কর্মাণঃ॥ ২১॥

স্বপিতি। সস্তি—ইতি দ্বৌ স্বপিতিকর্মাণৌ॥ ২২॥

কূপঃ। কাতুঃ। কর্ত্তঃ। বত্রঃ। কাটঃ। খাতঃ। অবতঃ। ক্রিবিঃ। সূদঃ। উৎসঃ। ঋশ্যদাৎ। কারোতরাৎ। কুশয়ঃ। কেবটঃ—ইতি চতুর্দশ কূপনামানি॥ ২৩॥

তৃপুঃ। তক্বা। রিভ্বা। রিপুঃ। রিক্বা। রিহায়াঃ। তায়ুঃ। তস্করঃ। বনর্গুঃ। হুরশ্চিৎ। মুষীবান্। মলিম্লুচঃ। অঘশংসঃ। বৃকঃ—ইতি চতুর্দশৈব স্তেননামানি॥ ২৪॥

নিণ্যম্। সস্বঃ। সনুতঃ। হিরুক্। প্রতীচ্যম্। অপীচ্যম্—ইতি ষণ্ নির্ণীতান্তর্হিতনামধেয়ানি॥ ২৫॥

আকে। পরাকে। পরাচৈঃ। আরে। পরাবতঃ—ইতি পঞ্চ দূরনামানি॥ ২৬॥

প্রত্নম্। প্রদিবঃ। প্রবয়াঃ। সনেমি। পূর্ব্যম্। অহ্নায়—ইতি ষট্ পুরাণনামানি॥ ২৭॥

নবম্। নূত্নম্। নূতনম্। নব্যম্। ইদা। ইদানীম্—ইতি ষড়েব নবনামানি॥ ২৮॥

প্রপিত্বে। অভীকে। দভ্রম্। অর্ভকম্। তিরঃ। সতঃ। ত্বঃ। নেমঃ। ঋক্ষাঃ। স্তৃভিঃ। বম্রীভিঃ। উপজিহ্বিকা। ঊর্দরম্। কৃদরম্।

রম্ভঃ। পিনাকম্। মেনা। গ্নাঃ। শেপঃ। বৈতসঃ। অয়া। এনা। সিষক্তু। সচতে। ভ্যসতে। রেজতে—ইতি ষড়্‌বিংশতিদ্বিশ উত্তরাণি নামানি ॥ ২৯ ॥

স্বধে। পুরন্ধী। ধিষণে। রোদসী। ক্ষোণী। অম্ভসী। নভসী। রজসী। সদসী। সদ্মনী। ঘৃতবতী। বহুলে। গভীরে। গম্ভীরে। ওণ্যৌ। চম্বৌ। পার্শ্বে। মহী। উর্বী। পৃথ্বী। অদিতী। অহী। দূরে অন্তে। অপারে। অপারে—ইতি চতুর্বিংশতির্দ্যাবাপৃথিবীনামধেয়ানি ॥ ৩০ ॥

উর্বৃাহন্ মহদ্‌গয় ইরজ্যতি শিম্বাতা নির্ণিগ্‌অব্রেমা কেতুর্বট্ চিক্যান্তিকম্ ইদমিবার্চতি বিপ্রোরেভো যজ্ঞো ভরতা ঈমহে দাতি পরিস্রব স্বপিতি কূপস্থ-পুর্নিণ্যম্ আকে প্রত্নন্নবম্ প্রপিত্বে স্বধে—ত্রিংশৎ।

চতুর্থ অধ্যায়

জহা। নিধা। শিতাম। মেহনা। দমুনাঃ। মুষঃ। ইষিরেণ। কুরুতন। জঠরে। তিতউ। শিপ্রে। মধ্যা। মন্দূ। ঈর্মান্তাসঃ। কায়মানঃ। লোধম্। শীরম্। বিস্রধে। দ্রুপদে। তুগ্বনি। নংসন্তে। নসন্ত। আহনসঃ। অশ্নাসৎ। ইষ্মিণঃ। বাহঃ। পরিতক্ম্যা। সুবিতে। দয়তে। নূচিৎ। নূচ। দাবনে। অকূপারস্য। শিশীতে। সুতুকঃ। সুপ্রায়ণাঃ। অপ্রায়ুবঃ। চ্যবনঃ। রজঃ। হরঃ। জুহুরে। ব্যন্তঃ। ক্রাণাঃ। বাশী। বিষুণঃ। জামি। পিতা। শংযোঃ। অদিতিঃ। এরিরে। জস্থরিঃ। জরতে। মন্দিনে। গৌঃ। গাতুঃ। দংসয়ঃ। তূতাব। চয়সে। বিযুতে। ঋধক্। অস্তাঃ। অস্ত—ইতি দ্বিষষ্টিঃ পদানি ॥ ১ ॥

সস্নিম্। বাহিষ্ঠঃ। দূতঃ। বাবশানঃ। বার্যম্। অন্ধঃ। অসশ্চন্তী। বনুষ্যতি। তরুষ্যতি। ভন্দনাঃ। আহনঃ। নদঃ। সোমো

অক্তাঃ । শ্বাত্রম্ । উতিঃ । হাসমানে । পড্‌ভিঃ । সসম্ । দ্বিতা । ত্রাঃ । বরাহঃ । স্বসরাণি । শর্যাঃ । অর্কঃ । পবিঃ । বক্ষঃ । ধন্ব সিনম্ । ইত্থা । সচা । চিৎ । আ । দ্যুম্নম্ । পবিত্রম্ । তোদঃ । স্বঞ্চাঃ । শিপিবিষ্টঃ । বিষ্ণুঃ । আঘৃণিঃ । পৃথুজ্রয়াঃ । অথর্য্যুম্ । কাণুকা । অধ্রিগুঃ । আঙ্গূষঃ । আপান্তমন্যুঃ । শ্মশা । উর্বশী । বয়ুনম্ । বাজপস্ত্যম্ । বাজগন্ধ্যম্ । গধ্যম্ । গধিতা । কৌরয়াণঃ । তৌরয়াণঃ । অহ্রয়াণঃ । হরয়াণঃ । আরিতঃ । ব্রন্দী । নিষ্ষপী । তূর্ণাশম্ । ক্ষুম্পম্ । নিচুম্পুণঃ । পদিম্ । পাদুঃ । বৃকঃ । জোষবাকম্ । কৃত্তিঃ । শ্বঘ্নী । সমস্য । কুটস্য । চর্ষণিঃ । শম্বঃ । কেপয়ঃ । তূতুমাকৃষে । অংসত্রম্ । কাকুদম্ । বীরিটে । অচ্ছ । পরি । ঈম্ । সীম্ । এনম্ । এনাম্ । সৃণিঃ—ইতি চতুরুত্তরমশীতিঃ পদানি ॥ ২ ॥

আশুশুক্ষণিঃ । আশাভ্যঃ । কাশিঃ । কুণারুম্ । অলাতৃণঃ । সলল‍ূকম্ । কৎপয়ম্ । বিস্রুহঃ । বীরুধঃ । নক্ষদ্দাভম্ । অস্কৃধোয়ুঃ । নিশৃম্ভাঃ । বৃবদুক্থম্ । ঋদূদরঃ । ঋদূপে । পুলুকামঃ । অসিন্বতী । কপনা । ভাঋজীকঃ । রুজানাঃ । জূর্ণিঃ । ওমনা । উপলপ্রক্ষিণী । উপসি । প্রকলবিৎ । অভ্যর্ধযজ্বা । ঈক্ষে । ক্ষোণস্য । অস্মে । পাথঃ । সবীমনি । সপ্রথাঃ । বিদথানি । শ্রায়ন্তঃ । আশীঃ । অজীগঃ । অমূরঃ । শশমানঃ । দেবো দেবাচ্যা কৃপা । বিজামাতুঃ । ওমাসঃ । সোমানম্ । অনবায়ম্ । কিমীদিনে । অমবান্ । অমীবা । দুরিতম্ । অপ্বা । অমতিঃ । শ্রুষ্টিঃ । পুরন্ধিঃ । রুশৎ । রিশাদসঃ । সুদত্রঃ । সুবিদত্রঃ । আনুষক্ । তুর্বণিঃ । গির্বণঃ । অসূর্তে সূর্তে । অম্যক্ । যাদৃশ্মিন্ । জারয়ায়ি । অগ্রিয়া । চনঃ । পচতা । শুরুধঃ । অমিনঃ । জজ্ঝতীঃ । অপ্রতিষ্কুতঃ । শাশদানঃ । সুপঃ । সুশিপ্রঃ । রংসু । দ্বিবর্হাঃ । অক্রঃ । উরাণঃ । স্তিয়ানাম্ । স্তিপাঃ । জবারু । জরূথম্ । কুলিশঃ । তুঞ্জঃ । বর্হণা । ততনুষ্টিম্ । ইলীবিশঃ । কিয়েধাঃ । ভৃমিঃ । বিষ্পিতঃ । তুরীপম্ । রাস্পিনঃ । ঋঞ্জতিঃ । ঋজুনীতী । প্রতদ্বসূ । হিনোত । চোষ্কূয়মাণঃ । চোষ্কূয়তে । সুমৎ । দিবিষ্টিষু । দূতঃ । জিন্বতি । অমত্রঃ । ঋচীষমঃ । অনর্শরাতিম্ । অনর্বা । অসামি ।

গল্দয়া | জল্হবঃ | বকুরঃ | বেকনাটান্ | অভিধেতন | অংহুরঃ | বতঃ | বাতাপ্যম্ | চাকন্ | রথর্য্যতি | অসক্রাম্ | আধবঃ | অনবব্রবঃ | সদান্বে | শিরিম্বিঠঃ | পরাশরঃ | ক্রিবির্দতী | করূলতী | দনঃ | শরারুঃ | ইদংযুঃ | কীকটেষু | বুন্দঃ | বৃন্দম্ | কিঃ | উল্বম্ | ঋবীসম্ | ঋবীসম্—ইতি দ্বাত্রিংশচ্ছতং পদানি ॥ ৩ ॥

জহা সস্নিমা শুশুক্ষণি ত্রীণি।

পঞ্চম অধ্যায়

অগ্নিঃ | জাতবেদাঃ | বৈশ্বানরঃ—ইতি ত্রীণি পদানি ॥ ১ ॥

দ্রবিণোদাঃ | ইধ্মঃ | তনূনপাৎ | নরাশংসঃ | ইলঃ | বর্হিঃ | দ্বারঃ | উষাসানক্তা | দৈব্যাহোতারা | তিস্রোদেবীঃ | ত্বষ্টা | বনস্পতিঃ | স্বাহাকৃতয়ঃ—ইতি ত্রয়োদশ পদানি ॥ ২ ॥

অশ্বঃ | শকুনিঃ | মণ্ডূকাঃ | অক্ষাঃ | গ্রাবাণঃ | নারাশংসঃ | রথঃ | দুন্দুভিঃ | ইষুধিঃ | হস্তঘ্নঃ | অভীশবঃ | ধনুঃ | জ্যা | ইষুঃ | অশ্বাজনী | উলূখলম্ | বৃষভঃ | দ্রুঘণঃ | পিতুঃ | নদ্যঃ | আপঃ | ওষধয়ঃ | রাত্রিঃ | অরণ্যানী | শ্রদ্ধা | পৃথিবী | অপ্বা | অগ্নায়ী | উলূখলমুসলে | হবির্ধানে | দ্যাবাপৃথিবী | বিপাট্ছুতুদ্রী | আর্ত্নী | শুনাসীরৌ | দেবীজোষ্ট্রী | দেবীঊর্জাহুতী—ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ পদানি ॥ ৩ ॥

বায়ুঃ | বরুণঃ | রুদ্রঃ | ইন্দ্রঃ | পর্জন্যঃ | বৃহস্পতিঃ | ব্রহ্মণস্পতিঃ | ক্ষেত্রস্যপতিঃ | বাস্তোষ্পতিঃ | বাচস্পতিঃ | অপাংনপাৎ | যমঃ | মিত্রঃ | কঃ | সরস্বান্ | বিশ্বকর্ম্মা | তার্ক্ষ্যঃ | মন্যুঃ | দধিক্রাঃ | সবিতা | ত্বষ্টা | বাতঃ | অগ্নিঃ | বেনঃ | অসুনীতিঃ | ঋতঃ | ইন্দুঃ | প্রজাপতিঃ | অহিঃ | অহির্বুধ্ন্যঃ | সুপর্ণঃ | পুরূরবাঃ—ইতি দ্বাত্রিংশৎ পদানি ॥ ৪ ॥

শ্যেনঃ | সোমঃ | চন্দ্রমাঃ | মৃত্যুঃ | বিশ্বানরঃ | ধাতা | বিধাতা | মরুতঃ | রুদ্রাঃ | ঋভবঃ | অঙ্গিরসঃ | পিতরঃ | অথর্বাণঃ | ভৃগবঃ | আপ্ত্যাঃ | অদিতিঃ | সরমা | সরস্বতী | বাক্ | অনুমতিঃ | রাকা | সিনীবালী | কুহূঃ | যমী | উর্বশী | পৃথিবী | ইন্দ্রাণী | গৌরী | গৌঃ | ধেনুঃ | অঘ্ন্যা | পথ্যা | স্বস্তিঃ | উষাঃ | ইলা | রোদসী—ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ পদানি ॥ ৫ ॥

অশ্বিনৌ | উষাঃ | সূর্যা | বৃষাকপায়ী | সরণ্যূঃ | ত্বষ্টা | সবিতা | ভগঃ | সূর্যঃ | পূষা | বিষ্ণুঃ | বিশ্বানরঃ | বরুণঃ | কেশী | কেশিনঃ | বৃষাকপিঃ | যমঃ | অজ একপাৎ | পৃথিবী | সমুদ্রঃ | দধ্যঙ্ | অথর্বা | মনুঃ | আদিত্যাঃ | সপ্তঋষয়ঃ | দেবাঃ | বিশ্বেদেবাঃ | সাধ্যাঃ | বসবঃ | বাজিনঃ | দেবপত্ন্যঃ | দেবপত্ন্যঃ—ইত্যেকত্রিংশৎ পদানি ॥ ৬ ॥

অগ্নির্দ্রবিণোদা অশ্বো বায়ুঃ শ্যেনোঽশ্বিনৌ ষট্ ॥

———

নিরুক্তকোশ

(শব্দসূচী)

(প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে পৃষ্ঠা সংখ্যা সূচিত হইয়াছে)

অ

আ

CENTRAL LIBRARY

ই

ঈ

ঋ

এ

ঐ

ও

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ্

থ

দ

ধ

ন

প

ম

য

ল

ব

ষ

স